



যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব



৪র্থ খণ্ড

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

ওয়াহিদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রানী বাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৮৯৬৪৫, ০১৭৩১৫৩০২৫

য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ (৪র্থ খণ্ড)

[হাদীস নং ১৫০১-২০০০]

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

[হাদীস নং ১৫০১-২০০০]

মূল :

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ :

আবু শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউয়যামান

লীসান্স- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

এম, এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

শাহজাদীয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
মাদরাসা মার্কেটের সামনে
বানি বাজার, রাঙাবাড়ী

য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ (৪র্থ খণ্ড)

মূল: আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ: আবু শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বদীউয্যামান

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুনানির গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

(বইটি সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ কিংবা পরিবর্তন ও

পরিমার্জন করে অংশ বিশেষ মুদ্রণ নিষিদ্ধ)

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৩

মূল্য : ৩৮০/= (তিনশত আশি টাকা মাত্র)

ISBN: 978-984-8766-16-4

মুদ্রণ: হেরা প্রিন্টার্স ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান :

১। তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

২। ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতি ইনস্টিটিউট

কাযীবাড়ী, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

৩। প্রিন্স মেডিকেল স্টোর, চাড়ারগোপ, কালির বাজার, নারায়ণগঞ্জ

ফোন : ৭৬১৩৩৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

আলহামদুল্লাহ্ অস্‌সালাতু অস্‌সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিওঁ অ-
'আলা আলিহি অ আসহবিহী অমান তাবি'য়াহুম বিইহ্‌সানিন ইলা
ইয়াওমিদ্দীন। অবাদ...

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! রসূল (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত দ্বীন (ধর্ম)
ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে পৌছে দিয়ে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে
পালন করে গেছেন। তিনি তাঁর সাথীগণকে দ্বীনের যাবতীয় সব কিছু শিখিয়ে
এবং বুঝিয়ে দিয়েও গেছেন। আর তারা ছিলেন এমন এক গোষ্ঠী যাদের
প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ছিলেন আবার তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।
আমাদের সামনে যার সাক্ষ্য দিচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতঃ

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থাৎ : মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর
যারা তাদেরকে যাবতীয় সংকর্মে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্ত
ুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন
জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
এটাই হল মহান সফলতা।^১

আর নাবী (ﷺ) এর দ্বীনী অরিস হিসেবে তাঁর সাথীগণসহ তাদের
পরবর্তী সালাফগণও দ্বীনের যাবতীয় বিধানাবলী এবং সুন্নাতকে হেফ্‌য এবং
হেফাযাত এবং সঠিকভাবে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেও কোন প্রকার
কার্পণ্য করেননি। বরং তারা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এতই সজাগ
ছিলেন যে, তারা মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শারী'আতের বিধান
হিসেবে বর্ণিত তাঁর জীবনের ছোট/বড় কোন কিছুই সংরক্ষণ করতে এবং
অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে কোন
প্রকার অবহেলাও করেননি। আর এ কারণেই তারা রসূল (ﷺ)-এর

সর্বাবস্থার- যেমন তাঁর গৃহে অবস্থান ও সফর, নিরাপদ ও যুদ্ধ, সম্ভ্রুষ্টি ও অসম্ভ্রুষ্টি সর্ব সময়ের এমনকি তাঁর স্ত্রীগণের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের জন্য শিক্ষণীয়-যাবতীয় বিষয়কে বর্ণনা করে গেছেন।

যার প্রমাণ মিলে আবু য়ার (রাঃ) এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে। তিনি বলেন : রসূল (সাঃ) আমাদেরকে এমতাবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, বাতাসে কোন পাখি তার ডানা দিয়ে নাড়ালে তার সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন।

আর রসূল (সাঃ) বলেছেন :

والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه.

সেই সত্ত্বার কসম য়ার হাতে আমার আত্মা! আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আবার আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে আর জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।^২

তিনি আরো বলেছেন :

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مُودَّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارُهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ...

ইবরায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : রসূল (সাঃ) আমাদেরকে এমন এক নাসীহাত করলেন যে, এর ফলে চক্ষুগুলো দিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ল আর অন্তরগুলো ভীত হয়ে গেল। অতঃপর আমরা বললাম : হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় এ নাসীহাত এমন এক নাসীহাত

২. (এ হাদীসটিও সহীহ, দেখুন শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ “তাহরীমু আলাতিত ত্বরবে” (১৭৬), এ হাদীসটি আল্লামাহ্ আলসী স্বীয় গ্রন্থ “তাকসীর রুহুল মা’আনী” এর মধ্যেও (২১/৭৯) উল্লেখ করেছেন)।

যার দ্বারা আপনি যেন আমাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন! অতএব আপনি কি আমাদেরকে কোন উপদেশ দিবেন? তিনি বললেন : “আমি তোমাদেরকে এমন এক সুস্পষ্ট পথের [যা অস্পষ্টতাকে গ্রহণ করে না] উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত তাঁর দিনের মতই। আমার পরে এ সুস্পষ্ট পথ থেকে একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পথভ্রষ্ট হবে না। তোমাদের যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হবে সে অচিরেই বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তোমাদের মাড়ির দাঁত দিয়ে সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর [অর্থাৎ সুন্নাতকে কাঠোরভাবে ধারণ করবে]।”^৩

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে এ কারণে বলেছেন যে, তারা তাঁর সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপরে আমল করতেন না-যেমনটি মোল্লা আলী ক্বারী বলেছেন। আর রসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাই ছিল তাদের তরীকা। তাদের ন্যায় সুন্নাতের উপর কঠোরভাবে অনুসরণকারী এ পৃথিবীতে আর কারো আবির্ভাব ঘটেনি। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়েও বলেননি।^৪ যার প্রমাণ সামনের আলোচনা থেকে মিলবে ইনশাআল্লাহ্।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন বহু যুগ অতীত হয়ে গেলেও এবং ইসলামকে কলুষিত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিদ্রোহী যিন্দীক এবং ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটানোর দ্বারা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বহু অপচেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কুরআনকে তো হেফাযাত করেছেন-ই, (বক্র হৃদয়ের অধিকারীদের দ্বারা তাঁর নাবীর সুন্নাতকে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন এবং অপব্যাক্যার দ্বারা ভেজালযুক্ত করার অক্লান্ত অপচেষ্টা সত্ত্বেও) প্রতিটি যুগেই একদল হকুপতী সত্যিকারের ঈমানদার ও নাবী (ﷺ)এর অনুসারীদের দ্বারা সুন্নাতকেও হেফাযাত করেছেন এবং তা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। অলিল্লাহিলহাম্দ।

৩. (হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (৪৪), তিরমিযী (২৬৭৬), আবু দাউদ (৪৬০৭), আহমাদ (১৬৬৯২) ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন “মিশকাত” (তাহকীক আলবানী) (১৬৫) ও “সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব” (৩৭)।

৪. (উক্ত হাদীসের ব্যাক্যায় দেখুন “তুহফাতুল আহওয়ায়ী”)।

আমরা যদি একটু পেছন ফিরে দেখি তাহলে দেখব যে, রসূল (ﷺ) তাঁর যুগেই সহাবীগণকে (প্রকারান্তরে তাঁর উম্মাতকে) তাঁর সুন্নাতকে হেফয করতে এবং যথাযথভাবে তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

(بلغوا عني ولو آية)

“তোমরা আমার থেকে (গ্রহণ করে) বা আমার উদ্ধৃতিতে একটি আয়াত হলেও (অন্যদের নিকট) পৌঁছে দাও।”^৫

(...وليلغ الشاهد الغائب...)

আবার তিনি বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়।^৬

এ হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নাবী (ﷺ)এর মাধ্যমে যা কিছু আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন তাই হচ্ছে দ্বীন এবং তিনি সেটিকেই অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলেছেন আবার তিনি সেটিকেই যারা তাঁর নিকট হতে সরাসরি শুনেছেন তাদেরকে অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উভয় হাদীস এটিও প্রমাণ করে যে, দ্বীনের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু সংযোগ করে প্রচার করার কোনই সুযোগ নেই। কারণ কেউ তা করলে রসূল (ﷺ)এর উপরোক্ত হাদীসের সাথে তার কর্মের সংঘর্ষ বেধে যাবে। তাঁর থেকে বা তাঁর উদ্ধৃতিতে যে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা আর বাস্তবায়িত হবে না। ফলে রসূল (ﷺ)এর নির্দেশ-বিরোধী কর্মের মধ্যে পড়তে হবে। আর এ কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাও বাস্তবায়িত হবে না। আবার তাঁর অনুসরণ করলে যে আল্লাহর অনুসরণ করা হয় সেটিও উপেক্ষিত হবে এবং প্রত্যাখ্যাত হবে।^৭

৫. “সহীহ বুখারী” (৩৪৬১) ও “সহীহ তিরমিযী” (২৬৬৯)।

৬. “সহীহ বুখারী” (৬৭, ১০৪, ১৭৩৯, ১৭৪১, ১৮৩২, ৪২৯০, ৪৪০৬, ৫৫৫০, ৭০৭৮, ৭৪৪৭), “সহীহ মুসলিম” (৩৩৭০, ৪৪৭৮), “সহীহ ইবনু মাজাহ” (২৩৩, ২৩৪), “সহীহ নাসাঈ” (২৮৭৬) ও “সহীহ তিরমিযী” (৮০৯)।

৭. দেখুন (সূরা আননিসা : ৮০)।

রসূল (ﷺ) শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়ার নির্দেশই দেননি, বরং তিনি যে ব্যক্তি হাদীস শুনে হেফয করে অন্যের নিকট সেভাবেই পৌঁছালো যেভাবে সে শুনেছে তার জন্য দু'আও করেছেন।

« نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي ، فَوَعَاَهَا ، وَحَفِظَهَا ، ثُمَّ أَدَاَهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، قَرُبَ حَامِلٌ فَقِهِ غَيْرَ فَقِيهِ ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ » .

“আল্লাহ্ সেই বান্দার চেহারাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং সুশোভিত করুন যে আমার কথা শুনলো এবং তা হেফয করলো। অতঃপর তা সেই ব্যক্তির নিকট পৌঁছালো যে তা শুনেনি ...।”^৮

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন :

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ .

“আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির চেহারাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং সুশোভিত করুন যে আমার থেকে হাদীস শুনলো অতঃপর তা হেফয করে অন্যের নিকট পৌঁছালো...।”^৯

আরেক বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন :

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبْلُغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مَبْلُغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ...

“আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির চেহারাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং সুশোভিত করুন যে আমার থেকে কিছু শুনলো অতঃপর সে তা সেভাবেই অন্যের নিকট পৌঁছালো যেভাবে তা শুনলো ...।”^{১০}

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারী'আতের বিধিবিধানের মধ্যে সংযোজন আর বিয়োজন করার কোন সুযোগ নেই। যদি সুযোগ থাকতো তাহলে যেভাবে শুনলো সেভাবে পৌঁছানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করে তিনি দু'আ করতেন না।

রসূল (ﷺ) অন্য হাদীসের মধ্যে তার সহাবীগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

(احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم)

৮. “সহীহ্ জামে'উস সাগীর” (৬৭৬৬)।

৯. “সহীহ্ আবী দাউদ” (৩৬৬০) ও “সহীহ্ তিরমিযী” (২৬৫৬)।

১০. “সহীহ্ তিরমিযী” (২৬৫৭) ও “সহীহ্ জামে'উস সাগীর” (৬৭৬৪)।

“তোমরা সেগুলোকে হেফয্য করো আর সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের পেছনের (অনুপস্থিত) ব্যক্তিদেরকে সংবাদ দাও।” অন্য বর্ণনায় এসেছে : “সেগুলোকে পৌছে দাও।”^{১১}

হেফয্য করতে নির্দেশ দেয়া কিসের প্রমাণ বহন করে? এর অর্থ কি এই যে, আমি সমাজের মধ্যে আমার মনমত ভালো মনে করে কিছু চালু করে দেব। যদি তাই হতো তাহলে আর তিনি হেফয্য করতে বলবেন কেন? আর হেফয্য করতে বলার কোন উপকারিতাই বা থাকতো কি।

এ কারণে উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, কুরআন এবং হাদীসকে সংরক্ষণ এবং হেফয্য ও হেফাযাত করার জন্য রসূল (ﷺ) সহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে করে মু'মিনদের মাঝে সত্যিকারে তাঁর ইত্তিবা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হয়।^{১২}

নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনাও প্রমাণ করে যে, রসূল (ﷺ) সহাবীগণকে যেভাবে শিখিয়েছেন অন্যদেরকে সেভাবেই শিখাতে হবে

عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال : أتينا النبي ﷺ ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتهدنا أهلينا فسالنا عن من تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيمًا فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الأدب المفرد (٢١٣).

আবু সুলাইমান মালেক ইবনু হুইরিস হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমরা সমবয়সী কতিপয় যুবক নাবী (ﷺ) এর নিকট এসে তাঁর নিকট বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম (তাদের এ অবস্থান ছিলো দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে)। এমতাবস্থায় তিনি (রসূল স) ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারদেরকে কামনা করছি। তাই তিনি আমাদেরকে পরিবারের যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে

১১. “সহীহ বুখারী” (৫৩, ৭২৬৬) ও “মুসনাদু আহমাদ” (২০২০)।

১২. (সূরা আনুন্সি : ৮০)।

ঙানালাম । তিনি বঙুর মত ংবং দয়ালু ঙিলেন । অতঃপর তিনি ংমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ঙিরে গিয়ে তাদেরকে ঙিঙাও ংবং তাদেরকে (পালন করতে) নির্দেশ প্রদান কর ংবং তোমরা সেভাবেই সলাত ংদায় কর যেভাবে তোমরা ংমাকে সলাত ংদায় করতে দেখঙ্ । ংর যঙন সলাতের সময় ংপঙ্ঠিত হবে তঙন তোমাদের ংকঙন যেন ংযান দেয় ংবং তোমাদের বড়ঙন যেন ংমামাত করে । “ংলংদাবুল মুঙরাদ” (২১৩) ও “সহীহ্ নাসঈ” (৬৩৫) ।

ং হাদীস ংমাদেরকে কয়েকটি বিষয় ঙিঙা দেয় ঃ

(১) ঙিঙকের নিকট হতে ঙিঙার ঙন্য সফর করা যাবে ।

(২) ংসলাম প্রচারের ঙন্য ংগে ঙিঙকের নিকট ঙিঙতে হবে ংরপর প্রচারের ঙন্য যেতে হবে ।

(৩) ঙিঙতে হবে নাবী (ﷺ)ংর সুল্লাত মাঙিক । ংর্থাৎ তিনি যেভাবে ঙিঙিয়েছেন ংসলাম ঙিঙতে হবে সেভাবে । (ংল্লেখ্য মনগড়া সময় নির্দিষ্ট করে মনগড়া পদ্ধতিকে ঙারী‘ংত বানিয়ে, ঙাযীলাতের মনে করে ঙিঙার ংদেষ্টে বের হওয়া যাবে না । যদি সময় নির্ধারণ করা ঙারী‘ংত সম্মত হতো তাহলে বিশদিন হওয়াই সঠিক হতো) ।

(৪) ঙিঙে ঙিঙে ংবং ংগে ঙিঙে ংমল করে সর্বপ্রথম ঙিঙ পরিবারের সদস্যদেরকে ঙিঙাতে হবে । পরে ংন্যদেরকে ।

(৫) পরিবারের ঙৌঙ ঙবর নেয়া হঙেই ংসলামী তরীকা । যেখানে ঙিঙক ঙাত্রদের পরিবার সম্পর্কে ঙিঙ্ঠাসা করেছেন, সেখানে ঙাত্ররা তাদের ঙিঙেদের পরিবারের ংবঙ্ঠা সম্পর্কে প্রয়োঙন মাঙিক ঙৌঙ ঙবর ঙিবেন । ংলোচ্য হাদীস তাই ঙিঙা দেয় ।

(৬) সহীহ্ হাদীসে যেভাবে সলাতের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে ঙুধুমাত্র সেভাবেই সলাত ংদায় করতে হবে । ংন্যথায় রসূল (ﷺ)ংর নির্দেশের নাঙারমানী করা হবে ।

প্রিয় পাঠক! রসূল (ﷺ) তাঁর কোন কোন সাঙীর ঙন্য নির্দিষ্ট করে দু‘ংআও করেছেন যাতে তাকে ঙ্বিনের ঙাকীহ্ বানিয়ে দেয়া হয় । যেমন তিনি ংদুল্লাহ্ ংবনু ংব্বাস (رضي الله عنه) ংর ঙন্য দু‘ংআ করেছেন যে, “হে ংল্লাহ্! তুমি তাকে ঙ্বিনের ঙাকীহ্ (সমঝাদার) বানিয়ে দাও ।”^{১৩}

আলোচনা করার সময় প্রয়োজনে একটি কথা তিনবার করে বলতে হবে যাতে করে শ্রোতা সঠিকভাবে জেনে-বুঝে নিতে পারে

কারণ আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তা তিনবার করে বলতেন। যাতে করে কথাটি তাঁর থেকে বুঝে নেয়া যায়।^{১৪}

এর মানে এই যে, শিখানোর ক্ষেত্রে যাতে সঠিকভাবে শিখতে পারে এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে শিক্ষক বারবার বলবেন। দ্বীন শিখার ক্ষেত্রে এটিও একটি অনুসরণীয় নিয়ম। কারণ যেভাবে শিখানো হবে সেভাবে হেফয করাই হচ্ছে সুন্নাতী তরীকা। মিল্লোক্ত হাদীস থেকে তারই প্রমাণ মিলে :

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ قَوْضًا وَضَوْءًا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلِكَ فَأَتَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رواه البخاري (٢٤٧).

যেমন বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) বলেন : তুমি যখন তোমার বিছানা গ্রহণ করার ইচ্ছা করবে, তখন তুমি সলাতের অযূর ন্যায় অযূ করো। অতঃপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড় এবং বল : ‘আল্লাহুম্মা আসলামতু অজহী ইলাইকা, অ ফাওঅযযতু আমরী ইলাইকা, অ আলজাতু যহরী ইলাইকা, রাগবাতান অ রহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ অ লা মানজা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা, অবিনাবিয়িকাল্লাযী আরসালতা।’ এ বাক্যকেই তুমি তোমার শেষ কথা বানাও। কারণ তুমি যদি তোমার সে রাতে মারা যাও তাহলে তোমার মৃত্যু হবে ইসলামের উপর।

বারা ইবনু আযেব বলেন : এটিকে আমি নাবী (ﷺ)এর সামনে বারবার বলছিলাম । এ সময় আমি বললাম : ‘অ রসূলিকাল্লাযী আরসালতা’ । তখন রসূল (ﷺ) বললেন : না, তুমি বল : ‘অ নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা’ ।^{১৫}

এ হাদীস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা যখন কোন দু’আ পাঠ করব অথবা হাদীস বর্ণনা করব তখন রসূল (ﷺ) যেভাবে পাঠ করেছেন অথবা যেভাবে বর্ণনা করেছেন আমাদেরকেও সেভাবে পড়তে হবে এবং বলতে হবে ।

কারণ রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করতে গিয়ে যদি তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়ে যায় তাহলে বিপদ আছে এবং এ ব্যাপারে তিনি কঠোর ভাষায় সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছেন :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلَيْلِحِ النَّارِ.

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) বলেন : “তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না । কারণ যে আমার উদ্ধৃতিতে মিথ্যা বলবে সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে ।”^{১৬}

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমি নাবী (ﷺ)কে বলতে শুনেছি যে, যে আমার উদ্ধৃতিতে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি অবশ্যই সে তার স্থান জাহান্নামের আগুনে বানিয়ে নিবে ।^{১৭}

عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ﷺ: مَنْ حَدَّثَ عَلَيَّ بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ . رواه مسلم

১৫. “সহীহ বুখারী” (২৪৭) ।

১৬. “সহীহ বুখারী” (১০৬), “সহীহ মুসলিম” (২), “সহীহ তিরমিযী” (২৬৬০) ও “সহীহ ইবনু মাজাহ্” (৪০) ।

১৭. “সহীহ বুখারী” (১০৯) ।

সামুরাহ্ ইবনু জুন্দুব এবং মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তারা উভয়েই বলেন : রসূল (সঃ) বলেছেন : “যে আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করবে অথচ দেখা যাচ্ছে যে, তা মিথ্যা সে মিথ্যাকদের একজন।”^{১৮}

فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَىَّ أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

মুগীরাহ্ (রাঃ) বলেন : আমি রসূল (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে, “আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপের মত নয়। কারণ যে আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামের আগুনকে বানিয়ে নিবে।”^{১৯}

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! রসূল (সঃ) উপরোক্ত হাদীসগুলো কি অনর্থক বলেছেন। সতর্ক করেছেন কি এমনিই। না, তা নয়। বরং তাঁর উদ্ধৃতিতে হাদীস বানানো হবে, তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা হবে বলেই তিনি সতর্ক করে গেছেন এবং তিনি স্পষ্ট করেই বলে গেছেন যে, হাদীস তৈরি করা হবে।^{২০}

আর এ কারণেই সাবধানতা অবলম্বন করে কোন কোন সহাবী হাদীস বর্ণনা করা ছেড়েই দিয়েছিলেন এ ভেবে যে, যদি রসূল (সঃ) যেভাবে বলে গেছেন সেভাবে বর্ণনাটা না হয়, যদি রসূল (সঃ) যা বলে গেছেন তার বিপরীত হয়ে যায়। যেমন যুবায়ের ইবনুল আওওয়াম (রাঃ) :

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ، قَالَ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আমের ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার পিতা (আব্দুল্লাহ্) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আব্দুল্লাহ্) বলেন : আমি

১৮. “সহীহ মুসলিম” (১), “সহীহ ইবনু মাজাহ্” (৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১) ও “সহীহ তিরমিযী” (২৬৬২)।

১৯. “সহীহ মুসলিম” (৫)।

২০. দেখুন “সহীহ মুসলিম” (মিশকাত ১৫৪)।

(পিতা) যুবায়েরকে বললাম (জিজ্ঞেস করলাম) : আমি আপনাকে রসূল (ﷺ)এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি না যেমনভাবে অমুক আর অমুকে হাদীস বর্ণনা করছেন। তখন তিনি (উত্তরে) বললেন : অবশ্যই আমি তাঁর (রসূল ﷺ) থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : “যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে তার স্থান জাহান্নামের আগুনে বানিয়ে নিবে।”^{২১}

এ হাদীসের কারণে তার মধ্যে যে ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তাকে হাদীস বর্ণনা করতে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে শুনে শুনে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যেন সবাই হাদীসের পণ্ডিত। আবার উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সহীহ গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করে বানোয়াট উদ্ধৃতিও দেয়া হচ্ছে। আপনি যদি ইন্টারনেটের গুলল সার্চ করেন, তাহলে দেখবেন শিরোনামে বলা হচ্ছে : ... এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ, এরপরে ভিতরে ঢুকে দেখা যাচ্ছে বেশীরভাগই বানোয়াট। কিন্তু শিরোনাম দিয়ে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে!!! আসলে ইসলামকে ভেজালযুক্ত করার জন্য শয়তান কতভাবে আর কতরূপে যে আগমন করে তা বলা বড়ই মুশকিল।

একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অহী দু’প্রকারের : (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া অহী, এটি আবার দু’প্রকারের পঠিত অহী অর্থাৎ কুরআন আর অপঠিত অহী অর্থাৎ হাদীস। (২) শয়তানের পক্ষ থেকে তার অনুসারীদের নিকট আগত অহী। যেমন বানোয়াট হাদীস, শির্ক ও কুফর সম্বলিত এবং সংমিশ্রিত বানোয়াট কেসসা কাহিনী, হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বানিয়ে ফাতওয়া প্রদান এবং বিদ’আতকে সুন্নাহ বানিয়ে দেয়া ইত্যাদি। দেখুন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কি বলেছেন :

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: ১২১)

“আর (যবহ করার সময়) যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার, শায়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট অহী করে যাতে তারা তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয়; এমতাবস্থায় তোমরা

অতএব হকূপহীদের সংখ্যা হবে সর্বদাই কম। দেখুন ইব্রাহীম (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একা এক উম্মাত। “সূরা আননাহাল : ১২০)।

আবার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মুসলিমদের তেহাত্তর দলের মধ্যে জান্নাতে যাবে মাত্র একটি দল আর সেটি হচ্ছে ‘জামা‘আত’। “সহীহ্ আরী দাউদ” (৪৫৯৭), “সহীহ্ জামে‘উস সাগীর” (২০৪২, ২৬৪১) ও “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (২০৪)।

এ ‘জামা‘আত’ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বলেন : ‘অধিকাংশ লোক জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর জামা‘আত হচ্ছে সেটিই যার হক্কের সাথে মিল ঘটেছে যদিও তুমি একা হও।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন : ‘জামা‘আত সেই যে হক্কের উপর রয়েছে যদিও তুমি একা হও।’ দেখুন “আলখুলাসাতু ফিল আকাল্লিয়াত” (২/৯০, ১০৫)।

অতএব জামা‘আত সেই যার অবস্থান সহীহ্ দলীল নির্ভর তরীকার উপর- যদিও সে একা হয়।

সহাবীগণের উদ্ধৃতিতে রসূল (ﷺ)এর হাদীস বা সহাবীর বাণী বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও সহাবী এবং তাবেঈগণ থেকে সতর্কতা

অবলম্বনের জন্য সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে :

عن بكير بن الأشج، قال، قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله، و تحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله، و يحدثنا عن كعب، ثم يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله ﷺ عن كعب، و حديث كعب عن رسول الله ﷺ.

বুকায়ের ইবনু আশুয্ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমাদেরকে বুস্‌র ইবনু সাঈদ (তিনি বড় তাবেঈগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বলেন : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন

কর (অথবা হাদীস বর্ণনা করা হতে বিরত থাক)। আল্লাহর কসম! তুমি আমাদেরকে দেখেছো আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) এর নিকট বসতাম, তিনি আমাদের কাছে রসূল (ﷺ)এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করতেন আবার কা'ব হতেও বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে (চলে) যেতেন। এরপর আমাদের সাথে যারা থাকতো তাদের মধ্য থেকে কোন কোন

ব্যক্তিকে রসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদীসকে, কা'ব হতে বর্ণনাকৃত বানিয়ে ফেলতে শুনতাম, আবার কা'বের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত আসারকে রসূল (ﷺ)এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনাকৃত বানিয়ে ফেলতে শুনতাম।^{২২}

উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : (ভাবার্থ) তার উদ্ধৃতিতে জেনে- বুঝে ভালোভাবে হেফয করে যে ব্যক্তি (তার কোন কথা) বর্ণনা করতে সক্ষম সেই বর্ণনা করবে, আর যে তা হেফয করতে না পারার ভয় করবে, আমি এরূপ কাউকে আমার উপর মিথ্যারোপ করার বৈধতা দেব না।^{২৩}

রসূল (ﷺ) সহাবীগণকে হাদীস লিখার অনুমতি প্রদান করেন

পাঠকবৃন্দ! নাবী (রাঃ) তাঁর সহাবীগণকে ইসলামের প্রথম যুগে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন।^{২৪} এ আশঙ্কায় যে, কুরআনের সাথে মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে অথবা এ আশঙ্কায় যে, লোকেরা কুরআন ছেড়ে হাদীস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। অতঃপর তিনি যখন সংমিশ্রণ না হওয়ার এবং কুরআন ছেড়ে শুধুমাত্র হাদীস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই মনে করেন তখন তাদেরকে সুন্নাতগুলোও (হাদীসগুলোও) লিখার অনুমতি প্রদান করেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَتَهْتَي فُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: « اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ».

رواه أبو داود (٣٦٤٦).

এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমি হেফয করার ইচ্ছায় রসূল (ﷺ) হতে যা কিছুই শুনতাম তার সবই লিখতাম। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে নিষেধ করে বলল : তুমি যা কিছু শোন তার সবই লিখছ অথচ রসূল (ﷺ) মানুষ, রাগ করে

২২. “আততাময়ীয লিল ইমামিল মুসলিম” (১/১০, নং ১০)।

২৩. “আততাময়ীয লিল ইমামিল মুসলিম” (১/১০, নং ১১)।

২৪. “সহীহ জামে'উস সগীর” (৭৪৩৪)।

কথা বলেন আবার স্বাভাবিক অবস্থাতেও কথা বলেন? এ কারণে আমি লিখা বন্ধ করে দিয়ে রসূল (ﷺ)এর নিকট তা উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা স্বীয় মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : তুমি লিখ, সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা, তা থেকে হক্ক ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।^{২৫}

আবার রসূল (ﷺ) ফাত্হে মক্কার সময় খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় এক ইয়ামানী ব্যক্তি এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য লিখে দিন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন : তোমরা অমুকের জন্য লিখে দাও।^{২৬}

রসূল (ﷺ) সহাবীদেরকে লিখার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলতেন : “তোমরা জ্ঞানকে লিখার দ্বারা কয়েদ করে ফেলো।”^{২৭}

পাঠকবৃন্দ! শিখার ও জানার উদ্দেশ্যে সহাবীগণ রসূল (ﷺ)-এর নিকট বসার জন্য এবং তাঁর হাদীসকে হেফয করার জন্য খুবই আগ্রহী থাকতেন এবং লোকেদের মধ্যে জ্ঞান চর্চা এবং তা বুঝার ব্যাপারে তারাই সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগী ছিলেন। নিম্নোক্ত ঘটনাবলী তারই প্রমাণ বহন করে :

তারা রসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে কুরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য পালা করে সময় কাটাতেন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ غَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا تَتَنَاقَبُ التَّرْوَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزَلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমি এবং মদীনার আওয়ালী এলাকার বানী উমাইয়্যাহ্ ইবনু যায়েদ গোত্রের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিলাম। আমরা পালা করে রসূল (ﷺ)এর নিকট যেতাম। সে একদিন যেত আর আমি একদিন যেতাম। আমি যেদিন যেতাম

২৫. “সহীহ আবী দাউদ” (৩৬৪৬)।

২৬. “সহীহ আবী দাউদ” (২০১৭, ৩৬৪৯, ৪৫০৫) ও “সহীহ তিরমিযী” (২৬৬৭)।

২৭. “সহীহ জামে’উস সাগীর” (৪৪৩৪) ও “সিলসিলাহ সহীহাহ” (২০২৬)।

সেদিনের অহী এবং অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ আমি তাকে দিতাম আর সে যেদিন যেতো সে দিনেরগুলো সে আমাকে জানাত।^{২৮}

তারা কুরআন ও হাদীসের জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে

ভ্রমণ করতেন

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

মাসরুক হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন : আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। আল্লাহর কিতাবের যে সূরাটিই নাযিল হয়েছে, আমি জানি সেটি কোথায় নাযিল হয়েছে, আবার আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতটিই নাযিল হয়েছে, আমি জানি কোন ব্যাপারে তা নাযিল হয়েছে। আমি কোন একজন সম্পর্কে যদি জানতে পারি যে, সে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী যার নিকট উট আমাকে পৌঁছাবে, অবশ্যই আমি আরোহন করে তার নিকট যাব।^{২৯}

وقد رَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُكَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি মাত্র হাদীসের জন্য এক মাসের দূরত্ব সফর করে আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাঃ)এর নিকট গিয়েছিলেন।^{৩০}

عن عطاء : أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر فلما قدم مصر ، أخبروا عقبة فخرج إليه ، قال : حديث سمعته من رسول الله ﷺ في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من ستر مؤمناً على خزية ستر الله عليه يوم القيامة) ، قال : فأتى أيوب راحلته فركبها ، وانصرف إلى المدينة ...

২৮. “সহীহ বুখারী” (৮৯) ও “সহীহ ইবনু হিব্বান” (৪১৮৭)।

২৯. “সহীহ বুখারী” (৫০০২)।

৩০. “সহীহ বুখারী” (৭৮) হাদীসের অধ্যায় দেখুন।

আতা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু আইউব আনসারী (রাঃ) উকবাহ্ ইবনু আমের (রাঃ) এর নিকট (একটি মাত্র হাদীস সম্পর্কে জানার জন্য) গিয়েছিলেন। যখন তিনি মিসরে আগমন করেন তখন লোকেরা উকবাহ্ ইবনু আমেরকে সংবাদ দিলে তিনি তার নিকটে আসেন। তিনি (আইউব) বললেন : আমি রসূল (সাঃ) হতে একটি হাদীস শুনেছিলাম ‘মুসলিমের গোপনীয়তাকে গোপন করার বিষয়ে। আমি আর আপনি ছাড়া যারা হাদীসটি শুনেছিলেন তাদের আর কেউ (অবশিষ্ট) নেই। তিনি (উকবাহ্) বললেন : আমি রসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি : “যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে অপদস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার গোপনীয়তাকে গোপন করবেন।” (বর্ণনাকারী) বলেন : অতঃপর আইউব (রাঃ) তার বাহনের নিকট এসে তাতে আরোহণ করলেন এবং তিনি মাদীনায ফিরে গেলেন ...।”

এ উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, সহাবীগণ সুন্নাতকে হেফয এবং হেফাযাত করাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন যা পরবর্তী যুগের লোকেদের জন্য অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়।

সহাবীগণ কর্তৃক নাবী (সাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং এ ক্ষেত্রে তাদের পরহেযগারিতা

عَنْ عُمَرُو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَا أَخْطَأَنِي عَشِيَّةَ حَمِيسٍ إِلَّا آتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا، فَمَا سَمِعْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ، قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَكَسَ رَأْسَهُ، فَرَأَيْتُهُ مَخْلُولَ أَرْزَارٍ قَمِيصِهِ، قَدْ انْتَفَخَتْ أَوْذَاجُهُ، وَاعْرُورَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: "أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَيْءٌ ذَلِكَ".

আমর ইবনু মাইমুন বলেন : প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে আমার আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) এর নিকট আসতে ভুল হতো না। আমি তাকে কখনও কোন কিছুর ব্যাপারে বলতে শুনি নি যে, রসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি।

৩১. দেখুন “মুসনাদু আহমাদ” (১৭৪৫৪/১৭৪৯০), আবু উমার ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আননামরী কুরতুবীর “জামে'উ বায়ানিল ইলমি অ ফাযলিহি” (১/১৮৭, নং ৩৭১), “মুসনাদুল হমাইদী” (১/১৮৯, নং ৩৮৪) ও “মুসনাদুর রুওয়ানী” (১/১৪৯, নং ১৫৯)।

এমতাবস্থায় একদিন বিকালে তিনি বললেন : আমি রসূল (ﷺ)কে বলতে শুনেছি ...। অতঃপর তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে মাথাকে উপরের দিকে উঠালেন। দেখলাম তার জামার বুতামগুলো খোলা এমতাবস্থায় যে, তার গলার রগগুলো (ভীত হয়ে) ফুলে উঠেছে এবং তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেছে। অতঃপর তিনি (সাবধানতা অবলম্বন করে) বললেন, অথবা এর চেয়ে বেশী বলেছেন, অথবা এর চেয়ে কম বলেছেন, অথবা এর কাছাকাছি, অথবা এরূপ বলেছেন।^{৩২} (যাতে করে মিথ্যুক না হয়ে যান, সেজন্য এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন)।

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: صَحِبتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فَعَرِقَ، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا أَوْ نَحْوُ هَذَا أَوْ شَيْبَةً هَذَا". المعجم الكبير للطبراني : ٨٥٣٨

অন্য বর্ণনায় এসেছে : আমর ইবনু মাইমুন বলেন : আমি আটমাস আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) এর সঙ্গী হয়েছিলাম। তাকে শুধুমাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। অতঃপর তিনি ঘেমে গিয়ে বললেন : (রসূল স) এটি বলেছেন, অথবা অনুরূপ অর্থে বলেছেন, অথবা এর মতই বলেছেন।^{৩৩}

عن السائب بن يزيد قال : (صحبت عبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، والمقداد بن الأسود ، فلم أسمع أحداً منهم يتحدث عن رسول الله ﷺ، إلا أبي سمعت طلحة بن عبيد الله يتحدث عن يوم أحد)

সায়েব ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, তুলহাহ ইবনু ওবাইদুল্লাহ, সা'দ ইবনু আবী অক্কাস ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (رضي الله عنه) এর সঙ্গী হয়েছিলাম। আমি তুলহাহ ইবনু ওবাইদুল্লাহ ছাড়া তাদের কোন একজনকেও রসূল (ﷺ) এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি উহুদের দিনের ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেন।^{৩৪}

৩২. “আলমু'জামুল কাবীর” (৮৫৩৯)।

৩৩. “আলমু'জামুল কাবীর” (৮৫৩৮)।

৩৪. “তারীখু মাদীনাতু দেমাশ্” (৬০/১৮০)।

عن أبي إدريس : أن أبا الدرداء كان يحدث بالحديث عن رسول الله ﷺ، فإذا فرغ منه قال : هذا أو نحو هذا ، أو شكله)

আবু ইদরীস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবুদ দারদা রসূল (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি যখন হাদীস বর্ণনা করা শেষ করতেন তখন বলতেন : এটা, অথবা এর মত, অথবা এ ধরনের বর্ণনা করেন।^{৩৫}

عن محمد أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النبي ﷺ حديثاً، كان يقول: أو كما قال.

মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) যখন নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন : অথবা তিনি যেমনটি বলেছেন।^{৩৬}

সহাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভুল এবং সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতেন

সহাবীগণ নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বর্ণনা করাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরহেযগারিতা প্রদর্শন করতেন। এই দেখুন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) এর ভূমিকা কিরূপ ছিলো। তিনি ওবাইদুল্লাহ ইবনু উমায়েরকে রসূল (ﷺ) এর হাদীস বর্ণনা করার সময় বলতে শুনলেন : مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين (এ ভাষা শুনে) তাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন : তোমাদের প্রতি ধ্বংস নেমে আসুক! রসূল (ﷺ) এর প্রতি মিথ্যারোপ করো না। কারণ তিনি বলেন : مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين (এ শব্দ ব্যবহার না করে ওবাইদ বলেছিলেন : الشاة الرابضة)^{৩৭}

৩৫. “আলকিফায়াহ ফী ইলমির রিয়াওয়াহ” (১/২০৬)।

৩৬. “আততাময়ীয লিল ইমাম মুসলিম” (১/১০, নং ৮)।

৩৭. “মুসানাদু আহমাদ” (৬৫১০), “মুসান্নাফ ইবনু আব্দুর রাযযাক” (২০৯৩৪), “আততাময়ীয লিল ইমাম মুসলিম” (১/৯, নং ৫) ও আহমাদ আবু বাকুর খাতীব বাগদাদীর “আলকিফায়াহ ফী ইলমির রিয়াওয়াহ” (১/১৭৩)।

এ কারণে মুহাম্মাদ ইবনু আলী বলেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) যখন হাদীস শুনতেন তখন তাতে বৃদ্ধি করতেন না, আবার তার থেকে কমাতেনও না।^{৩৮}

আ'মাশ বলেন : তাদের নিকট এ জ্ঞানের মর্যাদা এরূপ ছিলো যে, তাদের কেউ এ ক্ষেত্রে একটি ওয়াও অথবা আলিফ অথবা দাল বেশী করে ফেলার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে যাওয়াকে বেশী পছন্দ করতেন।^{৩৯}

এ কারণেই ইমাম মালেক (রাঃ) রসূল (সাঃ) এর হাদীসের ক্ষেত্রে (বা, তা, সার মত) অক্ষরের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতেন। (যাতে পরিবর্তন না ঘটে)।^{৪০}

কোন কোন সহাবী ভাবার্থ বর্ণনা করলেও সে ক্ষেত্রে সঠিক হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমাকে আয়েশা (রাঃ) বললেন : হে আমার ছেলে! আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, তুমি আমার উদ্ধৃতি হাদীস লিখ। এরপর ফিরে গিয়ে আবার লিখ। আমি তাকে বললাম : আমি আপনার নিকট হতে কিছু শুনি। এরপর ফিরে গিয়ে অন্যের নিকট হতেও শুনি। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন : তুমি কি অর্থের ক্ষেত্রে বিপরীত কিছু পাও? তখন আমি বললাম : না। এ সময় আয়েশা (রাঃ) বললেন : তাহলে সমস্যা নাই।^{৪১}

সহাবীগণ হাদীস শুনে সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সাক্ষীমূলক প্রমাণও চাইতেন

তারা কোন হাদীস শুনে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ কিনা যাচাই করতেন। এর বহু উদাহরণ রয়েছে, নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

৩৮. আহমাদ আবু বাকুর খাতীব বাগদাদীর “আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিঅয়্যাহ্” (১/১৭১) ও ইবনু আসাকিরের “তারীখু দেমাঙ্ক” (৩১/১১৯)।
৩৯. আহমাদ আবু বাকুর খাতীব বাগদাদীর “আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিঅয়্যাহ্” (১/১৭৭)।
৪০. “আরশীফু মলতাক্বা আহলিল হাদীস” (৬২/১২৬)।
৪১. আহমাদ আবু বাকুর খাতীব বাগদাদীর “আলকিফায়্যাহ্ ফী ইলমির রিঅয়্যাহ্” (১/২০৫)।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক হাদীসের সঠিকতা যাচাইয়ের ঘটনা :

عن أبي سعيد الخدريُّ يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَتَشُدُّكُمْ اللَّهُ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « الْإِسْتِثْنَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ »؟ قَالَ أَبِي: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسَ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ. قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ. قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَاللَّهِ لَأَوْجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ. أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بَيْنَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ أَبِي بَنٍ كَعْبٌ فَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحَدُنَا سِوَا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ. فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : আমরা উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)এর নিকটে এক মাজলিসে ছিলাম। এ সময় আবু মূসা আলআশ'য়ারী (রাঃ) রাগান্বিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি : তোমাদের কেউ কি রসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছে যে, (কারো বাড়িতে প্রবেশের জন্য) তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। সে যদি তোমাকে অনুমতি দেয় তো দিলো অন্যথায় তুমি ফিরে যাও? উবাই (রাঃ) বললেন : তোমার এ প্রশ্ন কেন? তিনি বললেন : আমি গতকাল উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। তাই আমি ফিরে আসি। এরপর আজ আমি তার নিকট আসলাম এবং তার নিকট প্রবেশ করে তাকে জানালাম যে, আমি গতকাল আপনার নিকট এসে (অনুমতির জন্য) তিনবার সালাম দিয়েছিলাম। অতঃপর (সাড়া না পেয়ে) ফিরে গেছি। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন : আমরা তোমার থেকে তা শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা সে সময়ে ব্যস্ত ছিলাম। তুমি অনুমতি না চাইলেও তোমার জন্য অনুমতি ছিলো। তখন তিনি (আবু মূসা) বললেন : আমি অনুমতি প্রার্থনা করেছি সেভাবেই যেভাবে আমি রসূল (সাঃ) থেকে শুনেছি। এ সময় উমার (রাঃ)

বললেন : আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তোমার পিঠ ও পেটকে (প্রহার করে) ব্যথিত করে দিব, অথবা তুমি এ হাদীসের ব্যাপারে তোমার স্বপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করবে। (এ সময়) উবাই ইবনু কা'ব বললেন : তোমার সাথে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সী ব্যক্তি যাবে। (তিনি আবু সাঈদকে বললেন :) উঠ হে আবু সাঈদ। (আবু সাঈদ বলেন :) আমি দাঁড়িলাম এবং উমার (রাঃ)এর নিকট এসে বললাম : আমি রসূল (সাঃ)কে এ হাদীস বলতে শুনেছি।^{৪২} অন্য বর্ণনায় এসেছে :

فَقَالَ عُمَرُ خَفَىٰ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

এ সময় উমার (রাঃ) বললেন : আমার নিকট রসূল (সাঃ) হতে নির্দেশিত এ হাদীস গোপনই রয়ে গেছে! তা থেকে আমাকে বাজারের ব্যস্ততা ভুলিয়ে রেখেছে।^{৪৩}

وزاد مالك في الموطأ : أن عمر قال لأبي موسى : فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ.

ইমাম মালেক “আলমুওয়াত্তা” গ্রন্থে তার বর্ণনায় হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন যে, এরপর উমার (রাঃ) আবু মূসা আলআশ'যারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেন : অবশ্যই আমি তোমাকে অপবাদ দি নাই। তবে মানুষ কর্তৃক রসূল (সাঃ)এর উপর বানিয়ে বলা শুরু করে দেয়ার আশঙ্কা করছি।^{৪৪}

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক হাদীসের সঠিকতা যাচাইয়ের ঘটনা :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنُ أُخْتِي! بَلَّغْنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَارًا بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَأَلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كَثِيرًا - قَالَ - فَلَقِيَتْهُ فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ اثْرَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ

৪২. “সহীহ মুসলিম” (৫৭৫৩) ‘বাবুল ইসতিযান’।

৪৩. “সহীহ মুসলিম” (৫৭৫৭) ‘বাবুল ইসতিযান’। এছাড়া দেখুন “সহীহ বুখারী” (৭৩৫৩, ২০৬২, ৬২৪৫)।

৪৪. “মুওয়াত্তা মালেক” (৩৫৪০)।

فَرَفَعَ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيَبْقَى فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَالًا يُفْتَوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ». قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ أَغْطَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ قَالَتْ أَحَدَّثْتُكَ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ عُرْوَةُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَأَلْقَهُ ثُمَّ فَاتِحَهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ - قَالَ - فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الْأُولَى. قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ. وَفِي رَوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: فَعَجَبْتُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমাকে আয়েশা (রাঃ) বললেন : হে আমার বোনের ছেলে! আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) আমাদেরকে হাজ্জের উদ্দেশ্যে অতিক্রম করছেন। তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করো। কারণ তিনি নাবী (সঃ) হতে বহু জ্ঞান গ্রহণকারী ব্যক্তি। উরওয়া বললেন : আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে অনেক কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যেগুলো তিনি নাবী (সঃ) এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন। উরওয়া বলেন : যা কিছু তিনি উল্লেখ করলেন সেগুলোর মধ্যে এটিও ছিলো যে, রসূল (সঃ) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা লোকদের থেকে জ্ঞানকে ছিনিয়ে নিবেন না। তবে তিনি আলেমদেরকে (তাদের আত্মাকে) কবয করে নিবেন। ফলে তাদের সাথে জ্ঞানকেও উঠিয়ে নিবেন। লোকদের মধ্যে জাহেল (অজ্ঞ) নেতারা অবশিষ্ট থাকবে, আর তারা লোকদেরকে জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া দিবে। ফলে (নেতারা) নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে আর অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া বলেন : আমি যখন আয়েশা (রাঃ) কে এ হাদীস বর্ণনা করে শুলাম তখন তিনি এটিকে খুব বড় হিসেবে দেখলেন এবং তা অস্বীকৃতির মনোভাব নিয়ে বললেন : তিনি কি তোমাকে এ হাদীস এভাবে বর্ণনা করলেন যে, তিনি নাবী (সঃ) কে এটি বলতে শুনেছেন। উরওয়া বলেন : যখন পরবর্তী বছর আসল তখন তিনি (আয়েশা) তাকে (আমাকে) বললেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) আগমন করেছেন, তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে স্মরণ করিয়ে সেই হাদীসটি সম্পর্কেই জিজ্ঞেস কর যেটি তোমার নিকট (গত বছর) জ্ঞানের ব্যাপারে উল্লেখ

করেছিলেন। উরওয়া বলেন : আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার কাছে সেভাবেই উল্লেখ করলেন যেভাবে তিনি প্রথমবারে আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। উরওয়া বলেন : আমি যখন তাকে (আয়েশা রাঃকে) এ সম্পর্কে সংবাদ দিলাম তখন তিনি বললেন : আমার ধারণা তিনি সত্যই বলেছেন। আমার ধারণা তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ বেশী করেননি আবার তিনি কমও করেননি।^{৪৫} বুখারীর বর্ণনায় এসেছে : আয়েশা রাঃ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন : আল্লাহর কসম! আব্দুল্লাহ ইবনু আমর অবশ্যই হেফয করেছেন।^{৪৬}

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হাদীসের সাঠকতা যাচাইয়ের ঘটনা :

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرُ الْعَدَوِيِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذُنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَدَرْتَهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِأَذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولُ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.

মুজাহিদ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)এর নিকট বুশাইর আদাবী এসে হাদীস বর্ণনা করে বলা শুরু করলেন : রসূল (সঃ) বলেছেন, রসূল (সঃ) বলেছেন। এ সময় ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার হাদীস শুনলেন না এবং তার দিকে তাকালেনও না। তখন তিনি বললেন : হে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস! কি হয়েছে আমার, আপনাকে দেখছি আমার হাদীস শুনছেন না? আমি রসূল (সঃ)এর উদ্ধৃতিতে আপনার নিকট হাদীস বর্ণনা করছি অথচ আপনি শুনছেন না! ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন : আমরা কোন ব্যক্তি হতে যখন একবার শুনতাম যে, সে বলছে : রসূল

৪৫, “সহীহ মুসলিম” (৬৯৭৪)।

৪৬, “সহীহ বুখারী” (৭৩০৭)।

(ﷺ) বলেছেন, তখন আমাদের দৃষ্টিসমূহ সে দিকে দ্রুত ধাবিত হতো এবং শুনার জন্য আমাদের কানগুলো সেদিকে ঝুঁকে পড়ত। অতঃপর যখন লোকেরা কঠিন থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে সহজের দিকে উৎসাহী হওয়া শুরু করল অর্থাৎ ভালো আর মন্দ সব পথেই চলা শুরু করল তখন আমরা লোকদের থেকে তাই গ্রহণ করা শুরু করি যা আমরা জানি।^{৪৭}

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيثٍ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثٍ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَذْرَى أَعْرِفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصُّغْبَ وَالذُّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ.

তাউস হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : এ বুশাইর ইবনু কা'ব, ইবনু আব্বাস (রাঃ)এর নিকট এসে তার নিকট হাদীস বর্ণনা করা শুরু করল। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন : তুমি অমুক অমুক হাদীস পুনরায় বল। তখন সে তার জন্য পুনরায় বর্ণনা করলো। তিনি তাকে আবার বললেন : তুমি অমুক অমুক হাদীস পুনরায় বর্ণনা কর। তিনি তার জন্য পুনরায় উল্লেখ করে বললেন : জানি না আপনি আমার সব হাদীস সম্পর্কে অবগত আছেন আর এটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন, নাকি আমার সব হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু এটি সম্পর্কে অবগত আছেন। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন : আমরা রসূল (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করতাম এমন এক সময় যখন তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা হতো না। অতঃপর যখন লোকেরা কঠিন থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে সহজের দিকে উৎসাহী হওয়া শুরু করল অর্থাৎ ভালো আর মন্দ সব পথেই চলা শুরু করল তখন আমরা তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে ত্যাগ করি।^{৪৮}

সহাবীগণ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত এসব ঘটনা জানার পরে আশা করি কোন পাঠকের নিকটেই হাদীস যাচাই বাছাইয়ের কাজ রসূল (ﷺ)এর মৃত্যুর বহু পরে শুরু হয়েছে এ কথা বলার আর কোন সুযোগ নেই। বরং

৪৭. “সহীহ মুসলিম” (২১)।

৪৮. “সহীহ মুসলিম” (১৯)।

সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ ক্ষেত্রে সহাবীগণই অগ্রবর্তী দল। আল্লাহ রক্বুল আলামীনের আনুগত্য এবং আল্লাহ্ ভীতি এবং তাঁর নাবীর (ﷺ) অনুসরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রতি মিথ্যারোপের দ্বারা যাতে জাহান্নামী হতে না হয়, এ জন্যই তারা এতো বেশী সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অথচ তারা নাবী (ﷺ)এর সাথী ছিলেন এবং তারা তাঁর যুগেও বসবাস করেছেন।

এরপরেও যদি তাদেরকেই এতো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বা সতর্কতার গুরুত্বটা কত বেশী হওয়া উচিত তা একটু সুস্থ বিবেক দিয়ে ভেবে দেখলেই অনুধাবন করা যাবে।

কিন্তু আমরা কতটুকু সতর্ক! আমরা দুনিয়াতে নিজের হক্ বা অধিকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য কোর্টে যায়। আমরা বাদী/বিবাদী উভয়েই নিজের হক্কে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের স্বপক্ষে সাক্ষী এবং প্রমাণাদি উপস্থাপন করে থাকি। কেন? উদ্দেশ্য একটাই নিজের দাবীকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারা নিজের পাওনাকে বা অধিকারকে বা প্রাপ্যকে আদায় করে নেয়া। দুনিয়াবী ব্যাপারে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য বাদী/বিবাদী আমরা কোর্টে উকিলও নিয়োগ দিয়ে থাকি। সাক্ষী সত্য বলছে নাকি মিথ্যা বলছে বিচারকের সামনে তাকে জেরাও করা হয়। অন্যন্য প্রমাণাদিকেও যাচাই বাছাই করা হয়। কিসের জন্য? সত্যকে উদঘাটন করার জন্য। আবার এর সাথে কিসের স্বার্থ জড়িত? দুনিয়াবী স্বার্থ। যে দুনিয়াতে মানুষ ক্ষণস্থায়ী, যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুসাফিরের ন্যায় কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করে বিদায় নিতে হবে, এরপরেও সত্যের জন্য, সঠিকের জন্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাগিদে শ্রেণীভেদে সকলেই সঠিক দলীল আর প্রমাণাদির পেছনে ছুটি।

কিন্তু যে জীবন চিরস্থায়ী, যার কোন শেষ নেই, যেখানে হয় শান্তি আর না হয় অশান্তি। অর্থাৎ হয় জান্নাত আর না হয় জাহান্নাম। সে শান্তির স্থান জান্নাত লাভের জন্য আমরা কতটুকু আল্লাহর দান আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করছি। বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহার কি শুধুমাত্র দুনিয়া লাভের জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার এতো বেশী প্রয়োজন ছিল না যদি ইসলামের নামে সমাজের মধ্যে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ভালো ভেবে চালু না হয়ে যেতো। যদি বানোয়াট আর দুর্বল হাদীস সমাজে ছড়িয়ে না পড়ত। যদি বানোয়াট

আর দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা না হতো, বা সহীহ হাদীসের বিপরীতে দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসের উপর আমল করা না হতো, বা বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসের চর্চা না হতো।

কিন্তু সত্য আর সহীহ দলীল ত্যাগ করে যখন মানুষ অসত্য আর বেঠিকের পূজারী হয়ে গেছে এবং হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম সমাজ যখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং বিভক্ত হচ্ছে, যেখানে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ শুধুমাত্র আল্লাহর পথের দিকে হওয়ার কথা (সূরা নাহল : ১২৫, সূরা ইউসুফ : ১০৮, সূরা ফুসসিলাত : ৩৩), সেখানে যখন বিভিন্ন নামে গড়ে উঠা দল-উপদল আর সংগঠনের দিকে আহবান করা আর দাওয়াত দেয়া শুরু হয়ে গেছে, তখন প্রয়োজন পড়ে সহীহ দলীল ভিত্তিক বিবেক আর বুদ্ধির ব্যবহারের দ্বারা সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসন্ধান করার। কারণ সেটিই হচ্ছে আল্লাহর পথ আর বাকীগুলো হচ্ছে শয়তানের পথ। আর এ দায়িত্বটাই সহাবীগণ সতর্কতার সাথে পালন করেছিলেন হাদীস বা দলীলকে সতর্কতার সাথে বর্ণনা করার দ্বারা এবং সতর্কতার সাথে গ্রহণ করার দ্বারা। যাতে শয়তানের পথে পড়তে না হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : রসূল (সঃ) একটি লম্বা দাগ কাটলেন এবং বললেন : এটি আল্লাহর পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম), অতঃপর সেই দীর্ঘ দাগের [সাথে মিলিয়ে] ডানে এবং বামে অনেকগুলো দাগ কাটলেন এবং বললেন : এগুলো বহুপথ, এ পথগুলোর প্রতিটিতে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে আর ভ্রষ্ট পথের দিকে আহবান করছে। অতঃপর পাঠ করলেন :

﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরলপথ অতএব একমাত্র এ পথেরই তোমরা অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন বহুপথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ পথে চলার আদেশ দিচ্ছেন [এ পথে চললে] আশা করা যায় তোমরা [আল্লাহকে] ভয় করবে।” (সূরা আন'আম : ১৫৩)।^{৪৯}

৪৯. (হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ সহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন,

এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত ভিন্ন পথগুলোর ব্যাখ্যায় ইবনু আতিয়া বলেন : ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক, বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট... ইত্যাদি গোষ্ঠীকে আয়াতটি সম্পৃক্ত করেছে। বিশিষ্ট তাবে'ঈ মুজাহিদ বলেন : বিভিন্ন পথ দ্বারা বিদ'আতগুলোকে বুঝানো হয়েছে।^{৫০}

সহাবীগণ কি শুধুমাত্র হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন? না, তারা দ্বীনের মধ্যে ইবাদাত হিসেবে নতুন কিছু দেখলে তা কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বন্ধ করে দিতেন। দেখুন এর উদাহরণ :

বিশিষ্ট তাবে'ঈ আমর ইবনু সালামাহ্ হামদানী হতে বর্ণিত হয়েছে (তিনি ৮৫ হিজরীতে মারা যান) তিনি বলেন : আমরা সকালের সলাতের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর দরজার সামনে বসতাম। অতঃপর তিনি যখন বের হতেন তখন তার সাথে মাসজিদে যেতাম। আমাদের নিকট আবু মূসা আশ'য়ারী (রাঃ) এসে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের নিকট আবু আব্দুর রহমান কি বের হয়েছেন? আমরা উত্তরে বললাম : না। তখন তার বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি যখন বের হলেন তখন আমরা সকলে তার নিকট উঠে গেলাম। এ সময় আবু মূসা (রাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : হে আবু আব্দুর রহমান! আমি এখনই মাসজিদে এক কর্ম দেখলাম যার আমি প্রতিবাদ করেছি। অথচ (আলহামদুলিল্লাহ্) আমি তাতে শুধুমাত্র কল্যাণই দেখছি। তিনি (আবু আব্দুর রহমান) বললেন : তা কি? তিনি বললেন : আপনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে আপনি অচিরেই দেখবেন। তিনি বললেন : আমি মাসজিদে কতিপয় লোককে দেখলাম, হালকা হালকা করে (দলবদ্ধভাবে দলবদ্ধভাবে) বসে সলাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালকাতে (নেতা হিসেবে) এক ব্যক্তি রয়েছে -আর তাদের হাতে পাথর রয়েছে- সে তাদেরকে বলছে : তোমরা একশতবার তাকবীর (আল্লাহ্ আকবার) বল, তখন তারা একশতবার তাকবীর বলছে। এরপর সে বলছে : তোমরা একশতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল, তখন তারা একশতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলছে। এরপর সে তাদেরকে বলছে : তোমরা একশতবার

“মিশকাত” (১৬৬) ও “তাখরীজুল আকীদাতুত ত্বাহবিয়্যাহ্” (১/৫৮৭)।

৫০. (দেখুন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় “তাফসীর কুরতুবী” ও “ফতহুল কাদীর” সহ অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থগুলো)।

সুবহানাল্লাহ্ বল, তখন তারা একশতবার সুবহানাল্লাহ্ বলছে। তখন আবু আব্দুর রহমান আবু মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি তাদেরকে কি বললেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন : আপনার সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশের অপেক্ষায় থেকে আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি। আপনি তাদেরকে কি এ নির্দেশ দেননি যে, তোমরা তোমাদের মন্দ কর্মগুলো গণনা করতে থাক এবং আপনি কি তাদের যিম্মাদার হয়ে জাননি যে, তাদের সংকর্মগুলো নষ্ট হবে না? এরপর তিনি চলা শুরু করলেন আর আমরাও তার পেছনে চলা শুরু করলাম। তিনি সেই হালকাগুলোর একটি হালকার নিকট পৌঁছে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদের এ কি করতে দেখছি? তারা বলল : হে আবু আব্দুর রহমান! এগুলো পাথর, এগুলোর দ্বারা আল্লাহ্ আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও সুবহানাল্লাহ্ গণনা করছি। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের মন্দগুলো গণনা করতে থাক। আমি তোমাদের ভালো কর্মগুলোর কোন কিছুই নষ্ট না হওয়ার যিম্মাদার!! হে উম্মাতু মুহাম্মাদ (ﷺ)! ধ্বংস তোমাদের প্রতি, কতই না দ্রুত তোমাদের ধ্বংস নেমে আসছে! অথচ তোমাদের নাবী (ﷺ)এর পর্যাণ্ড (বহু) সংখ্যক সহাবী (এখনও) অবশিষ্ট রয়েছেন। এগুলো রসূল (ﷺ)এর পোষাক এখনও পুরানা হয়ে যায়নি আর তার ব্যবহৃত পাত্রগুলো ভেঙ্গেও যায়নি। আল্লাহর কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা! তোমরা কি সেই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ যে মিল্লাত রসূল (ﷺ)এর উম্মাতের চেয়ে বেশী হেদায়াত প্রাপ্ত, নাকি তোমরা ভ্রষ্টতার দরজা খুলে বসেছ? তারা উত্তরে বলল : হে আবু আব্দুর রহমান আল্লাহর কসম! আমরা শুধুমাত্র কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছি। তিনি বললেন : কতই না কল্যাণকামী রয়েছে যার (যাদের) নিকট কল্যাণ পৌঁছবে না। কারণ রসূল (ﷺ) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে একদল লোক কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কষ্টনালী অতিক্রম করবে না। আল্লাহর কসম! জানি না, তবে হতে পারে তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য থেকেই। অতঃপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমর ইবনু সালামাহ্ বলেন : আমরা সেই সব হালকার লোকদের নাহরাওয়ানের দিনে খারেজীদের সাথে আমাদেরকে আঘাত করতে দেখেছি।^{৫১}

৫১. আসারটিকে ইমাম দারেমী তার “সুনান” গ্রন্থে (নং ২০৪/২১০) বর্ণনা করেছেন। আসারটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

এ হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি?

এ হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন কোন পদ্ধতিই ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়, যা ভালো ভেবে কল্যাণকর মনে করে করা হচ্ছে অথচ তার সমর্থনে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এরূপ কর্ম করা হলে, বা এরূপ প্রথা বা নীতি চালু করা হলে তাকে পথভ্রষ্টার পথ বা শয়তানের দরজা হিসেবেই গণ্য করতে হবে। কর্মটিকে বাহ্যিকভাবে যতই ভাল মনে করা হোক না কেন। কারণ তারা যে কাজ করছিল সেগুলো ভালই ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল পদ্ধতিতে। ফলে ভাল কর্মও খারাপে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাঠকবৃন্দ! বর্তমানে মাসজিদের মধ্যে বানোয়াট আর দুর্বল হাদীস এবং শিকী কেস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই নাবী (ﷺ) আর তাঁর সহাবীগণের অনুসরণকারীরা? কোথায় সেই আলেমরা? যাদের উচিত ছিলো আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) এর ন্যায় ভূমিকা নেয়ার।

পরিশেষে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করতে চাই, আর তা হচ্ছে যখন ইসলামের মধ্যে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, মুসলিম সমাজ যখন দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তাকে দ্বীন বানিয়ে নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া যে ত্বরীকা ইসলামের ত্বরীকা নয় বা নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাখীগণের ত্বরীকা নয় যখন এরূপ হাজারো ত্বরীকার আবির্ভাব ঘটে চলেছে, তখন যেভাবে আমরা দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করে থাকি, সেই একইভাবে আমাদেরকে জান্নাত লাভের জন্য সঠিক ও বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক সঠিক আমল কোন্টি তা উদঘাটনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় আখেরাতে ভালো কিছু অর্থাৎ জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

যেসব কর্মের উপর চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ভর করে সেগুলোর ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করবেন না অথচ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করবেন। মনে হয় না যে, কোন বিবেকবান ব্যক্তি এরূপ করাকে সমর্থন করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথের হেদায়াত দান করুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদের মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন ভাষ্য ও উক্তি বুঝার জন্য পাঠকবৃন্দের যা জানা একান্ত অপরিহার্য

হাদীস শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কীয় যে সব বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা জানা যরুরী, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল :

১। মুতাওয়াতিঃ সেই হাদীসকে মুতাওয়াতিঃ বলা হয় যেটিকে সংখ্যায় এ পরিমাণ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ; বাক্য ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই হতে পারে যাকে বলা হয় 'মুতাওয়াতিরু লাফযী'। যেমন : **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتُوبَ** 'এটিকে সত্ত্বরের অধিক সহাবী বর্ণনা করেছেন।'।

আবার শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়েও হতে পারে। যেমন মুযার উপর মাসাহ করা এবং কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস। এটিকে বলা হয় মুতাওয়াতিরু মা'নাবী।

২। খবরু ওয়াহিদঃ আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতিঃ হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি।

এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার :

(ক) মাশহূর : আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসটিকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিঃের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেন।

(খ) আযীয : সেই হাদীসকেই বলা হয় যার সনদের প্রতিটি স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) গারীব : যে হাদীসের সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গারীব হাদীস। যেমন বুখারী প্রমুখ গ্রন্থে বর্ণিত **“إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...”** নিয়ত সংক্রান্ত এ হাদীসটি।

৩। মারফু' : নাবী (ﷺ)-এর কথা, বা কাজ, বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফু' হাদীস।

৪। মওকুফ : সহাবীর কথা, বা কর্ম, বা সমর্থনকে বলা হয় 'মওকুফ'।

৫। মাকতূ' : তাবে'ঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাকতূ'।

৬। মুসনাদ : যে হাদীসের সনদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'।

৭। মুত্তাসিল : যে মারফূ' বা মওকূফ-এর সনদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকেই বলা হয় 'মুত্তাসিল'।

৭। সহীহ : যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায় এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৮। হাসান : যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ত্রুটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায় এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৯। সহীহ লি গায়রিহি (অন্যের কারণে সহীহ) : এটি মূলত হাসান লি যাতিহি। কিন্তু হাসানের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে, সে সময় হাসান হতে সহীহার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'সহীহ লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১০। হাসান লি গায়রিহি (অন্যের কারণে হাসান) : এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাসেক বা মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে দুর্বল না হয়, তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে 'হাসান'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'হাসান লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১১। য'ঈফ : যে সনদে হাসান হাদীসের সনদের গুণাবলী একত্রিত হয়নি, হাসান-এর সনদের শর্তগুলোর যে কোনটি অনুপস্থিত থাকার কারণে, সে সনদের হাদীসটিকে 'য'ঈফ' বলা হয়।

এই 'য'ঈফ'র স্তরগুলো বিভিন্ন হতে পারে বর্ণনাকারীর মাঝের দুর্বলতা (ত্রুটি) কম বেশী হওয়ার কারণে। (যেমনভাবে সহীহ হাদীসের স্তরে পার্থক্য রয়েছে বর্ণনাকারী নির্ভরশীল বা বেশী নির্ভরশীল হওয়ার কারণে)। দুর্বলের প্রকার গুলোর মধ্যে রয়েছে; য'ঈফ, য'ঈফ জিদ্দান (নিতান্তই দুর্বল), ওয়াহিন, মুনকার, মুযতারিব, মু'যাল, মুরসাল মু'আল্লাক ইত্যাদি। তবে সর্বাপেক্ষা নিকট প্রকার হচ্ছে মাওযু' (জাল)।

১২। মু'আল্লাক : যে হাদীসের সনদের শুরুতে একজন বা পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ করা হয়নি সেই হাদীসকে 'মু'আল্লাক' বলা হয়। যেমন সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করে এরূপ বলা যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন, কিংবা সহাবী বা তাবে'ঈ ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করা। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩। মুরসাল : যে সনদের শেষ ভাগে তাবে'ঈর পরের ব্যক্তি অর্থাৎ সহাবীকে উহ্য রেখে তাবে'ঈ বলবেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন। এরূপ সনদের হাদীসকে মুরসাল বলা হয়। এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪। মু'যাল : যে সনদে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়নি সেই সনদের হাদীসকে বলা হয় মু'যাল। এরূপ হাদীস দুর্বলের পর্যায়ভুক্ত, গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। মুনকাতি' : যে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে তাকেই বলা হয় 'মুনকাতি'। এ বিচ্ছিন্নতা যেভাবেই হোক না কেন। মুরসাল, মু'আল্লাক, মু'যাল এসব গুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। সনদের মধ্যে অভ্রতা থাকার কারণে এটি সকল আলেমের ঐকমত্যে দুর্বল হাদীসের অন্তর্গত।

১৬। মাতরুক : সেই হাদীসকে বলা হয় যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭। মা'রুফ : নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় 'মা'রুফ' হাদীস। মা'রুফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

১৮। মুনকার : দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় মুনকার হাদীস। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্য ভাষায় মুনকার বলা হয় সেই হাদীসকে যার সনদে এমন এক বর্ণনাকারী আছেন যার বেশী ভুল হয় বা যার অসতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে।

১৯। মাহ্ফুয : যে হাদীসটি বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহ্ফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

২০। শায : যে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন সেটিকে বলা হয় 'শায'। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২১। মাজহুল : যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী (অবস্থা) সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহুল'। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২২। **জাহালাত** : যে সনদের মধ্যের কোন বর্ণনাকারীর সত্তা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সনদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সনদ বলা হয়।

২৩। **তাবে'** : সেই হাদীসকে তাবে' বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে একই সহাবা হতে।

২৪। **শাহেদ** : সেই হাদীসকে শাহেদ বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে ভিন্ন সহাবা হতে।

২৫। **মুতাবা'য়াত** : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'।

এটি দু'প্রকার :

(ক) **মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ** : যদি সনদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ' বলে।

(খ) **মুতাবা'য়াতু কাসিরা** : যদি সনদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা'।

২৬। **মুদাল্লাস** : সনদের মধ্যের দোষ লুকিয়ে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে বর্ণনা করা হাদীসকে 'মুদাল্লাস' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় 'মুদাল্লিস' (দোষ গোপনকারী)।

তাদলীস (সনদের দোষ গোপন করা) দু'প্রকার :

(ক) **তাদলীসুল ইসনাদ** : রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক তার শাইখকে লুকিয়ে তার শাইখের শাইখ হতে অথবা তার সমসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু তার থেকে সে শ্রবণ করেনি।

(খ) **তাদলীসুত তাসবিয়া** : রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীস বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে বুপিয়ে তার নির্ভরযোগ্য শাইখের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস।

* **তাদলীসুশ শযুখ** : রাবী কর্তৃক মানুষের নিকট তার শাইখের অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়াত বা উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করা।

মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যদি স্পষ্ট ভাষায় শ্রবণ সাব্যস্ত করে, যেমন বলবে আমি শুনেছি, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্পষ্টভাবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না করে,

(যেমন বলবে অমুক হতে অমুক হতে, যেটাকে বলা হয় আন্ আন্ করে) তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। **মুরসালুল খাফী** : রাবী কর্তৃক তার সমসাময়িক এমন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করা যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটীর ব্যাপারটি জানা যায় না।

২৮। **মাওযু'** : নিজে জাল করে রসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ করাকেই 'মাওযু'' হাদীস বলা হয়। (এরূপ বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা হারাম)।

২৯। **মুযতারিব** : আভিধানিক অর্থে মুযতারিব বলা হয় কর্মে ক্রটিযুক্ত হওয়াকে।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মুযতারিব বলা হয়, যেটি সমশক্তিতে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যার একটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক এবং একটিকে অন্যটির সাথে একত্রিত করেও আমল করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ বিভিন্নতা সনদের বর্ণনাকারীদের নাম নিয়েও হতে পারে আবার হাদীসের ভাষাতেও হতে পারে। তবে এরূপ সনদের মধ্যেই বেশী ঘটে থাকে। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০। **মুসাহ্‌হাফ** : আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্‌হাফ বলা হয় : শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানাকে।

তাসহীফ সংঘটিত হয় সনদ এবং মাতান (হাদীসের ভাষা) উভয়ের মধ্যে।

সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী রাবী তাসহীফ-এর মধ্যে পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজারের (রহঃ) নিকট মুসাহ্‌হাফ বলা হয় : নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সনদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

৩১। **মুদরাজ** : আভিধানিক অর্থে কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়াকেই বলা হয় 'মুদরাজ' বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে মুদরাজ বলা হয় সনদের মাঝে কারণ বশতঃ বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে কোন কিছু সংযোজন করাকে অথবা হাদীসের ভাষ্যে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কিছু প্রবেশ ঘটিয়ে তার সাথে মিশিয়ে দেয়াকে (পৃথকভাবে উল্লেখ না করে)। মুদরাজ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং হারাম। তবে যদি ব্যাখ্যা মূলক হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

ম	مراتب الجرح	وحكمه
১	الأولى ما دل على المبالغة نحو: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.	أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر. الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من
২	ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو: فلان دجال، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.	
৩	فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة أو نحو ذلك.	
৪	فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بكرة أو طرحوه أو لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد بـ ليس بشيء، أن أحاديثه قليلة.	
৫	فلان لا يحتج به أو ضعفه أو مضطرب الحديث أو ضعيف أو له ما ينكر أو له منكر أو منكر الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الراوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.	وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحديث أن يخرج للاعتبار.
৬	فلان فيه مقال أو أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى أو ليس بذلك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو شيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموا فيه أو فلان فيه نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه.	

নং	মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষনীর উক্তিগুলোর স্তর ছয়টি	তকুম
১	প্রথমত: যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে, যেমন অমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী মিথ্যক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্তম্ভ বা সে মিথ্যার খুনি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	এ চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন একটার দ্বারা দোষনীর কোন বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহেদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও গ্রহণ করা যাবে না।
২	প্রথমটির চেয়ে একটু নীচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহন করে। যেমন অমুক ব্যক্তি দাঙ্কাল বা সে কায্যাব (অত্যধিক মিথ্যাবাদী) বা অত্যধিক জালকারী বা হাদীস জাল করে বা মিথ্যা বলে।	
৩	অমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীস চুরী করত কিংবা সাক্ষ্যে বা মাতরুদ বা হালেক বা যাহেবুল হাদীস বা তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরশীল নয় অথবা যে সব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহন করে।	
৪	অমুক ব্যক্তির হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যাগ বা নিতান্তই দুর্বল বা একেবারে দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীস লিখার যোগ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেযোক্ত ভাষ্য ইবনু মা'ঈন ব্যতীত অন্য সকলের নিকট, কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।	
৫	অমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, বা সে মুযতারিবুল হাদীস, বা দুর্বল, বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে, বা তার বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে, বা সে মুনকারুল হাদীস। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেযোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।	এ চার স্তরের ভাষ্যগুলোর ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি শাহেদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও গ্রহণ করা যাবে না।
৬	অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে, বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে, বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে, বা সে সেরূপ নয়, বা সে শক্তিশালী নয়, বা সে দৃঢ় নয়, বা সে দলীল নয়, বা সে ভাল নয়, বা সে হাফিজ নয়, বা তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে, বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে, বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি রয়েছে, বা তার হাদীস প্রায় দুর্বলভুক্ত, বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে, বা অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কথপোকথন করেছেন, বা তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে, বা তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চূপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের ভাষ্য দুটি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন যার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।	

সূচীপত্র

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
	১- الأخلاق ১। আখলাক	
১৫৪৪	(آيَاتُ الْمُتَافِي: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَؤْتِمِنَ خَانَ). মুনাক্কিরের আলামতসমূহ: যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে,	১২৮ খুবই দুর্বল
১৫৭৫	(ابْتَلُوا الرَّفْعَةَ عِنْدَ اللَّهِ، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَحْلَمُ عَنْ جَهْلٍ عَلَيْكَ، وَتَصِلُ مَنْ তোমরা আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা চাও। তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! তা কী?.....	১৫৫ খুবই দুর্বল
১৭০২	(أَتَحْسِبُونَ الشُّدَّةَ فِي حِمْلِ الْحِجَارَةِ؟ إِنَّمَا الشُّدَّةُ أَنْ يَمْتَلِئَ أَحَدُكُمْ غِيظًا ثُمَّ يَقْلِبُهُ). তোমরা পাথর বহন করতে কষ্ট অনুভব করছ? তোমাদের কেউ পূর্ণরূপে রাগান্বিত	২৯০ দুর্বল
১৮৩৩	(أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْيُحْسَنُ فِي اللَّهِ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কর্ম হচ্ছে আল্লাহর গুণাগুণ ভালোবাসা আর	৪২৩ দুর্বল
১৮৫০	(أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَتْقِيَاءُ الْأَخْيَارُ، الَّذِينَ إِذَا غُلِبُوا لَمْ يَفْتَعِدُوا، وَإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرِفُوا আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় বান্দা হচ্ছে পরজগার ও গোপনে অবস্থান.....	৪৪২ দুর্বল
১৮২৮	(إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ، تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلِكُ مِثْلَ مَنْ تَنَّى مَا جَاءَ بِهِ). বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন তার নিকট থেকে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরে.....	৪১৮ মুনকার
১৯৫৮	(أَرْبَعٌ لَا يُصَحِّحْنَ إِلَّا بِعَجَبٍ: الصُّمْتُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالْوَضَاعُ بِوَقْلَةِ الشَّيْءِ، وَذِكْرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ). চারটি বস্তু আশ্চর্যবিশিত হওয়া ছাড়া লাভ করা যায় না চুপ থাকা আর তা হচ্ছে	৫৫৪ বানোয়াট
১৫৯০	(الْأَمَانَةُ تَجْرُ الرُّزْقَ، وَالْخِيَانَةُ تَجْرُ الْفَقْرَ). আমানাত রিস্ক ছিনিয়ে আনে আর বিয়ানাত দরিদ্রতাকে ছিনিয়ে আনে।	১৭৪ দুর্বল
১৫৫৫	(الْأَمَانَةُ غِنَى). আমানাত রক্ষা করা হচ্ছে ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়ার কারণ।	১৩৮ দুর্বল
১৮০৫	(إِنَّ اللَّهَ يُفِضُ فَلَانَةً: الْفَنَى الظُّلُمَ، وَالشَّيْخَ الْجَهُولَ، وَالْعَائِلَ الْمُخْتَالَ). অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন: অত্যাচারী ধনী, অজ্ঞ শাইখ	৩৯৪ খুবই দুর্বল
১৮০৩	(إِنَّ اللَّهَ يُفِضُ الْمُؤْمِنَ الَّذِي لَا ذَرْبَ لَهُ). অবশ্যই আল্লাহ ঐ মু'মিনকে ঘৃণা করেন, হকের ব্যাপারে যার অবস্থান কঠোর নয়	৩৯৩ মুনকার
১৮৬১	(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ الَّذِينَ إِذَا رُعُوا ذُكِرَ اللَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّكُمْ؟ الْمَشَاءُونَ আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তাদেরকে	৪৫১ পূর্বে দুর্বল পরে হাসান
১৯০২	(إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ). তোমরা হিংসা থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ হিংসা সংকরমণ্ডলোকে.....	৪৯৩ দুর্বল

১৯৫০	(ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ فَيُحِبِّي رَاجِعَةً عَلَى صَاحِبِهَا: الْبَغْيُ وَالْمَكْرُ وَالثَكْتُ، ثُمَّ قَرَأَ)..... যার মধ্যে তিনটি বস্তু থাকবে সেগুলোর কুপরিণতি তার দিকেই ফিরে আসবে.....	৫৪৬ দুর্বল
১৯০১	(الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ)..... হিংসা সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। সাদাকাহ.....	৪৯১ দুর্বল
১৫৮৩	(خَشِيَ اللَّهُ رَأْسَ كُلِّ حِكْمَةٍ، وَالْوَرَعُ سَيْدُ الْعَمَلِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَعٌ يَخْرِجُهُ عَنْ مَفْصِيَةِ اللَّهِ... প্রত্যেক হিকমাতের মূল হচ্ছে আল্লাহ্ ভীতি। পরহেযগারিতা হচ্ছে কর্মের সরদার....	১৬৬ দুর্বল
১৭০৬	(خُلُقَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ، وَخُلُقَانِ يُبْغِضُهُمَا اللَّهُ، فَأَمَّا اللَّذَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ فَالسَّخَاءُ وَالسَّمَاخَةُ، দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন আর দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ্ বানোয়াট	২৯৩
১৯৫৬	(خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ الْحَسَنُ، وَإِنْ شَرُّ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ السَّيِّئُ فِي الصُّورَةِ)..... সর্বোত্তম যা কিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর সর্বনিকৃষ্ট যা.....	৫৫১ দুর্বল
১৯১১	(خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَشَرُّ مَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ قَلْبٌ سَوِيٌّ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ). মানুষকে সর্বোত্তম যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর ব্যক্তিকে সর্ব.....	৫০৪ দুর্বল
১৫৭৪	(الرِّفْقُ رَأْسُ الْحِكْمَةِ). হিকমাতের মূল হচ্ছে নরম আচরণ।	১৫৪ দুর্বল
১৫৫৭	(السَّمَاخُ رِيَّاحٌ، وَالْعَسْرُ شَوْمٌ). ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে লাভজনক আর কঠোরতা করা হচ্ছে অমঙ্গলজনক।	১৩৯ মুনকার
১৮৬০	(الصَّبْرُ وَالْإِحْسَابُ هُنَّ عَيْنُ الرَّقَابِ، وَيُدْخِلُ اللَّهُ صَاحِبَهُنَّ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ). ধৈর্য ধারণ করা এবং আত্মসমালোচনা করা দাস/দাসী স্বাধীন করার মত।	৪৫০ খুবই দুর্বল
১৮৪৬	(الْيَقِينَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّكَاةِ، إِنَّ الرَّجُلَ يَتَوَبُّ يَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ صَاحِبَ الْيَقِينَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ). গীবাত হচ্ছে যেনার চেয়েও কঠিন গুনাহ। কারণ (যেনাকারী) ব্যক্তি যখন	৪৩৬ খুবই দুর্বল
১৮০৮	(الْفِيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْمَاءُ مِنَ التَّقَايِ). ঈর্ষা হচ্ছে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর নিজ স্ত্রীকে অন্য পুরুষদের সাথে পরস্পরের	৩৯৭ দুর্বল
১৯০৫	(كَادَتْ التَّمِيْمَةُ أَنْ تَكُوْنَ سِحْرًا، كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا). চোগলখোরী জাদুর (ধোকার) নিকটবর্তী হয়েছিল। আর দরিদ্রতা কুফরীর	৪৯৬ বানোয়াট
১৮৪৮	(لَوْ كَانَ حَسَنُ الْخُلُقِ رَجُلًا يَمْشِي فِي النَّاسِ لَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا). ভাল চরিত্র যদি একজন ব্যক্তি হতো যে লোকদের মাঝে হাঁটছে। তাহলে মানুষ সৎ....	৪৩৯ খুবই দুর্বল
১৯৫৪	(مَا كَرِهَتْ أَنْ تَوَاجِهَ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيَّةٌ). তুমি যার দ্বারা তোমার ভাইকে সম্বোধন করাকে অপছন্দ কর তাই গীবাত।	৫৫০ দুর্বল
১৯১২	(مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِفْقَادِهِ، مَلَأَ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا). যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে প্রথমেই সংবরণ করবে আল্লাহ্.....	৫০৪ দুর্বল
১৮৬৬	(مَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ فَلَا غِيَّةَ لَهُ). যার লজ্জা নাই তার গীবাতও নাই।	৪৬০ খুবই দুর্বল
১৯১০	(لَا عَقْلَ كَاتِلِدِيرٍ، وَلَا وَرَعٌ كَالْكُفِّ، وَلَا حَسَبٌ كَحَسَنِ الْخُلُقِ). (জীবন ধারণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) তদবীর করার মত কোন বুদ্ধিমত্তা নেই,	৫০২ দুর্বল

২- الألب والاستئذان

২। আদব ও অনুমতি প্রার্থনা

১৫৮৫	(وَابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَابِ الْوُجُوهِ).	১৬৭	মিথ্যা
১৭৫৪	তোমরা সুন্দর চেহারার অধিকারীদের নিকট কল্যাণ অনুসন্ধান কর। (أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ إِذَا أَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَرِيمِهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَرِيمِهِ..... জিবরীল (আ) আমার নিকট এসে বললেন: আপনি যখন হাঁচি দিবেন তখন বলুন:	৩৪০	খুবই দুর্বল
১৯৯৭	(إِنَّا لَا نَنْظُرُ إِلَهُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَطَاعَ الرَّحِيمَ، وَجَارَ السُّوءِ).	৫৯৭	বানোয়াট
১৮৩১	দু'ব্যক্তির দিকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকাবেন না। রেহেমের..... (أَجِبُوا أَيْوَابَكُمْ، وَأَقْبُوا آتِيَكُمْ، وَأَوْكُوا اسْتَيْتَكُمْ، وَأَطْفُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوْذَنْ لَهُمْ بِالسُّورِ عَلَيْكُمْ).	৪২১	দুর্বল
১৬১৫	তোমরা তোমাদের দরজাগুলো বন্দ কর, তোমাদের পাত্রগুলো উলটিয়ে রাখ..... (أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ حِفْظُ اللِّسَانِ).	২০৪	দুর্বল
১৬৩৬	আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে যবানকে হেফাযত করা। (أَحَبُّ الْيُؤُوتِ إِلَى اللَّهِ، يَتَّ فِيهِ يَتِيمٌ مَكْرُومٌ).	২২৭	খুবই দুর্বল
১৬১৯	আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে মর্যাদা নিয়ে ইয়াতীম থাকে। (أَحْسَنُهَا (بَعْنِي الطَّيْرَةَ) الْقَالُ، وَلَا تُرْدُ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ.....	২০৯	সনদ দুর্বল
১৮৮০	পাখী উড়ানোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ভালো ফল নির্ণয় করা। পাখী উড়ানো..... (أَحْسِنُوا إِلَى الْمَاعِزَةِ، وَامْسَحُوا عَنْهَا الرِّغَامَ، فَإِنَّهَا ذَائِبَةٌ مِنْ ذَوَابِّ النَّجَسِ).	৪৭৩	বানোয়াট
১৭২৬	তোমরা ছাগলের প্রতি সদাচরণ কর। তার থেকে মাটিকে মুছে দাও। কারণ সে..... (إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسَّأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَيَمْنَنْ هُوَ، فَإِنَّهُ أَوْسَلُ لِلْمَوَدَّةِ).	৩১৩	দুর্বল
১৭২৫	যখন কেউ কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন সে যেন তার নাম, (إِذَا أَخَيْتَ رَجُلًا فَلْيَسَّأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَحِفْظُهُ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا عُدَّتْهُ.....	৩১২	খুবই দুর্বল
১৮৪০	তুমি যখন কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন তাকে তার এবং তার (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ فَلْيَسْتَسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَسْأَلْهُ الْمَلَائِكَةُ وَخَرَجَتْ، وَخَصَرُهُ.....	৪৩০	দুর্বল
১৮৪১	তোমাদের কেউ যখন তার পরিবারের নিকট আসবে তখন সে যেন পর্দা করে।.... (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ بَابَ خُجْرَتِهِ فَلْيَسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قَرِينُهُ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ.....	৪৩১	খুবই দুর্বল
১৫০৮	যখন তোমাদের কেউ তার ঘরের দরজার নিকট আসবে সে যেন সালাম দেয়। (إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا: إِنْ لَسْنَا لَكَ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ.....	৮৭	সনদ দুর্বল
১৭৪০	যখন কোন গৃহে সাপ দেখা যাবে তখন তোমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলো: (إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى أَحَدٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ).	৩২৫	দুর্বল
১৭৩৮	তোমাদের কেউ যখন কারো উদ্দেশ্যে লিখবে তখন সে যেন তার নিজেকে দিয়ে শুরু করে। (إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا، فَلْيَبْدَأْهُ، فَإِنَّهُ أَلْحَقَ الْحَاجَّةِ (وَفِي الثَّرَابِ بَرَكَةٌ).	৩২৩	দুর্বল

১৭৩৭	(إِذَا كَتَبْتَ قَبْرَ (السَّيِّئِ) فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).	৩২২
	তুমি যখন লিখবে তখন বিসমিলাহির রহমানির রহীমের মধ্যের সীনকে স্পষ্ট করে লিখ।	দুর্বল
১৭৫২	(إِسْمَاعُ الْأَصَمِّ صَدَقَ).	৩৩৮
	বধিরকে শুনানো হচ্ছে সাদাকাহ।	বুঝই দুর্বল
১৭৩২	(أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ).	৩১৭
	সর্বাপেক্ষা সত্য স্বপ্ন হচ্ছে সাহরীর সময়ের স্বপ্ন।	দুর্বল
১৫৭৭	(اطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرَّحْمَاءِ مِنْ أُمَّتِي، تَعِشُوا فِي أَكْثَانِهِمْ، فَإِنْ فِيهِمْ رَحْمَتِي، وَلَا تَطْلُبُوا.....)	১৫৭
	তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও। তোমরা তাদের ধারে.....	দুর্বল
১৬৪৯	(أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدْنَهُمْ).	২৩৯
	তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সম্মান প্রদান কর এবং তাদের সুন্দরভাবে শিষ্টাচার শিখাও।	বুঝই দুর্বল
১৭২৩	(أَنَا شَفِيعٌ لِكُلِّ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، مِنْ مَبْعَثِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).	৩১০
	আমাকে প্রেরণ করা হতে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আমি প্রত্যেক সেই দু'ব্যক্তির.....	বানোয়াট
১৫৭২	(اِنْتَظِرُ الْفَرَجَ بِالصَّبْرِ عِبَادَةَ).	১৫১
	ধৈর্যের সাথে স্বচ্ছলতার (প্রশস্ততার) অপেক্ষা করা ইবাদাত।	বানোয়াট
১৫৭৩	(اِنْتَظِرُ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ عِبَادَةَ، وَمَنْ رَأَى بِالْقَلِيلِ مِنَ الرُّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ).	১৫৩
	আল্লাহর নিকট হতে স্বচ্ছলতার (প্রশস্ততার) জন্য অপেক্ষা করা ইবাদাত।.....	বুঝই দুর্বল
১৮৯২	(أَنْزَلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَأَحْسَنَ أَدْنَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ).	৪৮৩
	ভাল আর মন্দে দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব মর্যাদা প্রদান কর....	দুর্বল
১৮৯৪	(أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ).	৪৮৪
	তোমরা লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব মর্যাদা প্রদান কর।	দুর্বল
১৮৮৯	(إِنْ أَخَذَكُمْ مِنْ آتَةٍ أَخِيحَ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدَى، فَلْيُطِئْهُ عَنْهُ).	৪৭৯
	তোমাদের একেকজন তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। অতএব তার মাঝে যদি.....	বুঝই দুর্বল
১৯৫৩	(إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَاتِلٍ، فَاتَّقِ اللَّهَ أَمْرُؤُ وَعَلِمَ مَا يَقُولُ).	৫৪৯
	আল্লাহ তা'য়ালার প্রত্যেক যবানের নিকটেই রয়েছেন। অতএব ব্যক্তি যেন আল্লাহকে....	দুর্বল
১৫৪২	(إِنَّ مِنَ التَّوَّاضِعِ لِلَّهِ، الرُّضَى بِالنُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمَجْلِسِ).	১২৬
	মজলিসের উচ্চ স্থান ছেড়ে নিচু স্থান গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর.....	দুর্বল
১৭৫১	(الْبَادِيءُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الصَّرَمِ).	৩৩৬
	প্রথমে সালাম প্রদানকারী সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে নিরাপদে থাকবে।	দুর্বল
১৫৬০	(التَّذْيِيرُ نَصْفُ الْعَيْشِ، وَالتَّوَدُّدُ نَصْفُ الْعَقْلِ، وَالْهَمُّ نَصْفُ الْهَرَمِ، وَقَوْلُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَتَيْنِ).	১৪১
	খরচ করার পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেয়া জীবন ধারণের অর্ধেক, (মানুষকে) ভালোবাসা....	দুর্বল
১৭৩৯	(تَرَبُّوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحَ لَهَا، إِنَّ الشَّرَابَ مُبَارَكٌ).	৩২৪
	তোমরা তোমাদের পাতগুলোকে মাটি মিশ্রিত কর তাহলে তা হবে সেগুলোর.....	মুনকার
১৭৬৬	(تَصَافَحُوا فَإِنَّ الْمُصَافَحَةَ تَذْهَبُ بِالشَّحَاءِ، وَتَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تَذْهَبُ بِالْعِلَّةِ).	৩৫২
	তোমরা মুসাফাহা কর, কারণ মুসাফাহা কৃপণতাকে দূর করে আর তোমরা পরস্পরকে....	দুর্বল

১৫৩৫	(ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ حَاسِبُهُ اللَّهُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ.....)	১২০ খুবই দুর্বল
১৭৬৪	তিনটি বস্তু যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তা'আলা সহজভাবে তার হিসাব (حُسْنُ الْوَجْهِ مَالٌ، وَحُسْنُ الشَّعْرِ مَالٌ، وَحُسْنُ اللِّسَانِ مَالٌ، وَالْمَالُ مَالٌ.)	৩৫১ বানোয়াট
১৯০০	সৃষ্টির সবই আল্লাহর পরিবার। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সৃষ্টি হচ্ছে তাদের.... (الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ لِلَّهِ، فَأَحَبُّ خَلْقِهِ إِلَيْهِ، أَفْعَمُهُمْ لِعِيَالِهِ.)	৪৯০ দুর্বল
১৬৩৭	(خَيْرُ نَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، نَيْتٌ فِيهِ يَتِمُّ يُحْسِنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ نَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، نَيْتٌ فِيهِ يَتِمُّ يُسَاءُ إِلَيْهِ)	২২৮ দুর্বল
১৭৭১	মুসলিমদের সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে ইয়াজীমের সাথে (رَجِمَ اللَّهُ مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ، وَعَرَفَ زَمَانَهُ، وَاسْتَقَامَتِ طَرِيقَتُهُ.)	৩৫৬ বানোয়াট
১৯৪৬	আল্লাহ তা'আলা সেই পিতার প্রতি দয়া করুন যে তার সন্তানকে তার হকের ব্যাপারে... (رَجِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى يَرٍ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَقْبَلُ إِحْسَانَهُ، وَيَتَجَاوَزُ.....)	৫৪১ দুর্বল
১৭৩৬	সালাম হচ্ছে কথা বলার পূর্বেই। আর যে পর্যন্ত সালাম প্রদান না করবে সে (السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ، وَلَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يَسْلَمَ.)	৩২১ বানোয়াট
১৫০২	সম্প্রদায়ের সরদার হচ্ছে তাদের খাদেম। (سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ.)	৭৯ দুর্বল
১৫৫৪	ওয়াদা হচ্ছে হাদিয়াহ। (الْعِدَّةُ عَطِيَّةٌ.)	১৩৬ দুর্বল
১৫৬৭	কিতাবের কারামাত হচ্ছে তাতে শীল লাগানোতে। (كَرَامَةُ الْكِتَابِ خَتْمُهُ.)	১৪৭ বানোয়াট
১৮৮৭	(لَأَنْ يُؤَذِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، أَوْ أَحَدَكُمْ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَصَّدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِصَفَرٍ صَاعٍ.)	৪৭৭ খুবই দুর্বল
১৯০৯	তিনটি মাজলিস ছাড়া (অন্যান্য) মাজলিসগুলো আমানাতের একটি মাজলিস হচ্ছে.... (الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسٍ: مَجْلِسٌ يُسْفِكُ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ.....)	৫০০ দুর্বল
১৯০৭	যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট (কুটির জন্য) ওয়র পেশ করল। কিন্তু সে তা কবুল..... (مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَغْزِيَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ.)	৪৯৮ দুর্বল
১৮৮৮	যার নিকটে তার মুসলিম ভাইয়ের গীবাৎ করা হবে, এমতাবস্থায় যে সে তাকে.... (مَنْ اغْتَيْبَ عَنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمَ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، فَصَرَهُ، نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.....)	৪৭৮ খুবই দুর্বল
১৯২৭	যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হবে এবং মুশাপেক্ষী হবে, অতঃপর সে লোকদের থেকে তা..... (مَنْ جَاعَ وَاحْتَاَجَ لِكَنَمَةِ النَّاسِ حَتَّى يَقْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَحَ اللَّهُ لَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ.)	৫২৩ মুনকার
১৯১৭	যে ব্যক্তি ঘরে (বাইতুল হারামে) প্রবেশ করল সে ভালোর মধ্যে প্রবেশ করলো..... (مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُورًا لَهُ.)	৫১০ দুর্বল
১৯১৬	যে তার রাগ প্রতিহত করবে আল্লাহ তা'আলা তার শান্তিকে তার থেকে হুগিত..... (مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ غَدَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَرَّ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ.....)	৫০৮ খুবই দুর্বল

১৬৫৫	(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْجُو فَلْيَنْجِرِ الصَّمْتَ).	২৪৩ দুর্বল
১৫৭৮	যে ব্যক্তিকে নাজাত লাভ করা খুশি করে সে যেন চুপ থাকাকে ধারণ করে। (يَا عَلِيُّ! اظْلُبُوا الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءِ أَهْلِي، تَعِيشُوا فِي أَكْثَابِهِمْ وَلَا تَطْلُبُوا مِنَ الْقَاسِيَةِ.... হে আলী! তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও। তোমরা	১৬০ খুবই দুর্বল
৩- الأضاحي والذبائح والأطعمة ৩। কুরবানী, যবেহ ও পানাহার		
১৭১১	(اشْتَبِعُوا وَلَوْ بِالْمَاءِ).	২৯৭ দুর্বল
১৫৮৭	তোমরা পানি দ্বারা হলেও তরকারী গ্রহণ কর। (أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ).	১৭০ দুর্বল
১৭৯০	তোমরা খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর। কারণ গরম খাদ্য বরকতধারী হয় না। (أَبْرِدُوا وَلَوْ بِالْمَاءِ).	১৭৯০ দুর্বল
১৮০৬	তোমরা সার্বদ তৈরি কর যদি পানি দ্বারাও হয়। إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطْلُعُ فِي الْمَيْتِينَ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَبْرِدُوا مِنَ الْمَنَازِلِ تَلَحُّقَكُمْ الرُّحْمَةُ আল্লাহ তা'আলা দু'ঈদে যমীনকে (যমীনবাসীকে) অবলোকন করে থাকেন।....	৩৯৪ বানোয়াট
১৫৩৩	(أَكْثَرَ جُنُودِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الْحَرَّادِ، لَا أَكْلُهُ وَلَا أَحْرَمُهُ).	১১৮ দুর্বল
১৮২৫	যমীনের মধ্যে আল্লাহর সর্বাধিক সৈন্য হচ্ছে ফড়িং, আমি তাকে বাবো	৪১৫ খুবই মুনকার
১৬৭৮	(امْلِكُوا الصَّغِيرَ، فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْبَرَكَةِ).	২৬৬ দুর্বল
১৯৯২	তোমরা আটকে ভাল করে মখন কর। কারণ তা বরকতের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড়। (إِنْ أَفْضَلَ الصَّغَايَا أَغْلَاها وَأَسْمَهَا).	৫৯২ দুর্বল
১৬৫৪	বেশী দামী এবং বেশী মোটাসোটা কুরবানীই হচ্ছে সর্বোত্তম কুরবানী। (إِنْ مَرِمَ سَأَلَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْعِمَهَا لَحْمًا لَيْسَ فِيهِ دَمٌ، فَاطْعَمَهَا الْحَرَّادِ).	২৪২ মুনকার
১৯৮০	তোমরা তোমাদের খানাকে ঠাণ্ডা করো তাতে তোমাদের জন্য বরকত দান করা হবে। (لَا تَلَاةَ لَا يُسْأَلُونَ عَنْ نَعِيمِ الطَّعْمِ وَالْمَشْرَبِ: الْمَقْطَرُ، وَالْمُسْحَرُ، وَصَاحِبِ الصَّيْفِ . وَلِلَّاتَةِ....	৫৮০ বানোয়াট
১৯৭১	তিন ব্যক্তিকে খাদ্য ও পানিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে না ইফতারকারী, সাহরী... (شَرِبَ اللَّيْنُ مَحْضُ الْإِيمَانِ، مَنْ شَرِبَهُ فِي مَتَابِهِ فَهُوَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْفِطْرَةِ، وَمَنْ تَنَاوَلَ اللَّيْنُ....	৫৭১ বানোয়াট
১৫৯৮	দুধ পান করার দ্বারা শুধুমাত্র ঈমানকে বুঝানো হয়। যে ব্যক্তি তার ঘুমের মধ্যে দুধ.... (كَانَ يَكْرَهُ الْكَيَّ، وَالطَّعَامَ الْحَارَّ، وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، أَلَا وَإِنَّ الْحَارَّ لَا بَرَكَةَ فِيهِ....	১৮৬ খুবই দুর্বল
	তিনি হ্যাক লাগানো এবং গরম খাদ্যকে অপছন্দ করে বলতেন: তোমরা ঠাণ্ডাকে	

৴- الإيمان والتوحيد والدين ৴। ঈমান, তাওহীদ ও দ্বীন

১৫৪৬	উমাইয়্যাহ্ ইবনু আবির্স সলতের কবিতা ঈমান আনে আর তার হুদয়..... (أَمِنَ شِعْرُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، وَكَفَّرَ قَلْبُهُ).	১২৯ দুর্ল
১৭৭৪	আমার নিকট জিবরীল (জিব্রীল) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! رُبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلَحُ.....)	৩৫৮ দুর্ল
১৭৮৬	তোমরা এ কাদুর (নিম্নে আলোচনাকারীদের) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাঁ খৃষ্টানদের.... (اتَّقُوا هَذَا الْقَدْرَ، فَإِنَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الصَّرَاتِيَّةِ).	৩৭২ খুবই দুর্ল
১৮৫৯	আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে গুরাবারা। জিজ্ঞেস করা হলো: (أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْغُرَبَاءُ، قِيلَ: وَمَنْ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَارُونَ بِيَدِهِمْ، يَبْتَغُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ.....)	৪৫০ দুর্ল
১৬৩৮	যখন কোন মু'মিনের সম্মুখেই তার প্রশংসা করা হয় তখন তার হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি পায়। (إِذَا مَدِحَ الْمُؤْمِنُ فِي وَجْهِهِ، رَبَّاهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ).	২২৯ দুর্ল
১৬১৬	ঈমানের শেষ স্তর হচ্ছে পরহেযগারীতা পর্যন্ত। যাকে আল্লাহ যে পরিমাণ রিয্ক..... (إِنِّهَاءُ الْإِيمَانِ إِلَى الْوَرَعِ، مَنْ قَعَّ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ لَا شَكَّ.....)	২০৫ বানোয়াট
১৫১০	আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে রক্ষা করেছেন:..... (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَهْلِكُوا.....)	৮৯ দুর্ল
১৫৮৪	ঈমান হচ্ছে পরিধেয় বস্তু, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তা পরিধান করিয়ে থাকেন.... (إِنَّ الْإِيمَانَ سِرْبَالٌ يَسْرُبُهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، فَإِذَا رَمَى الْعَبْدُ نُرْعَ مِنْهُ سِرْبَالُ الْإِيمَانِ، فَإِنْ تَابَ.....)	১৬৬ খুবই দুর্ল
১৯১৮	রাগ ঈমানকে নষ্ট করে দেয় যেমন তেতো বস্তু মধুকে নষ্ট করে ফেলে। (إِنَّ الْغَضَبَ يَفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يَفْسِدُ الصَّبْرَ الْعُسْلَ).	৫১২ দুর্ল
১৯৭২	আমার উম্মাতকে যখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে বহন করা হবে তখন তাদের নিশান.... (شِعَارُ أُمَّتِي إِذَا حُمِلُوا عَلَى الصَّرَاطِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).	৫৭২ দুর্ল
১৭৭৫	আল্লাহ্ তাবারাক ওতাআলী: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمَحَارِبَةِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا..... (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمَحَارِبَةِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا.....)	৩৫৯ খুবই দুর্ল
১৯১৩	প্রতিটি বস্তুর মূল আছে আর ঈমানের মূল হচ্ছে পরহেযগারিতা। প্রতিটি বস্তুর শাখা.... (لِكُلِّ شَيْءٍ أَسٌّ، وَأَسُّ الْإِيمَانِ الْوَرَعُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ فَرْعٌ، وَفَرْعُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ.....)	৫০৫ বানোয়াট
১৭২১	আল্লাহ্ যদি তাঁর বান্দাদের থেকে পাঁচ বছর বৃষ্টি নাখিল করা বন্ধের পর বৃষ্টি (لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ، لَأَسْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْ.....)	৩০৮ দুর্ল
১৯৯৪	আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে দুর্ল ইয়াকীন ছাড়া অন্য কিছু ব্যাপারে ভয় করি না। (مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ضَعْفَ الْيَقِينِ).	৫৯৫ দুর্ল
১৮৬২	যে ব্যক্তি বিদা'আতীকে সম্মান করল সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সহযোগিতা করল। (مَنْ وَفَّرَ صَاحِبَ بَذْعَةٍ فَقَدْ أَغَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ).	৪৫৩ দুর্ল
১৯৭৫	আমার প্রতিপালক আমার পরিবারের ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের মধ্য..... (وَعِدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي، مَنْ أَفَرَّ مِنْهُمْ بِالْوَحِيدِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ).	৫৭৫ মুনকার

৫. البيوع والكسب والزهد

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য, উপার্জন ও দুনিয়া বিমুখ হওয়া

১৫৮৯	(أَبَشِرُوا يَا أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، فَمَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الثَّغْتِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ رَاضِيًا بِمَا فِيهِ ... হে সুফ্যাবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আজকের দিনে তোমরা যে অবস্থার	১৭৩ বুই দুর্বল
১৯৯৮	(أَحْبِبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَفْلَكُمْ طَعْمًا، وَأَخْفَكُم بَدَنًا). তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে সেই.....	৫৯৮ দুর্বল
১৮৩৮	(أَحْيُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ، وَأَحِبُّ الْقُرْبَ مِنْ قَلْبِكَ، وَكُرِّدْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ). তোমরা ফাকীরদেরকে ভালোবাস এবং তাদের সাথে বস। তোমার অন্তর থেকে	৪২৮ দুর্বল
১৮৭৯	(أَحْرَمُوا أَنْفُسَكُمْ طَيْبِ الطَّعَامِ، فَإِنَّمَا قُوَى الشَّيْطَانِ أَنْ يُخْرِجِي فِي الْغُرُوقِ بِهَا). তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভাল খাবার হতে বঞ্চিত কর। কারণ তা শয়তানকে....	৪৭২ বানোয়াট
১৯২৩	(إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ هَذَا فِي الدُّنْيَا، وَقَلَّةَ مَتْنَطِي، فَافْتَرُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ). যখন কোন ব্যক্তিকে তোমরা দেখবে যে, তাকে দুনিয়াতে যুহ্দ (দুনিয়া বিমুখতা).....	৫১৭ দুর্বল
১৬২৭	(إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيُوجِبُ ... কোন ব্যক্তির আসবাবপত্র যদি হারিয়ে যায়, অথবা তার আসবাবপত্র যদি চুরি	২১৮ দুর্বল
১৯১৯	(إِذَا لَمْ يَبْرَأْكَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَ اللَّهُ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ). যখন কোন বান্দার তার সম্পদে বরকত হয় না তখন আল্লাহ তা'য়ালার তা পানি এবং...	৫১২ বুই দুর্বল
১৫৭০	(إِنَّ اللَّهَ يَغْنِي مَلْحَمَةً وَمَرْحَمَةً، وَلَمْ يَغْنِي تَاجِرًا، وَلَا زَارِعًا، وَإِنْ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... আল্লাহ তা'য়ালার আমাকে (আল্লাহর শত্রুদের জন্য) যুদ্ধক্ষেত্র করে আর (সারা.....	১৪৯ মুনকার
১৬৬৮	(بَاكِرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَانِجِ، فَإِنَّ الْغُلُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ). তোমরা সকাল সকাল রিয্ক অন্বেষণে এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে	২৫৫ দুর্বল
১৬৭১	(بِرَاءَةٌ مِنَ الْكِبَرِ: لَيْسَ الصُّوفِ، وَمُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَزُكُوبُ الْحِمَارِ، وَاغْتِقَالُ الْعَتْرِ). অহংকার থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে: পশমী পোশাক পরিধান করা, মুসলিম	২৫৮ বুই দুর্বল
১৫২১	(خَيْرُ الرِّزْقِ مَا كَانَ يَوْمًا بِيَوْمٍ كَفَافًا). উত্তম রিয্ক হচ্ছে প্রয়োজন মারফিক দৈনন্দিনে যা হয়ে থাকে।	১০২ বানোয়াট
১৭৭৩	(إِنْ خَيْرَ الْمَاءِ الشَّمِيمِ، وَخَيْرَ الْمَالِ الْغَنَمِ، وَخَيْرَ الرُّغَى الْأَرَاكِ وَالسَّلْمُ، إِذَا اخْتَلَفَ كَانَ لَجِيئًا، সর্বোত্তম পানি হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি। সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে ছাগল। সর্বোত্তম চারণভূমি....	৩৫৮ বানোয়াট
১৬৯১	(دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ، أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ). তোমরা দুনিয়াকে তার পরিবারের জন্য ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে	২৮০ দুর্বল
১৭৯৪	(مَا أَكَلَ الْعَبْدُ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ كَذِّ يَدِهِ، وَمَنْ بَاتَ كَالًا مِنْ عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য হচ্ছে সেটিই যেটিকে বান্দা তার নিজ	৩৮১ মুনকার
১৮৮৩	(مَنْ أَعْتَبَهُ الْمَكَايِبُ فَعَلَيْهِ بَيْعَارَةُ الْأَنْبِيَاءِ - يَعْنِي الْغَنَمَ - إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ (كَذَا الْأَصْلُ)، وَإِذَا ... যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত হচ্ছে নাবীগণের ব্যবসা ধারণ....	৪৭৪ বানোয়াট
১৮৮৪	(مَنْ أَعْتَبَهُ الْمَكَايِبُ فَعَلَيْهِ بَيْعُورٌ، وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ الْقُرْبِيِّ مِنْهَا). যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত মিসরকে ধারণ করা এবং....	৪৭৫ দুর্বল

১৫৫১	(مَنْ تَمَتَّى الْفَلَاءَ عَلَى أَمِيٍّ لَيْلَةً أَحْبَبَ اللَّهُ عَمَلَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً).	১৩৩	বানোয়াট
১৯২৫	(مَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ وَانْتَظَرَ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ عِبَادَةً).	৫২১	খুবই দুর্বল
১৬০৭	(وَيَحْكُ يَا نَعْلَبَةَ، قَلِيلٌ تُوَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ نَبِيِّ اللَّهِ ...)	১৯৫	খুবই দুর্বল
১৯২৬	(يَدْخُلُ قُرَاءَةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا).	৫২২	বাতিল
মুসলিমদের ফকীররা নাবীগণের চলিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।			

৬- التوبة والمواظظ والرقائق

৬। তাওবাহ, মাওঈয়াহ ও দাসত্ব

১৭১৪	(إِبْنُ آدَمَ! أَطْعِمْ رَبِّكَ لَسْمَى عَالِمًا وَلَا تَغْصِبْهُ فُتْسَمَى جَاهِلًا).	৩০১	বানোয়াট
১৬৯৭	(اتَّقِ يَا عَلِيُّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يُمِيعَ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ).	২৮৬	দুর্বল
১৬৯৮	(اتَّقُوا أَبْوَابَ السُّلْطَانِ وَخَوَاصِيهَا، فَإِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ السُّلْطَانِ وَخَوَاصِيهَا أَيْعُدُهُمْ مِنَ اللَّهِ ...)	২৮৬	বানোয়াট
১৬৯৯	(اتَّقُوا الْحَجَرَ الْحَرَامَ فِي الْبَنِيَانِ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخُرَابِ).	২৮৭	দুর্বল
১৭৮৭	(اتَّقِ اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدِّى فَرِيضَةَ رَبِّكَ، وَاعْمَلِ عَمَلْ أَهْلِكَ، فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ،)	৩৭৩	দুর্বল
১৭৯৭	(إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَكَلِمَتُكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ ...)	৩৮৫	বানোয়াট
১৮১৩	(أَجِنُوا عَلَى الرُّكْبِ، ثُمَّ قُولُوا: يَا رَبَّ يَا رَبَّ).	৪০১	মুনকার
১৮১০	(أَجِنُوا اللَّهَ يَغْفِرَ لَكُمْ).	৩৯৮	দুর্বল
১৮৭১	(احْذَرُوا الْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَفْوِيَةِ هِيَ أَحْضَرُ مِنْ عَفْوِيَةِ الْبَغْيِ).	৪৬৫	খুবই দুর্বল
১৬২০	(إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ، فَانْظُرُوا مَا يَتَّبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الشَّاءِ).	২১০	খুবই দুর্বল
১৬৩১	(إِذَا تَمَّ فُجُوزُ الْعَبْدِ، مَلَكَ عَنِّيهِ، فَكَيْ يَهْمَا مَا شَاءَ).	২২২	মুনকার
১৬৩৯	(إِذَا عَلِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ خَيْرًا، فَلْيُخْبِرْهُ، فَإِنَّهُ يَزِدُّهُ رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ).	২৩০	দুর্বল
যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কোন কল্যাণকর কিছু দেখবে, তখন সে....			

১৮২৭	إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ، فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، تَنَافُرُ كَمَا يَتَنَافَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ তোমার গুনাহ যখন বেশী হয়ে যাবে তখন তুমি পানির উপর পানি (বারবার)	৪১৭ মুনকার
১৫২২	(أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَالْأَمَلُ، وَالْخِرُوصُ عَلَى الدُّنْيَا). চারটি বশত হতভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত: চোখের কৃপণতা (ক্রন্দন কম করা).....	১০২ দুর্বল
১৬৪১	(أَرْقَاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا عَلَيْكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا عَلَيْو). তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। অতএব তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ কর.....	২৩২ দুর্বল
১৫২৩	(اسْتَفْتُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قِيلَ: وَمَا هُوَ؟، قَالَ: عَشَاءُ لَيْلَةٍ، وَغَدَاءُ يَوْمٍ). তোমরা আল্লাহর অমুখাপেক্ষীর দ্বারা অমুখাপেক্ষীতাকে (স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে)...	১০৪ দুর্বল
১৬৬৫	(أَسَدُ الْأَعْمَالِ ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَمَوَاسَاتُ الْأَخِ فِي الْمَالِ). বেশী সঠিক আমল হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করা। তোমার নিজের পক্ষ	২৫২ দুর্বল
১৫৮৬	(أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ: انْظُرْ فِي الْمَصْحَفِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ، وَالِاغْتِبَارُ عِنْدَ عَجَائِبِهِ). এবাদাত থেকে তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে তার অংশ প্রদান কর: (আর	১৬৯ বানোয়াট
১৬৮১	(إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَجَفُّفًا). তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে দরিদ্রতার জন্য (ধৈর্যের) ঢাল তৈরি করে ফেল।	২৬৯ মুনকার
১৮৩৭	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا غَضِبَ عَلَى أُمَّةٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَقَصُرَتْ أَعْمَارُهَا، ... আল্লাহ তা'য়ালার যখন কোন জাতির উপর রাগান্বিত হন তখন তিনি তাদের উপর	৪২৭ স্ববই দুর্বল
১৬৪০	(إِنَّ اللَّهَ مِنْ عَلَى قَوْمٍ، فَالْهَمُّهُمْ الْخَيْرُ، فَادْخُلْهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَابْنِلْ قَوْمًا، فَخَذَلْهُمْ وَذَهَبَ ... আল্লাহ তা'য়ালার কোন সম্প্রদায়ের উপর (যখন) অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি তাদেরকে...	২৩১ দুর্বল
১৫৪৩	(إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَخِّرُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَكِنْ زِيَادَةَ الْعُمُرِ ذُرِّيَّةً صَالِحَةً يَرْزُقُهَا আল্লাহ তা'য়ালার আত্মাকে (আত্মা কবজ করাকে) পিছিয়ে দিবেন না যে.....	১২৭ মুনকার
১৯৪৭	(إِنْ رُوحِي الْمُؤْمِنِينَ لَيَلْقِيَانِ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ، وَمَا رَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَطُّ). দু'মুমিনের আত্তা অবশ্যই একদিনের চলার পথের দূরত্বের উপর মিলিত হবে।.....	৫৪২ দুর্বল
১৭৮০	(أَتَخَوُّفٌ عَلَى أُمَّتَيْنِ: يَتَعَوَّنُ الْأَرْيَافُ وَالشَّهَوَاتُ، وَيَتَرَكُونَ - "إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ আমি তাই দেখি যা তোমরা দেখনা আর তাই শুনি যা তোমরা শুনা না।	৩৬৬ দুর্বল
১৯০৪	(أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلِكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ أَقْبِلْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ: فَقَالَ: يَا আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক ফেরেশতার নিকট অহী করেন.....	৪৯৫ স্ববই দুর্বল
১৬৬৬	(بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْسِدًا، أَوْ غِنًى مُطْفِئًا আচমকা বাধা সৃষ্টিকারী সাতটি কর্মে জড়িত হওয়ার পূর্বেই তোমরা (সৎ) কর্ম	২৫৩ দুর্বল
১৬৬৭	(بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ هَرَمًا نَاصِبًا، أَوْ مَوْتًا حَاسِبًا، أَوْ مَرَضًا حَاسِبًا، أَوْ تَسْوِيفًا مُؤَسِّسًا). তোমরা (সৎ) কর্মের দিকে ধাবিত হও, অপারগ বৃদ্ধ অবস্থা অথবা হঠাৎ	২৫৪ দুর্বল
১৬৬৯	(بِحَسْبِ امْرِئٍ إِذَا رَأَى مُتَكَبِّرًا لَا يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْرُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارَةٌ). ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যখন কোন অন্যায় দেখে, যার প্রতিবাদ	২৫৬ দুর্বল
১৬৭০	(بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ فِي ذَنْبِهِ وَدُنْيَا، إِلَّا مَنْ غَضَمَهُ اللَّهُ). ব্যক্তির মন্দের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার দীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার	২৫৭ দুর্বল
১৫৭৬	(الْبِرُّ لَا يَلِي، وَالْإِيمَانُ لَا يَنْسَى، وَالِدَيَانِ لَا يَنْتَامُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ، كَمَا تَدِينُ لَدُنَّ). সদাচরণ (সৎকর্ম) পুরাতন হয় না, গুনাহকে ভুল (ছেড়ে দেয়া) যায় না	১৫৬ দুর্বল

১৮৬৮	(حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمَى وَيُصِمْ) কোন বস্তুকে তোমার ভালোবাসা অন্ধ এবং বখির বানিয়ে ফেলে।	৪৬১ দুর্বল
১৭১০	(خَمْسٌ مِنَ الْعِبَادَةِ: قَلَّةُ الطَّعَامِ عِبَادَةً، وَالْقُعُودُ فِي الْمَسَاجِدِ عِبَادَةً، وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ পাঁচটি বস্তু ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত: কম খাদ্য গ্রহণ করা ইবাদাত, মাসজিদে	২৯৭ খুবই দুর্বল
১৫৩৬	(الْخَيْرُ كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ). কল্যাণ প্রচুর আর কল্যাণকারী হচ্ছে কম।	১২১ দুর্বল
১৯৩৩	(الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَا دَارَ لَهُ (وَمَالٌ مِّنْ لَا مَالَ لَهُ) وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ). দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যার কোন ঘর নেই। [আর সেই ব্যক্তির সম্পদ যার কোন.....	৫২৯ দুর্বল
১৯৩২	(ذَكَرَ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَذَكَرَ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، وَذَكَرَ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ، وَذَكَرَ النَّارِ নাবীগণের আলোচনা করা ইবাদাতে অন্তর্ভুক্ত। নেককারদের আলোচনা করা.....	৫২৮ বানোয়াট
১৫৬২	(كُلُّ عَيْنٍ بِأَكْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنَ غَضَّتْ عَنْ مُحَارِمِ اللَّهِ، وَعَيْنَ سَهَرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ প্রত্যেক চোখ কিয়ামাত দিবসে ক্রন্দন করবে। সেই চোখ ছাড়া যে চোখ আল্লাহ.....	১৪৩ খুবই দুর্বল
১৮০৭	(لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَانَتْ مَا كَانَتْ). তোমাদের কেউ যদি বখির পাথরের মধ্যেও কাজ করে যার কোন দরজা নেই.....	৩৯৬ দুর্বল
১৯৪৮	(لَوْ بَقِيَ جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ، لَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا ذِكًا). যদি কোন পাহাড় কোন পাহাড়ের বিপক্ষে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার.....	৫৪২ দুর্বল
১৭৯৬	(مَا مِنْ عَثْرَةٍ، وَلَا اخْتِلَاجٍ عَزَقٍ، وَلَا خَذَشٍ غَوْدٍ إِلَّا بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكُمْ، وَمَا يَغْفُو اللَّهُ أَكْثَرَ). যে কোন ধরণের পদস্থলন, শিরা সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যা ও কাঠ দ্বারা আঘাত.....	৩৮৪ দুর্বল
১৬৪২	(مَثَلُ عَثْرَةٍ - يَغْنِي: ابْنِ مَسْعُودٍ الْفَقِيْ - مَثَلُ صَاحِبٍ يَأْسِينُ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَقَتَلُوهُ). উরওয়ার - অর্থাৎ ইবনু মাসউদ সাকাকীর- উদাহরণ হচ্ছে এই যে, সে	২৩২ দুর্বল
১৭৬১	(مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرٍّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ যে ব্যক্তি হিকমাত শুনার জন্য বসে, অতঃপর তার সাথীর উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র শ্রবণকৃত	৩৪৬ দুর্বল
১৯৭০	(مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شَقٌّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَبَقِيَ مَعْلَقًا يَخِيطُ فِي آخِرِهِ، فَيُوشِكُ ذَلِكَ এ দুনিয়ার উদাহরণ হচ্ছে সেই কাপড়ের মত যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফেড়ে.....	৫৭১ দুর্বল
১৮৯৫	(الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ). ব্যক্তি তার ভাইয়ের সহযোগিতা ও সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী হয়।	৪৮৫ দুর্বল
১৮৫৫	(مَعَ كُلِّ فَرْخَةٍ فَرْخَةٌ). প্রতিটি খুশির সাথে চিন্তা রয়েছে।	৪৪৬ দুর্বল
১৮১৫	(مَنْ أَجْرَى اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَرْجًا يُسْلِمُ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). আল্লাহ তা'য়ালার যে ব্যক্তির হাত দিয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে (সমস্যা/বিপদ)	৪০৩ বানোয়াট
১৭৭০	(مَنْ أَسِيفَ عَلَى دُنْيَا فَأَتَتْهُ أَقْرَبُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَمَنْ أَسِيفَ عَلَى آخِرَةٍ فَأَتَتْهُ যে দুনিয়া ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে আফসোস করবে (দুনিয়ার কোন কর্ম করতে না	৩৫৫ খুবই দুর্বল

১৮৭৪	(مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ التَّقْوَى نُمُ أَصَابَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ذَنْبًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ).	৪৬৬	বানোয়াট
১৮৭৫	যে সকাল করল এমতাবস্থায় যে তার তাবনা হচ্ছে তাকওয়া কেন্দ্রিক। অতঃপর....	৪৬৭	বুই
১৮৭৬	(مَنْ أَصْبَحَ لَا يَتَوَيَّ ظُلْمَ أَحَدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا جَنَى).	৪৬৮	বুই
১৮৭৭	যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার নিয়্যাত করেনি....	৪৬৯	বুই
১৮৭৮	(مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ غَفَرَ لَهُ مَا اجْتَرَمَ).	৪৭০	বুই
১৮৭৯	যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার চিন্তা করেনি।.....	৪৭১	বুই
১৯০৬	(مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللَّهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ آتِلَاؤُهُ كَلْبًا يَنْتَظِرُ الْفَيْتَنَةَ).	৪৭২	বুই
১৯০৭	আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা (ইস্তিখারা) করা আদম সন্তানের জন্য সুভাগ্যের.....	৪৭৩	বুই
১৯১৫	(مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَثَرَةٌ مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ).	৪৭৪	বুই
১৯১৬	লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তির স্তর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে.....	৪৭৫	বুই
১৯৪১	(مِنْ الْعِبَادِ عِبَادٌ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَطْهَرُهُمْ، وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمُ: الْمَتَّبِعُ...)	৪৭৬	বুই
১৯৪২	আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দার সাথে কিয়ামাতের দিন কথা.....	৪৭৭	বুই
১৯২৯	(مَنْ كَانَتْ لَهُ سُرُورَةٌ صَالِحَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ، نَشَرَ اللَّهُ مِنْهَا رِذَاءً يَعْرِفُ بِهِ).	৪৭৮	বুই
১৯৩০	যে ব্যক্তির ভালো অথবা মন্দ গোপন কিছু থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালার সে গোপনীয়তা...	৪৭৯	বুই
১৯৩১	(الْهَوَى مَقْفُورٌ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ بِهِ أَوْ يَتَكَلَّمْ).	৪৮০	বুই
১৯৩২	সংকল্পকারীর মনের সংকল্পকে ক্ষমা করা হয়েছে যে পর্যন্ত সে তা না	৪৮১	বুই
১৯৪৩	(الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْحَرِّ خَيْرٌ مِنْ...)	৪৮২	বুই
১৯৪৪	স্বাধীনতার চেয়ে একাকী উত্তম আর একাকী থাকার চেয়ে সংসারী উত্তম।	৪৮৩	বুই
১৯৪৫	(الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيَالَهُ بِخَيْرٍ، وَقَدِمَ عَلَى رُبِّهِ بِشَرٍّ).	৪৮৪	বুই
১৯৪৬	ধ্বংস সকল প্রকার ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে তার পরিবারকে কল্যাণের মধ্যে	৪৮৫	বুই
১৯৪৭	(لَا تُرْوَلُ قَدَمًا عَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ غَمْرِهِ فِيمَا أَقْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا...)	৪৮৬	বুই
১৯৪৮	কিয়ামাতের দিন বান্দার দু'পা অঙ্গের হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাকে চারটি	৪৮৭	বুই
১৯৪৯	(لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ، وَفِي رَوَايَةٍ: يَتَكَبَّرُ، وَيَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي...)	৪৮৮	বুই
১৯৫০	ব্যক্তি নিজেকে উপরে ভাবে অহংকার করে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: অহংকার করত)....	৪৮৯	বুই
১৯৫১	(رَبَا سَعْدًا! أَطِيبَ مَطْعَمَكَ، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدَفُ ...)	৪৯০	বুই
১৯৫২	হে সা'দ! ভূমি তোমার খাদ্যকে হালাল কর তাহলে তোমার দু'আ কবুল করা	৪৯১	বুই

٧- الجنائز والمرض والموت

৭। জানাযাহ, রোগ ও মৃত্যু

১৭১৫	(الْبَكِينَ، وَالْيَاكُنْ وَتَعِيقَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ مَهُمَا يَكُنْ مِنَ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرَّحْمَةِ.... তোমরা কাঁদো, আর নিজেদেরকে শয়তানের চিৎকার (মতের জন্য বিলাপ করা)	৩০২ দুর্বল
------	--	---------------

১৬৪৭	(أَفْرِشُوا لِي قَطِيفَتِي فِي لَحْدِي، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَسْلُطْ عَلَى أَجْسَادِ الْأَنْبِيَاءِ). তোমরা আমার লাহাদ কবরে আমার কাঁচীফা কাপড়টি আমার জন্য বিছিয়ে দিও.....	২৩৭ দুর্বল
১৯৮৪	(إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تَقْبَضُ الْأَرْوَاحُ). শরীরগুলো সেখানেই দাফন করা হবে যেখানে রূহগুলো কবয করা হবে।	৫৮৩ দুর্বল
১৯৮৩	(سَيُعْزِي النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ بَغْيِي، التَّغْوِيَةُ بِي). আমার পরে অচিরেই লোকেরা তাদের পরস্পরের কাছে আমাকে নিয়ে শোক ও.....	৫৮৩ দুর্বল
১৭৬৩	(لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَعِيمَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ نَزَعَ الْأُخْلَةَ بِيهِ.... রসূল যখন নু'য়াইম ইবনু মাসউদকে কবরে রাখেন তখন তিনি তাঁর মুখ	৩৪৯ দুর্বল
১৬০৪	(لَمُعَالَجَةِ مَلِكِ الْمَوْتِ أَضَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسِّيفِ). মালাকুল মাওতের কর্ম (আত্মাকে বের করা) অবশ্যই তরবারীর দ্বারা এক হাজারবার...	১৯২ খুবই দুর্বল
১৬৯২	(الْمُعْدَةُ حَوْضُ الْيَدَنِ، وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمُعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصَّحَةِ)..... পাকস্থলী হচ্ছে শরীরের হাউস, রগগুলো তার দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে।	২৮২ মুনকার
১৮৯১	(مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً). যে ব্যক্তি ষাটলির চার পার্শ্ব বহন করবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে চলিশটি	৪৮২ মুনকার
১৬৪৮	(نَصَفَ مَا يُخْفَرُ لِأَمْتِي مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْعَيْنِ). আমার উম্মাতের অর্ধেকের জন্য কবর খনন করা হয় কৃদুটির কারণে। (অর্থাৎ অর্ধেক...)	২৩৮ বানোয়াট
৮- الجهاد والسفر والغزو ৮। জিহাদ, সফর ও যুদ্ধ		
১৯২১	(إِذَا انطأ غُرُوكُمْ، وَكَثُرَتِ الْغَزَائِمُ، وَاسْتَحْلَتِ الْقَنَائِمُ، فَخَيَّرْ أَعْمَالَكُمْ الرُّبَاطُ). যখন তোমাদের যুদ্ধের স্থানগুলো দূরের হয়ে যাবে, (যুদ্ধের ব্যাপারে নেতাদের)	৫১৩ দুর্বল
১৬২৩	(إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى سَفَرٍ، فَلْيُؤَدِّغْ إِخْوَانَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ فِي دُعَائِهِمُ الْبِرْكَهَ). তোমাদের কেউ যখন সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সে যেন তার	২১৩ বানোয়াট
১৬৫০	(الزُّمُوا الْجِهَادَ تَصِحُّوا وَتَسْتَفْتُوا). তোমরা জেহাদ করাকে আঁকড়ে ধরো সুস্থ থাকবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে।	২৩৯ খুবই দুর্বল
১৬৯৪	(إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزْقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي سَبَابِكِ خَلِيلِهَا، وَأَرْجَا وَمَاحِهَا مَا لَمْ يَزِرْغُوا، فَإِذَا زَرَعُوا..... আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের রিয্ক নিহিত রেখেছেন তাদের ঘোড়ার খুলায়	২৮৪ দুর্বল
১৯৮৯	(لَيْسَ الْجِهَادُ أَنْ يَضْرَبَ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّمَا الْجِهَادُ مَنْ عَالٍ وَالذِّي، وَعَالٍ وَلَدَهُ، فَهُوَ..... আল্লাহর পথে নিজ তরবারী দ্বারা প্রহার করাটা জিহাদ নয়। বরং যে তার পিতা.....	৫৮৮ দুর্বল
১৮৩৯	(مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فِي أَهْلِهِ عُمُرَهُ). তোমাদের কারো একঘণ্টা আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করা, তার পরিবারের জন্য তার....	৪২৯ দুর্বল
১৮৯০	(مَنْ رَابَطَ فَوْقَ نَاقَةٍ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ). যে ব্যক্তি একবার উট দহনের সমপরিমাণ সময়, অথবা দু'বার দুখ দহরের মাঝের....	৪৮১ খুবই দুর্বল

৭. الحج والعمرة والزياره

৯। হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাহ

১৯৬৪	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ بِالْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةِ الْمَيِّتِ وَالْحَاجِّ عَنْهُ وَالْمُتَعِدِّ ذَلِكَ).	৫৬২
	আল্লাহ তা'আলা এক হাজ্জের দ্বারা তিনজনকে জান্নাত দেন মৃত ব্যক্তি, তার পক্ষ.....	দুর্বল
১৯৭৯	(حَجَّةٌ لِلْمَيِّتِ ثَلَاثَةٌ: حَجَّةٌ لِلْمَحْجُوزِ عَنْهُ، وَحَجَّةٌ لِلْحَاجِّ وَحَجَّةٌ لِلْوَصِيِّ).	৫৭৮
	মৃত্যু ব্যক্তির জন্য একটি হাজ্জ তিনজনের পক্ষ থেকে আদায় হয় যার জন্য হাজ্জ.....	দুর্বল
২০০০	(مَا أَفْرَحَ حَاجٌّ قَطُّ).	৫৯৯
	হাজ্জী কখনও মুজা পরবে না।	দুর্বল

১০. الحدود والمعاملات والأحكام

১০। শাস্তি (হাদ), পরস্পরের মাঝে লেনদেন ও আহকাম

১৫৯৪	(أَبْلَغُونِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاحَ حَاجَتِهِ؛ فَمَنْ أَبْلَغَ سَلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاحَهَا).....	১৮০
	তোমরা আমার নিকট সেই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে পৌঁছিয়ে দাও যে তার	দুর্বল
১৭১৬	(إِنَّ أَخِيَكُمْ مِنْكُمْ، وَخَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ، وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ، إِنَّ فَرِيضًا أَهْلَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، فَمَنْ بَقِيَ.....)	৩০২
	তোমাদের বোনের ছেলে তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের সন্ধিভুক্ত ব্যক্তি	দুর্বল
১৭৪৭	(افْرُقُوا التَّرْلُكَ مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنْ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمِّيَّ مَا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنُو قَطْرَاءَ مِنْ.....)	৩৩১
	তোমরা তুর্কীদের ছেড়ে দাও যে ব্যাপারে তারা তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে।	বানোয়াট
১৮৩০	(اجْلِسُوا فِي قَلِيلِ الْحُمْرِ وَكثيره، فَإِنْ أَوْلَهَا حَرَامًا، وَآخِرَهَا حَرَامًا).	৪২১
	তোমরা কম মদ পানে এবং বেশী মদ পানে উভয় ক্ষেত্রেই প্রহার কর। কারণ	দুর্বল
১৮৭২	(اخْذَرُوا كُلَّ مُشْكِرٍ، فَإِنَّ كُلَّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ)	৪৬৫
	তোমরা প্রত্যেক মাতলকারী (বস্ত্র) হতে বেঁচে থাক। কারণ প্রতিটি মাতলকারী বস্ত্র হারাম।	দুর্বল
১৮৭৩	(أَخْسِنُوا إِذَا وَلَّيْتُمْ، وَاعْفُوا عَمَّا مَلَكَتْكُمْ).	৪৬৬
	তোমাদের উপর যদি দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে (অধিনস্তদের সাথে) তোমরা....	বানোয়াট
১৫১৮	(إِذَا اغْتَابَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ).	৯৮
	তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের গীবাত করবে তখন সে যেন তার.....	বানোয়াট
১৬১২	(إِذَا خَفِيَ الْخَطِيئَةُ لَا يَضُرُّ إِلَّا صَاحِبَهَا، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ صَرَّتْ الْعَامَّةُ).	২০১
	যদি ভুল গোপন হয়ে যায় তাহলে তা শুধুমাত্র ভুলকারীর ক্ষতি করে। আর ভুল ...	বানোয়াট
১৬৩২	(إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَوْحِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، فَقَدْ خِيَطَ عَمَلُهَا).	২২২
	স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে যে, তোমার থেকে কখনও কল্যাণকর কিছু দেখিনি,	বানোয়াট
১৬৪৩	(اسْتَقِيمُوا لِقَرِيَشٍ مَا اسْتَغَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سَوْفَكُمْ عَلَى غَوَائِقِكُمْ، فَأَيُّدُوا.....)	২৩৪
	তোমরা কুরাইশদের আনুগত্যের উপর অটল থাক যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য.....	দুর্বল
১৭২০	(إِنَّ مِنَ الْقُرْفِ التَّرَفِ).	৩০৭
	মহামারী-রোগের নিকটবর্তী হওয়া ধ্বংসের শামিল।	দুর্বল
১৫৬৫	(أَيُّمَا مُؤْمِنٍ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَقَبِيحٌ كَانَ غَيْبُهُ ذَلِكَ رَبًّا).	১৪৬
	কোন মু'মিন কোন মু'মিনের প্রতি আকৃষ্ট হলে, অভঃপর সে তাকে খোকার.....	খুব ডুটই দুর্বল

১৯৫১	(ثَلَاثٌ مَنْ قَعَلْنَهُنَّ فَقَدْ أَجْرَهُنَّ: مَنْ اعْتَقَدَ لَوَاءً فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ عَقَّ وَلَدَيْنَهُ، أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ.....)	৫৪৭	দুর্বল
১৮৭৮	(عَقَّ كَبِيرُ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَقَوْلِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ).	৪৭০	দুর্বল
১৫৪৮	(سَتَفْتَحُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَغْدِي الشَّامَ وَشِيعَتِكَ، فَإِذَا فَتَحَهَا فَاحْتَطَهَا، فَأَهْلُ الشَّامِ.....)	১৩০	দুর্বল
১৬০১	(مِخَاقُ النِّسَاءِ زَكَ يَتَّهِنُ).	১৮৯	দুর্বল
১৬৬৪	(السُّلْطَانُ ظُلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَهُمُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَعَلَيْكُمُ.....)	২৫১	খুবই দুর্বল
১৬৬২	(السُّلْطَانُ ظُلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ).	২৪৯	দুর্বল
১৬৬৩	(السُّلْطَانُ ظُلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، يَأْخُذُ بِأَيِّهِ الضَّعِيفُ، وَيَبْتَغِي الْمَظْلُومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانٌ.....)	২৫০	দুর্বল
১৬৬১	(السُّلْطَانُ ظُلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ).	২৪৯	মুনকার
১৭৩৫	(عَطْرًا حُرْمَةً عَوْرَتِهِ، فَإِنْ حُرْمَةً عَوْرَةِ الصَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ الْكَبِيرِ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى كَاثِبٍ عَوْرَةٍ).	৩২০	বানোয়াট
১৫১৯	(كُفَّارَةٌ مَنْ اغْتَبَتْ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ).	৯৯	দুর্বল
১৬১৪	(كَانَ يَلْعَنُ الْقَاضِيَةَ وَالْمَقْشُورَةَ).	২০৩	দুর্বল
১৭৮১	(لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْحُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرَّةً يَغْنِي لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ، إِلَّا فِي الْعِيدَيْنِ: الْأَضْحَى.....)	৩৬৭	খুবই দুর্বল
১৭৬৯	(لَيْسَ مِنَ الْمَرْوَةِ الرَّيْحُ عَلَى الْإِخْوَانِ).	৩৫৫	মুনকার
১৫৮০	(مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشُّرْكِ، أَكْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نَظْفَةِ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ).	১৬২	দুর্বল
১৮০০	(مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا، كَالظُّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا نُورَ لَهَا).	৩৯১	দুর্বল
১৯০৩	(مَلْعُونٌ مَنْ صَارَ مُسْلِمًا أَوْ مَآكِرُهُ).	৪৯৪	দুর্বল
১৯৩৭	(مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ).	৫৩৬	বানোয়াট

১৫২০	(مَنْ اغْتَابَ زَجَلًا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ، غُفِرَتْ لَهُ غَيْبَتُهُ).	১০১
১৯৪০	যে, কোন ব্যক্তির গীবাতে করবে, অতঃপর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে...	বানোয়াট
১৯৪০	(مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْقُودًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ).	৫৩৭
১৯৪৯	যে ব্যক্তি তার সন্তান থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিবে কিয়ামাতের দিন সে তার দু'.....	দুর্বল
১৯৪৯	(مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُحْصَةً مِنَ اللَّهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ).	৫৪৪
১৯৫৫	যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া রুহসাতকে (অনুমতিক) গ্রহণ করবে না.....	মুনকার
১৯৫৫	ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له (مَنْعَنِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاوِدًا وَلَا غَيْرَهُ).	৩৮২
১৯৫৫	আমাকে আমার প্রতিপালক মু'য়াহাদ (নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তি) এবং অন্যদের	বানোয়াট
১৬৫৬	(يَهَى أَنْ يُخْصَى أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ).	২৪৪
১৬৫৬	তিনি আদম সন্তানের কাউকে শাসী করতে নিষেধ করেছেন।	বাতিল
১৬৭৩	(لَا قَطْعَ فِي زَمَنِ مَجَاعَةٍ).	২৬০
১৬৭৩	ক্ষুধার (দুর্ভিক্ষের) সময়ে চোরের হাত কাটার বিধান নেই।	দুর্বল
১৫৯৫	(يَوْمَ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدَّ يَقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحَقِّهِ، أَزْكَى فِيهَا مِنْ)	১৫৯৫
১৫৯৫	ন্যায়পরায়ন ইমামের একদিন ষাট বছর ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। আর ...	দুর্বল

১১. الزكاة والسخاء

১১। যাকাত ও দানশীলতা

১৬১৩	(اتَّخِذُوا مَعَ الْفُقَرَاءِ أَيْدِي، فَإِنْ لَهُمْ فِي غَدٍ دَوْلَةٌ وَآيُ دَوْلَةٍ).	২০২
১৬১৩	তোমরা দরিদ্রদের সাথে নিয়ে নে'য়ামাতগুলো গ্রহণ কর। কারণ কাল তাদের	মিথ্যা
১৬৮৪	(أَتَى سَائِلٌ امْرَأَةً وَفِي فَمِهَا لَقْمَةٌ، فَأَخْرَجَتْ اللَّقْمَةَ فَلَقَطَتْهَا، فَتَارَتْهَا السَّائِلُ!)	২৭৩
১৬৮৪	এক ভিক্ষুক এক মহিলার নিকট এমতাবস্থায় আসল যে, তার মুখে বাদ্যের এক লোকমা ছিল।	দুর্বল
১৭৭৮	(أَتَذَرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ. قَالَ: الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ)	৩৬৪
১৭৭৮	তোমরা কি জান কোন সাদাকাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তারা বলল: আল্লাহ্ ও তাঁর	দুর্বল
১৭৮৪	(اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تُسَدُّ مِنَ الْجَانِحِ مَسَدَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ).	৩৭০
১৭৮৪	তোমরা অর্ধেক খেজুর (সাদাকা করার) দ্বারা হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে	খুবই দুর্বল
১৭০৯	(بَرِيءٌ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الصَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّاسِ).	২৯৫
১৭০৯	যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে, মেহমানদারী করবে এবং বিপদে দান করবে	দুর্বল
১৬২৮	(تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَكَأَنَّكُمْ مِنَ النَّارِ).	২১৯
১৬২৮	তোমরা সাদাকা করো। কারণ সাদাকা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবে।	দুর্বল
১৯৫২	(ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَفِي شُحِّ نَفْسِهِ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الصَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّاسِ).	৫৪৭
১৯৫২	যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাকে নিজের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হবে যে.....	দুর্বল
১৯৭৪	(رُدُّوا مَذْمَةَ السَّائِلِ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الذُّبَابِ).	৫৭৪
১৯৭৪	তোমরা ভিক্ষকের অমর্যাদাকর অবস্থাকে একটি মাছির মাথার সমপরিমাণ বস্তু দ্বারা....	বানোয়াট
১৬০৩	(لَوْ مَرَّتِ الصَّدَقَةُ عَلَى يَدَيَّ مَائَةً لَكَانَ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْبَتِيدِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا).	১৯২
১৬০৩	সাদাকাহ্ যদি একশত ব্যক্তির হাতে যায় তাহলে তাদের জন্য সে পরিমাণই	খুবই দুর্বল

১৫৬৮	(مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ). যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে, সে তার উপর যে হক্ (অধিকার)....	১৪৮ খুবই দুর্বল
১৮৫২	(مَنْ عَالَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ، غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ). মুসলিমগণের মধ্য হতে যে, আহলেবাইতের একদিন ও রাতের প্রয়োজন মিটাবে....	৪৪৪ বানোয়াট
১৭৭২	(يَا ابْنَ عَوْفٍ! إِنَّكَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زُحْفًا، فَأَقْرَضِ اللَّهَ يَطْلِقَ قَدَمَيْكَ). قَالَ: হে ইবনু আউফ! তুমি তো ধনীদেব অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি হায়তুড়ি দেয়া ছাড়া.....	৩৫৭ খুবই দুর্বল

১২- الزواج وتربية الأولاد ১২। বিবাহ ও সন্তান প্রতিপালন

১৯৯৫	(اتَّقُوا مُحَاضِرَ النِّسَاءِ). তোমরা নারীদের সংস্পর্শ হতে বেঁচে থাক।	৫৯৫ খুবই দুর্বল
১৮৩৫	(أَحَبُّ إِلَهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِجْرَاءُ الْخَيْلِ، وَالرُّبُيُّ بِالنَّيْلِ، وَلَعِبُكُمْ مَعَ أَزْوَاجِكُمْ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় খেলা হচ্ছে ঘোড়দৌড়, ভীরা নিক্ষেপ এবং.....	৪২৫ খুবই দুর্বল
১৬১১	(إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا، كَمَا يَسْأَلُ عَنْ جَمَالِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَخَذَ الْجَمَالَ). তোমাদের কেউ যখন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে তখন সে যেন তার চুল ...	২০০ বানোয়াট
১৮৯৩	(أُتِرْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ سُورَةُ مَرْيَمَ فَسَمِعْتُ مَرْيَمَ). রাতে আমার উপর সূরা মারইয়াম নাখিল করা হয়েছে। অতএব তুমি তার নাম রাখ....	৪৮৪ দুর্বল
১৫৫০	(أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ..... যে নারীই তার স্বামীর গৃহ হতে তাঁর অনুমতি ছাড়া বের হবে প্রতিটি বস্তু...	১৩৩ বানোয়াট
১৭২৮	(بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْكُنَى لَا تَغْلِبْ عَلَيْهِمُ الْأَلْقَابُ). তোমরা তোমাদের সন্তানদের কুনিয়্যাত ছাড়া ডাকতে ধাবিত হও। তাহলে তাদের....	৩১৫ বানোয়াট
১৫৬১	(الرَّضَاعُ يُغَيِّرُ الطَّبَاعَ). (দুধ মায়ের) দুধ পান করা স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।	১৪৩ খুবই মুনকার
১৬২৯	(فَهَلَّا بُكَرًا تَغْضُّهَا وَتَغْضُّكَ). তুমি একজন কুমারী মেয়েকে কেন বিয়ে করেনি সে তোমাকে কামড়াতো আর	২২০ দুর্বল
১৯৩৪	(مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَتَّخِذَ فَلَمْ يَتَّخِذْ فَلَيْسَ مِنِّي). যে ব্যক্তি বিয়ে করার ক্ষেত্রে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করল না, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।	৫৩০ দুর্বল
১৫৩৯	(الثَّانِكُ فِي قَوْمِهِ كَالْمُعْتَشَبِ فِي دَارِهِ). নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকারী, নিজ ঘরের মধ্যে ঘাস	১২৪ দুর্বল

১৩- السيرة النبوية ১৩। রাসূল (ﷺ)-এর জীবন চরিত

১৬৮৫	(أَنِّي جِبْرِيلُ يَقْدِرُ فَكَلَّمْتُ مِنْهَا، فَأَغْطَيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجَمَاعِ). জিবরীল (ﷺ) আমার নিকট একটি পাত্র নিয়ে আসলেন, তা থেকে আমি.....	২৭৩ বাতিল
------	--	--------------

১৬৮৬	(أَتَانِي جَبْرِيلُ بِهَرَسَةٍ مِنَ الْحَبَّةِ، فَأَكَلْتُهَا، فَأُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجَمَاعِ).	২৭৪	বানোয়াট
১৭৪৬	আমার নিকট জিবরীল (আ) জান্নাতী হারীসা নিয়ে আসলেন, অতঃপর আমি তা..... (أَتَانِي جَبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَثَكَ يَقُولُ لَكَ: تَذَرِي كَيْفَ رَفَعْتَ لَكَ ذِكْرًا؟ قُلْتُ:)	৩৩০	দুর্বল
১৭৭৭	আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি স্বপ্নে তালবিয়াহ পাঠক.... (أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! كُنْ عَجَاجًا نَجَاجًا.)	৩৬৪	দুর্বল
১৭৯৮	আমাকে বুরাক দেয়া হয়েছিল। আমি জিবরীল (عليه السلام) এর পেছনে আরোহন (أَتَيْتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَارَ بِنَا إِذَا رَفَعُوا رَفَعْتُ رَجُلًا، وَإِذَا)	৩৮৬	দুর্বল
১৬৭৭	আমি দু'কুরবানীকৃত ব্যক্তির সন্তান। (أَنَا ابْنُ الذَّيْطِيحِينَ.)	২৬৪	জিস্তি নেই
১৬৮৯	আমি হছি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আরবী, আমি কুহাইশী, আমার ভাষা (أَنَا أَغْرَبُكُمْ، أَنَا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِسَانِي لِسَانُ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ.)	২৭৯	বানোয়াট
১৬৭৯	আবু তালেবের সাথে আমার নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে আমি তা অটুট রাখব (إِنِّي لِأُمِّي طَلِبٌ عِنْدِي رَجُلًا، سَأَلَهَا يَلِيلَهَا.)	২৬৮	দুর্বল
১৭৩৩	আমার নিকট যে বস্তুর ব্যাপারে অহী করা হয়নি আমি সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের মতই। (إِنِّي فِيمَا لَمْ يَوْحَ إِلَيَّ كَاخِدُكُمْ.)	৩১৮	বানোয়াট
১৫৭১	আমাকে (সারা জাহানের জন্য) রহমাত করে আর (আল্লাহর শত্রুদের জন্য) (يُبْعَثُ مَرْحَمَةً وَمَلْحَمَةً، وَلَمْ أُبْعَثْ تَاجِرًا وَلَا زَارِعًا، وَلَا إِذَا شَرَارَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الشَّجَارُ)	১৫১	দুর্বল
১৯৪২	সব আরবরাই ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীম (عليه السلام) এর সন্তানের অন্তর্ভুক্ত। (كُلُّ الْقَرَبِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.)	৫৩৮	দুর্বল
১৭৫৭	তঁার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় গন্ধ ছিল গাছ হতে তৈরিকৃত সুগন্ধি। (كَانَ أَحَبُّ الرِّيحَانِ إِلَيْهِ الْفَاغِيَةُ.)	৩৪২	দুর্বল
১৭৫৮	রসূল -এর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য ছিল কৃটি হতে তৈরিকৃত সার্বাদ (كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّرِيدُ مِنَ الْخَبَرِ، وَالتَّرِيدُ مِنَ الثَّمَرِ.....)	৩৪৩	দুর্বল
১৭৫৯	তঁার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ফল ছিল কাঁচা খেজুর এবং তরমুজ। তিনি লবন (كَانَ أَحَبُّ الْأَكَاكِيَةِ إِلَيَّ الرُّطْبُ وَالْطَّبْخُ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ الْفَتَاءَ إِلَّا بِالْمِلْحِ، وَكَانَ يَأْكُلُ)	৩৪৪	স্ববই দুর্বল
১৭৬৮	তিনি যখন বসে কথা বলতেন তখন বেশী বেশী তার দৃষ্টিকে আসমানের দিকে উঠু করতেন। (كَانَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يُؤْفِقَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ.)	৩৫৪	দুর্বল
১৭৫০	তিনি প্রত্যেক মাসে নিম্নের চুল দূর করার নাগুরাহ ব্যবহার করতেন। আর তাঁর নখ... (كَانَ يَتَوَرَّزُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَيَقْلِمُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ خَمْسِ عَشْرَةٍ.)	৩৩৫	দুর্বল
১৮০১	তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন এবং চুনা দ্বারা গুণ্ডাংগের চুল উঠিয়ে ফেলতেন। (كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَامَ، وَكَانَ يَتَوَرَّزُ)	৩৯১	স্ববই দুর্বল
১৮৫৮	তিনি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর হাতে কাপড় থাকত। (كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ.)	৪৪৮	দুর্বল

১৭৪৯	(كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَفْطُرَ عَلَى الرُّطْبِ مَا دَامَ الرُّطْبُ، وَعَلَى الثَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطْبًا، وَيَخْتِمُ.... কাঁচা খেজুর থাকলে কাঁচা খেজুর দিয়ে আর কাঁচা খেজুর না থাকলে খেজুর দিয়ে....	৩৩৪ খুবই দুর্বল
১৬০৮	(كَانَ يُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ اللَّبَاءِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُكْثِرُ مِنْ أَكْلِ اللَّبَاءِ؟ قَالَ: إِنَّهُ يُكْثِرُ..... তিনি বেশী বেশী লাউ খেতেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি বেশী....	১৯৮ বানোয়াট
১৯৮১	(مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلَا يَصْلِيَنَّ الْعَصْرَ إِلَّا بِبَنِي قُرَيْظَةَ). যে শ্রবণকারী, আনুগত্যকারী সে আসরের সলাত বানু কুরাইয়াতে না পৌঁছে আদায়....	৫৮১ মুনকার

১-৬ الصلاة والأذان

১৪। সালাত ও আযান

১৬৭৪	(اِتَّبِعُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوا جُمَاً). তোমরা মাসজিদ বানাও এবং সেগুলোকে বারান্দা ছাড়া তৈরি কর।	২৬১ দুর্বল
১৬৭৫	(اِتَّبِعُوا الْمَسَاجِدَ، وَأَخْرِجُوا الْقِمَامَةَ مِنْهَا، فَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ *..... তোমরা মাসজিদ নির্মান কর আর মাসজিদ থেকে ময়লাগুলো বের করে ফেলো। *.....	২৬২ দুর্বল
১৭৩১	(اِتَّبِعُوا مَسَاجِدَكُمْ جُمَاً، وَابْنُوا مَدَائِنَكُمْ مُشْرِفَةً). তোমরা তোমাদের মাসজিদগুলোকে উঁচু না করে নির্মাণ করো আর তোমাদের....	৩১৭ দুর্বল
১৭৮৫	(اتَّقُوا خِدَاحَ الصَّلَاةِ، إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْفَعُوا). তোমরা অসম্পূর্ণ সলাত হতে বেঁচে থাক। ইমাম যখন রুকু' করে এরপর তোমরা.....	৩৭১ দুর্বল
১৮২২	(اجْعَلُوا أَيْمَنَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَقَدْ كُفِّمْ قِيَمًا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদেরকে তোমাদের ইমাম বানাও। কারণ তারা তোমাদের.....	৪১১ খুবই দুর্বল
১৮৩২	(أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَفْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সলাতকে তার প্রথম ওয়াক্তে.....	৪২৩ দুর্বল
১৬২৪	(إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَكْلِمَ أَخَاكَ: اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ الثَّارِ سَعٍ مَرَاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتُّ..... তুমি যখন সকালের সলাত আদায় করবে তখন তুমি কারো সাথে কথা বলার পূর্বে....	২১৪ মুনকার
১৬২৫	(إِذَا صَلَّيْتُمْ خَلْفَ أَيْمَنِكُمْ، فَأَخْسُوا طُهُورَكُمْ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَارِ قِرَاءَتُهُ لِسَوْءِ طَهْرِ الْمُصَلِّي তোমরা যখন তোমাদের ইমামদের পেছনে সলাত আদায় করবে তখন তোমরা.....	২১৬ খুবই দুর্বল
১৬২৬	(إِذَا صَلَّيْتُمْ فَارْكَعُوا سَبْعًا، فَكُلُّ شَيْءٍ أَصَابَ الْأَرْضَ مِنْ سَبْعِكُمْ فِي الثَّارِ) তোমরা যখন সলাত আদায় করবে তখন তোমরা তোমাদের লুঙ্গিগুলোকে উঁচু....	২১৭ মিথ্যা
১৮২৬	(إِذَا كَبَّرَ الْعَبْدُ سَوَّتَ تَكْبِيرُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ). বান্দা যখন তাকবীর বলে তখন তাঁর তাকবীর আসমান এবং যমীনের মাঝের....	৪১৬ বানোয়াট
১৫৫৬	(إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مِثْلًا، فَقَالَ فِيهِ: فَلَا يَرْجِعْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَافِرَ..... যখন তোমাদের কেউ কোন স্থানে অবতরণ করবে তখন তার ব্যাপারে তিনি বলেন:....	১৩৮ বানোয়াট
১৫৪০	(أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: وَكَمَتَانِ قِيلَ أَنْ تَخْلِسَ). তোমরা মাসজিদগুলোর হকু প্রদান কর। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: ...	১২৪ দুর্বল
১৮২৩	(إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ، فَلْيُخَيَّرْكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَقَدْ كُفِّمْ قِيَمًا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). তোমাদের সলাত কবুল হওয়াকে যদি তোমাদের আনন্দিত করে তাহলে তোমাদের....	৪১২ দুর্বল

১৮২৪	(إِنَّ الْأَرْضَ تَسْتَغْفِرُ لِلْمُصَلِّيِ الْبَرِّ)। অবশ্যই যমীন পায়জামা পরিধান করে সলাত আদায়কারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।	৪১৪	মুনকার
১৬৫৭	(إِنَّ الَّذِي يَسْجُدُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَهُ، إِنَّمَا نَاصِيئَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ)। যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সাজদা করবে এবং তার পূর্বে উঠাবে তার....	২৪৪	দুর্বল
১৮৫১	(إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْزَلَ غَاشَّةً مِنَ السَّمَاءِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، صُرِفَتْ عَنْ غُمَارِ الْمَسَاجِدِ)। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যমীনবাসীর উপর আসমানী বিপদ নাইল করেন, তখন.....	৪৪৩	দুর্বল
১৫২৯	(أَوْسِعُوهُ (بَعْنِي الْمَسْجِدَ) تَمْلُؤُهُ)। তোমরা তাকে (অর্থাৎ মাসজিদকে) প্রশস্ত কর, তোমরা তাকে পরিপূর্ণ কর।	১১০	দুর্বল
১৫৩৪	(أَوْصِيكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! خِصَالُ أَرْبَعٍ لَا تَدْعُهُنَّ مَا بَقِيتَ، أَوْصِيكَ بِالْفَسْلِ..... হে আবু হুরাইরাহ! তোমাকে আমি অসিয়াত করছি। তুমি যতদিন.....	১১৯	খুবই দুর্বল
১৭৬৫	(كُضَاعُ الْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)। জুম'য়ার দিনে সৎআমলগুলোক দ্বিগুণ করে (বাড়িয়ে) দেয়া হয়।	৩৫২	বানোয়াট
১৯০৮	(سَلُّوا اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ الثَّبَّةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ)। তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রয়োজনগুলো দৃঢ়তার সাথে সকালের সলাতে চাও।	৪৯৯	দুর্বল
১৬৬০	(الصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ)। সলাত হচ্ছে মু'মিনের নূর।	২৪৮	দুর্বল
১৫৯৩	(الْعَمَائِمُ يَحْجَانُ الْقُرْبَ وَالْأَحْيَاءُ حِطَائِنَهَا وَجُلُوسُ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَسْجِدِ رِبَاطَةٌ)। পাগড়ী হচ্ছে আরবদের রাজমুকুট। দু'পা, পেট ও পিঠ সমেত একটি কাপড় জড়িয়ে...	১৭৮	মুনকার
১৫০৩	(فَضَّلَ الصَّلَاةَ الَّتِي يَسْتَاكُ لَهَا، عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَسْتَاكُ لَهَا سَعُونَ ضِعْفًا)। যে সলাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় সে সলাতের ফাযীলাত	৮২	দুর্বল
১৮৯৬	(لَيْسَتْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِالْمُطَبِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبِالْحَجَرِ، وَبِمَا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ مَعَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ..... তোমাদের কেউ যেন সলাতের মধ্যে তার সামনে দাগ দেয়ার দ্বারা, পাথর দ্বারা.....	৪৮৬	মুনকার
১৯৫৭	(مَا أَدْنَى اللَّهِ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَذُرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِي الْقُرْآنَ)। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে যা কিছু অনুমতি দিয়েছেন তার মধ্যে দু'রাক'য়াত.....	৫৫২	দুর্বল
১৭৯২	(مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَفِيفٍ)। বান্দা যে সব বস্তুর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে গোপন...	৩৮০	দুর্বল
১৭৬০	(مِثْلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، مِثْلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ..... যে ব্যক্তি জুম'য়ার দিন ইমাম কর্তৃক খুতবাহ দেয়ার সময় কথা বলে তার উদাহরণ	৩৪৪	দুর্বল
১৫১২	(الْهَرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لَأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ)। বিড়াল সলাতকে নষ্ট করে না। কারণ সে হচ্ছে গৃহের আসবাব পত্রের অন্তর্ভুক্ত।	৯১	দুর্বল
১৯৯০	(يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَاقْرَأَهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنْ..... সম্প্রদায়ের (সলাতের) ইমামাত করবে তাদের মধ্যে যে বেশী ভালোভাবে.....	৫৮৯	খুবই দুর্বল
১৫২৬	(يُخْرِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ، وَلَوْ بِدَقِّ شَعْرَةٍ)। সূত্রা হিসেবে বাহনের উপরে গদীর পেছনের উঁচু অংশের ন্যায়.....	১০৭	বাতিল

১৬. الصيام والقيام

১৫। সিয়াম ও কিয়াম

১৫৬৯	রমায়ান মাসের প্রথম অংশ হচ্ছে রহমাতের, মধ্য অংশ হচ্ছে ক্ষমার আর (أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةً، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً، وَآخِرُهُ عِقَابٌ مِنَ النَّارِ).	১৪৮ মুনকার
১৭৮৯	যিয়ারতকারী সওম পালনকারীর তোহ্কা হচ্ছে এই যে, তার দাড়িতে সুগন্ধি (تَحَفُّهُ الصَّائِمُ الزَّائِرُ أَنْ تُغْلَفَ لِحْيَتُهُ، وَتَجَمَّرَ نِبَاهُهُ، وَيَذَرَّرَ، وَتُحَفَّ الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ أَنْ تُمَشَّطَ.....)	৩৭৭ বানোয়াট
১৯৬১	রাতের শেষাংশে সাহুরী গ্রহণ কর এবং তিনি বলতেন: সেটি হচ্ছে বরকতপূর্ণ খাদ্য। (تَسَحَّرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُولُ: هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ).	৫৫৮ দুর্বল
১৭০৮	পাঁচটি বস্ত্র সওমপালনকারীর সওম এবং অযু ভেঙ্গে দেয়: মিথ্যা বলা, গীবাতে (خَمْسٌ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتَقْضِي الْوُضُوءَ: الْكَذِبُ وَالْفَيْسُ وَالنِّمَامُ وَالنَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ).	২৯৪ বানোয়াট
১৮২৯	সওম পালনকারী ইবাদাতের মধ্যে থাকে যে পর্যন্ত সে গীবাতে না করে। (الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ، مَا لَمْ يَقْتَبِ).	৪২০ মুনকার
১৫৪১	রসূল ইসমিদ দ্বারা সওম পালন করা অবস্থায় সুরমা লাগাতেন। (كَانَ يَكْتَحِيلُ يَأْتُمِدُ وَهُوَ صَائِمٌ).	১২৫ দুর্বল

১৬. الطب

১৬। চিকিৎসা

১৮৬৩	তোমরা শিংগা (রক্তমোক্ষম) লাগাও পনেরো, অথবা সতের, অথবা উনিশ, অথবা... (اِحْتَجِمُوا لِحَمْسِ عَشْرَةٍ، أَوْ لِسَعِ عَشْرَةٍ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، لَا يَبِيعُ بَكُمْ.....)	৪৫৬ দুর্বল
১৬৪৫	তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও। (أَعِيبُوا الْعِيَادَةَ، وَخَيْرُ الْعِيَادَةِ أَهْجُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْلُوبًا فَلَا يُعَادُ، وَالتَّعْرِيفُ مَرَّةً).	২৩৬ বানোয়াট
১৬৪৪	তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও। (أَعِيبُوا فِي الْعِيَادَةِ).	২৩৫ খুবই দুর্বল
১৭৯৯	মাসের সতের দিন পার হওয়ার পরের মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো হচ্ছে সম্পূর্ণ (الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَعِ عَشْرَةِ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ ذَوَاءِ السَّنَةِ).	৩৮৯ বানোয়াট
১৯৫৯	তোমরা যে সব বস্তকে ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার করো সেগুলোর সর্বোত্তম হচ্ছে: লুদুদ... (خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّوْعُوطُ وَاللُّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ).	৫৫৫ দুর্বল
১৫১৪	তোমরা দুই আরোগ্যকারী বস্ত্র ধারণ কর: মধু এবং কুরআন। (عَلَيْكُمْ بِالشَّقَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ).	৯৪ দুর্বল
১৯৬০	ভূমি কুষ্ঠরোগীর সাথে এমতাবস্থায় কথা বল যে, তোমার আর তার মাঝে এক বর্শা.... (كَلِمَةُ الْمَجْلُومِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قِيدُ رُمْحٍ أَوْ مِخْنٍ).	৫৫৬ দুর্বল
১৮৬৭	তিনি তাঁর মাথা এবং তাঁর দু'কন্ধের মাঝে শিংগা লাগাতেন এবং বলতেন: যে ব্যক্তি.... (كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ « مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدَّمَاءِ فَلَا يَضُرَّهُ أَنْ..... »)	৪৬০ দুর্বল

১৬৭২	(مَنْ احْتَجَمَ أَوْ اطَّلَى يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ الْأَرْبَعَاءِ، فَلَا يَلُومُنْ إِلَّا نَفْسَهُ مِنَ الْوَضَحِ). যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগাবে অথবা তেল মালিশ করবে শনি বা বুধবারে, সে যেন	২৬০ দুর্বল
১৫২৪	(مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، فَرَأَى وَضْحًا، فَلَا يَلُومُنْ إِلَّا نَفْسَهُ). যে ব্যক্তি বুধ ও শনিবারে শিঙ্গা লাগাবে, অতঃপর খবল রোগ দেখতে....	১০৫ দুর্বল
১৮৬৪	(مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَخَّرْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ، وَاحْدَى وَعِشْرِينَ، لَا يَتَّبِعْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمَ فَيَقْتُلَهُ). যে শিঙ্গা লাগাতে চাই সে যেন সতের, অথবা উনিশ, অথবা একুশ তারিখগুলোকে....	৪৫৭ বুঝই দুর্বল

১৭. الطهارة والوضوء

১৭। পবিত্রতা ও উযু

১৭৫৫	(أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ لِحْيَتَكَ). আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: তুমি যখন অযু করবে তখন তোমার	৩৪১ বুঝই দুর্বল
১৫৫২	(اتَّوَعُوا الطُّسُوسَ وَخَالَفُوا الْمَجُوسَ). তোমরা হাত ধোয়ার পাত্রগুলোকে পূর্ণরূপে ভর্তি করে ফেলো	১৩৪ বুঝই দুর্বল
১৭৮২	(اتَّقُوا آبِوَل، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَحْسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ). তোমরা পেশাব হতে বৈচে থাক। কারণ কবরে পেশাবের ব্যাপারে সর্বপ্রথম বান্দার....	৩৬৭ বানোয়াট
১৬২১	(إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَخَّرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গকে তিনবার ঝাকি দেয়।	২১০ দুর্বল
১৬২২	(إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ فَلَمْ يَحْمِلْ الْحَيْثُ). যখন পানি চলিশ কুলা পর্যন্ত পৌঁছেবে তখন অপবিত্র বস্তু উঠাতে হবে না।	২১২ বানোয়াট
১৫২৫	(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَغْسِلْ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى). যখন তোমাদের কেউ অযু করবে তখন সে যেন তার দু'পায়ের নিচের....	১০৭ বানোয়াট
১৭০৩	(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وَضْوءٍ، فَأكَلْ طَعَامًا فَلَا يَتَوَضَّأُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْنَ الْإِبِلِ إِذَا شَرِبْتُمُوهُ.... তোমাদের কেউ যদি অযু অবস্থায় থাকে অতঃপর যদি খাদ্য খায় তাহলে সে আর	২৯০ দুর্বল
১৬৩৩	(إِذَا مَضَى لِلنِّسَاءِ سَبْعٌ، ثُمَّ رَأَتْ الطَّهْرَ، فَلْيَتَغَسَّلْ وَتُغَسَّلْ). যখন নেকাসধারী নারীদের সাত দিন অভিবাহিত হয়ে যাবে, অতঃপর পবিত্রতা দেখবে	২২৩ দুর্বল
১৫৩২	(إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَلْيَقُوْهَا وَمَا قَلْبُوهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوْهُ). ইদুর যদি ঘিতে পড়ে যায় আর তা যদি জমাট বাধা হয় তাহলে	১১৪ শায
১৭৪৮	(اسْتَاكُوا، لَا تَأْتُونِي قُلْحًا، لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ). তোমরা মেসওয়াক কর, আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে আসবে না।	৩৩৩ দুর্বল
১৮০২	(إِنَّ الْغَسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُ الْخَطَايَا مِنْ أَصُولِ الشَّعْرِ إِسْلَالًا). জুম'আর দিনের গোসল চুলের গোড়াগুলো থেকে গুনাহগুলোকে বের করে ফেলে।	৩৯২ মুনকার
১৯৩৫	(الْحَيَّانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ). খাতনা হচ্ছে পুরুষদের জন্য সুন্নাত, মহিলাদের জন্য মর্যাদার।	৫৩১ দুর্বল
১৭০৫	(خَلَّلُوا لِحَاكُم وَأَطْفَارَكُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مَا بَيْنَ اللَّحْمِ وَالظُّفْرِ). তোমরা তোমাদের দাড়ি এবং নখগুলো খেলাল কর। কারণ গোশত এবং নখের	২৯২ বানোয়াট

১৬৩৫	(كَانَ يُخْرَجُ يُهْرِيقُ الْمَاءَ، فَيَتَمَسَّحُ بِالرَّابِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَيَقُولُ: ...)	২২৬ খুবই দুর্বল
১৬০৯	(لَهَا مَا فِي بَطُونِهَا وَمَا بَقِيَ لَنَا فَهَوَّطَهُوْرُ). তাদের (পশুদের) জন্য তাই যা তাদের পেটে রয়েছে (গ্রহণ করেছে) আর যা.....	১৯৮ দুর্বল
১৬৮৩	مَنْ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرُؤُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ أَفْضَلُ، لَئِنْ الْوَضُوءَ لَوْرُ يَوْمٍ..... যে অযু করল অতঃপর পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলল তাতে কোন সমস্যা নেই....	২৭২ খুবই দুর্বল
১৫২৭	(مَنْ قَرَأَ فِي ابْنِ وَضُوئِهِ : هَذَا أَتْرَكَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً.....) যে ব্যক্তি তার ওয়ুর পরক্ষণে “ইন্না আনযালনাহ ফী লাইলাতিল কাদরে...	১০৮ বানোয়াট
১৮১৬	(مَنْ قَلَّمَ أَطْفَارَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي مِنَ السُّوءِ إِلَى مِثْلِهَا). যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে তার নখ কাটবে, তাকে আরেক জুম'আহ পর্যন্ত মন্দ কর্ম....	৪০৪ বানোয়াট
১৫০৪	(نَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِزْرٍ). তিনি লুঙ্গি (পরিধান করা) ছাড়া পানিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।	৮৪ দুর্বল
১৫৫৩	(لَا تَرْفَعُوا الطَّسْتَ حَتَّى تَطْفَأَ الْجَمْعُ وَالْوَضُوءُ كَمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ). তোমরা হাত ধোয়ার পাত্র উঠায়ো না যে পর্যন্ত ভর্তি না হয়ে যায়....	১৩৫ দুর্বল

১৮ - العلم والحديث النبوي

১৮। ইল্ম ও হাদীছন নাবাবী

১৬৯৬	(أَتَى اللَّهَ فِيمَا تَعْلَمُ). তুমি আল্লাহকে ভয় কর সে ব্যাপারে যা তুমি শিখবে।	২৮৫ দুর্বল
১৭৮৩	(أَقُولُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّخِذْ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ তোমরা যতটুকু জানতে সক্ষম হবে তা ছাড়া আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা	৩৬৯ দুর্বল
১৭০০	(أَقُولُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ، وَانْتَظِرُوا قِيَّتَهُ). তোমরা আলেমের পদস্থলন বেঁচে থাক এবং তার ফিরে আসার ব্যাপারে অপেক্ষা কর।	২৮৮ খুবই দুর্বল
১৮১৪	(أَجْرُكُمْ عَلَى الْفَتَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ). তোমাদের যে ফাতওয়ার ব্যাপারে বেশী বাহাদুরী করে সে জাহান্নামের আগুনের.....	৪০২ দুর্বল
১৫০৭	(إِذَا لَمَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا، فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ). এ উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা যখন প্রথম যামানার লোকদের	৮৬ খুবই দুর্বল
১৬৩৪	(أَشَدُّ النَّاسِ غَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهُ). কিয়ামাতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্তি পাবে সেই আলেম যার	২২৫ খুবই দুর্বল
১৬১০	(تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ الْوَقَارَ). তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। আর জ্ঞানের জন্য ওকার (সম্মান করাকে) শিখ।	১৯৯ খুবই দুর্বল
১৫৯৬	(فَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى غَيْرِهِ، كَفَضَّلَ النَّبِيُّ عَلَى أُمَّتِهِ). আলেমের ফাযীলাত অন্যের উপরে সেরূপ যে রূপ নাবীর ফাযীলাত তাঁর ...	১৮৩ বানোয়াট

১৫৯৯	(لَوْ كَانَ جُزَيْجُ الرَّاهِبِ فِيهَا عَالِمًا، لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ). জুরায়েশ আররাহেব যদি ফাকীহ্ আলেম হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই জানতেন....	১৮৬ দুর্বল
১৯৭৮	(يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ). তিন শ্রেণীর লোক কিয়ামাতের দিন শাফা'য়াত করবে নাবীগণ, আলেমগণ.....	৫৭৮ বানোয়াট
১৭. الفتن وأشرط الساعة والبعث والجنة والنار ১৯। কিতনাহ, কিয়ামতের আলামত, জান্নাত ও জাহান্নাম		
১৫৭৯	(أَبَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَابَ الْجَنَّةِ، فُتِّحَ لِي، فَارَى رَبِّي، وَهُوَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، أَوْ سَرِيرِهِ، فَيَتَجَلَّى لِي، আমি কিয়ামাতের দিন জান্নাতের দরজায় আসব। অতঃপর আমার জন্য দরজা	১৬১ দুর্বল
১৯৬৬	(الْآيَاتُ بَعْدَ الْمَوْتَيْنِ). (ধারাবাহিকভাবে কিয়ামাতের) আলামতগুলো দু'শত বছরের পরে (প্রকাশ পাবে)।	৫৬৬ বানোয়াট
১৫৮৮	(أَبَشَرَكُمْ بِالْمَهْدِيِّ، يَغْتَفِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ، وَزَلَّازِلَ، قِمْلًا الْأَرْضِ قِسْطًا.... তোমাদেরকে মাহদীর ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করছি। তাকে আমার উম্মাতের.....	১৭২ দুর্বল
১৭৭৬	أَنَا بِي جَبْرِئِلَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرُجُ يَا جَبْرِئِلُ؟ ... আমার নিকট জিবরীল (جِبْرِئِلُ) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার পরে আপনার	৩৬২ খুবই দুর্বল
১৮৭০	(أَحْذَرُكُمْ سَبْعَ فِتْنٍ تَكُونُ بَعْدِي: فِتْنَةٌ تَقْبَلُ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَفِتْنَةٌ فِي مَكَّةَ، وَفِتْنَةٌ تَقْبَلُ مِنَ الْيَمَنِ، আমি তোমাদেরকে আমার পরে যেগুলো ঘটবে এরূপ সাতটি ফেতনা থেকে	৪৬৪ খুবই দুর্বল
১৫২৮	(إِذَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُهُمْ، وَأَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، وَتَنَاجَحُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ، ... মুসলিমরা যখন তাদের আলেমগণকে ঘৃণা করবে, তাদের বাজারগুলোতে...	১০৯ মুনকার
১৭২৭	(إِذَا أَخَذَ الْقَيُّ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتَعَلَّمَ لَغِيْرَ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلَ أَمْرًاكَ যখন ফাইকে (যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত শত্রু সম্পদকে) অন্যদেরকে বঞ্চিত করে	৩১৪ দুর্বল
১৫০৬	(إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ، وَلَقِنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ যখন বিদ'আত প্রকাশিত (চালু) হবে, আর এ উম্মাতের শেষ যামানার.....	৮৫ মুনকার
১৬১৭	(أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَ أَحَدَ الْوَلَدِيَّةِ، وَالْمُصَوِّرُونَ، ... কিয়ামাতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির লোক সেই যে কোন নাবীকে হত্যা করেছে...	২০৬ খুবই দুর্বল
১৯৮৫	(إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَتَرَةً لَمْ يَنْتَرْ إِلَى جَنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدِيمِهِ وَسُرُورِهِ، مَسِيرَةَ أَلْفٍ সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতীদের মধ্যে হবে সেই ব্যক্তি যে তার বাগিচাগুলো, তার স্ত্রীদের...	৫৮৪ দুর্বল
১৮৪৫	إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَرْوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَقُلْتُ لِي جَبْرِئِلُ: إِنَّ اللَّهَ بِنِي جَنَّةٍ مِنْ لَوْلَا আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আলীর সাথে ফাতেমার বিয়ে দি।	৪৩৫ বানোয়াট
১৭১৯	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، وَحَظَرَهَا عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ وَكُلِّ مُذْمِنٍ لِلْخَمْرِ سِكِّيرٍ). আল্লাহ তা'আলা (জান্নাতুল) ফিরদাউসকে তাঁর নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং.....	৩০৬ দুর্বল
১৭২২	(إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤَدَّنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ জান্নাতেরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা সেখানে তাদের আমলগুলোর	৩০৮ দুর্বল

১৭৬৭	(إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ! هَذَا عَبْدِي فَوْقَ دَرَجَتِي! قَالَ:..... এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল তার দাস তার উপরের স্তরে। তখন সে.....	৩৫৩ খুবই দুর্বল
১৯৭৭	(إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ مِصَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: أَخْرِجُوهُمَا، فَأَخْرَجَاهُ..... জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্য হতে দু'ব্যক্তির চিৎকার প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলে.....	৫৭৭ দুর্বল
১৯৮২	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سَوْقًا لَا شِرَاءَ فِيهِ وَلَا بَيْعَ، إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ..... জান্নাতের মধ্যে একটি বাজার রয়েছে সেখানে পুরুষ ও নারীদের ছবি ছাড়া কিছুই.....	৫৮২ দুর্বল
১৮৯৭	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمْدًا مِنْ يَاقُوتَةٍ، عَلَيْهَا عُرْفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ، تَبْصُرُ كَمَا يَبْصُرُ الْكَوْكَبُ الدَّرِّيُّ،..... জান্নাতে ইয়াকুতের এক স্তম্ভ (টাওয়ার) রয়েছে যার উপরে যাবারযাদের তৈরি.....	৪৮৭ দুর্বল
১৮৮৬	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةً دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ). জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। সারা জাহানের সবাই যদি সেগুলোর একটিতে.....	৪৭৭ দুর্বল
১৮৮৮	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: رَجَبٌ، مِمَّاؤُهُ اشْدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاحْلَى مِنَ الْعَسَلِ)، مِنْ صَامَ..... জান্নাতে একটি নদী আছে তাকে রজাব বলা হয়। তার পানি দুধের চেয়েও বেশী.....	৪৮৮ বাতিল
১৯৮৬	(إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجْرُ لِسَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَسَخَيْنِ يَتَوَطَّأُهُ النَّاسُ). কাফের ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন তার দু'ফারসাখ (ছয় মাইল) দীর্ঘ যবানকে.....	৫৮৫ দুর্বল
১৭৭৯	(إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ: الْقُرْآنَ وَاللَّيْنَ، أَمَّا اللَّيْنُ فَيَتَغَوَّنُ الرَّيْفَ، وَيَتَغَوَّنُ الشُّهُوتَ،..... আমি আমার উম্মাতের জন্য দু'টি ব্যাপারে ভয় করছি: কুরআন আর দুধ। দুধকে.....	৩৬৫ দুর্বল
১৬৫৯	(أَوَّلُ الْأَرْضَيْنِ خَرَابًا، يُسْرَاهَا ثُمَّ يُسْرَاهَا). যমীনের সর্বপ্রথম বামপার্শ্ব ধ্বংস হবে এরপর তার ডানপার্শ্ব ধ্বংস হবে।	২৪৬ দুর্বল
১৮৮৫	(الْجَنَّةُ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ خُمْسُمِائَةٌ عَامٌ). জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের দূরত্বের সমান।	৪৭৫ মুনকার
১৯৩৬	(سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، يَقْسُمُونَ بِهِ..... মানুষের কাছে এমন একটি সময় আসবে যখন কুরআনে তার রেখা ছাড়া আর.....	৫৩৪ খুবই দুর্বল
১৮৬৫	(سَيَذُبُّ بَنَى دَارًا وَاتَّخَذَ مَادِنَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَالْسَيِّدُ الْجَبَّارُ، وَالْمَادِنَةُ الْقُرْآنُ، وَالِدَارُ الْجَنَّةُ،..... সাইয়্যিদ একটি ঘর তৈরি করেন এবং আহবানকারীকে প্রেরণ.....	৪৫৯ বানোয়াট
১৯৭৩	(بَشَرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلَّمَ رَبِّ سَلَّمَ). কিয়ামাতের দিন মুসলিমদের উপর মুসলিমদের নিশান হবে হে প্রতিপালক! শান্তি.....	৫৭৩ দুর্বল
১৭৯১	(لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مَنَاقِفُهَا). সে সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত প্রতিটি কাবীলাকে তাদের.....	৩৮০ খুবই দুর্বল
১৬০০	(لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: غَرْسُ الْعَجْوَةِ، وَأَوَاقُ تَنْزُلُ فِي الْقُرَاتِ ... যমীনে জান্নাতের মাত্র তিনটি বস্তু রয়েছে: আজওয়া বৃক্ষ, জান্নাতের বরকত.....	১৮৭ দুর্বল
১৯৫৫	(مَا كَانَ وَلَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُؤْمِنٌ، إِلَّا وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ). যেই অতিতের সব কিছু উপর এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ভবিষ্যতের সব কিছু.....	৫৫০ বানোয়াট
১৫৩৮	(مَا كَانَتْ بُيُوتَةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ بَعْدَهَا قَتْلٌ وَصَلْبٌ). কোন নুবুওয়াতই একরূপ ছিল না যে তার পরে হত্যা এবং সূলে দেয়ার.....	১২৩ দুর্বল

১৫০৯	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَتَقَبَّصُ إِلَّا الشَّرُّ يُزَادُ فِيهِ). এমন কোন কিছু নেই যা কমতে থাকে না, একমাত্র মন্দ বাদে কারণ	৮৮ দুর্বল
১৫৩০	(مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَمَقَتَيْنِ কিয়ামাতের আলামাতের মধ্যে রয়েছে, ব্যক্তি কর্তৃক মাসজিদের মধ্য.....	১১১ দুর্বল
১৯৭৬	(وَعَدَنِي رَبِّي تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سِتُّونَ أَلْفًا، فَاسْتَرَدُّهُ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ আমাকে আমার প্রতিপালক ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার.....	৫৭৬ দুর্বল
১৬০২	(لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَفْنِيَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالسَّحَاقُ زَيْلَ النِّسَاءِ فِيمَا يَتَّبِعُهُنَّ). দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত নারীরা নারীদের দ্বারাই নিজেদের (যৌবিক) ...	১৯১ খুবই দুর্বল
১৫৩১	(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ সে পর্যন্ত কিয়ামাত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত মাসজিদকে রাস্তা	১১২ দুর্বল
১৯৬৮	(يَخْرُجُ الدُّجَالُ عَلَى حِمَارٍ أَمْرَمَ، مَا بَيْنَ أَذُنَيْهِ سِتُّونَ عَامًا، مَعَهُ سِتُّونَ أَلْفٌ يَهُودِيٌّ عَلَيْهِمْ দাজ্জাল সাদা (সবুজ মিশ্রিত) রংগের গাধায় চড়ে বের হবে। তার দু'কানের মাঝের...	৫৬৮ খুবই দুর্বল
১৯৬৯	(يَخْرُجُ الدُّجَالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسْتَبَحُّهَا فِي الْأَرْضِ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে ধীরে ধীরে অবস্থা যখন দুর্বল হবে এবং জ্ঞান হতে.....	৫৬৯ দুর্বল
১৯৬৫	(يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ খালীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে। এ সময় এক ব্যক্তি মদীনা হতে বের হয়ে....	৫৬৩ দুর্বল

২. فضائل القرآن والأدعية والاذكار

২০। কুরআন, দু'আ ও যিকর এর ফযীলত

১৫৮২	(آلِ الْقُرْآنِ آلِ اللَّهِ). কুরআনের আপনজন (বংশধর) হচ্ছে আল্লাহর আপনজন (বংশধর)।	১৬৪ বাতিল
১৫৪৫	(آيَاتُ هُمَا قُرْآنٌ، وَهُمَا يَشْفَعَانِ، وَهُمَا مِمَّا يُجِبُهُمَا اللَّهُ، الْآيَاتُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ). দু'টি আয়াত সে দু'টি কুরআন (এর অন্তর্ভুক্ত), সে দু'টি সুপারিশ.....	১২৮ খুবই দুর্বল
১৫৪৭	(آيَةُ الْعَمْرِ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ (الآية). ইয্যাতের আয়াত হচ্ছে: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ (الآية).	১৩০ দুর্বল
১৭৫৬	(أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُوَ بِهَذِهِ الْأَكْلِمَاتِ জিবরীল (ﷺ) নাবী -এর নিকট এসে বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে	৩৪১ দুর্বল
১৭৫৩	(أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعُ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ জিবরীল (আ) আমার নিকট আসলেন। অতঃপর আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি	৩৩৯ দুর্বল
১৯২৮	(أَتَيْتُكُمْ أَخَاكُمْ، قَالُوا: وَمَا أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: تَدْعُونَ اللَّهَ لَكُمْ، فَإِنْ فِي الدُّعَاءِ إِثْبَاتٌ لَكُمْ তোমরা তোমাদের ভাইকে সাওয়াব প্রদান কর। তারা বলল: তাকে সাওয়াব	৫২৪ দুর্বল
১৯৩১	(وَمَا فِعْلٌ بِالْأَمْرِ قَلِيلٌ أَجَلٌ، شَيْئَتِي (هُوَ) وَأَعْوَانُهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَابِي وَأُمِّي وَمَا হাঁ, আমাকে (সূরা) হুদ ও তার বোনগুলো বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আবু বাকুর বললেন....	৫২৬ দুর্বল

১৮৩৪	(أَحِبِّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحَالُ الْمُرْتَجِلُ، قَالَ: وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَجِلُ؟ قَالَ: الَّذِي يَشْرِبُ مِنْ.....)	৪২৪	দুর্বল
১৮৮২	(أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ تَحَرَّزَ بِهِ).	৪৭৪	দুর্বল
১৮৮১	(أَحْسِنُوا الْأَصْوَاتَ بِالْقُرْآنِ).	৪৭৩	খুবই দুর্বল
১৮৪২	(إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْرَأْ).	৪৩২	খুবই দুর্বল
১৮০৪	(إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُزَمِّنْ عَلَى دَعَاءِ نَفْسِهِ).	৩৯৩	খুবই দুর্বল
১৬৪৬	(أَغْنَى النَّاسِ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ).	২৩৬	দুর্বল
১৫৬৩	(أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ).	১৪৪	দুর্বল
১৭২৪	(اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا لَا تَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ، اللَّهُمَّ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُؤْضِيكَ عَنَّا).	৩১১	খুবই দুর্বল
১৬৫১	(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَمِنْ يَوَارِ الْأَيْمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ).	১৬৫১	দুর্বল
১৬৯০	(أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى آتَيْنِ لَأَمْتَى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ...)	২৮০	দুর্বল
১৯৬৩	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْنُو مِنْ خَلْقِهِ، فَيَسْتَغْفِرُ لِمَنْ اسْتَغْفَرَ، إِلَّا الْبَغْيَ بِفَرْجِهِ، وَالْعِشَانَ).	৫৬১	দুর্বল
১৭৪১	(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِفْتَاحُ كُلِّ كِتَابٍ).	৩২৭	খুবই দুর্বল
১৮৯৯	(الدُّعَاءُ جُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مُجَنَّدٌ يُوَدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ أَنْ يَرْمَ).	১৮৯৯	বালোয়াট
১৯৩০	(مَشَيْتَنِي هُوَذَا وَأَخْرَأْتَنِي، وَمَا فَعَلَ بِالْأَمَمِ قَلِيلِي).	৫২৬	দুর্বল
১৫৫৮	(الْقُرْآنُ غَنَى لِمَا فَتَرَ بَعْدَهُ، وَلَا غَنَى دُونَهُ).	১৪০	দুর্বল
১৫৫৯	(الْقُرْآنُ هُوَ الدُّوَاءُ).	১৪১	খুবই দুর্বল

১৫১৫	(كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا، قَالَ : اللَّهُمَّ خِرْ لِي، وَاخْتَرْ لِي).	৯৬ দুর্বল
১৫৬৬	(كَانَ يَسْتَفْهِحُ دُعَاءَهُ بِـ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ).	১৪৬ দুর্বল
১৮৭৭	(مَا صَيِّدَ مِنْ صَيْدٍ، وَلَا قَطَعَ مِنْ شَجَرٍ، إِلَّا يَبْطِشِيهِ التَّمَشِيحُ).	৪৬৯ বানোয়াট
১৮১৭	(مَا مِنْ عَيْدٍ مِنْ أُمَّتِي صَلَّى عَلَيَّ صَادِقًا بِهَا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرٌ.....)	৪০৫ দুর্বল
১৮৫৪	(مُرُوا أَبَا تَابِتٍ يَتَعَوَّذُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي وَالرَّقِي صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: (لَا رَقِيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ.....)	৪৪৬ দুর্বল
১৮১১	(مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ كِتَابِهِ، فَظَنَّ أَنْ أَحَدًا أُوتِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِيَ، فَقَدْ غَمَطَ أَفْضَلَ النِّعَمِ).	৩৯৯ খুবই দুর্বল
২১. اللباس والزينة ২১। পোষাক ও সাজসজ্জা		

১৬৫৩	(اتَّبَرُوا! كَمَا رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ تَأْتِرُونَ عِنْدَ رَبِّهَا إِلَى أَنْصَافِ سَوْقِهَا).	২৪১ বানোয়াট
১৯৯৯	(احْذَرُوا الشُّهْرَتَيْنِ: الصُّوفَ وَالْحُمْرَةَ).	৫৯৮ বানোয়াট
১৫০৫	(اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الرَّوْعَ وَيَطْبِئُ الرِّيحَ).	৮৪ দুর্বল
১৮৫৭	(ارْفَعِ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لَوْبِكَ، وَأَثَقَى، وَفِي رَوَايَةٍ: وَأَثَقَى).	৪৪৮ দুর্বল
১৭১৮	(إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَكُلُّ نَوْبٍ ذِي شَهْرَةٍ).	৩০৫ খুবই দুর্বল
১৭১৭	(إِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ الزَّيْنَةِ إِلَى الشَّيْطَانِ).	৩০৪ দুর্বল
১৬০৬	(كَانَ إِذَا اسْتَحْدَثَ نَوْبًا لَبَسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).	১৯৪ বানোয়াট
১৭০৪	(مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ نَوْبًا لِبَاسِي بِهِ، فَيَنْتَظِرُ الثَّامِسَ إِلَيْهِ، لَمْ يَنْتَظِرِ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مَتَى مَا نَوَعَهُ).	২৯১ খুবই দুর্বল

২২- المبتدأ والأنبياء وعجائب المخلوقات ২২। সৃষ্টির সূচনা, নাবীগণ ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টিকুল

১৬৯৩	(أَجَالَ إِلَهُائِهِمْ كُلَّهُمَا مِنَ الْقَمَلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْجَرَادِ وَالْخَيْلِ وَالْبَعَالِ كُلَّهَا وَالْقَرْ وَغَيْرَ ذَلِكَ، উকুন, মাছি, ফড়িং, ঘোড়া, গাধা, গরু সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর মৃত্যুর সময়)	২৮২ বানোয়াট
১৬৮৮	(أَتَانِي مَلَكٌ بِرِسَالَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ رَفَعَ رَجُلَهُ فَوَضَعَهَا فَوْقَ السَّمَاءِ، وَالْآخَرَى فِي الْأَرْضِ..... আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এক ফেরেশতা চিঠি নিয়ে আগমন করলেন।)	২৭৮ দুর্বল
১৬৯৫	(اتَّخِذُوا الذِّكَّ الْأَيْضَ، فَإِنَّهُ صَدِيقِي وَعَدُوُّ عَدُوِّ اللَّهِ، وَكُلُّ ذَا رٍ فِيهَا ذِيكَ الْأَيْضَ، لَا يَقْرَبُهَا..... তোমরা সাদা মুরগ গ্রহণ কর। কার্পণ সে আমার বন্ধু আর আল্লাহর দূশমনের)	২৮৪ বানোয়াট
১৭১৩	(أَتَذَرِينَ مَا خُرَافَةٌ؟ كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غَدْرَةَ، أَسْرَعَهُ الْجَنُّ، فَمَكَثَ فِيهِمْ ذَهْرًا، ثُمَّ رَدَّوهُ..... তুমি কি জান খুরাফা কী? সে বানু উয়রার এক ব্যক্তি ছিল, যাকে জিনরা)	২৯৯ দুর্বল
১৭১২	(أَتَذَرِينَ مَا حَدِيثُ خُرَافَةٍ؟ إِنَّ خُرَافَةً كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غَدْرَةَ فَأَصَابَهُ الْجَنُّ، فَكَانَ فِيهِمْ..... তুমি কি জান খুরাফার হাদীস কি? খুরাফা বানু উয়রার এক ব্যক্তি ছিল যাকে)	২৯৮ খুবই দুর্বল
১৭৮৮	(أَتِي يَابَرَاهِيمَ يَوْمَ النَّارِ إِلَى النَّارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهَا، قَالَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ). ইব্রাহীম (আ)কে যখন আগুনের দিনে আগুনের নিকট নিয়ে আসা হলো।)	৩৭৪ দুর্বল
১৮১৮	(أَخَذَ أَبُوبَيٍّ بَلْقَيْسَ كَانَ جَنًّا). বিলকীসের পিতা-মাতার একজন জীন ছিল।	৪০৫ দুর্বল
১৬৮০	(إِنْ أَتَّخِذَ مِثْرًا فَقَدْ اتَّخَذَهُ أَبِي (إِبْرَاهِيمَ)، وَإِنْ أَتَّخِذَ الْعَصَا، فَقَدْ اتَّخَذَهَا أَبِي (إِبْرَاهِيمَ). আমি যদি মিথার গ্রহণ করি, তাহলে আমার পিতা ইব্রাহীম তো মিথার গ্রহণ করেছে...	২৬৯ মুনকার
১৫১৬	(إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي: الصَّلَاةُ فِي الصُّفُوفِ، আমাকে আল্লাহ তা'আলা তিনটি খাসলাত দান করেছেন যেগুলো আমার ...)	৯৬ খুবই দুর্বল
১৯৮৮	(إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةً تُرْعِدُ قُرَائِنَهُمْ مِنْ حَيْفَتِهِ، مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ يَقْطُرُ دُمْعَةً مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ مَلَكًا..... আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এমন সব ফেরেশতা রয়েছে যাদের হৃদপিণ্ড তাঁর ভয়ে....)	৫৮৭ দুর্বল
১৫০১	(إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُفْلًا وَلَعُوقًا وَتَشُوقًا، فَأَمَّا لَعُوقُهُ فَالْكَذِبُ..... শয়তানের সুরমা, চেটে খাওয়ার দ্রব্য (অল্প পাথের) এবং)	৭৯ খুবই দুর্বল
১৮০৯	(الْعِلَّانُ سَحْرَةُ الْجِنِّ). গীলান হচ্ছে জিনদের জাদুকর।	৩৯৮ দুর্বল
১৫৬৪	(قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ! قَدْ أَهَيْطَ أَذْمُ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ سَيَكُونُ كِتَابٌ وَرَسُولٌ، فَمَا كِتَابُهُمْ..... ইবলীস তার প্রতিপালককে বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আদমকে নামিয়ে.....)	১৪৪ মুনকার
১৯৯১	(قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ذَلِكَ لَعَلَّمْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ بِالْقَلْبِ، قَالَ: لَمَّا قَالَهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ..... তিনি এ আয়াত পাঠ করেন "আমার উদ্দেশ্য এই যে, সে (অর্থাৎ আদাম) যেন.....)	৫৯০ মুনকার
১৯৬২	(كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيٍّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً يُوقِفُ فِيهَا أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ! قُومُوا فَصَلُّوا..... আল্লাহর নাবী দাউদ (عليه السلام)-এর রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল যে সময়ে.....)	৫৫৯ দুর্বল
১৬৫২	(لَوْ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَشَوْا، فَقَالُوا: ﴿وَأَيُّ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَهْتَدُوا﴾ مَا أَعْطُوا، وَلَكِنْ اسْتَشَوْا. যদি বানী ইসরাঈল ইসতিসনা না করত (ইন শা'আল্লাহ না বলত), তারা	২৪০ দুর্বল

২৩. المناقب والمثالب

২৩। গুণাবলী ও ত্রুটিবিদ্যাতি

১৯২৪	خَصَلَتَانِ مَنْ كَانَ فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا.... দু'টি চরিত্র রয়েছে যার মধ্যে এ দু'টি চরিত্র থাকবে তাকে আল্লাহ তা'য়ালার আরজুগজার...	৫১৯ দুর্বল
১৫৮১	(أَخِرُ أَرْبَعَاءٍ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمَ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ). প্রতি মাসের শেষ বুধবার অব্যাহতভাবে অমঙ্গলের দিন।	১৬৩ বানোয়াট
১৬৭৬	(أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يُكُونَ نَبِيًّا). আবু বাকর হচ্চেন লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। তবে তিনি নাবী নন।	২৬৩ বানোয়াট
১৭৪২	(أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خَيْرُ الْأَوَّلِينَ، وَخَيْرُ الْآخِرِينَ، وَخَيْرُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ، وَخَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، إِلَّا আবু বাকর ও উমার প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ	৩২৭ বানোয়াট
১৭৩৪	(أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَنِيَّ بَيْتَرَلَةَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى). আবু বাকর ও উমারের মর্যাদা আমার নিকট যেমন হারুনের মর্যাদা মুসার নিকট।	৩১৯ মিথ্যা
১৭৪৩	(أَبُو سَفْيَانَ بْنِ الْخَارِثِ سَيِّدُ قِتْيَانَ أَهْلِ الْجَنَّةِ). আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস জান্নাতী যুবকদের সরদার।	৩২৮ দুর্বল
১৭৪৪	(أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَاءُ الْعِلْمِ). আবু হুরাইরাহ হচ্চে জ্ঞানের ভাণ্ডার।	৩২৯ দুর্বল
১৭৪৫	(أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! আমার নিকট জীবরীল (عليه السلام) এসে আমার হাত ধরলেন। অতঃপর আমাকে	৩২৯ দুর্বল
১৬৮৭	(أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَقْرَأْ عَمَرَ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ رِضَاءَهُ حُكْمٌ، وَإِنْ غَضَبُهُ عُنْ. আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন: আপনি উমারকে সালাম দিয়ে বলুন:....	২৭৭ বানোয়াট
১৭০১	(أَتَيْتُكُمْ الْأَزْدَ أَحْسَنَ النَّاسِ رُجُومًا، وَأَغْذِيَهُ أَفْوَاهًا وَأَصْدَقَهُ لِقَاءً). তোমাদের নিকট আযদ আগমন করেছে যারা লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা	২৮৯ বানোয়াট
১৬০৫	(اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُوسَى نَجِيًّا وَاتَّخَذَنِي خَبِيًّا ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُؤَيِّرُنْ خَبِيي আল্লাহ তা'য়ালার ইব্রাহীমকে খালীল (একান্ত বন্ধু), মুসাকে নাজী (নাজাত লাভকারী)...	১৯৪ বানোয়াট
১৮২১	(اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بَنُورَ اللَّهِ). তোমরা মু'মিনের বুদ্ধিমত্তা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সে আল্লাহর নূরের দ্বারা দেখে।	৪০৮ দুর্বল
১৭৩০	(أُرِيْتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا (وفي رواية: بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا) عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ جَاءَنِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ... আমাকে দুনিয়ার চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: দুনিয়ার খাযানা....	৩১৬ দুর্বল
১৯৯৬	(أَتَيْتُكُمْ عَلَى الصَّرَاطِ أَشَدَّ حُبًّا لِأَهْلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِي). তোমাদের মধ্যে পুলসিরাতের উপর বেশী স্থিতিশীলতা অর্জন করবে সেই ব্যক্তি.....	৫৯৬ বানোয়াট
১৮৪৩	(أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِي إِلَيَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ). আমার নিকট আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে....	৪৩৩ দুর্বল
১৮৪৪	(أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ فَاطِمَةُ). আমার পরিবারের ফাতেমা হচ্ছে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়।	৪৩৪ দুর্বল

১৭৯৩	(أَحِبُّوا صِهْبًا حُبَّ الْوَالِدَةِ لَوْلَاهَا).	৩৮১ খুবই দুর্বল
১৮৩৬	(أَحِبُّوا الْقُرْبَ وَبِقَاعَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَصَلَاةَهُمْ، فَإِنْ صَلَّاهُمْ نَوَزَ فِي الْإِسْلَامِ، وَقَسَادَهُمْ.....)	৪২৬ দুর্বল
১৮৬৯	(أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنَحْنُهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، وَلَوْ مِنْ عَصَاهِهِ).	৪৬৩ দুর্বল
১৮১৯	(أَحَدٌ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ).	৪০৬ দুর্বল
১৬১৮	(أَحَدُ هَذَا جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنَحْنُهُ، إِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا عَيْرٌ جَبَلٍ يُبْغِضُنَا وَيُبْغِضُهُ.....)	২০৭ দুর্বল
১৬৩০	(إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي خَيْرًا، أَلْقَى حُبَّ أَصْحَابِي فِي قَلْبِهِ).	২২১ দুর্বল
১৯৪৪	(أَحْفَظُونِي فِي الْعَبَاسِ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِي، وَإِنْ عَمَّ الرَّجُلُ صِنُوهُ).	৫৩৯ দুর্বল
১৯৪৫	(اسْتَوْصُوا بِالْعَبَاسِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ عَمِّي وَصِنُوهُ أَبِي).	৫৪০ খুবই দুর্বল
১৯৮৭	(أَشْفَى النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: عَاقِرٌ نَاقِةٌ ثُمُوْدٌ، وَابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، مَا سَفِكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ.....)	৫৮৬ দুর্বল
১৮৪৭	(أَفْتَبَحَتِ الْقُرَى بِالسَّيْفِ وَأَفْتَبَحَتِ الْمَدِينَةَ بِالْقُرْآنِ).	৪৩৮ মুনকার
১৯৩৮	(أَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ: مَذْحِجٌ).	৫৩৭ দুর্বল
১৫৯১	(الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ... (الْأَمَانَةُ فِي الْأُزْدِ، وَالْحَيَاءُ فِي قُرَيْشٍ).	১৭৫ দুর্বল
১৮২০	(إِنْ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْنُهُ، وَهُوَ عَلَى نُرْعَةٍ مِنْ نُرْعِ الْجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى نُرْعَةٍ مِنْ نُرْعِ النَّارِ).	৪০৭ খুবই দুর্বল
১৫১৭	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَانِي فَارِسَ، وَتَسَاءَهُمْ، وَأَبْنَاءَهُمْ، وَصِلَاهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ،.....)	৯৭ দুর্বল
১৫৪৯	(إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ...?)	১৩১ দুর্বল
১৯২০	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ابْنَاءَ الْفَاطِمِيِّينَ).	৫১৩ খুবই দুর্বল
১৬৮২	(إِنْ عَمَارٌ يُوْتِ اللَّهُ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).	২৭১ দুর্বল
১৯৪৩	(إِنْ مَثَلَ الْأَشْعَرِيِّينَ فِي النَّاسِ كَمِثَرِ الْيَمْسِكِ).	৫৩৯ দুর্বল

১৯৬৭	(إِنَّهُ كَانَ يَتِيَّضُ عُثْمَانُ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ). সে উসমানকে ঘৃণা করত ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ঘৃণা করেন।	৫৬৭ বানোয়াট
১৭০৭	خَلِيلِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْيسُ الْقُرْنِيِّ এ উম্মাতের মধ্য থেকে আমার বন্ধু হচ্ছেন উওয়াইস আলকারনী।	২৯৪ মুনকার
১৫১১	(خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الْآخَرُونَ أَرْذَلُ). সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর যারা তাদের	৯১ দুর্বল
১৭২৯	(ذَكَرَ عَلِيٌّ عِبَادَةً). 'আলীকে স্মরণ করা ইবাদাত।	৩১৬ বানোয়াট
১৫৯২	(أَعْلَمُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَنْصَارِ). জ্ঞান হচ্ছে কুরাইশদের মধ্যে আর আমানাত হচ্ছে আনসারদের মাঝে।	১৭৬ দুর্বল
১৫৯৭	(فَضَّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعٍ : بِالسَّخَاءِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَكَثْرَةِ الْجَمَاعِ، وَبِثَبَةِ الْبَطْنِ). চারটি বস্তুর দ্বারা আমাকে লোকদের উপরে ফাযীলাত দেয়া হয়েছে: বদান্যতা,	১৮৪ বাতিল
১৮৪৯	(لَقَدْ أَشْبَحَ سَلْمَانَ عِلْمًا). সালমানকে জ্ঞান দান করে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে।	৪৪০ দুর্বল
১৯৯৩	(لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَغْسِلُ حَمْرَةَ). আমি ফেরেশতাদেরকে হাময়াকে গোসল করাতে দেখেছি।	৫৯৪ দুর্বল
১৭৬২	(مَثَلُ أَصْحَابِي فِي أُمِّي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ). আমার উম্মাতের মধ্যে আমার সাথীদের উদাহরণ হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে লবনের	৩৪৭ দুর্বল
১৮৫৬	(مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَعْلَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةَ). নাবী এবং রসূলগণের পরে মু'য়ায ইবনু জাবাল প্রথম যমানা এবং শেষ যামানার.....	৪৪৭ বানোয়াট
১৯৩৯	(لَا تَلْعَنُوا نَبِيًّا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ). তোমরা তুস্বা'কে (এক ব্যক্তির নাম) অভিশাপ দিও না। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ.....	৫৩৭ দুর্বল

য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ
এবং
উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব
(৪র্থ খণ্ড)

[হাদীস নং ১৫০১-২০০০]

ওয়াহিদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মারকুটে সামনে)
বানী বাজার, রাজশাহী

১০০১. (إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلًا وَلَعُوقًا وَنَشُوقًا، فَأَمَّا لَعُوقُهُ فَالْكَذِبُ، وَأَمَّا نَشُوقُهُ فَالْفُضْبُ، وَأَمَّا كُحْلُهُ فَالتَّوْمُ).

১৫০১। শয়তানের সুরমা, ঔেটে ঔাওয়ার দ্রব্য (অল্প পাঔেয়) এবং নাক দিয়ে ঔহণ করার ঔষধ রয়েছে। তার ঔেটে ঔাওয়ার দ্রব্য (অল্প পাঔেয়) হচ্ছে মিঔ্যা বলা, নাক দিয়ে ঔষধ ঔহণ করার অর্থ হচ্ছে রাগাঔিত হওয়া আর তার সুরমা হচ্ছে ঘুমানো।

হাদীসটি ঔুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আল-ঔারাইতী “মুসাবিউল আঔলাকু” ঔহ্ে (২/১৪/২), আবু আলী আল-হারাবী “আল-ঔাওয়াইদ” ঔহ্েের দ্বিতীয় ঔণ্ডের প্রথম পাটে, কাসিম ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল আঔীয় আল-হালাবী “হাদীসুস সাকা” ঔহ্ে (৩/১-২), আবু নঔঔম “আল-হিলইয়াহু” ঔহ্ে (৬/৩০৯), বাইহাকী “আশু‘আব” ঔহ্ে (২/৪৪/২) ও আসবাহানী “আত-তারগীব” ঔহ্ে (২/২৪৩) বিভিন্ন সূত্রে রাবী ইবনু সাবীহু হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আরবুকাশী হতে, তিনি আনাস (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন:।

আমি (আলবানী) বলছি: ঔ সনদটি ঔুবই দুর্বল। ইয়াযীদ হচ্ছে ইবনু আবান আরবুকাশী, তিনি ঔুবই দুর্বল।

তার সম্পর্কে নাসাঔ প্রমুঔ বলেন: তিনি মাতবুক। আর অন্যরা তাকে দুর্বল আঔ্যা দিয়েছেন। আর বর্ণনাকারী রাবী ইবনু সাবীহু দুর্বল।

ইমাম মানাবী অপর বর্ণনাকারী আসেম ইবনু আলীর দ্বারাও হাদীসটির দোষ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা ঔহণযোগ্য নয়। কারণ, ঔারায়েতী প্রমুঔের নিকট সুফইয়ান সাওরী তার মুতাবা‘য়াত করেছেন।

উমার ইবনু হাঔস আল-আবাদীও ইয়াযীদ আরবুকাশী হতে হাদীসটি বর্ণনা করার ঔ্েত্রে তার মুতাবা‘য়াত করেছেন। ঔটিকে ইবনু আদী (১/২৪৬) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঔ আল-আবাদী মাতবুক যেমনটি ইমাম নাসাঔ বলেছেন।

১০০২. (سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ).

১৫০২। সম্প্রদায়ের সরদার হচ্ছে তাদের ঔাদেম।

হাদীসটি দুর্বল।

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রানীবাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৯৯৬৪৫, ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ), আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) ও সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) এ তিনজন সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত : আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস। এটিকে ইয়াহইয়া ইবনু আকসাম ক্বাযী- আল-মামুন হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে আমার পিতা তার দাদার সূত্রে মানসূর হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ঘটনা রয়েছে।

এটিকে আবুল কাসেম শাহরাযুরী “আল-আমালী” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৮০), আবু আব্দুর রহমান সুলামী “আদাবুস সুহবাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৩৯-১০৭) ও আল-খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১০/১৮৭) বিভিন্ন সূত্রে ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেছেন। তারা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন।

কেউ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ দাদার স্থলে ইকরিমাকে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ হাদীসটিকে উকবাহ্ ইবনু আমেরের মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ কারণে ইমাম সাখাবী “আল-মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে বলেছেন:

হাদীসটির সনদে দুর্বলতা এবং বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে হাম্মু ইবনু নূহ, সালাম ইবনু সালেম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি হুমায়েদ আত-তুবীল হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

(خَادِمُ الْقَوْمِ سَيِّدُهُمْ، وَسَاقِيَهُمْ آخِرُهُمْ شَرِبًا)

“সম্প্রদায়ের খাদেম হচ্ছে তাদের সরদার আর তাদের জন্য পানি পরিবেশনকারী হচ্ছে সর্বশেষে পানি পানকারী।”

এ হাদীসটি আল-মুখাল্লেস “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২৮৪) এবং ইবনু আবী শুরায়হ্ আনসারী “জুযউ বীবা” গ্রন্থে (১/১৬৯) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে সালাম ইবনু সালেম তিনি হচ্ছেন বালখী আয-যাহেদ, তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যেমনটি খালীলী বলেছেন। আর ইবনু আবী হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী নন।

আর ইবনু আবী হাতিম (১/২/৩১৯) হাম্মু ইবনু নূহ্ এর জীবনী বর্ণনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

ইবনু মাজাহ্ (৩৪৩৪) এ হাদীসটির শেষাংশ [সম্প্রদায়ের জন্য পানি পরিবেশনকারী হচ্ছে সর্বশেষে পানি পানকারী] বর্ণনা করেছেন। (প্রথম অংশ) বর্ণনা করেননি। যদিও কেউ কেউ বলেছেন: ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু মাজাহ্) অন্য সূত্রে আবু কা'তাদাহ্ হতে শেষাংশটি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ শেষাংশটুকু সহীহ্, ইমাম মুসলিম (৬৮১), তিরমিযী (১৮৯৪) ও আহমাদ (২২০৪০, ২২০৭১) ও দারেমী (২১৩৫) বর্ণনা করেছেন।

সতর্কবাণী: আলোচ্য হাদীসটিকে দায়লামী তিরমিযী ও ইবনু মাজার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এটি ধারণা মাত্র। ইমাম সুয়ূতীও এ ক্ষেত্রে তার অঙ্ক অনুসরণ করে “আল-জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে (২/৫১/২) বলেছেন: হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মানাবীও এ ক্ষেত্রে তার অঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

হাদীসটির আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে আরেকটি সূত্র রয়েছে, সেটিতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

(يَا وَيْحَ الْخَادِمِ فِي الدُّنْيَا، هُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي الْآخِرَةِ)

“দুনিয়াতে হায় আফসুস খাদেমের জন্য, তিনি আখেরাতে সম্প্রদায়ের সরদার।”

কিন্তু এ হাদীসটি বানোয়াট। হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াতুল আওলিয়াহ্” গ্রন্থে (৮/৫৩) মু'আল্লাক্ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন: এটিকে আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ফারইয়ানানী শাকীক ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনু আদহাম হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন:

এটিকে আহমাদ ফারইয়ানানীই বানিয়েছে। তিনি একজন জালকারী ছিলেন। তিনি জালকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ।

ইবনু হিব্বানও তাকে জালকারী হিসেবে দোষারোপ করেছেন। হাফিয সাখাবী যে এ হাদীসটিকে শুধুমাত্র খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তিনি তাতে

শিথিলতা করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, হাসান বাসরী আনাস (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্বাদ ইবনু কাসীর বাসরী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুক।

অন্য ভাষায় এসেছে:

(إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَىٰ مَنَادٌ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ : مَنْ كَانَ خَادِمًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الدُّنْيَا، فَلَيْمُضْ عَلَى الصِّرَاطِ، آمَنَّا غَيْرَ خَائِفٍ، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَمَنْ شِئْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حِسَابٌ، وَلَا عَذَابٌ).

“কিয়ামাতের দিন (সৃষ্টির) প্রথম আর শেষের সকলের সামনে আহবানকারী আহবান করে বলবে: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুসলিমদের খাদেম ছিল সে দাঁড়িয়ে যাও এবং পুলসিরাত অতিক্রম কর ভীতি ছাড়া নিরাপদে এবং তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, মু'মিনদের মধ্য থেকে যাকে চাও তাদেরকে সহকারে। তোমাদের কোন হিসাব নেই, আবার কোন শাস্তিও নেই।”

আবু নু'য়াইম এ হাদীসটিকেও পূর্বোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। সনদটি যে বানোয়াট সে সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন। এটি সুম্পষ্ট বানোয়াট হাদীস।

তৃতীয়ত : সাহুল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে হাকিম “আত-তারীখ” গ্রন্থে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আমি এটি সম্পর্কে “আল-মিশকাত” গ্রন্থে (৩৯২৫) টীকায় ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

١٥٠٣. (فَضَّلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَكَ لَهَا، عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَكَ لَهَا سَبْعُونَ ضِعْفًا).

১৫০৩। যে সলাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় সে সলাতের ফাযীলাত সত্তর গুণ বেশী সেই সলাতের চেয়ে যে সলাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু খুযায়মাহ্ তার “সহীহ্” গ্রন্থে (১/২১/২), হাকিম (১/১৪৬), আহমাদ (৬/১৪৬) ও বায্যার (১/২৪৪/৫০১) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি আয়েশা ^(রাঃ) ছাড়াও ইবনু আব্বাস ^(রাঃ), জাবের ^(রাঃ) ও ইবনু উমার ^(রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। সে সবগুলোই হাফিয ইবনু হাজার

“তালখীসুল হাবীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: সেগুলোর সনদগুলো ক্রটিযুক্ত।

১০০৪. (نَهَى أَنْ يَدْخَلَ الْمَاءَ إِلَّا بِمِزْرٍ).

১৫০৪। তিনি লুঙ্গি (পরিধান করা) ছাড়া পানিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু খুযায়মাহ্ তার “সহীহ্” গ্রন্থে (১/৩৮/২) ও হাকিম (১/১৬২) হাসান ইবনু বিশর হামদানী হতে, তিনি আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয় যাহাবী বলেন: মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ হামদানীর কোন হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেননি। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আর আবুয যুবায়েরের হাদীস যদিও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন তবুও তিনি মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত মানাবী উপরোক্ত দু’টি সমস্যা সম্পর্কে অবগত হননি, অথবা তিনি হাকিম ও যাহাবীর অন্ধ অনুসরণ করে “আত-তাইসীর” গ্রন্থে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ্।

গামারীও ধোঁকায় পড়ে “কান্য” গ্রন্থে (৪১৯৩) অভ্যাসগতভাবে তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন।

১০০৫. (اِخْتَضِبُوا بِالْحَنَاءِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الرَّؤْعَ وَيُطِيبُ الرِّيحَ).

১৫০৫। তোমরা মেহদীর দ্বারা খেঁষাব লাগাও (চুল রঙ করো), কারণ তা ভয় নিবারণ করে এবং বাতাসকে সুগন্ধ যুক্ত করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু ই’য়াল্লা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৬/৩০৫) ও তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৯৬) হাসান ইবনু দে’য়ামাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু শারীক (ইবনু আবী নামরাহ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাসান ইবনু দে'য়ামাহ্ এবং উমার ইবনু শারীক তারা উভয়েই মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী।

১০৬. (إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَنْشُرْهُ، فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ).

১৫০৬। যখন বিদ'আত প্রকাশিত (চালু) হবে, আর এ উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা প্রথম যামানার লোকদেরকে অভিসম্পাত করবে তখন যার নিকট জ্ঞান থাকবে সে যেন তা প্রচার করে। কারণ, সেদিন জ্ঞানকে গোপনকারী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাকে গোপনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাস্ক” গ্রন্থে ((১৫/২৯৮/১)) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে রামাল দেমাস্কী হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু রামাল ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু আসাকির তার জীবনী আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা করে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মাজীদ আল-মাফলুয নিম্নের ভাষায় তার মুতাবা'য়াত করেছেন:

“যখন ফিতনা আর বিদ'আত প্রকাশিত হবে, আমার সাথীদেরকে গালি দেয়া হবে, তখন যেন আলেম ব্যক্তি তার জ্ঞানকে প্রচার করে। যে ব্যক্তি তা করবে না, তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তা'আলা তার ফরয ইবাদাত এবং নফল ইবাদাত কবুল করবেন না।

ইবনু রায়কুইয়াহ্ তার “জুযউ ফীল হাদীস” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

উক্ত মাফলুজ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু গালেব তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর প্রথমটি।

হাদীসটি দাইলামী (১/১/৬৬) দু'টি সূত্রে আলী ইবনুল হাসান ইবনে

বুনদার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রামলী হতে, তিনি হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন।

হিশামের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে আর আমি রামলীকে চিনি না। ইবনু বুনদার একজন সূফী, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহেরের নিকট মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত নিম্নের ভাষায় অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে:

১০৭. (إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا، فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ).

১৫০৭। এ উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা যখন প্রথম যামানার লোকদের অভিসম্পাত দিবে অতঃপর যে ব্যক্তি (সহাবীদের কাফীলাতে বর্ণিত) কোন হাদীস গোপন করবে সে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বস্তুকে গোপনকারী হয়ে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২৬৩) হুসাইন ইবনু আবুস সারিউ আসকালানী হতে, তিনি খালাফ ইবনু তামীম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুস সারিউ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন:।

বুসয়রী “আয্‌যাওয়াইদ” গ্রন্থে বলেন:

এ সনদের বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু সারিউ মিথ্যুক আর আব্দুল্লাহ ইবনুস সারিউ দুর্বল। “আলআতরাফ” গ্রন্থে এসেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনুস সারিউ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরকে পাননি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের দু’জনের মধ্যে মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হুসাইন এককভাবে বর্ণনা করেননি। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (২/১/১৮০), ইবনু আবী আসেম “আস সুন্নাহ্” গ্রন্থে (৯৯৪), আবু আমর আদদানী “আলফিতান” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৪), ওকায়লী “আয্‌যু’য়াফা” গ্রন্থে (২০৮), ইবনু বাত্তা “আলইবানাহ্” গ্রন্থে (১/১৩০/২-১৩১/১), ইবনু আদী (২/২২০), খাতীব বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৯/৪৭১), আব্দুল গানী মাকদেসী “আলইল্ম” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮) ও ইবনু আসাকির (৫/২৩১/২) অন্যান্য সূত্রে খালাফ ইবনু তামীম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনুস সারিউর কেউ মুতাবা'য়াত করেননি এবং হাদীসটিকে তার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না। খালাফ ছাড়া অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করে ইবনুস সারিউ এবং ইবনুল মুনকাদিরের মাঝে দু'জন প্রসিদ্ধ দুর্বল বর্ণনাকারীর অনুগ্রবশ ঘটিয়েছেন। তারা দু'জন হচ্ছে: আশ্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী এবং তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু যাযান। আর তারা উভয়েই মাতরক এবং মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। এ সম্পর্কে শাইখ আলবানী আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১৫০৮. (إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا : إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، أَنْ لَا تُؤْذِنَا، فَإِنْ عَادَتْ فَأَقْتُلُوهَا).

১৫০৮। যখন কোন গৃহে সাপ দেখা যাবে তখন তোমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলো: “ইন্না নাসআলুকা বি আহদি নুহ্ অ বিআহদি সুলাইমান ইবনু দাউদ আন-লা তু'যিনা” (অর্থাৎ আমি তোমার নিকট নুহ্ এবং সুলাইমান ইবনু দাউদের অঙ্গীকারের দ্বারা চাচ্ছি যে, তুমি আমাদেরকে কষ্ট দিও না)। এরপর যদি সে পুনরায় ফিরে আসে তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করো।

হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (২/৩৫১) ও তিরমিযী (১/২৮১) (ভাষাটি তিরমিযীর) ইবনু আবী লাইলা সূত্রে সাবেত বুনাঈ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবু লাইলা বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন:।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি হাসান গারীব। আমরা এটিকে ইবনু আবী লাইলার হাদীস হতে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা কুফী কাযী। তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি খুবই দুর্বল হেফযের অধিকারী। এ কারণেই সনদটি দুর্বল।

সতর্কবাণী: সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে হাদীসটিকে ইবনু আবী লাইলা হতে তিরমিযীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা ফাকীহ কুফী (কুফার কাযী) হতে বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর আবু

লাইলার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে, তার নাম হচ্ছে ইয়াসার।

তারা দু'জনই সন্দেহ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ ইবনু আবী লাইলা পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে অথচ আসলে তা নয়। কারণ তার উপরে দু'জন তাবে'ঈ এবং সহাবী রয়েছেন। মানাবী সন্দেহের মধ্যে আরো সংযোগ করেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা ফাকীহ ও কাযী আর তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এ সবগুলোই ভুল। কারণ যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না তিনি হচ্ছেন তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা যেমনটি তার দিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তার পিতা আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। এছাড়া আবু লাইলার নাম ইয়াসার দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলা সঠিক হবে না। কারণ হাফয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বীরব” গ্রন্থে এ ব্যক্তির নামের ব্যাপারে পাঁচটি মত উল্লেখ করেছেন এটি চতুর্থ নম্বরটি। আর তিনি (ইবনু হাজার) কোনটিকেই দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেননি।

১০০৭. (مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَنْقُصُ إِلَّا الشَّرُّ يَزْدَادُ فِيهِ).

১৫০৯। এমন কোন কিছু নেই যা কমতে থাকে না, একমাত্র মন্দ বাদে, কারণ তাতে শুধু বৃদ্ধিই হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু আমর আদদানী “আলফিতান” গ্রন্থে (১/২৯) বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু মারইয়াম হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরতাত হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে আমাদের ভাইয়েরা আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আবী মারইয়ামের কারণে এ সনদটি দুর্বল। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর বাকিয়্যাহ্ মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন'আন করে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমাদ (৬/৪৪১) মুহাম্মাদ ইবনু মুস'য়াব হতে, তিনি আবু বাক্র হতে। তবে তিনি বলেছেন: তিনি তার কোন এক ভাই হতে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে হাইসামী (৭/২২০) বলেন: হাদীসটি আহমাদ ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদের মধ্যে আবু বাক্র ইবনু আবী মারইয়াম

রয়েছেন, তিনি দুর্বল। আরেক নাম না-নেয়া ব্যক্তি রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আর ইবনু মুস'য়াব হচ্ছেন কুরকুসানী, তিনি সত্যবাদী তবে বহু ভুলকারী। সম্ভবত ভুবারানীর নিকট তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। এ কারণে হাইসামী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

এ হাদীস থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখতে পারে রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী:

“এমন কোন দিন নেই যার পরের দিনটা তার চেয়ে নিকৃষ্ট নয় (অর্থাৎ আগত প্রতিটি দিন বিগত দিনের চেয়ে নিকৃষ্ট) আর এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়ে যাবে।” [এটিকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]।

١٥١٠. (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ خِلَالٍ : أَنْ لَا يَذْغُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْأَبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ).

১৫১০। আল্লাহু তা'আলা তোমাদেরকে তিনটি বস্ত্র হতে রক্ষা করেছেন: তোমরা সব ধ্বংস হয়ে যাও, তোমাদের নাবী (ﷺ) তোমাদের বিপক্ষে এ দু'আ করবেন না। বাতিলপন্থীরা হকুপন্থীদের বিপক্ষে বিজয় লাভ করবে না আর তোমরা ভ্রষ্টতার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না।

হাদীসটি এভাবে পরিসমাপ্তির দ্বারা দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (৪২৫৩) মুহাম্মাদ ইবনু আউফ ত্বাঈ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আউফ বলেন: আমি ইসমা'ঈলের আসলের মধ্যে দেখেছি তিনি বলেন: আমাকে যমযম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন শুরাইহ্ হতে, তিনি আবু মালেক আশ'যারী (ﷺ) হতে, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সনদে শুরাইহ্ ইবনু ওবাইদ হাযরামী মিসরী আর আবু মালেক আশ'যারীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ শুরাইহ্ আবু মালেককে পাননি যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর সম্ভবত তিনি এ বাস্তবতা ভুলে গিয়ে “বায়লুল মা'উন” গ্রন্থে (১/২৫) বলেন: তার সনদটি হাসান। কারণ এটি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ কর্তৃক শামীদের থেকে বর্ণনাকৃত। আর এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। আর আবু

বাসরাহ্ গিফারীর হাদীস হতে এর একটি শাহেদও রয়েছে। সেটিকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে তার সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম নেয়া হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ শাহেদটি ঘাটতি সম্বলিত। কারণ তার মধ্যে আলোচ্য হাদীসটির শুধুমাত্র শেষ অংশটুকু রয়েছে। সেটি “মুসনাদ” গ্রন্থে (৬/৩৯৬) বর্ণিত হয়েছে।

সেটিকে ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহুইয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

এটিকে আবু আমর আদদানী “আলফিতান” গ্রন্থে (২/৪৫) আলী ইবনু মা'বাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হাদীসটিকে আমাদের বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

বর্ণনাকারী এ ইয়াহুইয়া হচ্ছেন ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাওহেব মাদানী। ইয়াহুইয়া যদি ইনিই হন তাহলে তিনি মাতরক। আর যদি অন্য কেউ হন তাহলে তাকে আমি চিনি না।

অতঃপর আদদানীকে যখন আমি দেখলাম তিনি অন্য এক হাদীসে আলী ইবনু মা'বাদ হতে বর্ণনা করার সময় (২/৫৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ ইয়াহুইয়া হচ্ছেন ইয়াহুইয়া ইবনু ওবায়দুল্লাহ্, তখন আমি স্পষ্টভাবে জেনে গেলাম যে, ইয়াহুইয়া হচ্ছেন ইবনু ওবায়দুল্লাহ্ (অন্য কেউ নন)।

মোটকথা: হাদীসটির সনদ দুর্বল সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে শাহেদ অনুপস্থিত থাকার কারণে, যার দ্বারা হাদীসের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর আমি দেখেছি আলোচ্য হাদীসটিকে ইমাম ত্বারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২৬২/৩৪৪০), “মুসনাদুশ শামে'ঈন” গ্রন্থে (পৃ ৩৩১) হাশেম ইবনু মারসাদ ত্বারানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ হতে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় কিছু বেশী উল্লেখ করা হয়েছে আর এতে উল্লেখিত বর্ণিত অংশ মুনকার।

তবে আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ অর্থাৎ “আর তোমরা পথভ্রষ্টতার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না” এ অংশটুকু সহীহ। এ কারণে আমি এ অংশটুকুকে “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (১৩৩১) গ্রন্থে এবং “যিলালুল জান্নাহ্” গ্রন্থে (৮০, ৮৫, ৯২) উল্লেখ করেছি।

১০১১. (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ
الْآخِرُونَ أَرْذَلُ).

১৫১১। সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর যারা তাদের পরে আসবে, অতঃপর যারা এদের পরে আসবে। আর অন্যরা হচ্ছে নিকৃষ্ট।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/১০৫/২, ১/১০৬) ও হাকিম (৩/১৯১) আবু বাকর ইবনু আবী শাইবাহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি জা’দাহ্ ইবনু হুবাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

এটিকে ত্ববারানী আবু কুরায়েব সূত্রে ইবনু ইদরীস হতে বর্ণনা করেছেন।

আর হাকিম এ হাদীসের ব্যাপারে কোন হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “আলফাতহ্” গ্রন্থে (৫/৭) বলেন:

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন আর এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে রসূল (ﷺ)-এর সাথে জা’দার সাক্ষাতের বিষয়টি বিতর্কিত।

হাইসামী বলেন (১০/২০): এটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। কিন্তু ইদরীস ইবনু ইয়াযীদ আওদী জা’দাহ্ হতে শ্রবণ করেননি। আল্লাহই বেশী জানেন।

হাদীসটি ত্ববারানী এবং হাকিমের নিকট আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীসের বর্ণনায় তার পিতা হতে বর্ণিত হয়েছে।

ইদরীস তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু আব্দুর রহমান আওদী। কিন্তু হাদীসটি মুরসাল। কারণ রসূল (ﷺ)-এর সাথে জা’দার সাক্ষাতের বিষয়টি বিতর্কিত। বরং হাফিয ইবনু হাজার তার জীবনীতে “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে অগ্রাধিকার দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একজন তাবেঈ। আবু হাতিম রাযীও দৃঢ়তার সাথে তা বলেছেন।

উল্লেখ্য: হাদীসটির শেষে হাকিম কর্তৃক উল্লেখিত শব্দ হচ্ছে (أردى) আর অন্যরা (أرذل) উল্লেখ করেছেন।

১০১২. (الْهَرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لِأَنَّهَا مِنْ مَنَاعِ الْبَيْتِ).

১৫১২। বিড়াল সলাতকে নষ্ট করে না। কারণ সে হচ্ছে গৃহের আসবাব পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি মারফু' হিসেবে দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৩৬৯), আলমুখলিস তার “হাদীস” গ্রন্থে যেমনটি “আলমুনতাকা মিনল্হ” গ্রন্থের মধ্যে (২/৬৪/১২), ইবনু খুযায়মাহ্ তার “সহীহ্” গ্রন্থে (৮২৮), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (২২৯-২৩০) ও হাকিম (১/২৫৪-২৫৫) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল মাজীদ সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু আবুয যিনাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

হাকিম বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ ...।

হাফিয় যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: যেহেতু হাদীসটিকে আব্দুর রহমান এককভাবে বর্ণনা করেছেন সেহেতু সঠিক হচ্ছে এই যে, হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মাফিক নয়। কারণ মুসলিম তার হাদীস অন্যের সাথে না মিলিয়ে বর্ণনা করেননি। তা ছাড়াও তার হেফযের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। হাদীসটি যদি মওকূফ হওয়া থেকে নিরাপদ হয় তাহলে শুধুমাত্র হাসান।

দ্বিতীয় অংশটুকুকে আবু মুহাম্মাদ মাখলাদী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৯৫), তারকাফী তার “হাদীস” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৪৩) ও তার থেকে ইবনু আদী (১/১০১) হাফস ইবনু উমার আদানীর হাদীস হতে, তিনি হাকাম ইবনু আবান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৭১) আনাস (رضي الله عنه) এর হাদীস হতে মারফু' হিসেবে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটির আরেকটি সমস্যা পেয়েছি। যে ব্যাপারে ইবনু খুযায়মাহ্ তার “সহীহ্” গ্রন্থে সতর্ক করেছেন। কারণ তিনি হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: “হাদীসটি যদি সহীহ্ হয়। কারণ এর মারফু' হওয়ার ব্যাপারে হৃদয়ে কিছু কিস্ত জাগে।” তিনি উপরোক্ত এ সূত্রেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি ইবনু ওয়াহাব সূত্রে ইবনু আবয

যিনাদ হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, মারফু' হিসেবে নয়। অতঃপর বলেছেন: ইবনু ওয়াহাব মদীনাবাসীর হাদীসের ব্যাপারে বেশী জ্ঞাত ওবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল মাজীদ থেকে।

হাদীসটি আসলে তিনি যেমন বলেছেন সেরূপই। যদিও মাহ্দী ইবনু 'ঈসা তার বিরোধিতা করে ইবনু আবিয যিনাদ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন।

কারণ এ মাহ্দী মাজহুলুল হাল যেমনটি ইবনুল কাত্তান বলেছেন।

আর তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছে বায্যারের শাইখ ফিরদাউস ওয়াসেতী যাকে আমি চিনি না।

দুর্বল হওয়ার দিক দিয়ে এরূপ আরেকটি হাদীস যেটিকে ইমাম আহমাদ (২/৩২৭) প্রমুখ 'ঈসা ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবু যুর'যাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

এ সনদের বর্ণনাকারী 'ঈসাকে ইবনু মা'ঈন, নাসাঈ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১০১৩. (الْهَوَى مَغْفُورٌ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَوْ يَتَكَلَّمْ).

১৫১৩। সংকল্পকারীর মনের সংকল্পকে ক্ষমা করা হয়েছে যে পর্যন্ত সে তা না করবে, অথবা তা শব্দে প্রকাশ না করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/২৫৯ ও ৭/২৬১) আলমুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ্ সূত্রে সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে, তিনি মিস'যার হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি যুরারাহ্ ইবনু আবী আউফা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আবু নু'য়াইম বলেন: আলমুসাইয়্যাব হতে এ শব্দে ইবনু ওয়াইনাহ্ হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর কাতাদার সাখীগণ যাদের মধ্যে শু'বাহ্, হুমাম, হিশাম, আবান, শাইবান, আবু 'আওয়ানাহ্ হাম্মাদপ্রমুখ মুসাইয়্যাবের বিরোধিতা করে তার থেকে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

"আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উম্মাতের সেই সব রস্তুকে এড়িয়ে গেছেন যেগুলো তাদের অন্তরসমূহে উদয় হয়েছে যে পর্যন্ত কার্যে পরিণত না করবে অথবা শব্দে প্রকাশ না করবে।"

আমি (আলবানী) বলছি: এটিই নিরাপদ ও সহীহ। আর মুসাইয়্যাব কর্তৃক বর্ণিত শব্দ মুনকার। কারণ মুসাইয়্যাব কর্তৃক নির্ভরযোগ্যদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করার সাথে সাথে হেফযের দিক দিয়ে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) তার আরেকটি সূত্র পেয়েছি যেটিকে মুহান্না ইবনু ইয়াহুইয়া সামী বর্ণনা করেছেন আবু আসলাম হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে।

এটিকে আবু বাকর কালাবায়ী “মিফতাহুল মা'য়ানী” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮৮) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর সমস্যা হচ্ছে আবু আসলাম। আর তার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ মাখলাদ আররু'আইনী হিমসী। ইবনু আদী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন।

পূর্বে তার কতিপয় বাতিল হাদীস আলোচিত হয়েছে। দেখুন হাদীস নং (৪১০ ও ১২৫২)।

১০১৬. (عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ : الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ).

১৫১৪। তোমরা দুই আরোগ্যকারী বস্তু ধারণ কর: মধু এবং কুরআন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ (২/নং ৩৪৫২), হাকিম (৪/২০০, ৪০৩), ইবনু আদী (১/১৪৭), খাতীব (১১/৩৮৫) ও ইবনু আসাকির (১২/৫/২) য়ায়েদ ইবনুল ছবাব হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: হাদীসটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি শুধুমাত্র ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। কারণ আবুল আহওয়াস হচ্ছেন আউফ ইবনু মালেক জাশমী আর তার দ্বারা ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে দলীল গ্রহণ করেননি। আবু ইসহাকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা সত্ত্বেও তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। কিন্তু শু'বাহ তার থেকে খাতীবের নিকট তার “তারীখ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ফলে আনু আনু করে বর্ণনা করার সমস্যাটা রয়ে যাচ্ছে। আবার মারফু' হিসেবে বর্ণনা করার বিরোধিতা করে বর্ণনা করাও হয়েছে। এটিকে

হাকিম ওয়াকী সূত্রে সুফইয়ান হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে আহমাদ ইবনুল ফুরাত আররাযী তার “জুযউ” গ্রন্থে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি হাকিম যাহাবীর “আলমুনতাকা মিনহু” গ্রন্থে (৪/১-২) এসেছে। তিনি বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন আ'মাশ হতে, তিনি খায়সামাহ হতে, তিনি আলআসওয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে, তিনি বলেন: ... মওকুফ হিসেবে।

অনুরূপভাবে আবু ওবায়দে “ফাযাইলুল কুরআন” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩, ২/১১১) ও ওয়াহেদী (২/১৪৫) অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আবী শাইবাহ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১২/৬১/২) আবু মু'য়াবিয়্যাহ হতে, তিনি আ'মাশ হতে ... বর্ণনা করেছেন। তার অন্য বর্ণনায় আবুল আসওয়াদ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “মধু হচ্ছে সকল রোগের ঔষধ আর কুরআন অন্তরের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার ঔষধ।”

এ কারণে বাইহাকী “শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে (যেমনটি “মিশকাত” গ্রন্থে (৪৫৭১) এসেছে) বলেন: সঠিক হচ্ছে এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আর নিম্নের বাক্যে মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে:

“তোমরা আরোগ্য লাভ করাকে গ্রহণ কর, মধু হচ্ছে সকল রোগের ঔষধ আর কুরআন অন্তরের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার ঔষধ।”

এটিকে ইবনু আদী (২/১৮৩) সুফইয়ান ইবনু ওয়াকী' হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: এটিকে মারফু' হিসেবে সাওরী হতে চেনা যায়, যেটি বর্ণিত হয়েছে যাবেদ ইবনুল হুবাবের বর্ণনায় সুফইয়ান থেকে। আর ওয়াকী'র হাদীস হতে মারফু' হিসেবে তার (ওয়াকী') থেকে একমাত্র তার ছেলে সুফইয়ানই বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি আসলে সাওরী হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: মারফু' হিসেবে বর্ণিত বর্ণনাটি মওকুফ হওয়া সত্ত্বেও এ মারফু'র মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর তা হচ্ছে আবু

ইসহাক সুবাইঈ কর্তৃক আন আন করে বর্ণনা করা। আর তিনি ছিলেন একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। এ কারণেই হাদীসটিকে এ দুর্বল সিরিজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাখ্যাগুলো মানাবীর নিকট গোপনই রয়ে যায়, ফলে তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দানকে সমর্থন করেছেন। আর গুমারী এর দ্বারা ধোঁকায় পড়ে তার “কানয” গ্রন্থে (২১৮২) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মানাবী তার “আলফায়েয” গ্রন্থে হাকিমের সহীহ্ আখ্যা দানের সমালোচনা করেছেন বাইহাক্বী কর্তৃক মওকুফ হিসেবে সহীহ্ আখ্যা দানের দ্বারা। ফলে এ গ্রন্থে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন।

১০১০. (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا، قَالَ : اللَّهُمَّ خُذْ لِي، وَاخْتَرْ لِي).

১৫১৫। তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কল্যাণ কর এবং আমার জন্য সঠিককে চয়ন কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২/২৬৬), ইবনুস সুন্নী “আমালুল ইয়াওম অললাইলাহ্” গ্রন্থে (৫৯১), ইবনু আদী (২/১৫১), অনুরূপভাবে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৭৭), খারায়েতী “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২২৮) যানফাল ইবনু আব্দুল্লাহ্ আরাক্বী সূত্রে ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে তিনি আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সঃ) বলেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। এটিকে আমরা একমাত্র যানফালের হাদীস থেকেই চিনি। আর তিনি হাদীসের পণ্ডিতদের নিকট দুর্বল। তার মুতাবা‘য়াত করা হয়নি।

ইবনু আদীও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। হাফিয যাহাবী তাকে “আযযু‘য়াফা অলমাতরক্বীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। দারাকুতনী বলেন: তিনি দুর্বল।

আর দারাকুতনীর এ কথার উপরেই হাফিয ইবনু হাজার “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে নির্ভর করেছেন।

১০১৬. (إِنَّ اللَّهَ أَغْطَانِي ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي: الصَّلَاةُ فِي

الصُّفُوفِ، وَالتَّحِيَّةَ مِنْ تَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآمِينَ، إِلَّا أَنَّهُ أُعْطِيَ مُوسَى أَنْ يَدْعُو مُوسَى، وَيُؤْمِنَ هَارُونَ).

১৫১৬। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি খাসলাত দান করেছেন যেগুলো আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেননি: কাতার বন্দী হয়ে সলাত আদায় করা, জালাতীদের অভিবাদন (সালাম) দ্বারা অভিবাদন (সালাম) প্রদান করা ও আমীন বলা। তবে তিনি মুসাকে দান করেছিলেন যে, মুসা দু'আ করবেন আর হারুন আমীন আমীন বলবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ্ তার “সহীহ্” গ্রন্থে (১/১৬৬/২- নং ১৫৮৬), ইবনু আদী (২/১৫২) ও হারেস ইবনু আবী উসামাহ্ (১৯/১-২) আবু মুহাল্লাবের মাওলা যারবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস (رضي الله عنه)-কে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করতে শুনেছি।

ইবনু আদী বলেন:

যারবীর হাদীস এবং তার হাদীসের কোন কোনটির ভাষা মুনকার।

ইবনু হিব্বান বলেন: তার হাদীস কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তাকে ইমাম বুখারী খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

١٥١٧. (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَانِي فَارِسَ، وَنِسَاءَهُمْ، وَأَبْنَاءَهُمْ، وَسِلَاحَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَعْطَانِي الرُّومَ، وَنِسَاءَهُمْ، وَأَبْنَاءَهُمْ، وَسِلَاحَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَمَدَنِي بِجَمِيرٍ).

১৫১৭। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পারস্য দেশ, তাদের স্ত্রীগণ, তাদের সম্ভানাদি, তাদের হাতিয়ার (সমরাস্ত্র) ও তাদের সম্পদগুলো দান করেছেন। আর আমাকে রুম দেশ, তাদের স্ত্রীগণ, তাদের সম্ভানাদি, তাদের হাতিয়ার (সমরাস্ত্র) ও তাদের সম্পদগুলো দান করেছেন এবং তিনি আমাকে হিমইয়ার দ্বারা সাহায্য করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৯/১৭৮/২) বাকিয়াহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু সা'দ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মা'দান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'দ আনসারী হিয়ামীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সহাবী।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বাকিয়াহ্ ইবনুল অলীদ মুদাল্লিস হওয়ার কারণে। কারণ তিনি আনু আনু করে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে নাঈম ইবনু হাম্মাদও “আলফিতান” গ্রন্থে, ইবনু মান্দাহ্, আবু নু'য়াইম “আলমারিফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেমনটি “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে (১/১৪১/১) এসেছে।

১০১৮. إِذَا غَابَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ.

১৫১৮। তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের গীবাত করবে তখন সে যেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারণ তা (ক্ষমা প্রার্থনা করা) তার জন্য কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১৫৩), সাকান ইবনু জামী' তার “হাদীস” গ্রন্থে (৪২১) ও অহেদী তার “তাকসীর” গ্রন্থে (৪/৮২/১) সুলাইমান ইবনু আম্র সূত্রে আবু হাযেম হতে, তিনি সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সুলাইমান হচ্ছেন আবু দাউদ নাখ'ঈ। তিনি পরিচিত মিথ্যুক। ইবনু আদী তার জীবনীতে অন্যান্য হাদীসগুলোর মধ্যে এটিকেও উল্লেখ করে বলেছেন:

এ হাদীসগুলো আবু হাযেম হতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোকেই সুলাইমান আবু হাযেমের উদ্ধৃতিতে বানিয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার ন্যায় কোন ব্যক্তি হাদীসটিকে তার থেকে চুরি করেছে। আমি হাদীসটিকে আবু বাক্র কালাবায়ীর “মিফতাহুল মা'য়ানী” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১০৯) দেখেছি আম্র ইবনুল আযহার সূত্রে আবান হতে, তিনি আবু হাযেম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ, তিনি মাতরুক।

আর আমর ইবনুল আযহার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

নাসাঈ প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরুক।

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সেটি ১৫১৯ নম্বরের হাদীসটি।

সুযুতী “আলজামেউল কাবীর” গ্রন্থে নিম্নের ভাষায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন:

“যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গীবাত করবে অতঃপর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তা তার জন্য কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ।”

এটিকে তাখরীজ করার সময় তিনি বলেন:

এটিকে খাতীব “আলমুত্তাফাক অলমুফতারাক” গ্রন্থে সাহল ইবনু সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে সুলাইমান ইবনু আমর নাখ'ঈ রয়েছে, তিনি মিথ্যুক।

এ শব্দেই হাদীসটিকে সাকান ইবনু জামী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার ভাষায় মুদগ্গত মারাত্মক ভুল হয়েছে যা ভাবার্থকে পরিবর্তন করে দেয়। সেদিকে তার তাহকীককারী ডঃ তাদমুরী লক্ষ্য না করে বলেছেন: (وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ) “... এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না।”

অথচ মূল গ্রন্থে রয়েছে (...وَأَسْتَغْفِرُ...)।

১০১৭. (كَفَّارَةٌ مِّنْ اغْتَبَتْ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ).

১৫১৯। তুমি যার গীবাত করবে তার কাফ্ফারাহ্ হচ্ছে এই যে, তুমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে:

১) আনাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইমামী হতে, তিনি আনাস হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে হারেস ইবনু আবী উসামাহ “যাওয়াইদুল মুসনাদ” গ্রন্থে (২৬১), ইবনু আবিদ দুনিয়া “আস সমত” গ্রন্থে (২/৮/১), খারাইতী “মাসাবিউল

আখলাক্” গ্রন্থে (২/৪/১), আবু বাকর দীনুরী “আলমুজালাসাহ্” গ্রন্থে (১/৯/২৬), আবু বাকর যাকওয়ানী “ইসনা আশারা মাজলিসান” গ্রন্থে (২/১৯), যিয়া মাকদেসী “আলমুনতাকা মিন মাসমূ’য়াতিহি” গ্রন্থে (২/১৪১), আবু জাফার আততুসী শীঈ “আলআমালী” গ্রন্থে (পৃ ১২০) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর বর্ণনাকারী আশ্বাসা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস।

আবু হাতিম বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি বানোয়াট বহু কিছু মালিক। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

“আততাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি মাতরুক। তাকে আবু হাতিম জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আর খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইমামীকে আমি চিনি না।

২) আশ’য়াস ইবনু শাবীব হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবু সুলাইমান কূফী হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে খারাইতী আর হাকিম “আলকুনা” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৩০৩) এ সূত্রেই এসেছে। তবে তিনি বলেছেন: আবু সুলাইমান কূফী আশ্বাসা এবং শেষে বৃদ্ধি করে বলেছেন:

“তুমি বলবে: হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর।”

“মিশকাত” গ্রন্থে (৪৮৭৬) বাইহাকীর “আদ দা’ওয়াতুল কাবীর” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (বাইহাকী) হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ আবু সুলাইমান ও তার থেকে বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না। আর তার (তার থেকে বর্ণনাকারীর) ব্যাপারে সুযুতী চূপ থেকেছেন। আর সাখাবী “আলমাকাসিদ” গ্রন্থে বলেছেন: তিনিও দুর্বল।

৩) দীনার ইবনু আব্দুল্লাহ সূত্রে আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটিকে খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৭/৩০৩) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর বর্ণনাকারী দীনার সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি অন্য ভাষাতেও বর্ণনা করা হয়েছে:

১০২০. (مَنْ اغْتَابَ رَجُلًا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ، غُفِرَتْ لَهُ غِيْبَتُهُ).

১৫২০। যে, কোন ব্যক্তির গীবাত করবে, অতঃপর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার গীবাতকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবু বাকর দাকাবু তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/৩৯/২ ও ২/৪১) হাফস্ ইবনু উমার ইবনে মায়মুন হতে, তিনি মুফাযযাল ইবনু লাহেক্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে হাফস্, তিনি হচ্ছেন উবুল্লী।

আবু হাতিম বলেন: তিনি মিথ্যুক শাইখ ছিলেন।

সাজী বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন।

ওকাইলী বলেন: তিনি ইমামদের উদ্ধৃতিতে বাতিলগুলো বর্ণনা করতেন।

সুয়ূতী দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: এটিকে হাফস্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ দুর্বলতা বর্ণনা করার মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। কারণ যা উল্লেখ করা হয়েছে এ ব্যক্তির অবস্থা তার চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। এ শিথিলতা প্রদর্শনের ফলে সাখাবী ধোঁকায় পড়ে বলেছেন: হাফস্ দুর্বল।

অতঃপর এর উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে: বিভিন্ন সূত্রগুলো একত্রিত করার দ্বারা এ হাদীসটি বানোয়াটের গণ্ডি হতে দূর হয়ে যায়।

কিন্তু এরূপ কথার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ হাদীসের কোন সূত্র মিথ্যুক অথবা মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী হতে মুক্ত নয়। একমাত্র আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত একটি সূত্র ছাড়া। উক্ত সনদের মধ্যেও সম্ভাবনা আছে যে, আবু সুলাইমান কুফী আশ্বাসা হয়তো জালকারী আশ্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান। কারণ আমি দেখছি না যে, কে আবু সুলাইমান হিসেবে তার কুনিয়াত দিয়েছেন আর কে তাকে কুফী হিসেবে সম্বোধন করেছেন।

ইবনুল জাওযী কর্তৃক উপরের তিনটি হাদীসকে “আলমাওযু'য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণে আমি তাকে সঠিক থেকে দূরে মনে করছি না।

১০২১. (خَيْرُ الرِّزْقِ مَا كَانَ يَوْمًا يَوْمَ كَفَافٍ).

১৫২১। উত্তম রিয়ক হচ্ছে প্রয়োজন মাসিক দৈনন্দিনে যা হয়ে থাকে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু লাল তার “হাদীস” গ্রন্থে (১১৬/১-২) ও ইবনু আদী (১/১৫৩) ‘ঈসা ইবনু মূসা গুনজার হতে, তিনি আবু দাউদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে মা‘মার হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী এ হাদীসটিকে আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আম্বরের হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন: এর সবগুলোই বানোয়াট, তিনিই এগুলো বানিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’” গ্রন্থে ইবনু আদী ও দায়লামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের বর্ণনায় আনাস (رضي الله عنه)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন:

এর সনদে মুবারাক ইবনু ফুযালাহ রয়েছেন যাকে হাফিয যাহাবী “আযযু‘যাফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: আহমাদ ও নাসাঈ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ব্যক্তি ইবনু লাল এবং ইবনু আদীর সূত্রে নেই। সম্ভবত তিনি দায়লামীর সূত্রে রয়েছেন।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে নুকাদাহ আসাদী হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটিও দুর্বল। সেটি সম্পর্কে (৪৮৬৮) নম্বরে আলোচনা আসবে।

১০২২. (أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَ الْأَمَلُ، وَالْحِرْصُ

عَلَى الدُّنْيَا).

১৫২২। চারটি বস্তু হতভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত: চোখের কৃপণতা (ক্রন্দন কম করা), হৃদয়ের বক্রতা, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ও দুনিয়ার লোভ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৯৩) ও আবু নু‘য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/২৪৬) সুলাইমান ইবনু আম্বর ইবনে

ওয়াহাব হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে আবী ভুলহা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: এ হাদীসটিকে ইসহাকের উদ্ধৃতিতে সুলাইমান জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে আবু নু'য়াইমের নিকট “আলহিলইয়্যাহ” গ্রন্থে (৬/১৭৫) এর অন্য সূত্র রয়েছে, তিনি হাসান ইবনু উসমান হতে, তিনি আবু সাঈদ মাযেনী হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল হতে, তিনি সালেহ মিররী হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (আবু নু'য়াইম) বলেন: হাজ্জাজ- সালেহ হতে মারফু' হিসেবে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী সালেহ দুর্বল। আর ইয়াযীদ রুকাশী তার মতই।

হাদীসটিকে ইবনু কাসীর তার “তাফসীর” গ্রন্থে (১/১১৪) বায্‌যারের বর্ণনায় আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে চূপ থেকেছেন। আর আমি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তিনি (বায্‌যার) তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩০৫) হাদীসটিকে হানী ইবনুল মুতাওয়াক্কিল সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বায্‌যার বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমান কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমান ইবনে যুর'য়াহ হিমইয়ারী মিসরী আত্‌ত্ববীল। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

তবে আব্দুল্লাহর শাইখ আবান ইবনু আবী আইয়্যাশের দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করা বেশী উত্তম, কারণ তিনি মাতরুক।

হানী ইবনুল মুতাওয়াক্কিলও তার নিকটবর্তী। কারণ ইবনু হিব্বান “আযযু'রাফা” গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন: তিনি যখন বয়স্ক হয়ে যান তখন তাকে ধরিয়ে দিতে হতো। এরপর তিনি উত্তর দিতেন। ফলে তার বর্ণনার মধ্যে মুনকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

হাফিয যাহাবী তার মুনকারগুলো উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। কিন্তু প্রথম সূত্রে আবানের স্থলে ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে আবী ভুলহা রয়েছে।

হাফিয় যাহাবী বলেন (হাফিয় ইবনু হাজারও তার অনুসরণ করেন): এ হাদীসটি মুনকার।

এর দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে হাইসামী (১০/২২৬) বলেন: তিনি দুর্বল।

১০২৩. (اسْتَعْنُوا بِغَنَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قِيلَ: وَمَا هُوَ؟، قَالَ: غَشَاءٌ لَّيْلَةٍ، وَ

غَدَاءُ يَوْمٍ).

১৫২৩। তোমরা আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার দ্বারা অমুখাপেক্ষীতাকে (স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে) অনুসন্ধান কর (অর্থাৎ একমাত্র তাঁর থেকে অনুগ্রহ চাও)। বলা হলো: তা কি? তিনি বললেন: রাতের খাবার এবং দুপুরের খাবার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুস সুন্নী “আলকানা‘য়াহ্” গ্রন্থে (২/২৪১) যুহায়ের ইবনু আব্বাদ হতে, তিনি দাউদ ইবনু হিলাল হতে, তিনি হিব্বান ইবনু আলী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম (১/২/৪২৭) দাউদ ইবনু হিলালকে শুধুমাত্র এ যুহায়েরের বর্ণনাতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর যুহায়ের ইবনু আব্বাদ দুর্বল। যেমনটি ইবনু আব্দুল বার প্রমুখ বলেছেন।

আর হিব্বান ইবনু আলী তার মতই যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আর আবু দাউদ নাখ'ঈ তার মুতাবা'য়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। এটিকে ইবনু আদী (১/১৫৩) বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদের নাম হচ্ছে সুলাইমান ইবনু আমর নাখ'ঈ, আর তিনি হচ্ছেন জালকারী। অতএব তার মুতাবা'য়াত করার দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই।

হাদীসটির একটি মুরসাল শাহেদ রয়েছে। সেটিকে মু'য়াফী ইবনু ইমরান “আযযুহ্দ” গ্রন্থে (২/২৫৬) আম্বাসা ইবনু সা'ঈদ নাহ্দী হতে, তিনি হাসান হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আম্বাসাকে আমি চিনি না। তবে তিনি যদি নায়রী হন তাহলে পরিচিত, তবে দুর্বল হিসেবে। সম্ভবত কপি কারকের নিকট পরিবর্তিত হয়ে নাহ্দী হয়ে গেছে।

হাদীসটির আরেকটি শাহেদ রয়েছে। ইবনু আবিদ দুনিয়া “আলকানা‘য়াহ্” গ্রন্থে (২/১/২) বলেন: আমাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে নাসর ইবনু আলী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মূসা খুযা‘ঈ হতে, তিনি আবু ওয়াইনার দাস অসিল হতে, তিনি রাজা ইবনু হাইওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে বলল: আপনি আমাদের অসিয়্যাত করুন। তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে আর তা ঘটেছে ইবনু আবিদ দুনিয়া এবং নাসর ইবনু আলীর মাঝে।

এ ছাড়া আহমাদ ইবনু মূসা খুযা‘ঈকে আমি চিনি না।

১০২৬. (مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، فَرَأَى وَضْحًا، فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).

১৫২৪। যে ব্যক্তি বুধ ও শনিবারে শিঙা লাগাবে, অতঃপর খবল রোগ দেখতে পাবে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভৎসনা না করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১৫৪), হাকিম (৪/৪০৯, ৪১০) ও বাইহাকী (৯/৩৪০) সুলাইমান ইবনু আরকাম সূত্রে যুহরী হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। হাকিম এর ব্যাপারে চূপ থেকেছেন। আর যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: বর্ণনাকারী সুলাইমান মাতরুক।

বাইহাকী বলেন: সুলাইমান ইবনু আরকাম দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: যুহরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইবনু সাম‘যান তার মুতাবা‘য়াত করেছেন।

এটিকে ইবনু আদী (২/২০৮) বর্ণনা করে বলেছেন: এ হাদীসটি নিরাপদ নয়। ইবনু সাম‘যান হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ ইবনু সুলাইমান ইবনে সাম‘যান কুরাশী। তার হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

বাইহাকী বলেন: তিনিও দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হাসান ইবনুস সলত তার (ইবনু সাম‘যানের) মুতাবা‘য়াত করেছেন।

এটিকে আবুল আব্বাস আলআসাম তার “হাদীস” গ্রন্থে (খণ্ড ২, নং ১৪৭) বাকর ইবনু সাহ্ল দিমইয়াতী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবিস সারীউ আসকালানী হতে, তিনি শুয়াইব ইবনু ইসহাক হতে, তিনি হাসান ইবনুস সলত হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কারণে দুর্বল:

১। ইবনুস সলতের জীবনী পাচ্ছি না। তিনি শামী যেমনটি তুবারানী অন্য হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট করেছেন (দেখুন: নং ৭৫৮)।

২। আসকালানী সত্যবাদী তবে তার বহু সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

৩। বাকর ইবনু সাহ্ল দিমইয়াতীকে নাসাই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

বাইহাকী এর সম্পর্কেই বলেছেন: ইনিও দুর্বল। সঠিক হচ্ছে এই যে, যুহরী সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে মুনকাতি‘ হিসেবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত এটি মা‘মারের বর্ণনায় যুহরী হতে বর্ণিত হয়েছে। মুনযেরী “আততারগীব” গ্রন্থে (৪/১৬১) বলেন: মা‘মার হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...। অতঃপর মুনযেরী বলেন: এটিকে আবু দাউদ এভাবেই বর্ণনা করে বলেছেন: সনদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি “সুনানু আবী দাউদ” গ্রন্থে নেই, বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এটি তার “মারাসিল” গ্রন্থে রয়েছে।

অতঃপর আমি এটিকে তার “আততিব” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৩) আব্দুর রায্যাকের সূত্র হতে পেয়েছি। তিনি এটিকে “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১১/২৯/১৯৮১৬) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে মা‘মার যুহরীর উদ্ধৃতিতে সংবাদ দিয়েছেন যে, নাবী ...।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুহরী হতে মা‘মারের বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়েছে যেমনটি পূর্ব থেকে ধারণা করেছিলাম। “আততারগীব” গ্রন্থ থেকে বর্ণনাকারী ছুটে যাওয়া এবং উল্টা-পাল্টা করার মত ঘটনা ঘটেছে, যা বিচক্ষণ পাঠকের নিকট লুঙ্কায়িত থাকার কথা নয়। অতএব হাদীসটি মুরসাল অথবা মু‘যাল।

মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে বলেন:

ইবনুল জাওয়ী হাদীসটিকে “আলমাওয়‘যাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার ইবনু আমরের হাদীস হতে “আললিসান” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইবনু হিব্বান বলেন: এটি রসূল (ﷺ)-এর হাদীস নয়।

সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৪০৮, ৪১০) আর ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারীয়াহ্” গ্রন্থে (২/৩৫৮) এ সূত্রগুলোসহ অন্যান্য সূত্রের দ্বারা ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করেছেন। এ সূত্রগুলো যদি হাদীসটিকে বানোয়াটের গণ্ডি হতে বের হতে সাহায্য করেও তবুও হাদীসটিকে শক্তিশালী করতে সক্ষম নয় সেগুলোর অধিকাংশেরই অবস্থা বেশী দুর্বল হওয়ার কারণে। আনাস (رضي الله عنه) হতে এর একটি শাহেদ (১৪০৮) নম্বরে পূর্বে আলোচিত হয়েছে সেটি খুবই দুর্বল।

মানাবীর ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এ কারণে যে, তিনি নিজেই নিজের বিরোধিতা করেন যার কোন কারণ জানিনা। তিনি “আততায়সীর” গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ্। আর “আলফায়েয” গ্রন্থে তিনি বলেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভাষার মধ্যে কিছু বৃদ্ধি সহকারে যুহুরী হতে মুরসাল বর্ণনায় হাদীসটি (১৬৭২) নম্বরে আসবে।

১০২০. (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَغْسِلُنْ أَسْفَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى).

১৫২৫। যখন তোমাদের কেউ অযু করবে তখন সে যেন তার দু'পায়ের নিচের অংশ তার ডান হাত দ্বারা ধৌত না করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৫৪) মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম আসাদী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আরকাম হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: সুলাইমান ইবনু আরকাম যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল যেমনটি এই মাত্র (পূর্বের হাদীসের মধ্যে) আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী আসাদী তার চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। তাকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি অন্য বর্ণনায় তার সম্পর্কে বলেন: তার হাদীসগুলো বানোয়াট, আর তিনি কিছুই না।

১০২১. (يُجْزَى مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ، وَلَوْ بِدِقِّ شَعْرَةٍ).

১৫২৬। সুতরা হিসেবে বাহনের উপরে গদীর পেছনের উঁচু অংশের

ন্যায় কিছু রাখা হলে তা সুত্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, যদিও তা চুলের ন্যায় পাতলা হয়।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ্ (২/৯৩) মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার কায়সী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম আবু ইব্রাহীম আসাদী হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে জাবের হতে, তিনি মাকহুল হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু জাবের হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু খুযাইমাহ্ বলেন: আমি আশঙ্কা করছি যে, মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম সন্দেহবশত এ হাদীসকে মারফু' বানিয়ে ফেলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এরূপ কথা সে ব্যক্তির ব্যাপারেই বলা যায় যে নির্ভরযোগ্য ভাল হেফযের অধিকারী। আর ইবনুল কাসেম এরূপ নয়। তাকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইবনু খুযাইমার নিকট তার অবস্থা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে।

হাদীসটি সহীহ মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে তুলহা (رضي الله عنه) ও আয়েশা (رضي الله عنها)-এর হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে শেষের “যদিও তা চুলের ন্যায় পাতলা হয়” এ অংশ ছাড়া। এ বর্ধিত অংশ সহকারে হাদীসটি বাতিল। [অর্থাৎ এ বর্ধিত অংশ ছাড়া হাদীসটি সহীহ]।

١٥٢٧. (مَنْ قَرَأَ فِي إِثْرِ وَضُوئِهِ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ مَرَّةً وَاحِدَةً

كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِي دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ اللَّهُ مَحْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ).

১৫২৭। যে ব্যক্তি তার ওয়ুর পরক্ষণে “ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল কাদরে” সূরা একবার পাঠ করবে সে সিদ্দীকীনদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তা দু'বার পাঠ করবে তাকে শাহীদদের তালিকাভুক্ত করা হবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে তাকে আদ্বাহ্ একত্রিত করবেন নাবীগণকে একত্রিত করার স্থলে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দায়লামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ্ সূত্রে হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা

করেছেন। আর আবু ওবায়দাহ্ হুছেন অপরিচিত (মাজহুল)।

এরূপই এসেছে সুয়ুতীর “আলহাবী লিল ফাতাওয়া” গ্রন্থে (২/৬১)। তিনি তার “আলজামে’উল কাবীর” গ্রন্থেও (২/২৮৪/১) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর মধ্যে অন্য কারণও রয়েছে। আর তা হচ্ছে হাসান বাসরী কর্তৃক আনু আনু করে বর্ণনা করা। (আর তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী)। বানোয়াট হওয়ার আলামত হাদীসটির ভাষাতেই সুস্পষ্ট।

হাকিম সাখাবী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন: এর কোন ভিত্তি নেই।

١٥٢٨. (إِذَا أَبْغَضَ الْمُسْلِمُونَ عُلَمَاءَهُمْ، وَأَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَشْوَاقِهِمْ، وَتَنَاجَوْا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ، رَمَاهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ: بِالْقَحْطِ مِنَ الزَّمَانِ، وَالْجَوْرِ مِنَ السُّلْطَانِ، وَالْخِيَانَةِ مِنَ وِلَاةِ الْحُكَّامِ، وَالصُّوْلَةِ مِنَ الْعَدُوِّ).

১৫২৮। মুসলিমরা যখন তাদের আলেমগণকে ঘৃণা করবে, তাদের বাজারগুলোতে অট্টালিকা বানাবে এবং দিরহাম জমা (সঞ্চয়) করার জন্য পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা চারটি বস্তু তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন: দুর্ভিক্ষের সময়, শাসক কর্তৃক অত্যাচার (অত্যাচারী শাসক), বিচারকগণ কর্তৃক খিয়ানাত এবং শত্রুর মারাত্মক আক্রমণ।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৩২৫) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দু রাব্বিহি আবী তামীলাহ্ হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনে আইয়্যাশ হতে, তিনি আবু হুসাইন হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। যদি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী মুলাইকাহ্ আমীরুল মুমিনীন থেকে শুনে থাকেন।

হাকিম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বরং মুনকার, মুনকাতি'। আর ইবনু আব্দু রাব্বিহিকে চেনা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: কাউকে দেখছি না যে, তিনি তার জীবনী আলোচনা করেছেন। সম্ভবত তাকে তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

দায়লামী হাদীসটিকে “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (১/১/৮৮-৮৯) মুসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আনসারী হতে, তিনি আবু জা’ফার মুহাম্মাদ ইবনু আদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আদিল রাব্বিহি হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনু আইয়্যাশ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ আনসারীকে আমি চিনি না।

সতর্কবাণী: কোন বেকুফ ছাত্র হাফিয যাহাবীর পূর্বোক্ত কথা উল্লেখ করার পর লিখেছে: বরং খুবই সহীহ।

এ বেকুফ সম্ভবত হাদীসটির ভাবার্থের বাস্তবতার সাথে মিল থাকাকে রসূল (ﷺ)-এর বাণী হওয়ার জন্য অপরিহার্য মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ এরূপ হচ্ছে লজ্জাজনক অজ্ঞতা ...।

১০২৭. (أَوْسَعُوهُ يَغْنِي الْمَسْجِدَ) تَمْلُؤُهُ.

১৫২৯। তোমরা তাকে (অর্থাৎ মাসজিদকে) প্রশস্ত কর, তোমরা তাকে পূর্ণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আততারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৪/১/২২৬), ইবনু খুযাইমাহ তার “সহীহ” গ্রন্থে (১/১৪২/১) ও ওকায়লী “আযযু’য়াফা” গ্রন্থে (৩৭৮) মুহাম্মাদ ইবনু দিরহাম সূত্রে কা’ব ইবনু আব্দুর রহমান আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু কাতাদাহ (আবু কাতাদা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) আনসারী কতিপয় ব্যক্তির নিকটে আসলেন এমতাবস্থায় যে তারা মাসজিদ বানাচ্ছিল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু দিরহামের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। শাবাবাহ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু মা’জিন বলেন: তিনি কিছুই না।

অন্য বর্ণনায় বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাকে ওকায়লী প্রমুখ “আযযু’য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়।

তার সনদের ব্যাপারেও মতভেদ করা হয়েছে। কেউ কেউ তার থেকে এভাবে বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন: কা’ব ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে কা’ব ইবনে মালেক হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে। তিনি বলেন: ...।

এটিকে ইবনু আদী (ক্বাফ ১/৩০১) বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী বলেন: প্রথমটিই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কা'ব হচ্ছেন ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু দিরহাম মাদায়েনী বর্ণনা করেছেন।

“আলজারহু অততাদীল” গ্রন্থে (৩/২/১৬২) এরূপই এসেছে, এবং তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। ইমাম বুখারীও তাই করেছেন। তবে তিনি পার্থক্য করেছেন কা'ব ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে- এর মাঝে আর কা'ব ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে আবী কাতাদাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে- এর মাঝে।

১০৩. (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنَّ يَمْرُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ

رَكَعَتَيْنِ، وَأَنَّ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنَّ يَرِدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ).

১৫৩০। কিয়ামাতের আলামাতের মধ্যে রয়েছে, ব্যক্তি কর্তৃক মাসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা সত্ত্বেও মাসজিদে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় না করা। ব্যক্তি কর্তৃক শুধুমাত্র পরিচিতজনকে সালাম দেয়া আর শিশু কর্তৃক শাইখকে ঠাঙা করা (অর্থাৎ শিশুকে শাইখের প্রয়োজনে দূত হিসেবে ব্যবহার করা)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযায়মাহ তার “সহীহ” গ্রন্থে (১৩২৯) ও ত্ববারানী (৩/৩৬/২) হাকাম ইবনু আব্দুল মালেক হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি সালেম ইবনু আবুল জা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হয়ে বলেন: হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) আস্ সালামু আলাইকা! তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন: আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাঃ)- সত্যই বলেছেন। আমি রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী এ হাকামের কারণে সনদটি দুর্বল। কারণ তিনি দুর্বল, যেমনটি “আত্‌তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

তার সনদের মধ্যে বিরোধিতাও করা হয়েছে। ত্ববারানী মানসূর সূত্রে সালেম ইবনু আবুল জা'দ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ

ইবনু মাসউদ (রাঃ) মাসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন: ...। এতে শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বর্ণনাটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। কারণ সালেম আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হননি যেমনটি আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন।

এর আরেকটি সূত্র রয়েছে। এটিকে ত্বারানী উমার ইবনুল মুগীরাহ হতে, তিনি মাইমুন আবু হামযাহ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ হতে, তিনি ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বৃদ্ধি করেছেন:

“এমনকি ব্যবসায়ী দু'দিগন্তে পৌঁছে যাবে কিন্তু মুনাফা পাবে না।”

এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবু হামযাহ দুর্বল। আর উমার ইবনুল মুগীরাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, মাজহুল।

মোটকথা: হাদীসটি শেষাংশের কারণে দুর্বল। এর সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে, অথবা সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণে এবং অন্য সূত্রের শাহেদ খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে।

আমি এখানে এ হাদীসটিকে উল্লেখ করেছি শুধুমাত্র শেষ বাক্যটির কারণে: “শিশু কর্তৃক শাইখকে ঠাণ্ডা করা (অর্থাৎ শিশুকে শাইখের প্রয়োজনে দূত হিসেবে ব্যবহার করা)”।

কারণ এ বাক্যটি ছাড়া পূর্বের বাক্য দু'টিই বহু হাদীসের মধ্যে সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। সেগুলোকে “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থে (৬৪৭, ৬৪৮ ও ৬৪৯) উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫৩১. (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَنْجِرَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَحَتَّى تَغْلُو الْخَيْلُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ تُرْخَصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১৫৩১। সে পর্যন্ত কিয়ামাত কয়েম হবে না যে পর্যন্ত মাসজিদকে রাস্তা বানিয়ে নেয়া না হবে, যে পর্যন্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকেই সালাম না দিবে, যে পর্যন্ত নারী ও তার স্বামী উভয়ে ব্যবসা না করবে, যে পর্যন্ত ঘোড়া ও নারীর মূল্য বৃদ্ধি না পাবে। অতঃপর মূল্য কমে যাবে, কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আর বৃদ্ধি পাবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৪৪৬) শু'বাহ সূত্রে হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল

আ'লা ইবনুল হাকাম হতে, তিনি বানু আমেরের এক ব্যক্তি হতে, তিনি খারোজাহ্ ইবনুস সল্‌ত বারজামী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি একদিন আব্দুল্লাহ্‌র সাথে মাসজিদে প্রবেশ করলাম। লোকেরা এ সময় রুকু' অবস্থায় ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, তিনি তার প্রতি সালাম প্রদান করলেন, অতঃপর বললেন: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (ﷺ) সত্যই বলেছেন। তখন আমি তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ। বাশীর ইবনু সুলাইমান তার বর্ণনায় এ বাক্যগুলোকে মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর শু'বার এ বর্ণনার দ্বারা হাদীসটি সহীহ হয়ে গেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: কখনও নয়। হাফিয যাহাবী এর সমস্যা বর্ণনা করেছেন যে, এটি মওকুফ ...। এর সমস্যা হচ্ছে দু'টি:

১। বর্ণনাকারী আব্দুল আ'লা ইবনুল হাকাম এবং খারোজাহ্ ইবনুস সল্‌ত উভয়ের অবস্থা অজ্ঞাত। (অর্থাৎ তাদের দু'জনের অবস্থা অজানা)। ইবনু আবী হাতিম তাদের দু'জনেরই জীবনী আলোচনা করার পর (১/২/৩৭৪, ৩/১/২৫) তাদের দু'জন সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

২। এর সনদের মধ্যে মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। শু'বাহ্ হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন আর যায়েদাহ্ হুসাইন হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি বর্ণনা করার ব্যাপারে।

এটিকে ত্বারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/৩৬/২) বর্ণনা করেছেন।

আর সাওরী তাদের দু'জনের বিরোধিতা করে বলেছেন: হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল আ'লা হতে তিনি বলেন: ... যেভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে সেভাবে।

এটিকেও ত্বারানী বর্ণনা করেছেন।

আর সাওরী শু'বার চেয়ে বেশী বড় হাফেয। কিন্তু শু'বার সাথে যায়েদাহ্ রয়েছে এবং তাদের দু'জনের সাথে কিছু বেশী রয়েছে। অতএব এ বেশীটা গ্রহণ করা ওয়াজিব।

মোটকথা: হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা। এখানে আমি হাদীসটি উল্লেখ করেছি শেষোক্ত এ বাক্যের কারণে: “যে পর্যন্ত ঘোড়া ও নারীর মূল্য বৃদ্ধি না পাবে। অতঃপর মূল্য কমে যাবে,

কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আর বৃদ্ধি পাবে না”। কারণ এর সমর্থনে উপকারী কোন শাহেদ পাচ্ছি না, যা একে শক্তিশালী করে। এ ছাড়া উপরের বাক্যগুলো সহীহ হিসেবে বিভিন্ন সূত্র থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন “সিলসিলাহ সহীহাহ” (৬৪৭, ৬৪৯)।

১০৩২. (إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرُبُوهُ).

১৫৩২। ইদুর যদি ঘিতে পড়ে যায় আর তা যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে তোমরা ইদুরকে এবং তার আশপাশের ঘিকে ফেলে দাও। আর যদি তরল ঘি হয় তাহলে তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না।

হাদীসটি শায।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (৩৮৪২), নাসাঈ (২/১৯২), ইবনু হিব্বান (১৩৬৪), বাইহাক্বী (৯/৩৫৩) ও আহমাদ (২/২৩২-২৩৩, ২৬৫, ৪৯০) মা'মার সূত্রে যুহরী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় মা'মার হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বাহ্যিকভাবে সহীহ। কিন্তু আসলে সহীহ নয়। কারণ, মা'মার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হলেও তার সনদ ও ভাষার বিরোধিতা করা হয়েছে।

সনদের বিরোধিতা:

একদল বর্ণনাকারী হাদীসটিকে যুহরী হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে, তিনি মাইমুনাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ؟ فَقَالَ: ائْرِغُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ).

“রসূল (ﷺ)-কে সেই ইদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেটি ঘির মধ্যে পড়েছে? তিনি বলেন: তাকে এবং তার আশপাশের অংশগুলোকে (ঘিকে) বের করে তা ফেলে দাও।”

এ হাদীসকে ইমাম মালেক “আলমুওয়াত্তা” গ্রন্থে (২/২৭১/২০) ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন।

তার সূত্র হতে এটিকে ইমাম বুখারী (১/৭০, ৪/১৯), নাসাঈ (২/১৯২), বাইহাকী (৯/৩৫৩), আহমাদ (৬/৩৩৫) এঁরা সকলেই বিভিন্ন সূত্রে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন।

আর সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ তার মুতাবা'য়াত করে যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৬/৩২৯), হুমাইদী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৩১২) সুফইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন।

আর হুমাইদীর সূত্র হতে হাদীসটিকে বুখারী (৪/১৮) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

আর এটিকে আবু দাউদ (৩৮৪১), নাসাঈ, তিরমিযী (১/৩৩২), দারেমী (২/১৮৮) বিভিন্ন সূত্রে সুফইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন।

আর তাদের দু'জনের যুহরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আওয়া'ঈ মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৬/৩৩০) মুহাম্মাদ ইবনু মুস'য়াব হতে, তিনি আওয়া'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন।

আর মা'মারও তাদের মুতাবা'য়াত করেছেন তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

ইমাম নাসাঈ খুশায়েশ ইবনু আসরাম হতে, তিনি আব্দুর রায্যাক হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু বুযবিয়্যাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মা'মার হাদীসটিকে যুহরী হতে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে আবু দাউদ (৩৮৪৩) আহমাদ ইবনু সালেহ হতে, তিনি আব্দুর রায্যাক হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মা'মার পর্যন্ত সহীহ। যার নিকট হাদীসের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেগুলো জানা আছে তার নিকট এর ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মা'মারের এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনা থেকে বেশী সহীহ। ইমাম মালেক এবং তার সাথে মিলে যারা এটিকে বর্ণনা করেছেন তাদের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে। কিন্তু এখানে মা'মার কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি সেই সব উল্লেখকৃত বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা বিরোধী হওয়ার কারণে শায।

হুমাইদী সুফইয়ান হতে তার বর্ণনার মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন: সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মা'মার হাদীসটিকে যুহরী

হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন? তখন সুফইয়ান বলেন: আমি যুহরীকে একমাত্র ওবাইদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি মাইমূনাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর আমি তার থেকে হাদীসটি বারবার শুনেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি তার এ কথার দ্বারা মা'মার কর্তৃক ভুল সংঘটিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অন্তর এর দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করেছে। ইমাম বুখারী এবং তিরমিযী দৃঢ়তার সাথে এ ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ গেলো সনদের মধ্যে বিরোধিতার বিবরণ।

আর ভাষার মধ্যে বিরোধিতা:

একদল বর্ণনাকারী যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে উল্লেখকৃত (اِثْرُ غَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرُ حَوْه) “তাকে এবং তার আশপাশের অংশগুলোকে (ঘিকে) বের করে তা ফেলে দাও” এর মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি সেরূপ যেরূপ মা'মার কর্তৃক বর্ণনার মধ্যে ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে: “... তা যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে তোমরা ইদুরকে এবং তার আশপাশের ঘিকে ফেলে দাও। আর যদি তরল ঘি হয় তাহলে তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না”।

মা'মার থেকে বর্ণিত অন্য বর্ণনা যেটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্- আব্দুল আ'লা সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। সেটি ব্যাখ্যা ছাড়া সম্মিলিতভাবে একদল বর্ণনাকারীর বর্ণনার মতই এবং এটিই সঠিক। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: হাদীসটি নিরাপদ নয়। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি: মা'মার সূত্রে যুহরী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত মা'মারের হাদীস যার মধ্যে বলা হয়েছে: ... তা যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে তোমরা ইদুরকে এবং তার আশপাশের ঘিকে ফেলে দাও। আর যদি তরল ঘি হয় তাহলে তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না” এটি ভুল, এ ব্যাপারে মা'মার ভুল করেছেন।

সঠিক হচ্ছে যুহরীর হাদীস তিনি যা ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি মাইমূনাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ ব্যাখ্যা ছাড়া বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্। ইমাম বুখারী তার সহীহ্ বুখারীর মধ্যেও ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্যাখ্যা ছাড়া যুহরীর এ হাদীসটিই নিরাপদ। কারণ তিনি পরক্ষণে সহীহ্ সনদে ইউনুস হতে, তিনি যুহরী হতে

সেই পশু সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যেটি তেল ও ঘির মধ্যে মারা যাবে এমতাবস্থায় যে, তা জমে আছে অথবা জমে নাই, ইঁদুর হোক কিংবা অন্য কিছু হোক? তিনি বলেন: আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) ঘির মধ্যে মরে যাওয়া ইঁদুরের ব্যাপারে (তাকে সহ) তার নিকটের যিগুলোকে নিষ্ক্ষেপ করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তা ভক্ষণ করেন। এটি ওবাইদিল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: যুহরী জমাট বাঁধা আর তরল ঘির মধ্যে পার্থক্য করেননি। তার হাদীসে যদি পার্থক্য করার বিষয়টি থাকত তাহলে তিনি এর বিরোধিতা করতেন না। এটা কি প্রমাণ করেছে না যে, মা'মার কর্তৃক ভুল সংঘটিত হয়েছে? এ কারণেই হাফিয় ইবনু হাজার “আলফাত্হ” গ্রন্থে (৯/৫৭৭) বলেছেন:

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যুহরী এ ব্যাপারে ঘি আর অন্য কিছুর মধ্যে এবং জমাট আর তরলের মধ্যে পার্থক্য করেননি ...।

জেনে রাখুন! নাসাঈর নিকট আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী সূত্রে মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঘির ব্যাখ্যা করেছেন “জমাট বাঁধার” দ্বারা। এ বর্ণনাটিও শায় মালেক হতে একদল বর্ণনাকারীর বিরোধী হওয়ার কারণে এবং যুহরী হতে জামহূরের বর্ণনা বিরোধী হওয়ার কারণে। বরং এ বর্ণনাটি আহমাদের বর্ণনায় আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দীর নিজের বর্ণনারও বিরোধী। কিন্তু এ বর্ণনাটি হাফিয় ইবনু হাজারের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। কারণ তিনি আব্দুর রহমান হতে নাসাঈর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনি আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত ইমাম আহমাদের বর্ণনাটি উল্লেখ করেননি।

এ নাসাঈর বর্ণনাটি আওয়াঈর বর্ণনা হতেও বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তার থেকে এর বর্ণনাকারী দুর্বল। আর তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুস'যাব কারাকসানী। হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী কিন্তু বহুভুলকারী।

হাফিয় ইবনু হাজার এ দুর্বল বর্ণনার ব্যাপারে “আলফাত্হ” গ্রন্থে কোন সতর্ক করেননি এবং কোন প্রকার ইঙ্গিতও করেননি।

ফিকহুল হাদীস:

হাফিয় ইবনু হাজার উল্লেখিত ব্যাখ্যা ছাড়া নিরাপদ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

এ হাদীসের দ্বারা ইমাম আহমাদ (তার এক বর্ণনায়) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তরল বস্তুর মধ্যে যদি অপবিত্র কিছু পড়ে যায় তাহলে তা

পরিবর্তিত না হয়ে গেলে না-পাক হবে না। ইমাম বুখারীও এ মতকে পছন্দ করেছেন। মালেকী মাযহাবের ইবনু নাফে'রও মত এটিই। ইমাম মালেক হতেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ইসমাঈল ইবনু ওলাইয়্যাহ্ হতে, তিনি আম্মারাহ্ ইবনু আবু হাফসাহ্ হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে ঘির মধ্যে মরে যাওয়া ইদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তিনি বলেন: ইদুর এবং তার আশপাশের ঘিগুলো উঠিয়ে (ফেলতে হবে)। আমি বললাম: তার ক্রিয়া তো সম্পূর্ণ ঘির মধ্যে ছেয়ে গেছে? তিনি বললেন: এ অবস্থা ছিলো যখন সে জীবিত ছিলো তখন। আর সে মারা গেছে যেখানে তাকে পাওয়া গেছে। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

এটিকে ইমাম আহমাদ অন্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

আর জামহূর ওলামা তরল আর জমাট বাঁধার মধ্যে পার্থক্য করেছেন ব্যাখ্যামূলক হাদীসের কারণে ...।

১৫৩৩. (أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الْجَرَادُ، لَا أَكْلَهُ وَلَا أُحْرِمُهُ).

১৫৩৩। যমীনের মধ্যে আল্লাহর সর্বাধিক সৈন্য হচ্ছে ফড়িং, আমি তাকে খাবো না আর তাকে হারাম আখ্যাও দেব না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু মুসলিম কাজ্জী “জুয়উল আনসারী” গ্রন্থে (২/২) এবং তার থেকে বাইহাকী (৯/২৫৭) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী হতে, তিনি সুলাইমান তাইমী হতে, তিনি আবু উসমান নাহদী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্ যদি মুরসাল না হতো। মওসূল হিসেবেও মুহাম্মাদ ইবনু যাবারকান হতে, তিনি সুলাইমান তাইমী হতে, তিনি আবু উসমান নাহদী হতে, তিনি সালমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ)কে ফড়িং সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন:...। তিনি “যমীনের মধ্যে” অংশটুকু বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে আবু দাউদ (৩৮১৩), মুখাল্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (৯/২/১) বাইহাকী ও ইবনু আসাকির (৭/১৯৪/১) বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ বলেন: এটিকে মু'তামের তার পিতা হতে, তিনি আবু উসমান হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি সালমানকে উল্লেখ করেননি।

আবুল আওয়াম জায্যার সূত্রে আবু উসমান নাহ্দী হতে, তিনি সালমান হতে বর্ণনা করেন।

এটিকে আবু দাউদ (৩৮১৪) ও ইবনু মাজাহ্ (৩২১৯) বর্ণনা করেছেন। আর আবু দাউদ বলেন: এটিকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ আবুল আওয়াম হতে, তিনি আবু উসমান হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি সালমানকে উল্লেখ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবুল আওয়ামের নাম হচ্ছে ফায়েদ ইবনু কাইসান। তিনি প্রসিদ্ধ নন। হাফিয যাহাবী বলেন: আমি তার ব্যাপারে মন্দ কিছু জানি না। বরং তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

মোটকথা: হাদীসটি মুরসাল আর মওসূল হওয়ার ব্যাপারে আবু উসমানের উপর মতভেদ করা হয়েছে। তার থেকে সুলাইমান তাইমী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আর এ মুরসাল বর্ণনাটিকে সুলাইমান তাইমী হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আনসারী এবং মু'তামের ইবনু সুলাইমান বর্ণনা করেছেন। আর এ দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে মুহাম্মাদ ইবনু যাবারকান তার থেকে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবনু যাবারকানের বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। কারণ তিনি মওসূল হিসেবে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষভাবে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন। এ থেকে ফলাফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, হাদীসটি সুলাইমান তাইমী হতে মুরসাল হিসেবে নিরাপদ।

তাইমীর বিরোধিতা করে আবুল আওয়ামও মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার এ বর্ণনাও অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। কারণ তিনি প্রসিদ্ধ নন যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি তাইমীর সমকক্ষ নন।

সারসংক্ষেপ: হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

আর বাইহাকী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন নিম্নোক্ত কথার দ্বারা:

যদি এটি সহীহ হয়, তাহলেও এর মধ্যে ফড়িং হালাল হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ তিনি হারাম আখ্যা দেননি বরং হালাল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র অপছন্দ করে খাননি। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

١٥٣٤. (أَوْصِيكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! خِصَالُ أَرْبَعٍ لَا تَدْعُهُنَّ مَا بَقِيَتْ، أَوْصِيكَ

بِالْفَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْبُكُورِ إِلَيْهَا، وَلَا تَلْغُو أَوَّلًا تَلْهُو، وَأَوْصِيكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ

أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنَّهُ صَوْمُ الدَّهْرِ، وَأَوْصِيكَ بِرُكْعَتِي الْفَجْرِ، لَا تَدْعُهُمَا وَإِنْ

صَلَّيْتُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرُّغَائِبَ، قَالَهَا ثَلَاثًا).

১৫৩৪। হে আবু হুরাইরাহ! তোমাকে আমি অসিয়াত করছি। তুমি যতদিন অবশিষ্ট থাকবে চারটি অভ্যাস ত্যাগ করবে না। তোমাকে আমি জুম'য়ার দিবসে গোসল করার, সকাল সকাল জুম'য়ার (সলাতের) জন্য আসার এবং মন্দ কথা বলা অথবা খেল তামাসা না করার অসিয়াত করছি। আমি তোমাকে প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করার অসিয়াত করছি। কারণ তা হচ্ছে এক বছরের সওমের (সমান)। তোমাকে আমি ফজরের দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করার অসিয়াত করছি। তুমি সে দু'রাক'য়াতকে ত্যাগ করবে না যদিও তুমি সারা রাত ধরে সলাত আদায় করে থাকো। কারণ এ দু'য়ের মধ্যে বড় সাওয়াব রয়েছে। তিনি এ কথা তিনবার বলেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৫৮) আবু ই'য়ালা সূত্রে সুলাইমান ইবনু দাউদ ইয়ামামী হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু দাউদ এ সনদে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী বলেন: ইমাম বুখারী বলেন: আমি যার সম্পর্কে বলেছি যে, তিনি মুনকারুল হাদীস তার হাদীস বর্ণনা করাই বৈধ না। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি দুর্বল। অন্যরা বলেছেন: তিনি মাতরুক।

١٥٣٥. (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسِبُهُ اللَّهُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ

: تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَغْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

১৫৩৫। তিনটি বস্তু যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তা'য়ালা সহজভাবে তার হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর দয়ার দ্বারা তাকে জান্নাত দিবেন: যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড় এবং যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/১৫৮) সুলাইমান ইবনু দাউদ ইয়ামামী হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু দাউদ এ সনদে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার সূত্রেই হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “যাম্মুল গাযাব” গ্রন্থে, ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে, বায্‌যার ও হাকিম (২/৫১৮) বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ।

আর হাফিয় যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: সুলাইমান দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তার অবস্থা খুবই নিকৃষ্ট। যেমনটি তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে ইমাম বুখারীর কথা থেকে জেনেছেন। আর এ কারণেই হাইসামী “আলফায়েয” গ্রন্থে বলেছেন: তিনি মাতরুক।

১০৩৬. (الْخَيْرُ كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ فَاعْلَهُ).

১৫৩৬। কল্যাণ প্রচুর আর কল্যাণকারী হচ্ছে কম।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী আসেম “আসুসুনাহ” গ্রন্থে (নং ৪০), আলমুখাল্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (৬/৭০/১), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (২/১৫৯), আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/২০৩), খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৮/১৭৭) ও বাইহাকী “আশশু'রাব” গ্রন্থে (২/৪৫৫/২) আহমাদ ইবনু ইমরান আখনাসী সূত্রে (ইবনু আবী আসেম ছাড়া) এবং হুসাইন আলআহুওয়াল হতে, আর তারা দু'জন আবু খালেদ আহমার হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ হতে, তিনি আতা ইবনুস সায়েব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (رضي الله عنه) হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু আদী বলেন: ইসমা'ঈল হতে আবু খালেদ আহমার ছাড়া অন্য কেউ

বর্ণনা করেছেন বলে জানিনা। তিনি সত্যবাদী, তবে দলীল হওয়ার উপযুক্ত নন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ব্যাপারে ইমামগণের উক্তিগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়ার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো এবং মধ্যম। তার দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার উপরের বর্ণনাকারী থেকে। কারণ আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। আর ইসমাঈল ইবনু আবু খালেদের মৃত্যু হয়েছে তার থেকে প্রায় দশ বছর পরে। এ কারণে হতে পারে যে, তিনি তার থেকে শুনেছেন মস্তিষ্ক বিকৃতির মধ্যে।

আর আহমাদ ইবনু ইমরান আখনাসীকে হাফিয যাহাবী “আযযু’য়াফা অল মাতরুকীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

“আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে: আবু যুর’যাহ বলেন: তিনি কুফী, তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন আর আবু হাতিমও তাকে ত্যাগ করেছেন।

অতএব তিনি খুবই দুর্বল। তবে হুসাইন আহওয়াল ইবনু যাকওয়ান মু’য়াল্লিম তার মুতাবা’য়াত করার কারণে তার থেকে হাদীসটির সমস্যার অপবাদ দূর হয়ে যাচ্ছে। কারণ মু’য়াল্লিম নির্ভরযোগ্য।

যাদের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখ করেছি তাদের নিকট উল্লেখিত ভাষাতেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে একমাত্র ইবনু আসেম ছাড়া। তার থেকে বর্ণিত ভাষাটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

“কল্যাণ প্রচুর আর যে কল্যাণের উপর আমল করে তার সংখ্যা কম।”

অনুরূপভাবে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে ইবনু আমর হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলজামে” গ্রন্থে এসেছে।

মানাবী বলেন: হাইসামী বলেন: এর সনদে বর্ণনাকারী হাসান ইবনু আব্দুল আওয়াল রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

১০৩৭. (إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ، فَلْيَقْرَأْ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ يُوَكِّلُ بِهِ مَلَكًا يَهْبُ مَعَهُ إِذَا هَبَ).

১৫৩৭। যখন তোমাদের কেউ তার শোয়ার স্থানকে গ্রহণ করবে তখন সে যেন উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহাহ) ও আরেকটি সূরা পাঠ করে। কারণ আল্লাহ তা’আলা এর ফলে এক ফেরেশতাকে নিয়োজিত করবেন, যখন সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন সেও (ফেরেশতা) তার সাথে জাগ্রত হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৮/৩/২) আব্দুল আ'লা ইবনু আব্দুল আ'লা হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি মুতাররিফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর হতে, তিনি বালকীনবাসী এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার ধারণা তিনি বাণী মুজাশের একজন, তিনি শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সুস্পষ্টভাবে দুর্বল। মুতাররিফের শাইখ বালকীনী ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এবং অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তিও অজ্ঞাত হওয়ার কারণে। কিন্তু ইনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। খারায়তী “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থে (৮/২৩৩/১) উমার ইবনু শাব্বাহ হতে, তিনি সালেম ইবনু নূহ হতে, তিনি জারীরী হতে, তিনি আবুল 'আলা হতে, তিনি মুজাশের এক ব্যক্তি হতে, তিনি শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কিতাবুল্লাহর একটি সূরা।

নাম উল্লেখ না-করা মুজাশের ব্যক্তি ছাড়া বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আবুল 'আলার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনিশ শিখখীর। তিনি মুতাররিফের ভাই।

মোটকথা হাদীসটি দুর্বল- বর্ণনাকারী তাবেঈ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে।

১০৩৮. مَا كَانَتْ بُيُوتُهُ قَطُّ إِلَّا كَانَ بَعْدَهَا قَتْلٌ وَصَلْبٌ.

১৫৩৮। কোন নুবুওয়াতই এরূপ ছিল না যে তার পরে হত্যা এবং শুলে দেয়ার মত কিছু ঘটেনি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (৩/১১৩২), তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/৬৩/১) ও তার থেকে যিয়া “আলমুখতারাহ” গ্রন্থে (১/২৮৫) সুলাইমান ইবনু আইউব ইবনে ঈসা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি মূসা ইবনু ত্বলহাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে সনদটি দুর্বল: এ সুলাইমান সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তিনি বহু মুনকারের অধিকারী। অথচ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

তার পিতা ও তার দাদার জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। তাদের দু'জনের দিকেই হাইসামী (৭/৩০৭) ইঙ্গিত করে বলেছেন: এটিকে তুবারানী বর্ণনা করেছেন আর তার মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যাকে আমি চিনি না।

১০৩৭. (التَّائِيحُ فِي قَوْمِهِ كَالْمُعَشَبِ فِي دَارِهِ).

১৫৩৯। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকারী, নিজ ঘরের মধ্যে ঘাস রোপনকারীর (চাষাবাদকারীর) ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তুবারানী, আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১৪০) ও তার থেকে যিয়া পূর্বের হাদীসের সনদে বর্ণনা করেছেন। আর এ সনদের মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে যেগুলো পূর্বের হাদীসের আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি।

এ সনদেই অন্য একটি হাদীস নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে:

كَانَ لَا يَكَاذُ يُسْتَلُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَهُ.

তাঁর কাছে যা কিছুই চাওয়া হতো তিনি তাই করতেন।

এটি দুর্বল। এটিকে তুবারানী (১/১৩/২) ও তার থেকে যিয়া (১/২৮৬) বর্ণনা করেছেন।

১০৪০. (أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ أَنْ

تُجْلِسَ).

১৫৪০। তোমরা মাসজিদগুলোর হক্ক প্রদান কর। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: তার হক্ক কি? তিনি বললেন: বসার পূর্বের দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১/১০১/২) ও ইবনু খুযাইমাহ তার “সহীহ” গ্রন্থে (১৮২৪) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনু আমর ইবনে হাযম হতে, তিনি আমর ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু ইসহাক্ কর্তৃক আনুআন করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি তাদলীস করতেন। আর আমর ইবনু সুলাইম হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমার ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের তার ভাষার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجْلِسَ.

“যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করে।”

বুখারী, মুসলিম প্রমুখ যেমন বাইহাক্বী তার “সুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (৩/৫৩) এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং এটিই নিরাপদ। এটিকে আমি “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে উল্লেখ করেছি (২/২২০/৪৬৭)।

১০৬১. (كَانَ يَكْتَحِلُ بِإِثْمِهِ وَهُوَ صَائِمٌ).

১৫৪১। রসূল (ﷺ) ইসমিদ দ্বারা সওম পালন করা অবস্থায় সুরমা লাগাতেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযাইমাহ্ (২/২০৭) মা'মার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবী রাফে' হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি আবু রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু খুযাইমাহ্ বলেন: মা'মারের কারণে আমি এ সনদের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি খুবই দুর্বল। যেমনটি ইমাম বুখারীর কথা থেকে বুঝা যায়। কারণ তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মুনকারুন্ল হাদীস। কিন্তু তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। হিব্বান ইবনু আলী তার মুতাবা'য়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবী রাফে' হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

এটিকে ইবনু সা'দ “আত্ববাকাত” গ্রন্থে (১/৪৮৪), ত্ববারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে, ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১০৮) ও তার থেকে বাইহাক্বী (৪/২৬২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হিব্বান হচ্ছেন আনাযী আর তিনিও দুর্বল।

তবে মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ দ্বারা এ হাদীসের সমস্যা বর্ণনা করাই উত্তম। কারণ তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৩/১৬৭) বলেন: হাদীসটি ত্বারানী “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে হিব্বান ইবনু আলীর বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফে’ হতে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের দু’জনেই নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে তাদের দু’জনের ব্যাপারে বহু সমালোচনা রয়েছে।

১০৫২. (إِنْ مِنَ التَّوَّاصِعِ لِلَّهِ، الرَّضَى بِاللُّؤْنِ مِنْ شَرَفِ الْمَجْلِسِ).

১৫৪২। মজলিসের উঁচু স্থান ছেড়ে নিচু স্থান গ্রহণে সম্মত থাকা আল্লাহর জন্য বিনয়িতা প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে ((১/৬৩/১) ইয়াহইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালেহ হতে, আর তার থেকে যিয়া মাকদেসী “আলমুখতারাহ” গ্রন্থে (১/২৮৫) ও ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১৬০) আহমাদ ইবনুল ফাযল ইবনু ওবাইদুল্লাহ সায়েগ হতে, আর তারা উভয়েই সুলাইমান ইবনু আইউব ইবনু ‘ঈসা ইবনু মূসা ইবনু ত্বলহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে, তিনি মূসা ইবনু ত্বলহা হতে, তিনি তার পিতা ত্বলহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সম্প্রদায়ের এক মজলিসে আসলে তার জন্য লোকেরা সব দিক থেকেই প্রশস্ত করে দিল। তখন তিনি মূল মজলিসের এক নিচু স্থানে বসলেন। অতঃপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

ইবনু আদী বর্ণনাকারী সুলাইমানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন:

এগুলো বর্ণনার ব্যাপারে সুলাইমানের কেউ মুতাবা’য়াত করেননি।

তাকে হাফিয যাহাবী “আযুযু’য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তার কতিপয় মুনকার হাদীস রয়েছে।

তিনি “আলমীযান” গ্রন্থে তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

তার পিতা হচ্ছে আইউব ইবনু সুলাইমান ইবনু ‘ঈসা। আর তার দাদা হচ্ছে ‘ঈসা। তাদের দু’জনেরই আমি জীবনী পাচ্ছি না। তবে তাদের

দু'জনের প্রথমজনকে ইবনু আবী হাতিম (১/১/২৪৮) শুধুমাত্র তার পুত্রের বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। অতএব তিনি মাজহুল।

১৫৬৩. (إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَخِّرُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَكِنْ زِيَادَةَ الْعُمْرِ ذُرِّيَّةً صَالِحَةً يَرْزُقُهَا اللَّهُ الْعَبْدَ، فَيَدْعُونَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَيَلْحَقُهُ دُعَاؤُهُمْ فِي قَبْرِه، فَذَلِكَ زِيَادَةُ الْعُمْرِ).

১৫৪৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা আত্মাকে (আত্মা কবজ করাকে) পিছিয়ে দিবেন না যে আত্মার মৃত্যুর সময় এসে যাবে। আর বয়স বৃদ্ধির ভাবার্থ হচ্ছে সং সন্তান, আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাকে যা দান করে থাকেন। যারা তার (মৃত্যুর) পর হতে তার জন্য দু'য়া করতে থাকে আর তাদের দু'য়া কবরে তার নিকট পৌছতে থাকে। আর এটিই হচ্ছে বয়স বৃদ্ধি হওয়া।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ওকায়লী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (২/১৩৪), ইবনু আদী (১/১৬০), ইবনু হিব্বান “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (১/৩৩১) সুলাইমান ইবনু আতা হতে, তিনি মাসলামাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ জুহানী হতে, তিনি তার চাচা আবু মশজা'য়াহ্ ইবনু রিব'ঈ হতে, তিনি আবুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমরা রসূল (ﷺ)-এর নিকট বয়স বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করছিলাম তখন তিনি বলেন: ...।

ওকায়লী বলেন: এ ভাষায় সুলাইমানের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। বুখারী হতে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তার হাদীসে কিছু মুনকার রয়েছে।

“আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে আবু হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

ইবনু হিব্বান প্রমুখ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

ইবনু কাসীর হাদীসটিকে (৩/৫৫০) ইবনু আবী হাতিমের বর্ণনায় সুলাইমানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে সুলাইমানের স্থলে উসমান উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মুদ্রণগত ভুল। ইবনু আবী হাতিম “আলজারহ্ অততা'দীল” গ্রন্থে (৪/২/১০) উল্লেখ করেছেন যে, তার শাইখদের মধ্যে এ সুলাইমান ইবনু আতা রয়েছেন।

আর ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আমি জানি

না সেগুলোর ব্যাপারে তার থেকে সংমিশ্রণ ঘটেছে, নাকি মাসলামাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ থেকে?

অতঃপর তিনি তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেন, এটি সেগুলোর একটি।

এ হাদীসটি সেই হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর দ্বারা দু'হালাবী আলেম তাদের দু'গ্রন্থ “মুখতাসারু তাফসীরুল হাফেয ইবনু কাসীর” কে কালিমালিগু করেছেন।

১০৪৪। (آيَاتُ الْمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَؤْتِمِنَ

خَانَ).

১৫৪৩। মুনাফিকের আলামতসমূহ: যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদাহ্ করে তখন ওয়াদার বরখেলাফ করে আর (তার কাছে) আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে আবু বাকর সিদ্দীক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেন: ...। হাইসামী (১/১০৮) বলেন: এর সনদে যানফাল আলওরফী রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি দেখছি না কে তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার ব্যাপারে সর্ব নিকট কথা যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তার সম্পর্কে (১৫১৫) হাদীসে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এ হাদীস থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখতে পারে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত নিম্নের ভাষার মারফু' হাদীস:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَؤْتِمِنَ خَانَ.

“মুনাফিকের আলামাত হচ্ছে তিনটি: ...।

এটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১০৪৫। (آيَاتَانِ هُمَا قُرْآنٌ، وَهُمَا يَشْفَعَانِ، وَهُمَا مِمَّا يُجِبُهُمَا اللَّهُ، الْآيَاتَانِ فِي

آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ).

১৫৪৫। দু'টি আয়াত সে দু'টি কুরআন (এর অন্তর্ভুক্ত), সে দু'টি সুপারিশ করবে এবং সে দু'টিকে আদ্বাহ্ ভালোবাসেন। আয়াত দু'টি হচ্ছে সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে দায়লামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন:

এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু জা’ফার জুরজানী রয়েছে। তিনি যদি ফারাবী হন তাহলে তিনি সত্যবাদী। আর তিনি যদি কায়াল হন তাহলে তিনি জালকারী যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার বেশীর ভাগ ধারণা যে, তিনি দ্বিতীয় জন।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাফিযের “মুখতাসারুদ দায়লামী” গ্রন্থে (১/১/৭৭) তার সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এতে বর্ণিত হয়েছে ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহুইয়া সূত্রে সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু সাওবান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয বলেন:

ইবনু আবী ইয়াহুইয়া দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মাতরুক যেমনটি তিনি নিজে “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

১০৬৭. (أَمَّنْ شِعْرُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، وَكَفَّرَ قَلْبُهُ).

১৫৪৬। উমাইয়াহ্ ইবনু আবিস সল্‌তের কবিতা ঈমান আনে আর তার হৃদয় কুক্ষরী করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু বাক্‌র ইবনুল আশ্বারী “আলমাসাহিফ” গ্রন্থে, খাতীব বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে ও ইবনু আসাকির আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এরূপই এসেছে “আলজামে’উস সাগীর” ও “কাবীর” গ্রন্থে (১/৩/২)। আমি “ফেহরেসুল খাতীব” গ্রন্থে এটিকে পাচ্ছি না। মানাবী তার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনুল আশ্বারীর নিকট তার সনদে আবু বাক্‌র হুযালী রয়েছে। তিনি মাতরুকুল হাদীস যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে। আর খাতীব ও ইবনু আসাকিরের সনদ দুর্বল। তার থেকে ফাকেহী ও ইবনু মান্দাহ্ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি “আলইসাবাহ্” গ্রন্থের মাধ্যমে (৮/১৫৬) ফাকেহীর সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তিনি কালবী সূত্রে আবু সাালেহ্

হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

আর কালবী হচ্ছেন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

١٥٤٧. (آيَةُ الْعِزِّ: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ (الآية).

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾: ১৫৪৭। ইয়্যাতের আয়াত হচ্ছে:

“বল, ‘সকল প্রশংসাই আল্লাহুর যিনি সন্তান গ্রহণ করেন না’” (সূরা ইসরা: ১১১)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আহমাদ (৩/৪৩৯) ও ওয়াহেদী তার “তাফসীর” গ্রন্থে (২/১৯২/১) রিশদীন ইবনু সা’দ হতে, তিনি যাবান ইবনু ফায়েদ হতে, তিনি সাহল ইবনু মু’য়ায হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হেফয শক্তির দিক থেকে যাবান ইবনু ফায়েদ সমালোচিত ব্যক্তি। কখনও কখনও তার হাদীসকে হাসান আখ্যা দেয়া যায়। হাফয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি ভালো এবং আবেদ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

রিশদীন ইবনু সা’দও দুর্বল। ইমাম আহমাদের নিকট ইবনু লাহী’য়াহ তার মুতাবা’য়াত করেছেন আর তিনিও তার মতই দুর্বল।

“আলফায়েয” গ্রন্থে এসেছে: হাফয ইরাকী বলেন: তার সনদ দুর্বল। আর হাইসামী বলেন: ইমাম আহমাদ ও ত্ববারানী দু’টি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেদু’টির একটিতে রিশদীন ইবনু সা’দ রয়েছে, তিনি দুর্বল। আর দ্বিতীয়টিতে ইবনু লাহী’য়াহ রয়েছে, তিনি ইবনু সা’দের চেয়ে বেশী ভালো। লেখক হাদীসটির ব্যাপারে হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

١٥٤٨. (سَتَفْتَحُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي الشَّامَ وَشِيكَا، فَإِذَا فَتَحَهَا فَاحْتَلَهَا،

فَأَهْلَ الشَّامِ مُرَابِطُونَ إِلَى مَتْنَى الْجَزِيرَةِ: رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَصِيَّائُهُمْ وَعَبِيدُهُمْ، فَمَنْ احْتَلَّ سَاحِلًا مِنْ تِلْكَ السَّوَاكِحِلِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ، وَمَنْ احْتَلَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ).

১৫৪৮। আমার পরে আমার উম্মাতের জন্য শাম ও শীকান দেশ মুক্ত করা হবে। যখন তাকে মুক্ত করবে তখন তা স্বাধীন হয়ে যাবে।

শামবাসী: তাদের পুরুষ, তাদের মহিলা, তাদের শিশু ও দাসরা, জায়ীরার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জিহাদের জন্য নিজেদেরকে বেঁধে (সার্বক্ষনিক নিয়োজিত) রেখেছে। যেই সে সমুদ্রকূলগুলোর একটি কূলকে স্বাধীন করবে সেই জিহাদের মধ্যে রয়েছে আর যে বাইতুল মাকদিসকে মুক্ত করবে সে জিহাদের মধ্যে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ষ” গ্রন্থে (১/২৭০) ইবনু হিমযার সূত্রে সা’ঈদ বাজালী হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী শাহরের কারণে এ সনদটি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি বহু মুরসাল এবং সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী।

আর সা’ঈদ বাজালীকে আমি চিনি না।

আর হিশাম ইবনু আম্মার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু মুতী’ মু’য়াবিয়াহ্ ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি আরতাত ইবনুল মুনযির হতে, তিনি সেই ব্যক্তি হতে যে আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ...।

এটিও দুর্বল। আবু মুতী’ দুর্বল আর আরতাতের শাইখ মাজহুল হওয়ার কারণে।

১০৬৭. (إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ مِنْهُمْ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَأَبُو ذَرٍّ، وَسَلْمَانُ، وَالْمِقْدَادُ).

১৫৪৯। আব্বাহু তা’য়ালা আমাকে চার জনকে ভালোবাসার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আব্বাহুর রসূল! তারা কারা? তিনি বললেন: তাদের মধ্যে আলী রয়েছেন। তিনি তা তিনবার বললেন। আর আবু যার, সালামান ও মিকদাদ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (পৃ ৩১), তিরমিযী (২/২৯৯-৩৭১৮), ইবনু মাজাহ্ (১৪৯), আবু নু’য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (১/১৭২), হাকিম (৩/১৩০) ও আহমাদ (৫/৩৫৬) শারীক সূত্রে আবু রাবী’য়াহ্ ইয়াদী হতে, তিনি ইবনু বুরাইদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (রাঃ) বলেছেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। এটিকে একমাত্র শারীকের হাদীস হতেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দুর্বল, তার মন্দ হেফয শক্তির কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব কিভাবে তার হাদীস হাসান? হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী। যখন কূফায় তাকে কাযী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তখন তার হেফযে পরিবর্তন ঘটে। তিনি ন্যায়পরায়ন, সম্মানিত, আবেদ ও বিদ'আতীদের বিপক্ষে কঠোর ছিলেন।

হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: কাত্তান বলেন: তার সখমিশ্রণ ঘটা (মস্তিষ্ক বিকৃত) অবস্থা ছিল। আবু হাতিম বলেন: তার বহু ভুল রয়েছে। দারাকুতনী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুসলিম মুতাবা'য়াত থাকার শর্তে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় হাকিম যে হাদীসটির শেষে বলেছেন: “মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ, তা ভুল।

হাফিয যাহাবী এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বলেছেন যে, আবু রাবী'য়াহ হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেননি।

তার এ কথা থেকে বুঝা যায় না যে, তিনি দুর্বল। কারণ ইমাম মুসলিম কর্তৃক কোন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা না করা তার দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। তবে তিনি (যাহাবী) “আলআসমা” গ্রন্থে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: আবু হাতিম তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

কোন জালকারী এ হাদীসটিকে চুরি করে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

“আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে আমার চার সহাবীকে ভালোবাসতে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন: তুমি তাদেরকে ভালোবাস, আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)।”

অথচ এটি বানোয়াট। এটিকে ইবনু আদী (১/১৬১) সুলাইমান ইবনু 'ঈসা সাজযী হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু 'ঈসা হাদীস জালকারী।

অন্যরাও অনুরূপ কথা বলেছেন যেমনটি সামনে আসবে। হাফিয যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি তার বিপদগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর সুযুতী “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে (৪৭০৬) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ মিথ্যাকের বানোয়াট হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত নিম্নের হাদীসটিও:

১৫৫০. (أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، إِلَّا أَنْ يُرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا).

১৫৫০। যে নারীই তার স্বামীর গৃহ হতে তার অনুমতি ছাড়া বের হবে প্রতিটি বস্তু যার উপর সূর্য এবং চন্দ্র উদ্ভিত হয়েছে তাকে অভিশাপ দিবে। তবে তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দায়লামী (১/২/৩৫৩- ৩৫৪) আবু নু'য়াইম সূত্রে আবু হুদবাহ হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। আবু হুদবার নাম হচ্ছে ইব্রাহীম ইবনু হুদবাহ। তিনি মাতরুক, আনাস (رضي الله عنه) হতে তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ হাদীস (১০২০) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

১৫৫১. (مَنْ تَمَنَّى الْغَلَاءَ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً).

১৫৫১। যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপর একরাত মূল্যবৃদ্ধি কামনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ বছরের আমলকে বাতিল করে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/১৬১) ও তার ও অন্যদের থেকে খাতীব বাগদাদী (৪/৬০) সুলাইমান ইবনু 'ঈসা সাজযী হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ইবনু 'ঈসা জালকারী। তার সব হাদীস অথবা অধিকাংশ হাদীস বানোয়াট।

খাতীব বলেন: তিনি খুবই মুনকার। সুলাইমান ইবনু 'ঈসা সাজযী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। তিনি মিথ্যুক ছিলেন, হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: খাতীবের সূত্রে ইবনুল জাওয়াযী হাদীসটিকে “আলমওয়াযাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/১৪৫) এবং ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ্” গ্রন্থে (২/১৮৮) তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে সাজযী হতে তার ন্যায় কোন মিথ্যুক চুরি করেছেন। এটিকে ইবনু আসাকির (১৬/১২২/২) মামুন ইবনু আহমাদ সুলামী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আদিল্লাহ্ শাইবানী হতে, তিনি বিশর ইবনু সারিউ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটিও বানোয়াট। এটিকে ইবনু আসাকির এ মামূনের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে বলেছেন: হাদীস জাল করার ব্যাপারে তিনি এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কোন কোন বিদ্বান তাকে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ আহমাদ ইবনু আদিল্লাহ্ শাইবানী তার থেকেও বেশী বড় মিথ্যুক। তিনি হচ্ছেন জুওয়াইবারী। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি দাজ্জালদের এক দাজ্জাল। তিনি ইমামদের উদ্ধৃতিতে হাজার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ তারা সেগুলোর কিছুই বর্ণনা করেননি।

হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে মিথ্যুকের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি: এতো কিছু সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটিকে “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিগু করেছেন। তিনি তাতে ইবনু আসাকিরের বর্ণনার উল্লেখ করেছেন অথচ তিনি নিজে “আললাআলী” গ্রন্থে (২/১৪৫) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: মামুন ও তার শাইখ তারা উভয়েই মিথ্যুক।

১০০২. (أَثَرُ عَوَا الطُّسُوسَ وَخَالَفُوا الْمَجُوسَ).

১৫৫২। তোমরা হাত ধোয়ার পাত্রগুলোকে পূর্ণরূপে ভর্তি করে ফেলো (অর্থাৎ ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত তাতেই পানি একত্রিত করতে থাক) আর অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো (কারণ তারা ভর্তি না হওয়ার আগেই ফেলে দেয়)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আততারীখ” গ্রন্থে (৫/৯), তার থেকে ইবনু আসাকির (২/৮৫/২), দায়লামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (১/১/৩৭) ও বাইহাক্বী “আশশুয়াব” গ্রন্থে (২/১৮২/২) আবু সালেহ খালাফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (তিনি খাইয়াম নামে পরিচিত) হতে,

তিনি আবু হারুন সাহল ইবনু শায়বিয়াহ্ হাফিয হতে, তিনি জালওয়ান ইবনু সামুরাহ্ হতে, তিনি 'ইসাম আবু মুকাতিল নাহ্বী হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু মূসা গানজার হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন: সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং সনদটি নিষ্কিণ্ড। বর্ণনাকারী খালাফ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। হাকিম বলেন: “তার হাদীস নিষ্কিণ্ড হয়েছে এ হাদীস বর্ণনা করার দ্বারা: “তিনি (স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে) খেলাধুলা করার পূর্বেই মিলিত হতে নিষেধ করেছেন।”

আমি (আলবানী) বলছি “এ হাদীসটি (৪২৬) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

আর খালাফ ও গুনজারের মাঝের বর্ণনাকারীদের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

মানাবী সুযুতীর কথার উপর টীকা লিখে বলেছেন: হাদীসটিকে বাইহাক্বী, খাতীব ও দায়লামী ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে বাইহাক্বী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর বলেছেন: এর সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে চেনা যায় না। ইবনুল জাওয়ী বলেন: হাদীসটি সহীহ নয়। এর অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ দুর্বল ও অপরিচিত ...।

১০৫৩. (لَا تَرْفَعُوا الطُّسْتَ حَتَّى تَطْفَأَ، اجْمَعُوا وَضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ

شَمْلَكُمْ).

১৫৫৩। তোমরা হাত ধোয়ার পাত্র উঠানো না যে পর্যন্ত ভর্তি না হয়ে যায়। আর তোমরা তোমাদের অযুর পানি জমা কর তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের ঐক্যকে অটুট রাখবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/৫৯) ও বাইহাক্বী “আশু'য়াব” গ্রন্থে (২/১৮২/২) আবু 'আলী হিশাম ইবনু আলী সাইরাফী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আবু আমর সবাহী হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু শু'রাইব হতে, তিনি আম্মার ইবনু আবু আম্মার হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন:।

বাইহাক্বী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন: এর সনদের কোন

কোন বর্ণনাকারী অপরিচিত। অনুরূপ ভাবার্থের হাদীস অন্য দুর্বল সনদেও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বের আলোচিত হাদীসটি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। 'ঈসা ইবনু শু'য়াইব সম্পর্কে আমি প্রথমে ধারণা করেছিলাম যে, তিনি বানু দীল মাদানীর দাস ইবনু সাওবান। কারণ তিনি এ স্তরেরই। কিন্তু তারা তার শাইখদের মধ্যে আম্মারকে উল্লেখ করেননি এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে আবু আমর সবাহীকেও উল্লেখ করেননি। ইবনু আবী হাতিম (৩/২/২৬৯) এ সবাহীর জীবনী আলোচনা করে তার শাইখদের মধ্যে এ ইবনু শু'য়াইবকে উল্লেখ করেননি।

এ কারণে আমি এ দিকে যাচ্ছি যে, তিনি অন্য কেউ। অতঃপর বিষয়টি আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যখন দেখলাম যে সাম'য়ানী সবাহী সম্পর্কে বলেছেন:

তিনি 'ঈসা ইবনু শু'য়াইব কাসমালী ও আসেম ইবনু সুলাইমান কুফী হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে কাসেম ইবনু নাসর মাখযুমী ও হিশাম ইবনু আলী সাইরাফী বর্ণনা করেছেন। তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: সাম'য়ানীর কথায় ...কাসমালী উল্লেখ হওয়ায় তা আমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে যে, তিনি দীলী নন। অতএব তিনি অন্য 'ঈসা, অপরিচিত, যাকে চেনা যায় না। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

যদি ধরেই নেয়া হয় যে, তিনি দীলী তাহলেও তিনি কাসমালীর মতই অপরিচিত। হাফিয যাহাবী তার (দীলী) সম্পর্কে বলেন:

তাকে চেনা যায় না।

অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: এটি বানোয়াট।

আর তার নিকট পৌঁছতে এ সূত্রে বর্ণনাকারী আবু 'আলী সাইরাফী রয়েছেন, তার জীবনী পাচ্ছি না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, যিনি সনদটিকে ভালো বলেছেন তিনি ভুল করেছেন।

১০০৬. (الْعِدَّةُ عَطِيَّةٌ).

১৫৫৪। ওয়াদা হচ্ছে হাদিয়্যাহ্।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “আসসমত” গ্রন্থে (৩/২১/২) ও খারাইতী “মাকারিমুল আখলাক্” গ্রন্থে (পৃ ৩৪) দু'টি সূত্রে ইউনুস হতে,

তিনি হাসান বাসরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা রসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলে সে মহিলা তা তাঁর নিকটে পেল না। তখন সে মহিলা বলল: আপনি আমাকে ওয়াদা দিন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: মুরসাল হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। তা ছাড়া এটি হাসান বাসরী কর্তৃক বর্ণনাকৃত মুরসাল, যার মুরসালগুলো সম্পর্কে কোন কোন ইমাম বলেছেন: সেগুলো বাতাসের মতই।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) এবং কুবাস ইবনু উসাইম লাইসী (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে মুসনাদ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

১। ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর হাদীস। এটিকে বাকিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক ফায়ারী হতে, তিনি আ'মশ হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে। তিনি বলেন:

“যখন তোমাদের কেউ তার বন্ধুর সাথে ওয়াদা করবে তখন সে যেন তা পূর্ণ করে। কারণ আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

এটিকে কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/১-২) এবং অনুরূপভাবে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহু” গ্রন্থে (৮/২৫৯) বর্ণনা করেছেন। আবু নু'য়াইম বলেন:

এটি আ'মশের হাদীস হতে গারীব। ফায়ারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হাদীসটিকে বাকিয়্যাহ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (বাকিয়্যাহ) মুদাল্লিস আন্‌আন করে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে (২/৪৩৭) বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: এ হাদীসটি বাতিল।

২। কুবাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস। এটিকে আসবাগ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু মারওয়ান হিমসী বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবান ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কুবাস হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ত্ববারানী “আলমু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৫২/১) বর্ণনা করে বলেছেন: কুবাস হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আসবাগ এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাইসামী “মাজমাউয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৪/১৬৬-১৬৭) বলেন: আবু হাতিম বলেন: তিনি (আসবাগ) মাজহুল।

আমি (আলবানী) বলছি: আবান ইবনু সুলাইমানের অবস্থা অজ্ঞাত (মাজহুলুল হাল)। ইবনু আবী হাতিম উল্লেখ করেছেন যে, তার কুনিয়াত হচ্ছে আবু উমায়ের সূরী। তিনি তার অবস্থা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী বলেননি:

তিনি আল্লাহর নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। হিকমাত সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

আর তার পিতা সুলাইমানের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

১০০০. (الْأَمَانَةُ غُنًى).

১৫৫৫। আমানাত রক্ষা করা হচ্ছে ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়ার কারণ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (৩/১) ইয়াযীদ বুরকাশী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইয়াযীদ হচ্ছেন ইবনু আবান বুরকাশী। তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

১০০১. (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَتَرًا، فَقَالَ فِيهِ: فَلَا يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ،

وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَزَالَتِ الشَّمْسُ، فَلَا يُسَافِرُ حَتَّى يَجْمَعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، وَإِذَا هَجَمَ عَلَى أَحَدِكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَا يُمَجِّدُ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ).

১৫৫৬। যখন তোমাদের কেউ কোন স্থানে অবতরণ করবে তখন তার ব্যাপারে তিনি বলেন: সে যেন যোহরের সলাত আদায় না করে চলা শুরু না করে। তোমাদের কেউ যখন জুম'য়ার দিনে সফর করার ইচ্ছা করবে এমতাবস্থায় যে সূর্য ঢলে পড়েছে, সে যেন কোন ওয়র না থাকলে জুম'য়ার সলাত আদায় না করে সফর না করে। তোমাদের কারো নিকট যদি রমাযান মাস এসে যায়, তাহলে সে যেন তার ন্যায় মাসকে (সওম পালন করা থেকে বিরত থেকে) অসম্মান না করে তবে যদি কোন কারণ

থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১৬১) সুলাইমান ইবনু ঈসা সূত্রে ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি বানোয়াট। এর সসম্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী সুলাইমান। তার সম্পর্কে ইবনু আদী প্রমুখ বলেন: তিনি হাদীস জালকারী। যেমনটি তার সম্পর্কে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা নিকটে তার সম্পর্কে ১৫৫০ নম্বর হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুযুতী তার দু’জামে’ গ্রন্থে প্রথম অংশটি উল্লেখ করেছেন যোহরের স্থলে দু’রাক’য়াত শব্দ উল্লেখ করে। পরের অংশগুলো উল্লেখ করেননি।

মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি “আত্‌তায়সীর” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

১০০৭. (السَّمَاحُ وَبَاحٌ، وَالْعُسْرُ شَوْمٌ).

১৫৫৭। ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে লাভজনক আর কঠোরতা করা হচ্ছে অমঙ্গলজনক।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (৩/২) আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বরং বানোয়াট। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইব্রাহীম হচ্ছেন গিফারী আর হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মাতরুক। ইবনু হিব্বান তাকে জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

আর হাকিম বলেন: তিনি একদল দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোকে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আর আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু আসলাম। তিনি খুবই দুর্বল। তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষীও করা হয়েছে। ইনিই আদম (আ) কর্তৃক নাবী (ﷺ)-এর দ্বারা অসীলা ধরা মর্মে বর্ণিত হাদীসের

বর্ণনাকারী। সেটি (২৫) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসটিকে দায়লামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলজামে’” গ্রন্থে এসেছে। অনুরূপভাবে ইবনু নাস্ৰ ও ইবনু লালও বর্ণনা করেছেন। এদের দু'জন থেকেই দায়লামী বর্ণনা করেছেন।

মানাবী বলেন: লেখক যদি মূল গ্রন্থের সাথে হাদীসটিকে উদ্ধৃত করতেন তাহলে তাই ভালো ছিল। এর সনদে হাজ্জাজ ইবনু ফারাকিসাহ্ রয়েছে। তাকে হাকিম যাহাবী “আযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: আবু যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। তাকে ইবনু হিব্বান জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইবনু আদী বলেন: তার বর্ণনাকৃত অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। দারাকুতনী বলেন: হাদীসটি মুনকার।

١٥٥٨. (الْقُرْآنُ غَنَى لَا فَقْرَ بَعْدَهُ، وَلَا غِنَى ذُرْوَةٌ).

১৫৫৮। কুরআনের মাঝেই রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (অর্থাৎ কুরআনের আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে মু'মিনের হৃদয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা), যার পরে দরিদ্রতা নেই এবং কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুতেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু নাস্ৰ “কিয়ামুল লাইল” গ্রন্থে (৭২), আবু ইয়াল্লা (২/৭৩৮), ত্বারানী (১/৬৫/২) ও ইবনু আসাকির (১৫/২৫৬/২, ১৬/২৩২/১) শারীক হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্বারানীর সূত্রেই ইবনু আব্দুল হাদী “হিদায়াতুল ইনসান” গ্রন্থে (২/১৩৫) বর্ণনা করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মাখলাদ বায'যায “হাদীসু ইবনুস সাম্মাক” গ্রন্থে (১/১৭৮/১) শারীক হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি নাবী (رضي الله عنه)-এর কোন এক সহাবী হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “অলা গিনা দূনাহ্” এর স্থলে “আলআমানাতু গিনান” বলেছেন।

এটিকে কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/১৮) আবুল হাসান আলী ইবনু উমার বাগদাদী সূত্রে আ'মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কাযা'ঈ বলেন: দারাকুতনী বলেন: আর আবু মু'য়াবিয়াহ্ আ'মাশ হতে,

তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি হাসান (বাসরী) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি মুরসাল এবং মওসূল উভয় দিক থেকেই দুর্বল। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বর্ণনাকারী রুকাশী আর তিনি দুর্বল ...।

১০০৭. (الْقُرْآنُ هُوَ الدُّوَاءُ).

১৫৫৯। কুরআন হচ্ছে ঔষধ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (৩/২) হাসান ইবনু রাশীক হতে, তিনি আবু আদিল্লাহ্ হুসাইন ইবনু আলী হাসানী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু ইয়াহুইয়া আওদী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু উতবাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু সাবেত আদদাহান হতে, তিনি মু'য়ায হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হারেসের কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ তিনি হচ্ছেন আ'ওয়্যার। কারণ তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। এর মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যাকে আমি চিনি না যেমন আওদী।

হাসান ইবনু রাশীক সম্পর্কে হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তাকে হাফেয আব্দুল গানী ইবনু সা'ঈদ সামান্য দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর একদল তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এ কারণে যে, তিনি তার আসলের মধ্যে ঠিক ঠাক করতেন এবং পরিবর্তন সাধন করতেন।

১০১০. (التَّائِيْبُ نِصْفُ الْعَيْشِ، وَالتَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَالْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ،

وَقِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ).

১৫৬০। খরচ করার পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেয়া জীবন ধারণের অর্ধেক, (মানুষকে) ভালোবাসা বিবেকের অর্ধেক, চিন্তামগ্নতা বৃদ্ধ হওয়ার অর্ধেক, আর পরিবারের সদস্য কম হওয়া হচ্ছে দু'ই স্বয়ংসম্পূর্ণতার একটি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/৪) ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম শামী হতে, তিনি 'আলী ইবনু হারব হতে, তিনি মূসা ইবনু দাউদ হাশেমী হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান

ইবনু নাওফাল হতে, তিনি আমের ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ‘আলী (রাঃ) হতে মারফূ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু লাহী‘য়ার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্, আর তিনি দুর্বল।

আর ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম শামীকে আমি (আলবানী) চিনি না। হতে পারে তিনি নিম্নের যে কোন একজন:

১। ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম ইবনুল ‘আলা হিমসী, ইবনু যাবরীক নামে পরিচিত।

২। ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম ইবনু ইয়াযীদ আবুন নাযর দেমাস্কী, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীযের দাস। প্রথমজন হচ্ছেন দুর্বল। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো। মানাবী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয়জন। কিন্তু এর কোন কারণ আমার নিকট স্পষ্ট হয়নি। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

হাদীসটিকে দাইলামীও “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী বলেছেন: ইরাকী বলেন: এর সনদে খাল্লাদ ইবনু ‘ঈসা রয়েছেন, তাকে ওকাইলী মাজহুল (অপরিচিত) আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু মাঈন তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দাইলামীর বর্ণনাতে (২/১/৫০) রয়েছেন। অনুরূপভাবে খাতীবের বর্ণনাতেও (১২/১১) রয়েছেন আবুল হাসান ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম মাখরামী সূত্রে কাযী ইকরিমার কাতেব ‘আলী ইবনু ‘ঈসা হতে, তিনি খাল্লাদ ইবনু ‘ঈসা হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এর মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর তা হচ্ছে ই‘য়াকুবের দুর্বল হওয়া। খাতীব বাগদাদী (১৪/২৯০) তার জীবনী আলোচনা করে দারাকুতনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুর্বল। আর তিনি ইবনুল মুনাদী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

আমার দাদার জীবদ্দশায় আমরা তার থেকে লিখেছি। অতঃপর আমাদের নিকট তিনি যে স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলতেন তা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ফলে তার থেকে বেঁচে থাকাটা অপরিহার্য হয়ে যায়। তার ব্যাপারে বহু সূত্রে অবগত হওয়ার পর আমরা এবং বহু সংখ্যক হাদীসের পণ্ডিত (মুহাদ্দিস) তার থেকে যা কিছু লিখেছিলাম তার সবই নিক্ষেপ করি (প্রত্যাখ্যান করি)।

আর বর্ণনাকারী ‘আলী ইবনু ‘ঈসা সম্ভবত মাজহুল। কারণ খাতীব

বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (১২/১১) তাকে এ হাদীসের কারণেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

১০৬১. (الرِّضَاعُ يُغَيِّرُ الطَّبَاعَ).

১৫৬১। (দুধ মায়ের) দুধ পান করা স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

হাদীসটি খুবই মুনকার।

এটিকে ইবনুল আ'রাবী “আলমু'জাম” গ্রন্থে (১/২৪) আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু সালেহু আনত্বকী হতে (লিখিতভাবে), তিনি আবু মারওয়ান আব্দুল মালেক ইবনু মাসলামাহু হতে, তিনি সালেহু ইবনু আব্দুল জাব্বার হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি ইকরিমাহু হতে, তিনি আব্দুল্লাহু ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আ'রাবীর সূত্রে হাদীসটিকে কাযা'ঈ (৪/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে:

১। ইবনু জুরায়েয কর্তৃক আন'আন করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

২। সালেহু ইবনু আব্দুল জাব্বার হচ্ছেন মাজহুল তাকে চেনা যায় না। হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তিনি খুবই মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। এটিকে ইবনুল আ'রাবী ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন:

৩। আব্দুল মালেক মাদানী দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ আব্দুল্লাহু ইবনু উমার (রাঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন।

১০৬২. (كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنُ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، وَعَيْنُ سَهَرَتْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيْنُ خَرَجَ مِنْهَا مَثَلُ رَأْسِ الذُّبَابِ دُمْعَةً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ).

১৫৬২। প্রত্যেক চোখ কিয়ামাত দিবসে জন্মন করবে। সেই চোখ

ছাড়া যে চোখ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু থেকে বেঁচে থেকেছে, যে চোখ আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে জেগে থেকেছে এবং ঐ চোখ যে চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে মাছির মাখার ন্যায় অশ্রু নির্গত হয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহু” গ্রন্থে (৩/১৬৩), ইবনুল জাওয়াযী “যাম্মুল হাওয়া” গ্রন্থে (পৃ ১৪১) দু'টি সূত্রে উমার ইবনু সহবান হতে, তিনি সাফওয়ান হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আবু নু'য়াইম বলেন: সাফওয়ান ও আবু সালামার হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে উমার ইবনু সহবান এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা অল মাতরুকাীন” গ্রন্থে বলেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আর হাফিয় যাহাবী যা উল্লেখ করেছেন সেটিই বেশী সঠিক।

মানাবী “আত্‌তায়সীর” গ্রন্থে বলেন: তার সনদটি হাসান।

সম্ভবত তিনি (মানাবী) তার সনদটি সম্পর্কে অবগত হননি।

١٥٦٣. (أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ).

১৫৬৩। ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের জন্য দু'আ করা হচ্ছে সর্বোত্তম দু'আ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (১/৫৪৩) মুবারাক ইবনু হাস্সান সূত্রে আতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ)-কে কোন্ দু'আটি উত্তম এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তিনি বলেন: ব্যক্তি কর্তৃক তার নিজের জন্য দু'আ করা।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ।

আর হাফিয় যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেন: বর্ণনাকারী মুবারাক দুর্বল।

“আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

١٥٦٤. (قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ! قَدْ أَهْبَطَ آدَمُ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ سَيَكُونُ كِتَابٌ وَرُسُلٌ، فَمَا كِتَابُهُمْ وَرُسُلُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ غَزَوَجَلَّ: رُسُلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَالتَّبَيُّونُ مِنْهُمْ، وَكُتِبَهُمُ: التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَالْفُرْقَانُ. قَالَ: فَمَا كِتَابِي؟ قَالَ: كِتَابُكَ الْوَشْمُ، وَقِرَائِكَ الشَّعْرُ، وَرُسُلُكَ الْكَهَنَةُ، وَطَعَامُكَ مَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ، وَشَرَابُكَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، وَصِدْقُكَ الْكَذِبُ، وَيَتَكَ الْحَمَامُ، وَمَصَائِدُكَ النِّسَاءَ، وَمَوْذِنُكَ الْمِزْمَارُ، وَمَسْجِدُكَ الْأَسْوَاقُ).

১৫৬৪। ইবলীস তার প্রতিপালককে বললেন: হে আমার প্রতিপালক! আদমকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমি জেনেছি যে, তার জন্য অচিরেই কিতাব এবং রসূলগণকে (দূত নিয়োজিত করা) হবে। তাদের কিতাব এবং তাদের রসূলগণ কারা? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: তাদের রসূলগণ (দূতগণ) হচ্ছেন ফেরেশতা, নাবীগণ হবেন তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের কিতাবগুলো হচ্ছে: তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ও ফুরকান (কুরআন)। তখন সে বলল: আমার কিতাব কি? তিনি বললেন: তোমার কিতাব হচ্ছে সুই দিয়ে শরীরে দাগ দেয়া, আর তোমার কুরআন হচ্ছে কবিতা, তোমার রসূলরা হবে গণকরা, তোমার খাদ্য সেটিই যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তোমার পানীয় হচ্ছে প্রতিটি মাদকতা সৃষ্টিকারী বস্তু, মিথ্যাই হবে তোমার সত্য, তোমার ঘর হবে টয়লেট, নারীরা হবে তোমার শিকারের ফাঁদ, বাদ্যযন্ত্র হবে তোমার মুয়াযযিন আর বাজারগুলো হবে তোমার মাসজিদ।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী “যাম্মুল হাওয়া” গ্রন্থে (পৃ ১৫৫) তুবারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটি “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১১২/২) ইয়াহুইয়া ইবনু উসমান ইবরু সালেহু হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু সালেহু আইলী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু উমাইয়্যাহু হতে, তিনি ওবায়দে ইবনু উমায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহু ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসল (রাঃ) বলেছেন: ...।

ইবনুল জাওযী বলেন:

ইয়াহুইয়া ইবনু সালেহু হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ওকাইলী বলেন:

তিনি ইসমা'ঈল সূত্রে আতা হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: তার হাদীসগুলো নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে হাদীসটির মধ্য থেকে নিম্নোক্ত অংশটুকু সাব্যস্ত হয়েছে “তোমার খাদ্য সেটিই যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি।” অন্য সূত্রে সহীহ হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এটি বর্ণিত হয়েছে। এটিকে আমি “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (৭০৮) উল্লেখ করেছি।

১০৬০. (أَيُّمَا مُؤْمِنٍ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَغَنَبَهُ كَانَ غَنَبَهُ ذَلِكَ رِبَاً).

১৫৬৫। কোন মু'মিন কোন মু'মিনের প্রতি আকৃষ্ট হলে, অতঃপর সে তাকে ধোঁকার মাধ্যমে বিনিময় কম দিলে, তার এ ধোঁকা দেয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহু” গ্রন্থে (৫/১৮৭) মূসা ইবনু উমায়ের সূত্রে মাকহুল হতে, তিনি আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

অন্য ভাষায় এসেছে: “আকৃষ্ট ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হারাম।”

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। মূসা ইবনু উমায়ের হাচ্ছেন কুরাশী জা'দী, তাদের দাস হচ্ছে আবু হারুণ আ'মা। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে।

আবু হাতিম বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস, মিথ্যুক।

নাসাই বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

১০৬১. (كَانَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاءَهُ بِـ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ).

১৫৬৬। তিনি দু'আ করা শুরু করতেন “সুবহানা রাব্বিইয়াল আ'লাল অহুহাব” দ্বারা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (১/৪৯৮), ইবনু আবী শাইবাহ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১২/১৭/১) ও আহমাদ (৩/৫৪) উমার ইবনু রাশেদ ইয়ামানী সূত্রে ইয়াস ইবনু সালামাহ ইবনুল আকঅ' আসলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি রসূল (ﷺ)-কে সর্বদায় দু'আ শুরু করতে শুনেছি:।

তাদের সবার নিকট হাদীসটি এরূপই এসেছে। আর আমি এখানে হাদীসটিকে উল্লেখিত ভাষায় এনেছি সুযুতীর “আলজামে” গ্রন্থের অনুসরণ করে।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। হাফিয় যাহাবীও তার অনুসরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: যাহাবীর এ সিদ্ধান্ত তার নিম্নোক্ত কথার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত: তিনি “আয্যু‘য়াফা অলমাতরকীন” গ্রন্থে বর্ণনাকারী এ উমার সম্পর্কে বলেছেন: “তারা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন”।

তিনি “আলমীযান” গ্রন্থেও অনুরূপ কথা বলেছেন এবং তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। আর হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আর হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (১০/১৫৬) বলেন: এটিকে আহমাদ ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে উমার ইবনু রাশেদ ইয়ামানী রয়েছেন, তাকে একধিক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

এ কথাকে মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর “আত্‌তায়সীর” গ্রন্থে সংক্ষেপে হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দেয়ার কথা উল্লেখ করে সমালোচনা করেছেন। তার ভাষা থেকে বুঝা যায় তিনি সহীহ্ আখ্যাদানে সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু তার অন্ধ অনুসরণকারী গুমারী এবারে তার বিরোধিতা করে হাদীসটিকে তার “কান্‌য” গ্রন্থে (২৮৪৪) সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

১০৭৭. (كَرَامَةُ الْكِتَابِ خَمْتُهُ).

১৫৬৭। কিতাবের কারামাত হচ্ছে তাতে সীল লাগানোতে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলমু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে যেমনটি “আলমাজমা” গ্রন্থে এসেছে, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আসফাহানী “আলমুনতাকা মিনাল জুযইস সানী মিনাল “ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১), কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (৫/১), সা‘লাবী তার “তায়সীর” গ্রন্থে (৩/১২/২) মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সুদী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব হতে, তিনি আবু সালেহ্ হতে, (আর আবুল হুসাইন প্রমুখ বলেন: ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে) তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ সুদী। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার থেকে আরো হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হাইসামী (৮/৯৯) বলেন: এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সুদী সাগীর রয়েছেন, তিনি মাতরুক।

১০৬৮. (مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ).

১৫৬৮। যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করবে, সে তার উপর যে হক্ক (অধিকার) ছিল তা আদায় করল। আর যে বেশী প্রদান করবে তাই বেশী উত্তম।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ “আলমারাসীল” গ্রন্থে (ক্বাফ ৭/২) আর তার সূত্রে বাইহাকী (৪/৮৪) আযাফির বাসরী হতে, তিনি হাসান (বাসরী) হতে, তিনি নাবী (আলবানী) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এ আযাফির সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: জানা যায় না কে সে? তাকে আহমাদ ইবনু আলী সুলাইমানী জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তার অবস্থা লুক্কায়িত।

আমি (আলবানী) বলছি: হাসান সূত্রে মওসূল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এটিকে ইবনু আদী (২/১৬৩) সালাম ইবনু আবী খাবযাহ্ হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি সামুরাহ্ (আলবানী) হতে, তিনি নাবী (আলবানী) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সাঈদ হতে সালাম ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয় যাহাবী বলেন:

ইবনুল মাদীনী বলেন: তিনি হাদীস জালকারী। নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুক। দারাকুতনী বলেন: তিনি দুর্বল।

১০৬৭. (أَوَّلُ شَهْرِ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عَذَابٌ مِنَ النَّارِ).

১৫৬৯। রমায়ান মাসের প্রথম অংশ হচ্ছে রহমাতের, মধ্য অংশ হচ্ছে ক্ষমার আর শেষাংশ হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ওকাইলী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে (১৭২), ইবনু আদী (১/১৬৫), খাতীব “আলমুওয়াযযিহ্” গ্রন্থে (২/৭৭), দায়লামী (১/১/১০-১১), ইবনু আসাকির (৮/৫০৬/১) সালাম ইবনু সিওয়ার হতে, তিনি

মাসলামাহ্ ইবনুস সলত হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

ওকাইলী বলেন: যুহরীর হাদীস হতে এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আদী বলেন: সালাম ইবনু সুলাইমান ইবনে সিওয়ার আমার নিকট মুনকারুল হাদীস আর মাসলামাহ্ পরিচিত নন। হাফিয় যাহাবীও অনুরূপ কথা বলেছেন।

আর মাসলামাহ্ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস, যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে তার জীবনীতে এসেছে। তার আরেকটি হাদীস (১৫৮০) নম্বরে আসবে।

১০৭০. (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مَلَحَمَةً وَمَرَحَمَةً، وَلَمْ يَبْعَثْ تاجِرًا، وَلَا زَارِعًا، وَإِنَّ

شِرَارَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّجَارُ، وَالزَّرَاعُونَ، إِلَّا مَنْ شَغَّ عَلَى دِينِهِ).

১৫৭০। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে (আল্লাহর শত্রুদের জন্য) যুদ্ধক্ষেত্র করে আর (সারা জাহানের জন্য) রহমাত করে প্রেরণ করেছেন। আমাকে ব্যবসায়ী এবং কৃষক হিসেবে প্রেরণ করেননি। কিয়ামাতের দিন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক হবে ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা, সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার দ্বীনের ব্যাপারে কৃপণতা করবে (অর্থাৎ দ্বীনকে ধরে রাখবে)।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনুল মুযাফ্ফার “হাদীসু হাজেব ইবনু আরকীন” গ্রন্থে (১/২৫৫/১), ইবনুস সাম্মাক তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/৯০-৯১), তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১৫৪), আবু মুহাম্মাদ কুরী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৫/৩৪/২), ইবনু আদী (১/১৬৫), ইবনু আসাকির (৫/৫৭/২), মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহেদ মাকদেসী “আলমুনতাকা মিন হাদীসিহি” গ্রন্থে (৪০/৮৬/২) তারা সকলে সালাম ইবনু সুলাইমান সূত্রে হামযাহ্ যাইয়্যাত হতে, তিনি আলআজলাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ কিন্দী হতে, তিনি যহ্হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

কুরী হাদীসটিকে নিম্নের কথার দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন: হাদীসটি গারীব।

ইবনু আদী বলেন: হামযাহ্ হতে এটি নিরাপদ নয়। আর সালাম ইবনু সুলাইমান মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এতে তিনটি সমস্যা রয়েছে:

১। সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ যহ্‌হাক হাছেন ইবনু মুযাহিম হিলালী, কোন সহাবী হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি যেমনটি হাফিয় মিয়্যী বলেছেন।

২। আলআজলাহ ইবনু আব্দুল্লাহর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। “আত্‌তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি সত্যবাদী।

৩। সালাম ইবনু সুলাইমান দুর্বল যেমনটি ইবনু আদী হতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয়াযী “আলমওয়াযাত” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন: এটি সহীহ নয়। সালাম মাতরুক। বর্ণনাকারী আজলাহ সে নিজেই জানত না কি বলছে। আর মুহাম্মাদ ইবনু ‘ঈসা দুর্বল, অর্থাৎ সালাম থেকে বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/১৪৩) নিম্নের বর্ণনার দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন আর ইবনু ইরাক “তানযীহশ শারীয়াহ” গ্রন্থে (২/১৯১) তার অনুসরণ করেছেন: দারাকুতনী “আলআফরাদ” গ্রন্থে অন্য সূত্রে সালাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং আবু নু'য়াইম অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ মুতাবা'য়াতে কোন ফায়েদা নেই। কারণ এর মধ্যেও পূর্বোক্ত তিনটি সমস্যা রয়েছে। আর আবু নু'য়াইমের সূত্রে মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন যেমনটি পরের হাদীসের আলোচনার সময় আসবে।

আলোচ্য হাদীসটিকে আবুল আসওয়াদ নাসীর কাস্সাব মু'যাল হিসেবে যহ্‌হাক ইবনু মুযাহিম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

এটিকে ইবনু জারীর ত্ববারী “তাহযীবুত আসার” গ্রন্থে (১/৫১/১২১) তার সনদে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাকারী নাসীরকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৪/২/১১৬) উল্লেখ করেছেন আর ইবনু আবী হাতিম অন্য সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তারা উভয়েই তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

এ ছাড়া এর মধ্যে ত্ববারীর শাইখ আমর ইবনু আব্দুল হামীদ আমালী রয়েছেন, আমি তাকে চিনি না।

১০৭০. (بُعِثَتْ مَرْحَمَةٌ وَمَلْحَمَةٌ، وَلَمْ يُبْعَثْ تَاجِرًا وَلَا زَارِعًا، أَلَا وَإِنْ شِرَارَ

هَذِهِ الْأُمَّةِ التُّجَّارُ وَالزَّارِعُونَ، إِلَّا مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِهِ)

১৫৭১। আমাকে (সারা জাহানের জন্য) রহমাত করে আর (আল্লাহর শত্রুদের জন্য) যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে ব্যবসায়ী এবং কৃষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি। সাবধান! এ উম্মাতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা হচ্ছে ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা। সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার ধ্বিনের ব্যাপারে কৃপণতা করবে (অর্থাৎ ধ্বিনকে ধরে রাখবে)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ “আততবাকাত” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৮৭) এবং আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহু” গ্রন্থে (৪/৭২) ও “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩১) আবু মুসা ইয়ামানী সূত্রে ওয়াহাব ইবনু মুনাবিহু হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

আবু নু'য়াইম হাদীসটিকে নিম্নের ভাষার দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন: হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে আবু মুসা। কারণ তিনি মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি হাফিয় যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন।

১০৭২. (اِنتَظَرُ الْفَرَجَ بِالصَّبْرِ عِبَادَةَ).

১৫৭২। ধৈর্যের সাথে সচ্ছলতার (প্রশস্ততার) অপেক্ষা করা ইবাদাত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) ও আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস, এটিকে আমর ইবনু হুমায়েদ কাযী বর্ণনা করেছেন লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

এটিকে ইবনু জামী “মু'জামুশ শুয়ুখ” গ্রন্থে (পৃ ৩৭৭) ও কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (৫/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু হুমায়েদ। হাফিয় যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি হালেব (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। তিনি বানোয়াট হাদীস নিয়ে এসেছেন এবং বানোয়াট বর্ণনা করার ব্যাপারে তাকে দোষারোপ করা হয়েছে। সুলাইমানী তাকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

২। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস, আবু মুসা 'ঈসা ইবনু মিহরান এটিকে হাসান ইবনু হুসাইন হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি হানযালাহ মাক্কী হতে, তিনি 'আমের হতে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু মিহরান। হাফিয় যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি পাহাডু সমান মিথ্যুক। ইবনু আদী বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন ...। আবু হাতিম বলেন: তিনি মিথ্যুক। খাতীব বলেন: তিনি রাফেযীদের শয়তান এবং তাদের চরমপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সহাবীদের কুৎসায় এবং তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন ...।

আর বর্ণনাকারী হাসান ইবনু হুসাইন হচ্ছেন উরানী কুফী। তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি তাদের নিকট সত্যবাদী ছিলেন না। তিনি শিয়াদের নেতাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তাদের হাদীসের সাথে সংমিশ্রণ করে দেয়া হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং উল্টাপাল্টাকরাগুলোকে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী সুফইয়ান ইবনু ইব্রাহীম হচ্ছেন কুফী। আযদী তাকে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি বিপথগামী দুর্বল।

৩। আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস। মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান এটিকে সুলাইমান ইবনু সালামাহ হতে, তিনি বাকিয়্যাহ হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন (বিসসবরে) কথাটি ছাড়া।

এটিকে ইবনু আদী (১/৪৪) ও খাতীব (২/১৫৫) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন:

মালেক হতে এ সনদে এ হাদীসটি বাতিল। বাকিয়্যাহ ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে এটিকে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (বাকিয়্যাহ) তাদলীস করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। এখানে স্পষ্টভাবে তার হাদীস শ্রবণ করার দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে

না। কারণ তার থেকে বর্ণনাকারী সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হচ্ছেন খাবায়েরী আর তিনি মিথ্যুক। হাফিয যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে মালেকের সূত্রে তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন:

তার থেকে বাগান্দী একটি হাদীস শুনে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেটি হচ্ছে ...। অতঃপর তিনি এটিকে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সুলাইমান ছাড়া বাকিয়্যাহ্ হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। আর মালেক হতে হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি মুনকার।

অন্য সূত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও মিথ্যুক সুলাইমান খাবায়েরী রয়েছেন।

৪। আলী (رضي الله عنه)-এর হাদীস। সেটি হচ্ছে আগত হাদীসটি।

মোটকথা: সব সূত্রেই হাদীসটি বানোয়াট। যদি সুয়ূতী তার “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থকে এর দ্বারা কালিমালিগু না করতেন!

١٥٧٣. (اِنْتَظَرُ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ عِبَادَةً، وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ

اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ).

১৫৭৩। আল্লাহর নিকট হতে চ্ছলতার (প্রশস্ততার) জন্য অপেক্ষা করা ইবাদাত। যে ব্যক্তি স্বল্প রিয্কে সন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ্ তা’য়ালা তার কম আমলে সন্তুষ্ট থাকবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী “আলআদাব” গ্রন্থে (পৃ ৪০৫-৪০৬) ও ইবনু আসাকির (১৬/১৫০/১) ইবনু আবিদ দুনিয়া সূত্রে আবু সা’ঈদ আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাবীব ইবনু খালেদ মাদানী হতে, তিনি ইসহাক্ ইবনু মুহাম্মাদ ফারাবী হতে, তিনি সা’ঈদ ইবনু মুসলিম ইবনু বানাক হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ‘আলী ইবনুল হুসাইন হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ‘আলী ইবনু আবী তালেব (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাবীব সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি দুর্বল।

আর সা’ঈদ ইবনু মুসলিম ইবনু বানাক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার পিতা মুসলিম ইবনু বানাককে ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতিম উল্লেখ করে উভয়ে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

১০৭৬. (الرَّفَقُ رَأْسُ الْحِكْمَةِ).

১৫৭৪। হিকমাতের মূল হচ্ছে নরম আচরণ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খারায়েতী “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থে (পৃ ৭৭) এবং তার থেকে কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/৬) ‘আলী ইবনুল আ‘রাবী হতে, তিনি আবু বাকর ইবনু আবী শাইবাহ্ হতে, তিনি জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ যব্বী হতে, তিনি মানসুর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি হিলাল ইবনু ইয়াসাফ হতে, তিনি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ‘আলী ইবনুল আ‘রাবী ছাড়া এর সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, পরিচিত, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। তিনি হচ্ছেন ‘আলী ইবনুল হাসান ইবনু ওবায়দে ইবনু আবুল হাসান শাইবানী, ইবনুল আ‘রাবী নামে পরিচিত। তিনি ‘আলী ইবনু উমারুস সহ একদল হতে বর্ণনা করেছেন।

খাতীব বাগদাদী (১১/২৭৩) বলেন:

তার থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী সা‘দ ওর্রাক ও কাযী আবু আব্দুল্লাহ্ মাহমেলী বর্ণনা করেছেন।

তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ এবং তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। কোন কোন মুহাদ্দিস (আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব মাকদেসী) “আলমাকারিম” গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন: হাদীসটি বানোয়াট। কিন্তু হাদীসটির সনদে এমন কাউকে দেখছি না যাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে, একমাত্র ইবনুল আ‘রাবী ছাড়া। মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, এটিকে আবুশ শাইখ, ইবনু শায়ান ও দাইলামী জাবের (রাঃ) এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে দাইলামীর (২/১৭৮) নিকট আবুশ শাইখের সূত্র হতে দেখেছি, আর এটি ইবনু আবী শাইবার সূত্রে “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (৮/৫১২) আবাদাহ্ হতে, তিনি হিশাম হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তা তাওরাতে লিখিত আছে:....।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হিশামের পিতা উরওয়াহ্ পর্যন্ত সহীহ্, তাওরাত হতে পৌঁছেছে এভাবে! আর এভাবেই মারফু‘ হাদীসের সমস্যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে যা লুঙ্কায়িত বিষয় নয়।

১০৭০. (ابْتِغُوا الرِّقَّةَ عِنْدَ اللَّهِ، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَخْلَمُ

عَمَّنْ جَهْلٍ عَلَيْكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ).

১৫৭৫। তোমরা আব্দুল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা চাও। তারা বলল: হে আব্দুল্লাহর রসূল! তা কী? তিনি বললেন: ধৈর্য ধারণ কর সেই ব্যক্তির সামনে যে তোমার সাথে অশোভন আচরণ করে। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ আর যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু শাহীন “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (২/২৯৩) উসমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি ওয়াযি' ইবনু নাফে' হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু আইউব (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এরপর বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী ওয়াযি'কে জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে। যেমনটি (২৪) নম্বর হাদীসের আলোচনার মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

আর উসমান ইবনু আব্দুর রহমান তারাইফী জায়ারীর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তবে সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ থেকেই।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে (১/৫/১) “যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ” এ বাক্যটি ছাড়া উল্লেখ করে বলেছেন:

এটিকে ইবনু আদী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন আর এর সনদের মধ্যে বর্ণনাকারী ওয়াযি' ইবনু নাফে' রয়েছেন, তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, ওয়াযি' কখনও আবু আইউব (رضي الله عنه) হতে আবার কখনও আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে হাদীসটি বর্ণনা করতেন। তিনি খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। তবে হাদীসটি “যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ” এ অংশটুকু “ইবনু আদী”র মধ্যে (৭/২৫৫৭) সাব্যস্ত হয়েছে (সহীহ হিসেবে)।

১০৭১. (أَبِرُّ لَا يَلِي، وَالْإِثْمُ لَا يَنْسَى، وَاللَّيْثَانُ لَا يَنَامُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ،

كَمَا تَلِينَ لُدَانُ.

১৫৭৬। সদাচরণ (সৎকর্ম) পুরাতন হয় না, শুনাহকে ভুলা (ছেড়ে দেয়া) যায় না আর প্রতিকূলদানকারী ঘুমান না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা তাই কর, যেমন করবে তোমাকে তেমনি ফল দেয়া হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বাইহাকী “আলআসমা অসসিফাত” গ্রন্থে (৭৯) ও ইবনুল জাওযী “যাম্মুল হাওয়া” গ্রন্থে (২১০) আব্দুর রায্যাক সূত্রে মা'মার হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আবু কিলাবাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু কিলাবার কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ জারমী, তিনি একজন তাবেরী, তিনি হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, এটি মওকুফ। আব্দুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমাদ “আযযুহুদ” গ্রন্থে (পৃ ১৪২) তার পিতা হতে, তিনি আব্দুর রায্যাক হতে তার সনদে আবু কিলাবা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবুদ দারদা বলেন: ...।

এটিকে মারওয়াযী “যাওয়াইদুয যুহুদ” গ্রন্থে (১১৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনু মুররাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবুদ দারদা বলেছেন: ...। তিনি মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের অবস্থা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অবস্থা। এ কারণে মানাবী বলেছেন: এটি মওকুফ হওয়া সত্ত্বেও মুনকাতি'।

তিনি আরো বলেছেন: এটিকে আবু নু'য়াইম ও দাইলামী আবদুল্লাহ ইবনু উমার হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেক আনসারী রয়েছেন, তিনি দুর্বল। অতএব লেখক কর্তৃক শুধুমাত্র মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা ক্রটিযুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি: দাইলামী এটিকে (২/১/১৯) মুকরিম ইবনু আব্দুর রহমান জুযয়ানী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেক হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ বর্ণনাকারী মুকরিমের জীবনী পাচ্ছি না।

আর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেকের অবস্থা সম্পর্কে মানাবী যা উল্লেখ করেছেন তার অবস্থা আসলে তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ তার সম্পর্কে ইমাম

আহমাদ বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

হাকিম বলেন: তিনি নাফে' ও ইবনুল মুনকাদির হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

١٥٧٧. (اطْلُبُوا الْفَضْلَ عِنْدَ الرَّحَمَاءِ مِنْ أُمَّتِي، تَعِيشُوا فِي أَكْثَانِهِمْ، فَإِنْ

فِيهِمْ رَحْمَتِي، وَلَا تَطْلُبُوا مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ سَخَطِي).

১৫৭৭। তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও।

তোমরা তাদের ধারে ধারে জীবন ধারণ কর। কারণ তাদের মধ্যে আমার দয়া রয়েছে। তোমরা কঠোর হৃদয়ের অধিকারীদের থেকে (অনুগ্রহ) চেয়ে না, কারণ তারা আমার ক্রোধের অপেক্ষা করছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খারায়েতী “মাকারিমুল আখলাকু” গ্রন্থে (পৃ ৫৫) আব্দুর রহমান ইবনু মু'য়াবিয়াহ্ কায়সী হতে, তিনি মুসা ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান ও আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব হতে, তারা উভয়ে দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে, তিনি আবু নাযরাহ্ হতে, তিনি আবু সা'ঈদ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান হচ্ছেন সুদী সাগীর। তিনি বড়ই মিথ্যুক।

আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব তার মুতাবা'য়াত করেছেন তবে তার অবস্থা অজ্ঞাত যেমনটি ইবনু কাত্তান বলেছেন। “আত্‌তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি মাকবুল।

আর মুসা ইবনু মুহাম্মাদ এবং আব্দুর রহমান ইবনু মু'য়াবিয়াহ্ উভয়কেই আমি চিনি না।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ “আত্‌তারীখ” (১৯৯) ও তার “আহাদীস” গ্রন্থে (২/২), আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনু মান্দাহ্ “আলআমালী” গ্রন্থে (৩/২৭/২), আবু বাক্র যাকওয়ানী “ইসনা আশারা মাজলিসান” গ্রন্থে (২/১৬) ও কাযা'ঈ (২/৫৮) আবু আব্দুর রহমান সুদী হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ আবু আব্দুর রহমান হচ্ছেন মিথ্যুক মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান। তাকে ওকাইলীর নিকট পরিবর্তিত অবস্থায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাকে

“আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে (২৪১) আব্দুর রহমান সুদী সূত্রে দাউদ হতে এভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে তিনি আব্দুর রহমানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন:

তিনি মাজহুল (অপরিস্টিত), তার হাদীসের মুতাবা‘য়াত করা হয়নি। এটিকে কোন সূত্রেই সহীহ হিসেবে জানা যায় না।

অথচ যারাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের সকলের নিকট আবু আব্দুর রহমানই উল্লেখ করা হয়েছে (আব্দুর রহমান নয়)। ইবনু হিব্বান “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে (২/২৮৬) এরূপই উল্লেখ করেছেন। আবু নু‘য়াইমও “তারীখু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩৪০-৩৪১) এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ওকাইলীর বর্ণনা ভুল। কারণ আব্দুর রহমান সুদীর কোন অস্তিত্ব নেই।

তিনি আরো বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান এককভাবে বর্ণনা করেননি। আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব ও আব্দুল গাফ্ফার ইবনুল হাসান ইবনে দীনার তার মুতাবা‘য়াত করেছেন। “মুসতাদরাক হাকিম” গ্রন্থে আলী (রা)এর হাদীস হতে তার শাহেদও রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাবের বর্ণনাটি খারায়েতীর বর্ণনায় ইবনু মারওয়ানের বর্ণনার সাথে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এটিকে ইবনু সাম‘উন ও‘য়েয “আলআমালী” গ্রন্থে (১/৫১/১) মুহাম্মাদ ইবনু সিনান সূত্রে হানী ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ইসকান্দারী হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনুল খাত্তাব হতে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী হানী বহু মুনকারের অধিকারী। আর মুহাম্মাদ ইবনু সিনান দুর্বল বর্ণনাকারী।

আর আব্দুল গাফ্ফার ইবনুল হাসান ইবনে দীনারের মুতাবা‘য়াতটিকে (তার কুনিয়াত হচ্ছে আবু হাযেম) তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১৮৩) এবং কাযা‘ঈ তার থেকে দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে বর্ণনা করেছেন। তাম্মাম বলেন:

ইবনু ফুযালাহ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদের কিতাবে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। অন্যরাও এটিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু হাযেম এবং দাউদের মাঝে আরেক ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

কাযা‘ঈ বলেন: আব্দুল গাফ্ফার ইবনুল হাসান ইবনু দীনার এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। জুযজানী বলেন: তাকে গণ্য করা হয় না।

আযদী বলেন: তিনি মিথ্যুক।

আর ইবনু হিব্বান তাকে “আস্‌সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তার হাদীসে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত আবু হাযেম আর দাউদের মাঝের ব্যক্তি হচ্ছেন ইবনু মারওয়ান অথবা ইবনুল খাত্তাব। এ সময়ে ইবনু দীনারের এ বর্ণনাকে তাদের দু'জনের বর্ণনার মুতাবা'য়াত হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না।

আমি (আলবানী) তার অন্য একটি মুতাবা'য়াত পেয়েছি। কিন্তু সূত্রটি দুর্বল। এটিকে ওকাইলী আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহ'ইয়া হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি দাউদ হতে, তিনি বাসরাহ ইবনু আবী বাসরাহ হতে, তিনি আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে অনুরূপভাবে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ওকাইলী বলেছেন: আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহ'ইয়া মাদানী নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি এমন কিছুকে হাদীস হিসেবে দাবী করেন যাকে তিনি ছাড়া পূর্ববর্তী অন্য কেউ চিনেননি।

এবং তিনি এ হাদীসটির পরক্ষণে বলেছেন: নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এর কোন ভিত্তি নেই।

আলোচ্য হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী “আলমওয়া'য়াত” গ্রন্থে ওকাইলীর বর্ণনায় সুদী হতে উল্লেখ করেছেন। আর সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৭৬-৭৭), অতঃপর ইবনু ইরাক “তানযীহশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (২/১৩২-১৩৩) পূর্বোক্ত মুতাবা'য়াতগুলো এবং আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত শাহেদকে (যার দিকে হাফিয ইবনু হাজার ইঙ্গিত করেছেন) উল্লেখ করার দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুতাবা'য়াতগুলোর সবই দুর্বল। কারণ সেগুলো অপরিচিত (মাজহুল) অথবা দুষণীয় বর্ণনাকারী হতে নিরাপদ নয়। যেগুলোর কোন কোনটি ইবনু ইরাকের নিকট গোপনই রয়ে গেছে। তিনি লাইসের মুতাবা'য়াতের ব্যাপারে বলেছেন: নাহীক তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে আবুল হাসান মূসেলী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আর তার নিকট গোপন রয়ে গেছে যে, তার থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল আযীয ইবনে ইয়াহ'ইয়া সমালোচিত ব্যক্তি। যেমনটি সুযুতীর নিকট তার পূর্বে ওকাইলীর তাখরীজ লুক্কায়িত রয়ে গেছে। অথচ তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী।

হাঁ, সুযুতী পঞ্চম মুতাবা'য়াতকারী হিসেবে আব্বাদ ইবনুল আওয়ামকে

“তারীখুল হাকিম” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তার কোন সনদ উল্লেখ করেননি যে, তার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ধারণা এই যে, এটি সহীহ নয়।

আর শাহেদটি খুবই দুর্বল। কারণ এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। যাদের দু'জন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। সে হাদীসটির ভাষা সামনে আগত হাদীসটি।

অতঃপর আমি আব্বাদের হাদীসের সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এটিকে ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাস্ক” (১২/২১৮/২) গ্রন্থে খালাফ ইবনু ইয়াহইয়া সূত্রে আব্বাদ ইবনুল আওয়াম হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবী হিন্দ হতে, তিনি আবু নাযরাহ হতে, তিনি আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী খালাফকে আবু হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব এ মুতাবা'য়াতের দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই। ফলে আমি যা ধারণা করেছিলাম তাই বাস্তব ঘটল। (আলহামদুলিল্লাহ)

১৫৭৮. (يَا عَلِيُّ! اَطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءِ اُمَّتِي، تَعِيشُوا فِيْ اَكْثَرِهِمْ وَلَا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، فَاِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، يَا عَلِيُّ! اِنَّ اللَّهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْمَعْرُوفَ، وَخَلَقَ لَهُ اَهْلًا، فَحَبِّبْهُ اِلَيْهِمْ، وَحَبِّبْ اِلَيْهِمْ فَعَالَهُ، وَوَجِّهْ اِلَيْهِمْ طَلَابَهُ، كَمَا وَجَّهَ الْمَاءَ فِي الْاَرْضِ الْجَدْبَةَ لِتَحْيٰى بِهِ، وَيَحْيٰى بِهِ اَهْلُهَا، يَا عَلِيُّ! اِنَّ اَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ).

১৫৭৮। হে আলী! তোমরা আমার উম্মাতের দয়াবানদের থেকে অনুগ্রহ চাও। তোমরা তাদের ধারে ধারে জীবন ধারণ কর। তোমরা কঠোর হৃদয়ের অধিকারীদের থেকে (অনুগ্রহ) চেয়ো না। কারণ তাদের উপর অভিশাপ নাযিল হয়। হে আলী! আল্লাহ তা'য়ালা ভালো বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা ভোগকারীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে তাদের নিকট পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তাদের নিকট তা করাকেও পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তা অনুসন্ধানকারীদেরকে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। যেমন পানিকে শুষ্ক যমীনমুখী করে দিয়েছেন যাতে তার দ্বারা যমীন পুনর্জীবিত হয় এবং তার দ্বারা তার অধিবাসী জীবন ধারণ করে। হে আলী! দুনিয়াতে সৎকর্মকারীরাই আখেরাতে সৎকর্মকারী হিসেবে গণ্য হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৩২১) হিব্বান ইবনু আলী সূত্রে সা'দ ইবনু তুরায়েফ হতে, তিনি আসবাগ ইবনু নাবাতাহ্ হতে, তিনি 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ।

আর হাফিয় যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: আসবাগ দুর্বল আর হিব্বানকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আসবাগকে আবু বাক্র ইবনু আইয়্যাশ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুক।

হাফিয় যাহাবীর নিকট থেকে ছুটে গেছে যে, সা'দ ইবনু তুরায়েফ তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ মুহাদ্দিসগণ তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার পরেও তাদের কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

হাদীসটি এভাবে বানোয়াট না হলেও খুবই দুর্বল। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

তবে শেষ বাক্যটি “দুনিয়াতে সৎকর্মকারীরাই আখেরাতে সৎকর্মকারী হিসেবে গণ্য হবে” অন্যান্য বর্ণনার কারণে সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে। সে বর্ণনাগুলোর কোন কোনটি “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে এসেছে। আমি সেগুলোর কোন কোনটির “আররাওয়ুন নায়ীর” গ্রন্থে (১০২০, ১০৮২) তাখরীজ করেছি।

১০৭৭. (آتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَابُ الْجَنَّةِ، فُيْفَتْحُ لِي، فَأَرَى رَبِّي، وَهُوَ عَلَى

كَرْسِيِّهِ، أَوْ سَرِيرِهِ، فَيَتَجَلَّى لِي، فَأَخْبِرُ لَهُ سَاجِدًا).

১৫৭৯। আমি কিয়ামাতের দিন জান্নাতের দরজায় আসব। অতঃপর আমার জন্য দরজা খুলে দেয়া হবে। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালককে এমতাবস্থায় দেখব যে, তিনি তার কুরসীর উপরে অথবা তার খাটের উপরে। অতঃপর তিনি আমার জন্য তার আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করবেন। ফলে আমি তার জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়ব।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাফিয় উসমান ইবনু সাঈদ দারেমী “আররাদু আলাল মুরায়সী” গ্রন্থে (পৃ ১৪) ও মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনু আবী শাইবাহ্

“কিতাবুল আরশ” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১১৩) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আবু নাযরাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জাদ'য়ান ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

হাফিয যাহাবী হাদীসটিকে “আলউলু” গ্রন্থে বুখারীর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) হতে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: এটিকে আবু আহমাদ আস্‌সাল “কিতাবুল মা'রিফা” গ্রন্থে শক্তিশালী সনদে সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন: ... এবং তিনি আলোচ্য হাদীসটির ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এর সনদটি সম্পর্কে অবগত হইনি। এ কারণে এটি সম্পর্কে আমি “মুখতাসারুল উলু” গ্রন্থে (পৃ ৮৭-৮৮) আলোচনা করিনি। যদি এর সনদ এবং ভাষা সাব্যস্ত হয় তাহলে হাদীসটিকে অন্য কিতাবে নকল করা ওয়াজিব।

১৫৮০. (مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ، أَكْثَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي

رَحْمٍ لَا يَجِلُّ لَهُ).

১৫৮০। শিরকের পরে আল্লাহর নিকট সেই বীর্যের গুনাহ্ হতে বড় কোন গুনাহ্ নেই, যাকে কোন ব্যক্তি এমন কোন রেহেমে রাখে যা তার জন্য হালাল নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয়া “যাম্মুল হাওয়া” (১৯০) ইবনু আবিদ দুনিয়া সূত্রে তিনি আম্মার ইবনু নাসর হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনু আবী মারইয়াম হতে, তিনি হায়সাম ইবনু মালেক আত্‌তুঈ হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মুরসাল ও দুর্বল। হায়সাম ইবনু মালেক হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ শামী আ'মা নির্ভরযোগ্য তাবেঈ।

আর আবু বাক্র ইবনু আবী মারইয়াম দুর্বল, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটান কারণে।

আর বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ্ মুদাল্লিস।

١٥٨١. (آخِرُ أَرْبَعَاءِ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌّ).

১৫৮১। প্রতি মাসের শেষ বুধবার অব্যাহতভাবে অমঙ্গলের দিন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১৪/৪০৫) মাসলামাহ্ ইবনুস সলত সূত্রে দিওয়ানু মাহদীর লেখক আবুল অযীর হতে, তিনি আমীরুল মু’মিনীন মাহদী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ মাসলামাহ্ মাতরুকুল হাদীস যেমনটি (১৫৬৯) হাদীসে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর তার উপরে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন হাদীসের ক্ষেত্রে যার অবস্থা জানা যায় না।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী খাতীবের বর্ণনায় “আলমাওযু’য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি সহীহ নয়। মাসলামাহ্ মাতরুক।

হাফিয সুয়ূতী “আললাআলী” গ্রন্থে (১/৪৮৪-৪৮৫) উপরোক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে কোন সমালোচনামূলক কিছু উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র বলেছেন: এটি অন্য সূত্রে মাহদী হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: মওকূফ হওয়া সত্ত্বেও এটি দুর্বল। তিনি “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করে বলেছেন:

এটিকে অকী “আলগুরার” গ্রন্থে, ইবনু মারদুবিয়াহ্ তার “তাকসীর” গ্রন্থে ও খাতীব আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মাসলামাহ্ ইবনুস সলত রয়েছেন তিনি মাতরুক। এটিতে ইবনুল জাওযী “আলমাওযু’য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর তুয়রী অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে বলেন:

আমি তার একটি মুনকার হাদীস দেখেছি। সেটিকে আবুল হাসান আলী ইবনু নাজীহ্ আল্লাফ বর্ণনা করেছেন ...।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটিকে নিম্নের বাক্যেও বর্ণনা করা হয়েছে: “বুধবার হচ্ছে অব্যাহতভাবে অমঙ্গলের দিন।”

এটিকে ইবনুল জাওযী “আলমাওযু'য়াত” গ্রন্থেও বিভিন্ন সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। যার সবগুলোই খুবই দুর্বল।

১০৮২. (آلُ الْقُرْآنِ آلُ اللَّهِ).

১৫৮২। কুরআনের আপনজন (বংশধর) হচ্ছে আল্লাহর আপনজন (বংশধর)।

হাদীসটি বাতিল। (তবে অন্য ভাষায় সহীহ, যা নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে)।

হাদীসটিকে খাতীব “রুওয়াতু মালেক” গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু বাযী' মাদানী সূত্রে মালেক হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনু বাযী' মাজহুল।

হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: এ হাদীসটি বাতিল।

“আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে (১/৩/১) এরূপই এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু হাজার আসকালানী “আললিসান” গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। তা সত্ত্বেও সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তবে আমি ইবনু বাযী'র মুতাবা'য়াতকারী পেয়েছি। অনুরূপভাবে যুহরীর মুতাবা'য়াতকারীও পেয়েছি।

প্রথমজনের মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু গায়অন মুতাবা'য়াত করেছেন মালেক ইবনু আনাস হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নিম্নের বাক্যে:

إن الله أهلين من الناس، قيل: من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته.

“লোকেদের মাঝেই আল্লাহর আপনজন রয়েছে।” কেউ বললো: হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? তিনি বললেন: “কুরআনের ধারকগণ আল্লাহর আপনজন ও তাঁর খাস বান্দা।”

এটিকে লাহেক ইবনু মুহাম্মাদ ইসকাফ তার “শুযুখ” গ্রন্থে (২/১১৫), খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (২/৩১১) ও “আলমুয়াযযিহ” (২/২০২) বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

এটিকে ইবন গায়অন এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন মিথ্যুক। এটি মালেক হতে সহীহ নয়, যুহরী হতেও নয়। বাদীল ইবনু মায়সারাহ সূত্রে আনাস (رضي الله عنه) হতে এরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি: দারাকুতনীর নিকট ইবনু বাযী'র মুতাবা'য়াতের বিষয়টি ছুটে গেছে।

আর যুহরীর মুতাবা'য়াত করেছেন বাদীল ইবনু মায়সারাহ্। তার থেকে তার ছেলে আব্দুর রহমান ইবনু বাদীল ওকায়লী আনাস (رضي الله عنه) হতে দ্বিতীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

এটিকে তায়ালিসী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২১২৪) আব্দুর রহমান ইবনু বাদীল ওকায়লী বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে আবু নু'য়াইম “আলহিলিয়াহ্” (৩/৬৩) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ্ (২১৫) ও ইবনু নাসর “কিয়ামুল লাইল” গ্রন্থে (পৃ ৭০), হাকিম (১/৫৫৬), আহমাদ (৩/১২৭, ১২৮, ২৪২), আবু ওবাইদ “ফায়াইলুল কুরআন” (ক্বাফ ১/১১), আবু নু'য়াইমও (৯/৪০), খাতীব (৫/৩৫৭) ও ইবনু আসাকির (২/৪২২/২) বিভিন্ন সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু বাদীল হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: এ হাদীসটি আনাস (رضي الله عنه) হতে তিনটি সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে ...।

হাকিম যাহাবীও একই কথা বলেছেন। কিন্তু তারা উভয়ে এ সনদের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট করেননি। তবে আমি আলবানীর নিকট সনদটি ভালো। কারণ বাদীল ইবনু মায়সারাহ্ নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। আর তার ছেলে আব্দুর রহমান সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন, আবু দাউদ ও নাসাই বলেন: তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

তায়ালিসী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী।

তাকে ইবনু হিব্বান “আস্‌সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় তাকে ইবনু মা'ঈন ছাড়া অন্য কেউ দুর্বল আখ্যা দেননি। আর তার এ দোষারোপ ব্যাখ্যাহীন। অতএব তার (এ বর্ণনার) দুর্বল বলা মতটা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে তিনি তার প্রথম মতের বিরোধিতা করে এ দ্বিতীয় মত প্রকাশ করার কারণে, যে প্রথম মতটির অন্যান্য ইমামদের মতের সাথে মিল রয়েছে।

আর আযদী যে বলেছেন: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, তার এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আযদীর ব্যাপারেই সমালোচনা করা হয়েছে। অতএব তার থেকে বর্ণিত দোষ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে তিনি যখন অন্য মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। আর এ কারণেই বুসয়রী “আযযাওয়াইদ” গ্রন্থে বলেছেন: এ সনদটি সহীহ।

মোটকথা: হাদীসটি প্রথম বাক্যে বাতিল আর দ্বিতীয় বাক্যে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে।

১৫৮৩. (خَشِيَةُ اللَّهِ رَأْسُ كُلِّ حِكْمَةٍ، وَالْوَرَعُ سَيِّدُ الْعَمَلِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَعٌ يَحْجِزْهُ عَنِ مَفْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَا بِهَا، لَمْ يَعْزِلِ اللَّهُ بِسَائِرِ عَمَلِهِ شَيْئًا).

১৫৮৩। প্রত্যেক হিকমাতের মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভীতি। পরহেযগারিতা হচ্ছে কর্মের সরদার। যখন কেও গুনাহের সাথে একাকী হয় আর তার এমন পরহেযগারিতা থাকে না যা তাকে আল্লাহর নাকারমানী করা হতে বাধা প্রদান করে তখন তার সব আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তার কিছুই পূর্ণ করবেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “আলঅরউ” গ্রন্থে (১/১৫৯), আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ” গ্রন্থে (২/৩৮৭), কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/৫) ও ইবনুল জাওয়াযী “যাম্মুল হাওয়া” গ্রন্থে (৫৯৫) কাসেম ইবনু হাশেম সিমসার হতে, তিনি সাঈদাহ বিনতু হাক্কামাহ হতে, তিনি (তার মা) হাক্কামাহ বিনতু উসমান ইবনু দীনার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার ভাই হতে, তিনি মালেক ইবনু দীনার হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন:।

আবু নু'য়াইম বলেন:

এটিকে আবু ই'য়ালা মানকেরী হাক্কামাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। উসমান ইবনু দীনারকে ওকায়লী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (২৮৯) উল্লেখ করে বলেছেন: হাক্কামাহ তার পিতা উসমান হতে কতিপয় বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর বলেছেন: হাক্কামার হাদীসগুলো ঘটনা বর্ণনাকারীদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যেগুলোর ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে (হাক্কামাকে) হাফিয যাহাবী অপরিচিতা মহিলাদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

১৫৮৪. (إِنَّ الْإِيمَانَ سِرْبَالٌ يُسْرِبُهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، فَإِذَا رَزَى الْعَبْدُ نَزَعَ مِنْهُ سِرْبَالُ الْإِيمَانِ، فَإِنْ تَابَ رُدَّ عَلَيْهِ).

১৫৮৪। ঈমান হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা তা

পরিধান করিয়ে থাকেন। বান্দা যখন যেনা করে তখন তার থেকে ঈমানের পরিধেয় পোষাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর যখন সে তাওবাহ্ করে তখন তাকে তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী “যাম্মুল হাওয়া” গ্রন্থে (পৃ ১৯০) ইয়াহুইয়া ইবনু আবী তালেব হতে, তিনি আমর ইবনু আব্দুল গাফফার হতে, তিনি আওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি ‘আলী ইবনু মুদরিক হতে, তিনি আবু যুর'য়াহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী আমর ইবনু আব্দুল গাফফার (তিনি হচ্ছেন ফুকাইমী) ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য যদিও বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়ার ব্যাপারে কিছু সমালোচনা রয়েছে তবে তা ক্ষতিকর নয়।

আমর সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি মাত্রকুল হাদীস।

ইবনু আদী বলেন: তিনি হাদীস জাল করার দোষে দোষী।

ওকায়লী প্রমুখ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটিকে সুয়ুতী “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে (১/১৬৩/২) বাইহাক্বীর “শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থের বর্ণনায় এবং ইবনু মারদুবিয়্যার বর্ণনায় আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন।

১৫৮৫. (وَابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حَسَنِ الْوُجُوهِ).

১৫৮৫। তোমরা সুন্দর চেহারার অধিকারীদের নিকট কল্যাণ অনুসন্ধান কর।

হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীসটিকে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) প্রমুখ সহাবী হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি তার থেকে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

১। ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল মালেক নাওফালী হতে, তিনি ইমরান ইবনু আবু আনাস হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “কাযাউল হাওয়াইয” গ্রন্থে ও দারাকুতনী “আলআফরাদ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দু’টি কারণে খুবই দুর্বল:

(ক) ইমরান ও আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ তাদের দু’জনের মাঝের মৃত্যুর সময়ের ব্যবধান আটান্ন বছর।

(খ) নাওফালী দুর্বল। হাফিয যাহাবী “আযযু’য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

২। মুহাম্মাদ ইবনু আযহার বালখী হতে, তিনি যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি ‘আলা ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে (... اطلبوا الخير) এ ভাষায়।

এটিকে ওকায়লী “আযযু’য়াফা” গ্রন্থে (২২৮) এ আব্দুর রহমানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন কিসসা বর্ণনাকারী বাসরী।

ইবনু মাঈন হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি কিছুই না। আর তিনি হাদীসটি সম্পর্কে বলেন: এর এমন কোন সনদ নেই যার দ্বারা হাদীসটি সাব্যস্ত হয়।

ইবনুল জাওয়াযী ওকায়লীর বর্ণনায় হাদীসটিকে “আলমওয়াযাত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: আব্দুর রহমান কিছুই না। আর মুহাম্মাদ ইবনুল আযহার মিথ্যুকদের থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।

৩। ত্বলহা ইবনু আমর হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ত্ববারানী “আলআওয়াত” গ্রন্থে ও আবু নু’য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/২৪৬-২৪৭) বর্ণনা করেছেন। হাইসামী (৮/১৯৫) বলেন:

ত্বলহা ইবনু আমর মাতরুক।

এ ছাড়া অন্য সহাবী হতে বর্ণিত সূত্রগুলোর সবগুলোই সমস্যা জর্জরিত। সেগুলোর কোন কোনটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল। অন্য সময়ে ইন শা আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করব।

আর ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন: এ হাদীসটি মিথ্যা।

١٥٨٦. (أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ: النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ،

وَالِاغْتِبَارَ عِنْدَ عَجَائِبِهِ).

১৫৮৬। এবাদাত থেকে তোমরা তোমাদের চোখগুলোকে তার অংশ প্রদান কর: (আর তা হচ্ছে) মুসহাফে (কুরআনে) দৃষ্টি দেয়া (অর্থাৎ দেখে কুরআন পাঠ করা), কুরআনের ব্যাপারে চিন্তা (গবেষণা) করা এবং তার বিষয়গুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আব্দুল হাদী “হিদায়াতুল ইনসান” গ্রন্থে (১/১৫৩) ইবনু রাজাব সূত্রে তার সনদে হাফস ইবনু আমর ইবনু মাইমুন হতে, তিনি আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুফী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয় ইবনু রাজাব বলেন: এটি মারফুঁ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন।

আবু হাতিম বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি বানোয়াট বহু কিছুর অধিকারী।

আর হাফস ইবনু আমর ইবনু মাইমুনকে আমি চিনি না। সম্ভবত আম্রের ওয়াও (عمرو) কোন কপি কারকের পক্ষ থেকে সংযোজিত হয়েছে। সঠিক হচ্ছে হাফস ইবনু উমার ইবনু মাইমুন, আর তিনি হচ্ছেন আদানী। “আত্‌তাহযীব” ও “আলমীযান” প্রমুখ গ্রন্থে তার জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইনিও দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটিকে সুয়ুতী “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাকীম ও বাইহাক্বীর “আশু’য়াব” গ্রন্থের বর্ণনা থেকে আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

লেখকের বাহ্যিক কর্ম থেকে বুঝা যায় যে, বাইহাক্বী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ তিনি বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

অনুরূপ কথা হাফিয় ইরাকী “আলমুগনী” গ্রন্থে (৪/৪২৪) বলেছেন ...।

কিন্তু এ কথার মধ্যে বড় ধরনের শিথিলতা প্রদর্শিত হয়েছে। কারণ

আম্বাসা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন।

১০৮৭. (أَبْرَدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ).

১৫৮৭। তোমরা খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর। কারণ গরম খাদ্য বরকতধারী হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে দায়লামীর উদ্ধৃতিতে ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে এবং হাকিমের উদ্ধৃতিতে জাবের (رضي الله عنه) ও আসমা (رضي الله عنها) হতে এবং মুসাদ্দাদ সূত্রে আবু ইয়াহুয়া হতে বর্ণনা করেছেন। আর তুবরানী “আলআওসাত” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে ও আবু নু’য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির তাখরীজ করার ব্যাপারে কিছু মন্তব্য রয়েছে:

১। আসমা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত হাদীসটির ভাষা হচ্ছে (إنه أعظم للبركة) অর্থাৎ ... কারণ বরকতের জন্য সেটিই বেশী উপযুক্ত। এ ভাষাটি আলোচ্য হাদীসটির ভাষার বিপরীত এবং এ ভাষায় হাদীসটি সহীহ্। এ কারণে এটিকে “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৬৫৯) উল্লেখ করেছি।

২। হাদীসটি গরম খাদ্যের ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি। বরং হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেই খাদ্যের ব্যাপারে যার উত্তাপ এবং ধূয়া চলে যায়নি। আর এ দু’য়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কারণ যার উত্তাপ চলে যায় সেটিও গরম থাকে।

৩। আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস সম্পর্কে আমি “ফিহরিসুল হিলইয়াহ্” এর মধ্যে অবগত হইনি যাতে করে তার সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে পারি। মানাবী এটিকে বর্ণনা করেছেন নিম্নের ভাষায়:

নাবী (رضي الله عنه)-এর নিকট এমন একটি (খাদ্যের) পিয়ালা নিয়ে আসা হলো যা উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। এ সময় রসূল (ﷺ) তা থেকে তার হাত উঠিয়ে নিয়ে বললেন: আল্লাহ্ তা’য়ালা আমাদেরকে খাদ্য হিসেবে আশুন দেননি। অতঃপর তিনি উক্ত কথা উল্লেখ করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হাদীসটি সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

৪। যে আবু ইয়াহুয়া থেকে মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন আমি তাকে চিনি না। “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে তার হাদীস থেকে আসলে হাদীসটিকে উল্লেখই করা হয়নি। মুসাদ্দাদ ও দায়লামীর বর্ণনা হতে ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে খুবই দুর্বল সনদে দেখেছি সেই হাদীসের মধ্যে যেটি (১৫৯৮) নম্বরে আসবে।

এছাড়াও এর সনদে দায়লামীর নিকট (১/১/১৮) বর্ণনাকারী হিসেবে ইসহাক ইবনু কা'ব রয়েছেন। মানাবী বলেন:

তার সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তাকে আব্দুস সামাদ ইবনু সুলাইমান হতে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। দারাকুতনী বলেন: কাযা'য়াহ্ ইবনু সুওয়াইদ হতে বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি মাতরুক। ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মুযতারিবুল হাদীস। আবু হাতিম বলেন: তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু দীনার হতে বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিমের নিকট জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হচ্ছে:

أبردوا الطعام الحار، فإن الطعام الحار غير ذي بركة.

তোমরা গরম খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর। কারণ গরম খাদ্য বরকতধারী হয় না।

তিনি এটিকে শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ আরযামী রয়েছেন, তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয় যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেন: তিনি মাতরুক।

আর আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ বিকরী রয়েছেন। হাইসামী তার সম্পর্কে (৫/২০) বলেন: তাকে আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যদি বলতেন: তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তাহলে আবু হাতিমের ভাষার নিকটবর্তী হতো। কারণ তিনি বলেছেন: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ও যাহেবুল হাদীস। যেমনটি তার ছেলের গ্রন্থে তার থেকে (২/২/২০১) বর্ণিত হয়েছে। তিনি যঈফুল হাদীসের (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল) ব্যাখ্যা করেছেন ‘যাহেবুল হাদীস’ আখ্যা দেয়ার দ্বারা। যা তার খুবই দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। (আল্লাহ্ই বেশী জানেন)।

মোটকথা: আলোচ্য হাদীসটি আমি আলবানীর নিকট দুর্বল। গ্রহণযোগ্য শাহেদ না থাকার কারণে।

এ অধ্যায়ে আয়েশা (রাঃ) হতে নিম্নের ভাষায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

“তোমরা তোমাদের খাদ্যকে ঠাণ্ডা কর, তাতে তোমাদেরকে বরকত

দেয়া হবে।” কিন্তু এর সনদটি খুবই দুর্বল। যেমনটি (১৬৫৪) নম্বর হাদীসে আসবে।

১৫৮৮. (أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ، يَبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ، وَرَزَازِلٍ، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مِلْنَا جَوْرًا وَظُلْمًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا صِحَاحًا؟ قَالَ: بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنًى، وَيَسْعَهُمْ عَدْلُهُ، حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيَنَادِي، فَيَقُولُ: مَنْ لَهُ فِي مَالٍ حَاجَةٌ؟ فَمَا يَقُومُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ، فَيَقُولُ: ائْتِ السَّدَّانَ، يَعْنِي الْخَازِنَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِنِي مَالًا، فَيَقُولُ لَهُ: احْثِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَحْرَزَهُ نَدِمَ، فَيَقُولُ: كُنْتُ أَجْشَعُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ نَفْسًا، أَوْ عَجَزَ غَنًى مَا وَسِعَهُمْ، قَالَ: فِيرُدُّهُ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ، فَيَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَأْخُذُ شَيْئًا أُعْطِينَاهُ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانٍ سِنِينَ، أَوْ تِسْعَ سِنِينَ، ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَهُ، أَوْ قَالَ: ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ).

১৫৮৮। তোমাদেরকে মাহদীর ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করছি। তাকে আমার উম্মাতের মধ্যে লোকদের মতভেদ করার এবং ভূমিকম্প ঘটান সময় প্রেরণ করা হবে। অতঃপর তিনি যমীনকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়নতার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। যে রূপ তাকে অন্যায় ও অত্যাচারের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। তার প্রতি আসমানবাসী ও যমীনবাসী সম্ভ্রষ্ট থাকবে। তিনি সঠিকভাবে সম্পদ বণ্টন করবেন। এক ব্যক্তি তাকে বলবে: সঠিকভাবে ভাবার্থ কি? তিনি বলবেন: লোকদের মাঝে সমানভাবে। তিনি বলবেন: আল্লাহু তা‘আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতের হৃদয়গুলোকে স্বনির্ভরতার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। তাঁর ইনসাফ তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে। এমনকি আহবানকারীকে আহবান করার জন্য নির্দেশ দিলে সে ডাক দিয়ে বলবে: কার সম্পদের প্রয়োজন আছে? এ সময় লোকদের মধ্য থেকে একমাত্র ব্যক্তি দাঁড়াবে। তখন তিনি বলবেন: তুমি পাহারাদারের নিকট গিয়ে তাকে বল যে, মাহদী আমাকে সম্পদ দেয়ার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সে তাকে বলবে: তুমি দু‘হাত দিয়ে গ্রহণ কর। যখন সে তার কোলে সম্পদ রাখা শুরু করবে

এবং একত্রিত করে ফেলবে (অতঃপর তা উঠিয়ে নিয়ে যেতে অপারগ হয়ে যাবে) তখন সে লজ্জিত হয়ে বলবে: আমি উম্মাতে মুহাম্মাদির সর্বাপেক্ষা বেশী লোভী ব্যক্তি ছিলাম। যে বস্তু তাদেরকে ছেয়ে ফেলেছে তা আমাকে অপারগ করে ফেলল? অতঃপর তিনি সে সম্পদ ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। তাকে বলা হবে: আমরা যা দিয়েছি তার সামান্যও গ্রহণ করি না। এ অবস্থা সাত বছর, অথবা আট বছর, অথবা নয় বছর বিরাজ করবে। অতঃপর এর পরে জীবন ধারণের মধ্যে আর কোন কল্যাণ থাকবে না, অথবা বলেন: এর পরে জীবনের মধ্যে আর কোন কল্যাণ থাকবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩৭, ৫২) মু'য়াত্তা ইবনু যিয়াদ সূত্রে 'আলা ইবনু বাশীর হতে, তিনি আবুস সিদ্দীক নাজী হতে, তিনি আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী 'আলা ইবনু বাশীর মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি ইবনুল মাদীনী বলেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার প্রমুখ এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করেছেন। "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে তার থেকে একমাত্র মু'য়াত্তা ইবনু যিয়াদই বর্ণনা করেছেন।

হাঁ, হাদীসটি অন্য সূত্রে আবুস সিদ্দীক হতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে 'আলা বর্ণনা করেছেন। সে সনদটি সহীহ। এ কারণে সেটিকে "সিলসিলাহ সহীহাহ" গ্রন্থে (৭১১) উল্লেখ করেছি।

١٥٨٩. (أَبَشِّرُوا يَا أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، فَمَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الثُّغَةِ الَّذِي أَنتُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ رَاضِيًا بِمَا فِيهِ، فَإِنَّهُ مِنْ رُفَقَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৫৮৯। হে সুফ্ফাবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আজকের দিনে তোমরা যে অবস্থার মধ্যে আছ, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তিই সমস্ত ষ্টটিঙে এরূপ অবস্থায় থাকবে, সেই কিয়ামাতের দিন আমার সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু আব্দুর রহমান সুলামী সূফী "আলআরবাঈন ফী আখলাকিস সুফিয়্যাহ" গ্রন্থে (২/২) এবং তার থেকে দাইলামী (১/১/২৪) মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ আনমাতী হতে, তিনি হাসান ইবনু 'আলী ইবনু

ইয়াহুইয়া ইবনু সালাম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী তিরমিযী হতে, তিনি সাঈদ ইবনু হাতেম বালখী হতে, তিনি সাহল ইবনু আসলাম হতে, তিনি খাল্লাদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবু হামযাহ সুকরী হতে, তিনি ইয়াযীদ নাহবী হতে, তিনি ইকরিমাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) একদিন সুফ্ফা বাসীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দরিদ্রতা, তাদের দুর্বল অবস্থা এবং তাদের উত্তম হৃদয় দেখে বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল, অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ হাদীসটি বর্ণনাকারী আবু আব্দুর রহমান সুলামী নিজেই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। কারণ তিনি সূফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী তিরমিযী ছাড়া তার ও আবু হামযাহ সুকরীর মধ্যের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সূফী। তিনি “নাওয়াদিরুল উসূল ফী মা'রিফাতে আখবারির রসূল” গ্রন্থের লেখক। আক্বীদার দিক থেকে তিনি দূষণীয় ব্যক্তি। তিনি অলাইয়াতকে নুবুওয়াতের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। আর ইবনু আরাবী “আলফুসুস” প্রমুখ গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন।

সুযুতী হাদীসটিকে “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে (১/৬/১) সুলামীর “আস্‌সুনানুস সূফিয়াহ” গ্রন্থ, খাতীব বাগদাদী ও দায়লামীর উদ্ধৃতিতে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি “আযযিয়াদাতু আলাল জামে'ইস সাগীর” গ্রন্থের মধ্যেও উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু হাদীসটিকে “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে দেখছি না। অথচ শুধুমাত্র খাতীবের নাম উল্লেখ করলে একমাত্র এ গ্রন্থকেই বুঝানো হয়ে থাকে। যেমনটি তিনি তার ভূমিকার মধ্যে বলেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

১০৭০. (الْأَمَانَةُ تَجْرُ الرِّزْقَ، وَالْحَيَاةُ تَجْرُ الْفَقْرَ).

১৫৯০। আমানাত রিয়ুক ছিনিয়ে আনে আর খিয়ানাত দরিদ্রতাকে ছিনিয়ে আনে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/৭) ইসমাঈল ইবনুল হাসান বুখারী যাহেদ হতে, তিনি আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি আবু যার আহমাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ ইবনু মালেক তিরমিযী হতে, তিনি ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম শামী হতে, তিনি আলী ইবনু হারব হতে, তিনি মূসা ইবনু দাউদ হাশেমী হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু

আব্দুর রহমান ইবনু নাওফাল হতে, তিনি ‘আমের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয় যুবায়ের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ‘আলী হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী‘য়াহ দুর্বল। আর ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম শামীর নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না। তবে বাহ্যিকতা থেকে বুঝা যায় এ শামী হচ্ছেন আবুন নাযর ফারাদীসী। তিনি নির্ভরযোগ্য, ইমাম বুখারীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটির ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিস টীকায় লিখেছেন। আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্ব: হাদীসটি বানোয়াট।

মানাবী যে বলেছেন: এর সনদটি হাসান, কিভাবে হাসান তার কোনই ব্যাখ্যা নেই।

হাদীসটিকে “আলজামে’উল কাবীর” গ্রন্থে (১/৩২৩/২) এ বাক্যেই একমাত্র কাযাঈর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর “আস্‌সাগীর” গ্রন্থে দায়লামীর বর্ণনায় জাবের (رضي الله عنه) হতে আর কাযাঈর বর্ণনায় ‘আলী (رضي الله عنه) হতে (تجر) স্থলে (تجلب) উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহুই বেশী জানেন।

অতঃপর হাদীসটিকে হাফিয ইবনু হাজারের “মুখতাসারু মুসনাদিদ দাইলামী” গ্রন্থে (১/২/৩৬৮) ইব্রাহীম ইবনু আবী আমর গিফারী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন: ... الأمانة تجلب الرزق.।

কিন্তু এ গিফারী মাজহুল (অপরিচিত)। যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

১০৭১. (الأمانة في الأزد، والحياء في قرئش).

১৫৯১। আমানাত হচ্ছে আয্‌দ গোত্রের মধ্যে আর লজ্জা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মান্দাহ্ “আলমা’রিফাহ্” গ্রন্থে (২/২৬৬/২) ও হাফিয ইরাকী “মাহাজ্জাতুল কুরবি ইলা মাহাব্বাতিল আরাবে” গ্রন্থে (২৩/১-২) তুবরানীর সূত্রে মুসা ইবনু জামহূর তিন্নীসী হতে, তিনি ‘আলী ইবনু হারব মূসেলী হতে, তিনি ‘আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ ইবনু উসমান হতে, তিনি তার পিতা খালেদ ইবনু উসমান হতে,

তিনি তার পিতা উসমান ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উসমান হতে, তিনি তার পিতা উসমান ইবনু আবী মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে], তিনি আবু মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আব্দুল লাত হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ... মারফু' হিসেবে।

হাফিয় ইরাকী বলেন:

এ হাদীসের সনদে অজ্ঞতা রয়েছে। তাদের কাউকে কাউকে যে সব কিতাবে উল্লেখ করার কথা সে সবার মধ্যে দেখছি না।

আর তার ছাত্র হাইসামী (১০/২৬) বলেন: এটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণ রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

সতর্কবাণী: এ হাদীসটি ত্ববারানীর “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২২/৩৯৪/৯৭৯) এ সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সনদ থেকে চারজন বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণেই আমি (আলবানী) বন্ধনীর মধ্যে তাদেরকে উল্লেখ করেছি।

১০৭২. (الْعِلْمُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَنْصَارِ).

১৫৯২। জ্ঞান হচ্ছে কুরাইশদের মধ্যে আর আমানাত হচ্ছে আনসারদের মাঝে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাফিয় ইরাকী “মাহাজ্জাতুল কুরবি ইলা মাহাক্বাতিল আরাবে” গ্রন্থে (২৩/১) ত্ববারানীর সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি ইবনু জুযউ যুবাইদী হতে (তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবনে জুযউ) মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: এ সনদটি হাসান। এটিকে ত্ববারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন। আর “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে: “আমানাত হচ্ছে আযদীদের মধ্যে”, এবং বলেছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবনু জুযউ হতে ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইবনু লাহী'য়াহ্ এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (ইবনু লাহী'য়াহ্) দুর্বল তার মস্তিষ্ক

বিকৃতি ঘটান কারণে। হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী। তার গ্রন্থগুলো পুড়ে যাওয়ার পর তার অবস্থা গোলমালে হয়ে যায়। ইবনুল মুবারাক ও ইবনু ওয়াহাব কর্তৃক তার থেকে কৃত বর্ণনা সঠিক অন্যদের বর্ণনা থেকে। সহীহ মুসলিমের মধ্যে অন্যের সাথে মিলিতভাবে বর্ণনাকারী হিসেবে তার কিছু হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এমতাবস্থায় তার হাদীসকে হাসান আখ্যা দেয়া শিথিলতা প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি তার থেকে তিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন তাহলে ভিন্ন কথা। হাফিয় ইবনু হাজার তাদের দু'জনকে উল্লেখ করেছেন আর তৃতীয়জন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ মুকরী।

এছাড়া বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালেহের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী। তবে তাকে কেউ কেউ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন ...।

হাইসামী সম্ভবত তার শাইখ ইরাকীর অনুসরণ করে “আলমাজমা” গ্রন্থে (১০/২৫) বলেছেন:

হাদীসটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” ও “আলকাবীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদটি হাসান। আর মানাবীও তার অঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদের মধ্যে উক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও কিভাবে এটি হাসান হয়! হাফিয় ইরাকী “আলআওসাত” এবং “আলকাবীর” গ্রন্থে হাদীসটির ভাষার ভিন্নতা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ঘটেছে ইবনু লাহী'য়াহ কর্তৃক। তিনি একবার এ ভাষায় আবার অন্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/৩৬৪) উসমান ইবনু সালেহের বর্ণনায় উল্লেখ করে তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন:

তিনি একমাত্র ইবনু লাহী'য়াহ হতে, তিনি মূসা ইবনু ওরদান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ  হতে, তিনি নাবী  হতে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসা ইবনু ওরদানের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে। হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবু দাউদ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী কখনও কখনও ভুলকারী।

মোটকথা, হাদীসটি দুর্বল। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইবনু লাহী'য়াহ

আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল বর্ণনাকারী। এছাড়াও সনদ এবং ভাষা উভয় ক্ষেত্রে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহই বেশী জানেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে তুবারানীর “আলআওসাত” গ্রন্থে (৬৩৭৫) দেখেছি, হাদীসটি (তিন আব্দুল্লাহ) কোন আব্দুল্লাহ- ইবনু লাহী‘য়াহ হতে বর্ণনা করেননি। বরং এটি ইবনু লাহী‘য়াহ হতে ইমরান ইবনু হারুন রামালী কর্তৃক বর্ণনাকৃত।

১০৭৩. (الْعَمَاتِمُ يَتَجَانُ الْعَرَبُ وَالْإِخْيَاءُ حَيْطَانُهَا وَجُلُوسُ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَسْجِدِ رِبَاطَةٌ).

১৫৯৩। পাগড়ী হচ্ছে আরবদের রাজমুকুট। দু‘পা, পেট ও পিঠ সমেত একটি কাপড় জড়িয়ে পরা হচ্ছে আরবদের দেয়াল আর মু‘মিন ব্যক্তির মাসজিদে বসা হচ্ছে, অন্য সলাতের জন্য অপেক্ষার মধ্যে নিজেকে আল্লাহর পথে নিয়োজিত রাখা।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/৮) মূসা ইবনু ইবরাহীম মারওয়াযী হতে, তিনি মূসা ইবনু জা‘ফার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ‘আলী (ؑ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কোন এক মুহাদ্দিস হাদীসটির টীকায় লিখেছেন (আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্ব): হাদীসটি সাকেত।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসা মারওয়াযীকে ইয়াহুইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরুক।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে কাযাঈ ও দায়লামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ‘আলী হতে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর মানাবী বলেছেন: আমেরী বলেন: এটি গারীব। সাখাবী বলেন: এর সনদ দুর্বল। কারণ, এর সনদে হানযালাহ সাদূসী রয়েছেন। হাফয যাহাবী বলেন: তাকে কাত্তান ত্যাগ করেছেন আর নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাদীসটিকে আবু নু‘য়াইমও বর্ণনা করেছেন আর তার থেকে পেয়েছেন দায়লামী। লেখক যদি মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে তাই ভালো ছিলো।

আমি (আলবানী) বলছি: কাযাঈর সনদে বর্ণনাকারী হানযালাহ নেই যেমনটি আপনারা দেখছেন। বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তার

কথার দ্বারা আবু নু'য়াইমের সনদকে উদ্দেশ্য করেছেন। আর তিনি হাদীসটিকে তার “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে বর্ণনা করেননি। তিনি তার অন্য কিতাবে এটিকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

এ অধ্যায়ে আরো হাদীস রয়েছে। সেগুলোর একটি হচ্ছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হাদীস:

“পাগড়ীগুলো হচ্ছে আরবদের রাজমুকুট। তারা যখন পাগড়ীগুলোকে রেখে দেয় তখন তারা তাদের মর্যাদা (ইয্যাতকে) রেখে দেয়।”

এটিকে দায়লামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার নিকট অন্য ভাষাতেও বর্ণিত হয়েছে:

“পাগড়ীগুলো হচ্ছে মু'মিনের প্রশান্তি আর আরবদের সম্মান। আরবরা যখন তাদের পাগড়ী রেখে দেয় তখন তারা তাদের ইয্যাতকে খুলে ফেলে।”

হাফিয সাখাবী “আলমাকাসিদ” গ্রন্থে (২৯১/৭১৭) বলেন:

সবগুলোই দুর্বল। কোনটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

অতঃপর আমি (আলবানী) দায়লামীর ফটো করা কপিতে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হই। যা থেকে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানাবীর পূর্বোক্ত কথার মধ্যে সন্দেহ সংযুক্ত হয়েছে। এ কারণে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়াই ভালো। কারণ দায়লামী হাদীসটিকে (২/৩১৫) আবু নু'য়াইমের সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আহমাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনু খুশাইম হতে, তিনি হানযালাহ্ সাদুসী হতে, তিনি ত্বাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এখানে ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করছি:

১। তিনি শুধুমাত্র হানযালাহ্ সাদুসীকেই হাদীসটির সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে মনে হতে পারে যে, হাদীসটি তার নিচের বর্ণনাকারীদের থেকে নিরাপদ, কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু সা'ঈদ ও তার দাদার জীবনী আমার নিকট যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে পাচ্ছি না। এ কারণে হতে পারে সমস্যা তাদের দু'জনের একজন থেকে।

২। তার নিকট আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে। ‘আলী (রাঃ) এর হাদীস হতে বর্ণিত হয়নি।

৩। মানাবী হাদীসটিকে আবু নূ'য়াইমের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর যখন কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করে শুধুমাত্র এভাবে বলা হয় তখন এর দ্বারা তার “আলহিলইয়াহু” গ্রন্থকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ কারণেই আমি কিছু পূর্বে বলেছি: তিনি “আলহিলইয়াহু” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। আর আবু নূ'য়াইমের নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আসবাহানী, যিনি ৪৩০ হিজরীতে মারা যান। আর যে আবু নূ'য়াইমের সাথে দায়লামীর সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি হচ্ছেন আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ, তিনি হচ্ছেন জুরজানী হাফিয। তিনি মারা যান ৩২৩ হিজরীতে। উভয়ের জীবনী “তায়কিরাতুল হফফায়” প্রমুখ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

১০৭৬. (أَبْلَغُونِي حَاجَةً مِّنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغُ حَاجَتِهِ ؛ فَمَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مِّنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا : ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৫৯৪। তোমরা আমার নিকট সেই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে পৌঁছিয়ে দাও যে তার প্রয়োজনীয়তাকে আমার নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। কারণ যে ব্যক্তি শাসকের নিকট সেই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে পৌঁছিয়ে দেয় যে (নিজে) তা পৌঁছাতে সক্ষম হয় না, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার পদযুগলকে পুল সিরাতের উপর স্থিতিশীল রাখবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু 'আলী ইবনুস সাওয়াফ তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/৮৫) ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াযীদ আসবাহানী হতে, তিনি আলী ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদের দাস মু'তাব হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাসান ইবনু 'আলী হতে, তিনি হুসানই ইবনু 'আলী (رحمه الله) হতে, তিনি 'আলী (رحمه الله) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ মু'তাব সম্পর্কে হাফিয যাহাবী “আযযু'রাফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে বলেন: তাকে আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর 'আলী ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদের অবস্থা অজ্ঞাত। তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। ইমাম তিরমিযী তার একটি হাদীস বর্ণনা করে তাকে গারীব আখ্যা দিয়েছেন।

আর ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াযীদ আসবাহানীর জীবনী পাচ্ছি না।

‘আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে নাবী (রাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করার ব্যাপারে অন্য একটি সূত্রও রয়েছে। এটি তিরমিযী “আশ্শামাইল” গ্রন্থে (৩২৯) বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি দুর্বল। যেমনটি আমি তার “মুখতাসার” গ্রন্থে (৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

হাদীসটিকে হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৫/২১০) আবুদ দারদা (রাঃ) হতে নিম্নের বাক্যে উল্লেখ করেছেন: ... من أبلغ ذا سلطان

যে ব্যক্তি বাদশার নিকট পৌঁছাবে ...।

অতঃপর বলেছেন: এটিকে বায্‌য়ার দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এর সনদের মধ্যে সাঈদ আলবারাদ রয়েছে। তবে অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলাবানী) বলছি: এ সাঈদকে আমি চিনি না।

সুযুতী হাদীসটিকে তার জামে' গ্রন্থে আবুদ দারদা (রাঃ) হতে ত্বারানীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

লেখক (সুযুতী) হাদীসটিকে ত্বারানীর উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে দাইলামীর অনুসরণ করেছেন।

সাখাবী বলেন : তা ধারণামাত্র। তার ভাষা ভিন্ন হওয়ার কারণে ...। আর আলোচ্য হাদীসের ভাষাটিকে (আসলে) বাইহাক্কী “আদদালাইল” গ্রন্থে আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যার সনদের মধ্যে নাম না নেয়া বর্ণনাকারী রয়েছে। ফলে সঠিক ছিল আলোচ্য হাদীসকে আলী (রাঃ) হতে বাইহাক্কীর উদ্ধৃতি দেয়া। আমি (আলাবানী) বলছি : ত্বারানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদকে হাইসামী (৮/১৯২) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১০৭০. (يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدُّ يَقَامُ فِي

الْأَرْضِ بِحَقِّهِ، أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ عَامًا).

১৫৯৫। ন্যায়পরায়ন ইমামের একদিন ষাট বছর ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। আর যমীনের মধ্যে যদি হক্ক পছায় একটি শান্তি বাস্তবায়ন করা হয় তা যমীনের মধ্যে বেশী পবিত্র চল্লিশ বছর বৃষ্টির চেয়েও।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৪০/২) সা'দ আবী গায়লান শাইবানী হতে, তিনি আফফান ইবনু জুবায়ের ত্বাঈ হতে, তিনি আবু হুরাইয আযদী হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনু

আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ এবং ভাষা উভয়েরই জা'ফার ইবনু আউন বিরোধিতা করে বলেছেন: তিনি আফ্ফান ইবনু জুবায়ের ত্বাঈ হতে, তিনি ইকরিমা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদ হতে আবু হুরাইযকে ফেলে দিয়েছেন। আর ভাষার মধ্যে “বছরের” স্থলে “সকাল” ব্যবহার করেছেন।

এটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (৪৯০১) ও “মাজমা'উল বাহরাইন” গ্রন্থে (১/১৯৪/১) উল্লেখ করে বলেছেন:

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে হাদীসটিকে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি আমার নিকট দুর্বল। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবু হুরাইয আযদী, যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু হুসাইন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আর আফ্ফান ইবনু জুবায়ের ত্বাঈকে ইবনু আবী হাতিম “আলজারহু অততাদীল” গ্রন্থে (৩/২/৩০) আবু গায়লান শাইবানী ও জা'ফার ইবনু আউনের বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। অতএব তার অবস্থা মাজহুল।

আর সা'দ আবু গায়লান শাইবানীকে তিনি (২/১/৯৯) নাসাব (বংশ পরিচয়) বর্ণনা করা ছাড়া এভাবেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। তিনি এর পূর্বে তাকে ‘ত্ব অধ্যায়ে’ উল্লেখ করে তিনি তার নাম বলেছেন: ত্বালেব। আর তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তিনি ভালো শাইখ, তার হাদীসের মধ্যে কারুকার্য করা হয়েছে।

আবু যুর'যাহ বলেন: তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

হাইসামীর নিকট এ বিষয়টি লুক্কায়িতই রয়ে গেছে এ কারণে তিনি তাকে চিনেন নি। তিনি হাদীসটিকে “আলমাজমা'” গ্রন্থে (৫/১৯৭) প্রথম বাক্যে “আমান” শব্দে উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে ত্বারানী “আলকাবীর” ও “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে আবু গাইলান শাইবানী রয়েছেন, আমি তাকে চিনি না। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ ব্যাখ্যায় কয়েকভাবে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

১। “আলকাবীর” এবং “আলআওসাত” গ্রন্থের ভাষা পরস্পর বিরোধী।

২। “আলকাবীর” গ্রন্থের সনদের মধ্যেও আবু গাইলান রয়েছে। আর “আলআওসাত” গ্রন্থে জাফার ইবনু আউন তার মুতাবায়াত করেছেন তিনি তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। এর দ্বারা বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন।

৩। আবু গাইলান পরিচিত। সম্ভবত হাইসামীর নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে যে, ইবনু আবী হাতিম অন্যত্র তাকে উল্লেখ করে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার বিবরণ দিয়েছেন।

মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৩/১৩৫) হাদীসটি “আলকাবীর” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তবে তিনি “বছরের” স্থলে “সকাল” ব্যবহার করে বলেছেন:

এটিকে ত্ববারানী “আলকাবীর” ও “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি হাসান।

তার এ কথায় শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। যদিও হাফিয় ইরাকী তার অনুসরণ করেছেন।

হাদীসটিকে গায়ালী “আলইয়াহুইয়া” গ্রন্থে নিম্নের বাক্যে উল্লেখ করেছেন:

(ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة).

“ন্যায়পরায়ন বাদশার একদিন সত্তর বছরের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।”

অতঃপর ইরাকী “তাকরীজুল ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (১/১৫৫) বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) এর হাদীস হতে ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন (ষাট বছর) উল্লেখ করে।

١٥٩٦. (فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى غَيْرِهِ، كَفَضْلِ النَّبِيِّ عَلَى أُمَّتِهِ).

১৫৯৬। আলেমের ফাযীলাত অন্যের উপরে সেরূপ যেরূপ নাবীর ফাযীলাত তাঁর উম্মাতের উপরে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৮/১০৭) আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী হতে, তিনি আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আযদী হাফিয় হতে, তিনি আবু ত্বলহাহ অসাবেসী হতে, তিনি নাসর ইবনু ‘আলী জাহযামী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি আলআওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আবী সালামাহ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি

বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বানোয়াট। এর মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে:

১। এ সুলাইমান সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না। তার থেকে আওয়াম ইবনু হাওশাব এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

২। আবু ত্বলহাহ্ অসাবেসীকে আমি চিনি না।

৩। আবুল ফাতহ্ আযদীর হেফযের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে।

৪। বর্ণনাকারী আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ হচ্ছেন সাইরাফী, তিনি ইবনুল বাযরী নামে পরিচিত। খাতীব বলেন:

আবুল ফাতহ্ মিসরী আমাকে বলেন: চারজন ছাড়া যেসব শাইখদের ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষ রয়েছে বাগদাদে তাদের থেকে আমি লিখিনি। আর তাদের মধ্যে হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ বাযরী রয়েছেন।

সূরী বলেন: তিনি মিসরে ধর্মীয় ব্যাপারে অসৎতা এবং ফাসাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মিথ্যুক।

হাদীসটিকে আবু সাঈদ খুদরী (رحمته الله) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে এতে (غيره) এর স্থলে 'আবেদ' (عابد) উল্লেখ করা হয়েছে।

এটিকে ইবনু আব্দুল বার "জামে'উ বায়ানিল ইলম" গ্রন্থে (১/২১) মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল ইবনে আতিয়াহ্ সূত্রে যায়েদ আলআশ্মী হতে, তিনি জা'ফার আবাদী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারেই দুর্বল। যায়েদ আশ্মী দুর্বল। আর মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযলও মিথ্যুক।

আর জা'ফার আবাদী হচ্ছেন জা'ফার ইবনু যায়েদ আবাদী। ইবনু আবী হাতিম (১/১/৪৮০) বলেন:

তার থেকে সালেহ্ মিররী, সালাম ইবনু মিসকীন ও হাম্মাদ ইবনু যায়েদ বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা তার সম্পর্কে বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তিনি আবু সাঈদ (رحمته الله) হতে শ্রবণ করেননি। অতএব এটি মুনকাতি'।

١٥٩٧. (فُضِّلَتْ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعٍ : بِالسُّخَاءِ، وَالشُّجَاعَةِ، وَكَثْرَةِ الْجَمَاعِ،

وَسِدَّةُ الْبَطْشِ).

১৫৯৭। চারটি বস্তুর দ্বারা আমাকে লোকেদের উপরে ক্ষাণীলাত দেয়া হয়েছে: বদান্যতা, বাহাদুরী, অধিক পরিমাণে সহবাস ও কঠোর পাকড়াও।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৮/৬৯-৭০) ইসমাঈলী সূত্রে আর এটি তার “মু‘জাম” গ্রন্থে (১/৮৪) হুসাইন ইবনু ‘আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুস‘য়াব নাখ‘ঈ আবু ‘আলী হতে বাগদাদে, তিনি আব্বাস ইবনুল অলীদ খাল্লাল হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি সাঈদ হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

তিনি এটিকে হুসাইনের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তাকে দীর্ঘায়ু দেয়া হয়েছিল এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি বাতিল হাদীস নিয়ে এসেছেন।

অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার নিম্নের ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন:

এ হাদীসের ব্যাপারে এ ব্যক্তির কোন দোষ নেই। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, দুর্বলতা এসেছে সাঈদের দিক থেকে। তিনি হচ্ছেন ইবনু বাশীর।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয ইবনু হাজারের কথাকে শক্তিশালী করছে যে, এ ব্যক্তি হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেননি। ত্ববারানী “আলমু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে (৬৯৫৯) ও “মুসনাদুশ শামেঈন” গ্রন্থে (পৃ ৫০২) মুহাম্মাদ ইবনু হারুন হতে, তিনি আব্বাস ইবনুল অলীদ খাল্লাল হতে বর্ণনা করেছেন।

আর এ মুহাম্মাদ হচ্ছেন ইবনু হারুন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু বাঙ্কার ইবনু বিলাল দেমাক্কী। তার জীবনী পাচ্ছি না। তিনি “তারীখু দেমাক্ক” গ্রন্থে বর্ণিত ইবনু আসাকিরের শর্তানুযায়ী বর্ণনাকারী। আমার নিকট প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি নির্ভরযোগ্য। কারণ ত্ববারানী তার থেকে “আলআওসাত” গ্রন্থে (৬৯২৫-৬৯৬৫) প্রায় চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ অধিক সংখ্যক বর্ণনা করা তার নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ বহন করছে। আর তিনি হচ্ছেন ইসমাঈলির শাইখ হুসাইনের শক্তিশালী মুতাবা‘য়াতকারী।

১০৭৮. (كَانَ يَكْرَهُ الْكَيَّ، وَالطَّعَامَ الْحَارَّ، وَيَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، أَلَا وَإِنَّ الْحَارَّ لَا بَرَكَةَ فِيهِ، وَكَانَتْ لَهُ مِكْحَلَةٌ يَكْتَسِلُ مِنْهَا عِنْدَ التَّوْمِ ثَلَاثًا (٥)).

১৫৯৮। তিনি ছ্যাক লাগানো এবং গরম খাদ্যকে অপছন্দ করে বলতেন: তোমরা ঠাণ্ডাকে গ্রহণ কর, কারণ ঠাণ্ডা (খাদ্য) হচ্ছে বরকতধারী। সাবধান, গরমের মধ্যে কোনই বরকত নেই। তার একটি সুরমাদানী ছিলো তিনি তা থেকে ঘুমের সময় (প্রত্যেক চোখে) তিন তিনবার করে সুরমা ব্যবহার করতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/২৫২) আব্দুল্লাহ ইবনু খুবায়েক সূত্রে ইউসুফ ইবনু আসবাত হতে, তিনি আরযামী হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম বলেন: সাফওয়ানের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে একমাত্র ইউসুফের হাদীস হতেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মন্দ হেফযের কারণে তিনি দুর্বল। আর তার শাইখ আরযামী তার থেকেও বেশী দুর্বল। তার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ আরযামী।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরুক।

আর ইবনু আবী হাতিম আব্দুল্লাহ ইবনু খুবায়েকের জীবনী (২/২/৪৬) আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

১০৭৭. (لَوْ كَانَ جُرَيْجُ الرَّاهِبِ فَقِيهًا عَالِمًا، لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أَمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ).

১৫৯৯। জুরায়েষ আররাহেব যদি ফাকীহু আলেম হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই জানতেন যে, তার মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া বেশী উত্তম তার প্রতিপালকের এবাদাতের চেয়ে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১৩/৩-৪) আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস ইবনে মূসা কুরাশী হতে, তিনি হাকাম ইবনুর রাইয়ান

ইয়াশকুরী হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হাওশাব ফিহরী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

খাতীব বলেন: হাদীসটিকে ইবরাহীম ইবনুল মুসতামির আরুকাবী ও মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন হুনাইনী হাকাম ইবনু রাইয়ান হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর হাদীসটিকে হাসান ইবনু সুফইয়ান তার “মুসনাদ” গ্রন্থে আর তিরমিযী “আননাওয়াদীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মান্দাহ বলেন: হাদীসটি গারীব। হাকাম ইবনু রাইয়ান এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আজব ব্যাপার এই যে, দোষী-নির্দোষী ব্যাখ্যাদানকারী গ্রন্থগুলো এ বর্ণনাকারী হাকামকে উল্লেখ করেননি। এমনকি ইবনু আবী হাতিম তার “আলজারহু অত্‌তা'দীল” গ্রন্থেও উল্লেখ করেননি। ইয়াযীদ ইবনু হাওশাব এবং তার পিতার অবস্থাও তার মতই। কারণ তাদেরকে একমাত্র এ হাদীসের মধ্যেই চেনা যায়। আর এ কারণেই মানাবী বলেছেন:

বাইহাকী বলেন: এ সনদটি মাজহুল। আর হাফিয যাহাবী “আসসহাবাহ” গ্রন্থে বলেন: এটি মাজহুল। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরাশী কুদায়মী রয়েছেন, ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি জাল করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। বরং দু'জন তার মুতাবা'য়াত করেছেন যেমনটি পূর্বে খাতীবের উদ্ধৃতিতে আলোচিত হয়েছে। হাদীসটির সমস্যা তার শাইখ অথবা লাইসের অপরিচিত শাইখদের থেকেই এসেছে। আল্লাহুই বেশী জানেন।

অতঃপর আমার নিকট হাদীসটি যেন বানোয়াট। কারণ ফাকীহদের কথার সাথে এটির সাদৃশ্য রয়েছে। এর আসল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহুই বেশী জানেন।

١٦٠٠. (لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: غَرْسُ الْعَجْوَةِ , وَأَوَاقِ

تَنْزُلُ فِي الْفَرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بَرَكَةِ الْجَنَّةِ , وَالْحَجَرُ).

১৬০০। যমীনে জান্নাতের মাত্র তিনটি বস্তু রয়েছে: আজওয়া বৃক্ষ, জান্নাতের বরকত থেকে প্রতিদিন ফুরাত নদীতে স্বর্ণ নাযিল হওয়া এবং পাথর (হাজার আসওয়াদ)।

হাদীসটি দুর্বল। [কিন্তু তিনি (আলবানী) দুর্বল বলা থেকে ফিরে এসে পরবর্তীতে “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (৩১১১) হাদীসটিকে সহীহু আখ্যা দিয়েছেন।]

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১/৫৫) কাযী আবু উমার কাসেম ইবনু জা'ফার ইবনু আব্দুল অহিদ হাশেমী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ খাতলী হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী বালখী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবান হতে, তিনি আবু মু'য়াবিয়াহু হতে, তিনি হাসান ইবনু সালেম ইবনু আবী জা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহু (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি গারীব। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাদের মধ্যে দু'জন ছাড়া অন্যদের অবস্থার ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই:

১। হাসান ইবনু সালেম। ইবনু আবী হাতিম ছাড়া অন্য কেউ তাকে উল্লেখ করেছেন বলে দেখি না। ইবনু মা'জিন হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি সালেহু (ভালো)।

২। মুহাম্মাদ ইবনু আবান। তিনি হচ্ছেন বালখী। এ নামে দু'জন রয়েছেন তারা উভয়েই একই স্তরের:

ক। মুহাম্মাদ ইবনু আবান ইবনু অযীর বালখী। তিনি নির্ভরযোগ্য বুখারীর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

খ। মুহাম্মাদ ইবনু আবান ইবনু 'আলী বালখী। এর অবস্থা অস্পষ্ট যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার বলেছেন। সম্ভবত ইনিই এ গারীব হাদীসের সমস্যা। কারণ আমার নিকট অদ্যাবধি স্পষ্ট হয়নি ইনি তাদের দু'জনের কে? আর কোন ব্যক্তিকে দেখছি না তিনি হাদীসটির সমস্যাকে স্পষ্ট করেছেন। মানাবী দৃঢ়তার সাথে “আততায়সীর” গ্রন্থে হাদীসটির সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত আমি যা উল্লেখ করেছি এ সব কারণেই।

মুহাম্মাদ ইবনু আবানের নিচের তিনজন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। “আততায়ীখ” গ্রন্থে তাদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

আমি আলোচ্য হাদীসটির প্রথম অংশটুকুকে প্রত্যাক্ষান করেছি, কারণ এর মধ্যে (তিনটি বস্তু ছাড়া) দুনিয়াতে জান্নাতী অন্য কিছু না থাকার কথা বলা হয়েছে অথচ সহীহু হাদীসের মধ্যে সাব্যস্ত হয়েছে:

“সায়হান, জায়হান, ফুরাত ও নীল এ সবগুলো জান্নাতী নদী।” এটিকে ইমাম মুসলিম (২৮৩৯) ও “আহমাদ (৭৮২৬) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এটিকে আমি “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (১০০) উল্লেখ করেছি।

এছাড়া অন্য হাদীসের মধ্যে রসূল (ﷺ) বলেছেন: “হাজরে আসওয়াদ হচ্ছে জান্নাত হতে।” আর “আজওয়া হচ্ছে জান্নাত হতে।” [“সহীহ তিরমিযী” (২০৬৬)] আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) প্রমুখ সহাবী হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এগুলো বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু ফুরাত নদীতে জান্নাত থেকে বরকত নাযিল হওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীসের কোন শাহেদ পাচ্ছি না। একমাত্র খাতীব কর্তৃক বর্ণনাকৃত নিম্নোক্ত হাদীস ছাড়া, তিনি রাবী‘ ইবনু বাদ্র সূত্রে আ‘মাশ হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি আব্দুল্লাহু ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন:

“প্রতিদিন ফুরাত নদীতে জান্নাতী বরকতের কতিপয় মিসকাল নাযিল হয়।”

কিন্তু এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। কারণ এ রাবী‘ ইবনু বাদ্র মাতরুক। তার থেকে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে যেটিকে (১৪৩৮) নম্বরে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু তিনি (আলবানী) দুর্বল বলা থেকে ফিরে এসে পরবর্তীতে “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (৩১১১) হাদীসটিকে সহীহু আখ্যা দিয়েছেন।

١٦٠١. (سِحَاقُ النِّسَاءِ زَيْنًا بَيْنَهُنَّ).

১৬০১। নারীদের পরস্পরের মধ্যে সমকামিতা হচ্ছে তাদের মাঝে যেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হায়সাম ইবনু খালাফ দাওরী “যাম্মুল লাওয়াত” গ্রন্থে (২/১৬০), ইবনু আদী (ক্বাফ ২/২৯০) ও ইবনুল জাওযী “যাম্মুল হাওয়া” গ্রন্থে (পৃ ২০০) আশ্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি ‘আলা হতে, তিনি মাকহুল হতে, তিনি অসিলাহু ইবনুল আসকা‘ হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। এ আশ্বাসা জাল করার দোষে দোষী। সুলাইমান ইবনুল হাকাম ইবনু আওয়ানাহু ‘আলা ইবনু কাসীর হতে, তিনি মাকহুল হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা‘য়াত করেছেন।

এটিকে খাতীব (৩০/৯০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সুলাইমান সম্পর্কে ইবনু মাঈঈন বলেন: তিনি কিছুই না। নাসাই বলেন: তিনি মাতরুক।

এছাড়া ‘আলী ইবনু কাসীর তার চেয়ে উত্তম নয়। আবু যুর‘যাহ বলেন: তিনি যঈফুল হাদীস, ওয়াহিউল হাদীস। তিনি মাকহুল সূত্রে অসিলাহ্ হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

আবু হাতিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। দুর্বল হওয়ার দিক থেকে তিনি আব্দুল কুদূস ইবনু হাবীব ও উমার ইবনু মুসা ওয়াজীহীর মতই।

আমি (আলবানী) বলছি: শেষের এ দু’জন মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

আবু আইউব ইবনু মুদরিক তার মুতাবা‘য়াত করেছেন। কিন্তু তিনি মাতরুক। তার হাদীসের মধ্যে হাদীসটির প্রথমে বেশী রয়েছে। তার ভাষাটি পরে উল্লেখ করা হবে। আর বাক্বার ইবনু তামীম তার মুতাবা‘য়াত করেছেন। আর তার থেকে বিশ্ৰ ইবনু আউন বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে অপরিচিত। তাদের দু’জনের ভাষা বেশী পরিপূর্ণ যেমনটি আসবে।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে দু’টি স্থানে অসিলাহ্ হতে ত্বারানীর “আলমু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন:

হাইসামী বলেন: তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু হাফিয় যাহাবী “আলকাবায়ের” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: বর্ণনা করা হয়ে থাকে, অতঃপর বলেছেন: এ সনদটি দুর্বল।

সুযুতী প্রথম স্থানে উল্লেখিত হাদীসের ভাষা (... سحاق) এভাবে বর্ণনা করেছেন আর দ্বিতীয় স্থানে আলিফ লাম সহকারে (... السحاق) এভাবে বর্ণনা করেছেন। এ আলিফ লাম সহকারে বাক্যটি হচ্ছে ত্বারানী কর্তৃক বর্ণনাকৃত। আর প্রথম বাক্যটি তার নিকটে নেই। সেটি আবু ই‘যালা প্রমুখের নিকটে রয়েছে। এটি আবু ই‘যালার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/১৮০৬-৭৪৯১) বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ সূত্রে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি আয্বাসা ইবনু সাঈদ কুরাশী হতে, তিনি মাকহুল হতে বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী হাদীসটিকে (৬/২৫৬) দু’ভাষাতেই উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আর শাইখ সিলারী তার সমালোচনা করে ত্বারানীর টীকায় বলেছেন:

কিভাবে তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য যাদের মধ্যে উসমান ইবনু

আব্দুর রহমান অকাসী রয়েছেন যিনি মাতরুক এবং যাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর আশ্বাসা হচ্ছেন দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ উসমান অকাসী নন। বরং ইনি হচ্ছেন হাররানী, তুরাইফী নামে পরিচিত। কারণ এ ব্যক্তিই আশ্বাসা ইবনু সা'ঈদ কুরাশী হতে আর তার থেকে বাকিয়্যাহ্ বর্ণনা করেন। যেমনটি হাফিয় মিয়যীর “তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয় ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন:

উসমান তুরাইফী সত্যবাদী, তবে তার অধিকাংশ বর্ণনা দুর্বল এবং মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীদের থেকে। এ কারণে তাকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এমনকি তাকে ইবনু নুমায়ের মিথ্যা বলার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আর আশ্বাসা ইবনু সা'ঈদ হচ্ছেন কুরাশী তিনি নির্ভরযোগ্য। শাইখ সিলারী তাকে কান্নান অসেতী সন্দেহ করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বাকিয়্যাহ্ এবং মাকহুল কর্তৃক আনান করে বর্ণনাকৃত হওয়া।

আর এ উসমান যে ওকাসী নয় তার প্রমাণ এই যে, অকাসী মাকহুল হতে সরাসরি বর্ণনা করেন। আর তুরাইফী মাকহুল হতে আশ্বাসার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনু হিব্বানের “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে এসেছে।

١٦٠٢. (لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالسَّحَاقُ زَنَا النِّسَاءِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ).

১৬০২। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না নারীরা নারীদের দ্বারা নিজেদের (যৌবিক) প্রয়োজন মিটাতে আর পুরুষরা পুরুষদের দ্বারা নিজেদের (যৌবিক) প্রয়োজন মিটাতে। আর নারীদের পরস্পরের মধ্যে সমকামিতা হচ্ছে তাদের মাঝে যেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১৮৪), আবুল কাসেম হামাদানী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২০৭/১) ও ইবনু আসাকির “আততারীখ” গ্রন্থে (৩/১৪২/২) আইউব ইবনু মুদরিক সূত্রে মাকহুল হতে, তিনি অসিলাহ্ ইবনুল আসকা' হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আইউবের দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে

ঐকমত্য। বরং ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি মিথ্যুক।

আবু হাতিম ও নাসাই বলেন: তিনি মাতরুক।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মাকহুল হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বিশ্র ইবনু আউন শামী তার মুতাবা'য়াত করেছেন বাক্বার ইবনু তামীম হতে, তিনি মাকহুল হতে।

এটিকে ইবনু হিব্বান “আযু'য়াফা” গ্রন্থে (১/১৯০) বর্ণনা করে বলেছেন: বিশরের একটি কপিতে ছয়শতটি হাদীস রয়েছে। সেগুলোর সবগুলোই বানোয়াট। সেগুলোর মধ্যে এটিও একটি।

সুযুতী “যাইলুল মাওযু'য়াত” গ্রন্থে (পৃ ১৫০/৭৪৯ নং) তার কথাকে সমর্থন করেছেন। ‘আলা ইবনু কাসীরও সংক্ষিপ্ত হাদীসটির ব্যাপারে তার মুতাবা'য়াত করেছেন তবে সেটিও সহীহ নয়। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদীসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬০৩. (لَوْ مَرَّتِ الصَّدَقَةُ عَلَى يَدَيِّ مَائَةٍ لَكَانَ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجْرِ

الْبَيْدِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا).

১৬০৩। সাদাকাহু যদি একশত ব্যক্তির হাতে যায় তাহলে তাদের জন্য সে পরিমাণই সাওয়াব হবে যে পরিমাণ প্রথমে গুরুকারী ব্যক্তির হবে, তার সাওয়াবের মধ্যে সামান্যতম ঘাটতি ছাড়াই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব (৭/১৩১) বাশীর ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ মাকবুরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ মাকবুরী সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তাকে মুহাদিসগণ পরিত্যাগ করেছেন। আর বাশীর ইবনু যিয়াদ হচ্ছেন মুনকারুল হাদীস। একে ত্যাগ করা হয়নি।

১৬০৪. (لَمُعَالَجَةِ مَلِكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ).

১৬০৪। মালাকুল মাওতের কর্ম (আত্মাকে বের করা) অবশ্যই তরবারীর দ্বারা এক হাজারবার আঘাতের চেয়েও বেশী কঠিন (কষ্ট দায়ক)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব (৩/২৫২) আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু কাসেম বালখী সূত্রে আবু আমর উবুল্লী হতে, তিনি কাসীর হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু কাসেম, তিনি হচ্ছেন ত্বলাকানী, তিনি হাদীস জাল করতেন যেমনটি হাকিম প্রমুখ বলেছেন।

আর কাসীর হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ উবুল্লী, তিনি মাতরুক। আর আবু আমর উবুল্লীকে আমি চিনি না।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয়ী “আলমওয়ূ‘য়াত” গ্রন্থে খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন:

হাদীসটি সহীহ নয়। বর্ণনাকারী কাসীর মাতরুক। আর মুহাম্মাদ ইবনু কাসেম হাদীস জাল করতেন। এটিকে হাসান হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনুল মুবারাক “আযযুহুদ” গ্রন্থে হাদীসটিকে হুরাইস ইবনুস সায়েব আসাদী হতে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) মৃত্যুকে, মৃত্যুর চিন্তা, মৃত্যুর বিপদ এবং মৃত্যুর লজ্জাকে (অপমানকে) স্মরণ করলেন অতঃপর বলেন: তরবারীর দ্বারা তিনশতবার প্রহার করার ন্যায়”। এটিকে সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৪১৬) উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। বর্ণনাকারী হুরাইস দুর্বল হওয়ার কারণে।

এর চেয়ে আরো বেশী দুর্বল সেটি যেটিকেও সুযুতী হারেস কর্তৃক তার “মুসনাদ” গ্রন্থের বর্ণনায় হাসান ইবনু কুতাইবাহ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি যাবেদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন:

“মালাকুল মাওতের কর্ম (আত্মা কবয করা) তরবারীর দ্বারা এক হাজারবার আঘাতের চেয়েও কঠিন।”

এটিকে তিনি আলোচ্য হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও খুবই দুর্বল।

কারণ হাসান ইবনু কুতাইবাহ্ সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তিনি হালেক।

১৬০৫. (اَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُوسَى نَجِيًّا وَاتَّخَذَنِي حَبِيبًا ثُمَّ قَالَ:

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لِأَوْثَرَنَ حَبِيبِي عَلَى خَلِيلِي وَنَجِيِّي).

১৬০৫। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীমকে খালীল (একান্ত বন্ধু), মুসাকে নাজী (নাজাত লাভকারী) আর আমাকে হাবীব (প্রিয় বন্ধু) বানিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন: আমার ইয্যাত ও মর্যাদার শপথ আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে একান্ত বন্ধু আর নাজীর উপরে অগ্রাধিকার দিব।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে অহেদী “আসবাবুন নুযূল” গ্রন্থে (পৃ ১৩৬) ও দাইলামী (১/১/৮৪) মাসলামাহ্ সূত্রে যায়েদ ইবনু অকেদ হতে, তিনি কাসেম ইবনু নুজায়েদ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী কাসেম ইবনু নুযায়েদের জীবনী পাচ্ছি না।

আর মাসলামাহ্ হচ্ছেন ইবনু আলী খুশানী, তিনি সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। তাকে একদল (মুহাদিস) ত্যাগ করেছেন। হাকিম বলেন: তিনি আওয়াঈ ও যুবাইদী হতে কতিপয় মুনকার এবং বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

হাদীসটিকে বাইহাক্কী “কিতাবুল বা‘স” গ্রন্থে, হাকীম, দাইলামী ও ইবনু আসাকির এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন আর বাইহাক্কী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর মানাবী বলেছেন:

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগিয়ে বলেছেন: মাসলামাহ্ খুশানী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন মাতরুক। (মানাবী বলেন:) শুধুমাত্র দুর্বলতা অথবা মাতরুক হওয়া হাদীসটি বানোয়াট হওয়াকে অপরিহার্য করে না।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম শিখিলতা প্রদর্শনকারী হলেও তিনি মাসলামাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। অতএব ইবনুল জাওযী কর্তৃক হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দেয়া দূরবর্তী কিছু নয়।

১৬০৬. (كَانَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

১৬০৬। তিনি যখন নতুন কাপড় গ্রহণ করতেন তখন তিনি জুম'আর দিনে তা পরিধান করতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ “আখলাকুনাবী” (পৃ ২৭৬) ও “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (২৫), আবু উসমান নুজায়রামী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৩৩) ও বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ” (২/২৪) আবু বাকর আব্দুল কুদ্দুস ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ খুযাঈ হতে, তিনি আশ্বাসাহ ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবুল আসওয়াদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাগাবী বলেন:

এ আশ্বাসাহ দুর্বল বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। তিনি হচ্ছেন কুরাশী।

তার সূত্র হতেই খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৪/১৩৭), আর তার থেকে ইবনুল জাওয়াযী “আলইলাল” গ্রন্থে (২/১৯৩) দাউদ ইবনু বাকর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী হতে, তিনি আশ্বাসাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওয়াযী বলেন: হাদীসটি সহীহ নয় আর আশ্বাসা ক্রটিযুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: বর্ণনাকারী আনসারী নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন সব হাদীস বর্ণনা করেন যেগুলো তাদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আনসারী হচ্ছেন খায়রাজী।

ইবনুল জাওয়াযী হাদীসটিকে “আলমাওয়াযাত” গ্রন্থে উল্লেখ না করে “আলইলাল” গ্রন্থে উল্লেখ করার দ্বারা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। অথচ এর সনদের মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী এবং জালকারী রয়েছেন। আর মানাবী তার চেয়েও বেশী শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি “আত্‌তায়সীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: সনদটি দুর্বল।

১৬০৭. (وَيَحْكُ يَا تَغْلَبَةُ، قَلِيلٌ تُوْدِي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ نَبِيِّ اللَّهِ؟ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ تَسِيلَ مَعِيَ الْجِبَالُ فَضَةً وَدَهَبًا لَسَأَلْتُ).

১৬০৭। হে সা'লাবাহ! তোমার ধ্বংস হোক। কম পরিমাণ সম্পদ তুমি যার শুকরিয়া আদায় করো, তা বেশী কল্যাণকর বেশী সম্পদ থেকে যা তুমি বহন করতে সক্ষম নও (যার তুমি শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম নও)। তুমি কি চাও না যে তুমি আল্লাহর নাবীর মত হও? সেই সম্ভার

কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা, আমি যদি চাইতাম আমার সাথে রৌপ্য রূপা আর স্বর্ণের পাহাড় প্রবাহিত হোক তাহলে তাই প্রবাহিত হতো।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে অহেদী “আসবাবুন নুযূল” গ্রন্থে (পৃ ১৯১-১৯২) মা'য়ান ইবনু রিফা'য়াহ্ সুলামী হতে, তিনি 'আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি কাসেম ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি আবু উমামাহ্ বাহেলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সা'লাবাহ্ ইবনু হাতেব আনসারী রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন তিনি যেন আমাদের সম্পদ দান করেন। রসূল (ﷺ) তখন এ (উক্ত) কথা বলেন: ...। তখন সে বলল: আপনাকে যিনি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন সেই সত্ত্বার কসম আপনি যদি আল্লাহর নিকট আমার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন তাহলে অবশ্যই আমি প্রত্যেক হক্‌দারকে দান করে সম্পদের হক্‌ আদায় করব। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: হে আল্লাহ! তুমি সা'লাবাকে সম্পদ দান কর। অতঃপর সে ছাগল গ্রহণ করল আর তা যেরূপ পোকা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সেভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মাদীনা তার জন্য সংকীর্ণ স্থান হয়ে পড়ল। এ কারণে সে মাদীনা থেকে দূরে সরে গেল। সে মাদীনার উপত্যকাগুলোর এক উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করল এমনকি সে যোহর এবং আসরের সলাত জামা'য়াতের সাথে আদায় করা শুরু করল আর এ দু'ওয়াক্ত ছাড়া বাকী সলাতগুলো ছেড়ে দেয়া শুরু করল। অতঃপর সম্পদ যখন আরো বৃদ্ধি পেল এবং অটেল হয়ে গেলো তখন সে এক জুম'য়াহ্ হতে অন্য জুম'য়াহ্ পর্যন্ত সলাত ছেড়ে দেয়া শুরু করল। এমতাবস্থায় তার সম্পদ পোকার ন্যায় বৃদ্ধি পেতেই থাকল। অবশেষে সে জুম'য়ার সলাতও ছেড়ে দিল। এ সময় রসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, সা'লাবা কি করছে? তারা বলল: সে একটি ছাগল গ্রহণ করে অতঃপর তার জন্য মাদীনা সংকীর্ণ হয়ে যায় ...। অতঃপর রসূল (ﷺ) দু'ব্যক্তিকে সাদাকা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন...। তিনি তাদের দু'জনকে সা'লাবা এবং বানু সুলাইম গোত্রের অপর এক ব্যক্তির নিকট যেতে বলে তাদের দু'জনের নিকট থেকে সাদাকাহ্ গ্রহণ করতে বললেন। তারা দু'জন বের হয়ে সা'লাবার নিকট এসে সাদাকাহ্ চাইল এবং তাকে রসূল (ﷺ)-এর চিঠি পাঠ করে শুনাল। তখন সে বলল: এটা ট্যাক্স ছাড়া আর কিছু নয়। এটা তো ট্যাক্সের বোন। আমি জানি না এটা কি? সে দু'জনকে চলে যেতে বলে জানালো ... আমার সিদ্ধান্ত কি হয় একটু ভেবে দেখি। ফলে তারা দু'জন নাবী (ﷺ)-এর নিকট

আসলো আর রসূল (ﷺ) তাদের দু'জনকে দেখে বললেন: ধ্বংস সা'লাবার। তিনি তাদের দু'জনের সাথে কথা বলার পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করলেন:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (৭০)
 فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (৭১) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ
 إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (৭৭)

“তাদের মধ্যকার কিছুলোক আল্লাহর সঙ্গে ওয়া'দা করেছিল, ‘যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ হতে দান করেন তবে আমরা অবশ্যই দান করব আর অবশ্যই সৎ লোকদের মধ্যে शामिल থাকব (৭৫) অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে স্বীয় করুণার দানে ধন্য করলেন, তখন তারা দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করল আর বে-পরোয়াভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল (৭৬) পরিণামে তিনি আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের ওয়া'দা ভঙ্গের কারণে এবং মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে।” (৭৭) (সূরা তাওবাহ)

অতঃপর সা'লাবা বের হয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে তার সাদাকাহ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করল। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তোমার সাদাকাহ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ...। রসূল (ﷺ) মারা যান কিন্তু তার কোন সাদাকাহ গ্রহণ করেননি...। এর মধ্যেই রয়েছে সে আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর নিকট তার খেলাফাতকালে আসে কিন্তু তিনিও তার থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করেননি। এভাবে সে উমার (رضي الله عنه) অতঃপর উসমান (رضي الله عنه)-এর খেলাফাত কালে সাদাকাহ গ্রহণ করার অনুরোধ নিয়ে আসলেও তারা তার সাদাকাহ গ্রহণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুনকার। এর সমস্যা হচ্ছে আলী ইবনু ইয়াযীদ। তিনি হচ্ছেন আলহানী। তিনি মাতরুক। আর বর্ণনাকারী মা'যান হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। এ সূত্রেই ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতিম, ত্ববারানী, বাইহাকী “আদদালাইল” ও “আশশুয়াব” গ্রন্থে ও ইবনু মারদুবিয়াহ বর্ণনা করেছেন যেমনটি “তাফসীর ইবনু কাসীর” প্রমুখ গ্রন্থে এসেছে। ইরাকী “তাখরীজুল ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (৩/১৩৫) বলেন:

এ সনদটি দুর্বল।

আর হাফিয ইবনু হাজার “তাখরীজুল কাশশাফ” গ্রন্থে (৪/৭৭/১৩৩) বলেন: এর সনদটি খুবই দুর্বল।

১৬০৮. (كَانَ يَكْثُرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَاءِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَكْثُرُ مِنْ أَكْلِ الدُّبَاءِ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَكْثُرُ الدِّمَاغُ وَيَزِيدُ فِي الْعَقْلِ).

১৬০৮। তিনি বেশী বেশী লাউ খেতেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি বেশী বেশী লাউ খান? তিনি বললেন: কারণ লাউ অনুভূতি বৃদ্ধি করে এবং বুদ্ধি বাড়ায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ “আখলাকুন নাবী” গ্রন্থে (পৃ ২৩১) নাসর ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনুল ‘আলা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি আনাস (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে নাসর ইবনু হাম্মাদ এবং ইয়াহুইয়া ইবনুল ‘আলা। কারণ তারা দু’জনই মিথ্যুক।

১৬০৯. (لَهَا مَا فِي بَطُونِهَا وَ مَا بَقِيَ لَنَا فَهُوَ طَهُورٌ).

১৬০৯। তাদের (পশুদের) জন্য তাই যা তাদের পেটে রয়েছে (গ্রহণ করেছে) আর যা আমাদের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে তা পবিত্র।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (১/১৮৬), তুহাবী “মুশকিলুল আসার” গ্রন্থে (৩/২৬৭) ও বাইহাক্বী (১/২৫৮) আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ)-কে সেই হাউযগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যেগুলো মক্কা এবং মাদীনার মধ্যে ছিল। তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! সেগুলোতে হিংস্র জন্তু এবং কুকুর পানি পানের জন্য নামে? তখন তিনি বললেন: ...।

তুহাবী বলেন: এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম। আর বিদ্বানদের নিকট তার হাদীস শেষ পর্যায়ের দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই। তার কথা বাইহাক্বীর নিম্নের কথার চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম:

আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ দুর্বল, তার মত ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

বুসয়রী (২/৩৯) বলেন:

এ সনদটি দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ সম্পর্কে হাকিম বলেন: তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনুল জাওয়াযী বলেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য। এটিকে আবু বাকর ইবনু আবী শাইবাহ্ হাসান বাসরীর কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর আব্দুর রায্যাক হাদীসটি ইবনু জুরায়েয হতে পৌঁছেছে (১/৭৭/২৫৩) এভাবে বর্ণনা করেছেন।

১১১. (تَعْلَمُوا الْعِلْمَ، وَتَعْلَمُوا لِلْعِلْمِ الْوَقَارَ).

১৬১০। তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। আর জ্ঞানের জন্য ওকার (সম্মান করা) শিখ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৬/৩৪২) হাবুশ ইবনু রিয়কুল্লাহ্ সূত্রে আব্দুল মুনইম ইবনু বাশীর হতে, তিনি মালেক এবং আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হতে, তারা দু'জনই যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আবু নু'য়াইম বলেন: যায়েদের উদ্ধৃতিতে মালেক কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি গারীব। এটিকে আব্দুল মুনইমের উদ্ধৃতিতে একমাত্র হাবুশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকেই আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাবুশকে আমি চিনি না। আর ইবনু মা'ঈন আব্দুল মুনইমের দোষ বর্ণনা করেছেন এবং তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয।

হাকিম বলেন: তিনি মালেক এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

খালীলী “আলইরশাদ” গ্রন্থে বলেন: তিনি ইমামদের বিরুদ্ধে জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার হাদীস বানোয়াট। কিন্তু অন্য সূত্রে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) এর হাদীস হতে এটিকে মারফু' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

“.... তোমরা জ্ঞানের জন্য সাকীনাহ্ এবং ওকার শিখ, আর তোমরা বিনয়ী হও তার প্রতি যার থেকে তোমরা শিখহ।”

হাইসামী (১/১২৯-১৩০) বলেন: এটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্বাদ ইবনু কাসীর রয়েছে, তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কারণেই মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (১/৬৭) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন খুবই দুর্বল।

১৬১১. (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا، كَمَا يَسْأَلُ عَنْ جَمَالِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ).

১৬১১। তোমাদের কেউ যখন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে তখন সে যেন তার চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যেক্ষণ সে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কারণ চুল দু'সৌন্দর্যের একটি।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (১/১/১১০) ইসহাক ইবনু বিশ্র কাহেলী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীস মাদীনী হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি ‘আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ ইসহাক। দারাকুতনী বলেন:

তিনি হাদীস জালকারী।

আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীসকে আমি চিনি না।

দারাকুতনীর নিকট আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসেবে এর আরেকটি সূত্র রয়েছে। যার সনদের মধ্যে হাসান ইবনু ‘আলী আদাবী নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি মিথ্যুক, জালকারী। আর এর সূত্রেই ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে “আলমওযু'য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করে সঠিক করেছেন। আর সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (নং ১৮৭০) পূর্বের প্রথম সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: ইসহাক ইবনু বিশ্র কাহেলী মিথ্যুক। তার

পরেও তিনি এ সূত্রে হাদীসটিকে “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٦١٢. (إِذَا خَفِيَ الْحَطِيطَةُ لَا يُضَرُّ إِلَّا صَاحِبُهَا، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةُ).

১৬১২। যদি ভুল গোপন হয়ে যায় তাহলে তা শুধুমাত্র ভুলকারীর ক্ষতি করে। আর ভুল যদি প্রকাশ পেয়ে যায় অতঃপর তা পরিবর্তন (তা সংশোধন বা তার প্রতিবাদ) করা না হয়, তাহলে তা সাধারণ লোকজনের ক্ষতি করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “আল ওকূবাত” গ্রন্থে (১/৬৪) মারওয়ান ইবনু সালেম হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আমর হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ ^(রাঃ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর এ সূত্রেই তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি “আলমাজমা” (৭/২৬৮) ও “আলজামে” গ্রন্থে এসেছে। তিনি (সুয়ূতী) হাদীসটি হাসান হওয়ার আলামত ব্যবহার করেছেন। আর “আততাজ” গ্রন্থের (৫/২৩৮) লেখক তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

তিনি হাসান হওয়ার আলামত ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ হাইসামী প্রমুখ হাদীসটির সমস্যা হিসেবে বর্ণনাকারী মারওয়ান ইবনু সালেম গিফারীকে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু আকুবাহ্ আলহাররানী বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

হাফিয় ইবনু হাজার “আততাক্বরীব” গ্রন্থে নিম্নের ভাষার দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন:

তিনি মাতরুক, আর তাকে সাজী প্রমুখ জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কারণেই মানাবী “আততায়সীর” গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথা বলে ত্রুটি করেছেন এবং শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন:

লেখক কর্তৃক হাসান আখ্যা দেয়া কথার বিরোধিতা করে শুধুমাত্র বলেছেন: এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

কারণ এরূপ কথা তার ক্ষেত্রেই বলা হয় যার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তিনি সত্যবাদী তবে হেফযের দিক দিয়ে তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।

সব চেয়ে মন্দ ব্যাপার এই যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ হাদীসটিকে “আস সিয়াসাতুশ শারী‘য়াহ্” গ্রন্থে (পৃ ৭৫) উল্লেখ করে কোন ব্যাখ্যা প্রদান না করেই চুপ থেকেছেন। আর এ কারণেই ডঃ ফুয়াদ বিভ্রান্ত হয়ে “আলআমসাল” গ্রন্থের (পৃ ৮৫) টীকায় শুধুমাত্র বলেছেন: দুর্বল।

١٦١٣. (اتَّخَذُوا مَعَ الْفُقَرَاءِ أَيْدِي، فَإِنَّ لَهُمْ فِي غَدٍ دَوْلَةً وَأَيُّ دَوْلَةٍ).

১৬১৩। তোমরা দরিদ্রদের সাথে নিয়ে নে'য়ামাতগুলো গ্রহণ কর।
কারণ কাল তাদের রয়েছে দেশ, আর সেটি কোন দেশ?

হাদীসটি মিথ্যা।

ইবনু তাইমিয়াহ্ “আলফাতাওয়া” গ্রন্থে (২/১৯৬) বলেন:

এটি মিথ্যা। মুসলিমদের কোন প্রসিদ্ধ কিতাবের মধ্যে এটি সম্পর্কে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে হাফিয় ইরাকী “তখরীজুল ইয়াহইয়া” গ্রন্থে (৪/১৭০) আবু নু'য়াইমের “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হুসাইন ইবনু 'আলীর হাদীস হতে দুর্বল সনদে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

তোমরা দরিদ্রদের নিকট হাতগুলো ধারণ কর। কারণ কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য রয়েছে দেশ। কারণ কিয়ামাত দিবসে আহবানকারী আহবান করবে: তোমরা দরিদ্রদের নিকট যাও, তখন তিনি (তারা) তাদের নিকট যেতে ওয়র করবে যেরূপ তোমাদের কেউ দুনিয়াতে তার ভাইয়ের নিকট যেতে ওয়র করতো।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি হাদীসটিকে সাইয়েদ আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সিদ্দীক এর “আলবুগইয়াহ্ ফী তারতীবে আহাদীসিল হিলইয়াহ্” গ্রন্থে পাচ্ছি না। আল্লাহই বেশী জানেন।

অনুরূপভাবে সুয়ূতীও “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে “হিলইয়াহ্” গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মানাবী বলেন:

লেখক হাদীসটির ব্যাপারে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হাফিয় ইবনু হাজারের বাহ্যিক কথা স্পষ্ট করছে যে, হাদীসটি বানোয়াট। কারণ তিনি বলেছেন: এর কোন ভিত্তি নেই। আর তার ছাত্র সাখাবী তার অনুসরণ করেছেন। তিনি এ হাদীস এবং এ অধ্যায়ে বর্ণিত আরো কতিপয় হাদীস উল্লেখ

করার পর বলেছেন: এ সবগুলোই বাতিল। এর পূর্বে হাফিয় যাহাবী, ইবনু তাইমিয়াহ্ প্রমুখ বলে গেছেন যে, অবশ্যই হাদীসটি বানোয়াট ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে সুযুতী “যাইলুল আহাদীসিল মাওয়ু‘য়াহ্” গ্রন্থে (নং ১১৮৮) উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৪/৭১) ওয়াহাব ইবনু মুনাবিহির কথা হিসেবে পেয়েছি। এটি তার কথা হওয়ার সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। তা সত্ত্বেও এর সনদে আসরাম ইবনু হাওশাব রয়েছে আর তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক।

১৬১৪. (كَانَ يَلْعَنُ الْقَاسِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ)

১৬১৪। তিনি উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য জাক্করান (বা অন্য কিছুর দ্বারা) চেহারা রংকারীকে এবং যার জন্য রং করা হয় তাকে অভিশাপ দিয়েছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৬/২৫০) আব্দুস সামাদ হতে, তিনি উম্মু নাহার বিনতু রিফা' হতে, আমেনাহ্ বিনতু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি আয়েশা -কে বলতে দেখেছেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৫/১৬৯) বলেন:

এর সনদে বর্ণনাকারী কয়েকজন মহিলা রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি: অর্থাৎ আমেনা এবং উম্মু নাহার।

আমেনা হচ্ছেন কাইসিয়াহ্। তাকে হুসাইনী উল্লেখ করে বলেছেন: তার থেকে জাক্করান ইবনু কায়সান বর্ণনা করেছেন। তাকে (বর্ণনাকারী এ মহিলাকে) চেনা যায় না।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্-তাজীল” গ্রন্থে বলেন:

ইমাম আহমাদ উম্মু নাহারের সূত্রে আরেকটি হাদীস ... বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ উম্মু নাহারের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। এ মহিলা হাফিয় ইবনু হাজারের “আত্-তাজীল” গ্রন্থের শর্ত মাফিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি একে উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে মওকুফ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এ

মওকুফটিকে ইমাম আহমাদ (৬/২১০) কারীমাহ্ বিনতু হুমাম সূত্রে আয়েশা  হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

হে নারীদের দল! উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য চেহারা রঙ্গিনকারী জা'ফরান ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাক। এ সময় তাকে এক মহিলা খেযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: খেযাব ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে আমি তা অপছন্দ করি। কারণ আমার হাবীব (মুহাম্মাদ)  তার গন্ধকে অপছন্দ করতেন।”

এটিকে আবু দাউদ (৪১৬৪), নাসাই (২/২৮০) কাশ্বর শব্দটি উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল। এ কারীমা ব্যতীত এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন। হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বীরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ কেউ তার মুতাবা'য়াত করলে তিনি গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয়ী “আযযাওয়াইদ আলা কিতাবিল বিররে অসসিলাতে” গ্রন্থের আলবাবুল হাদী অস সাব'উন গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩) নিম্নের বাক্যে আয়েশা  হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

“রসূল  বিপদের সময় চিৎকারকারী নারীকে, বিপদের সময় চুল নেড়াকারী নারীকে, বিপদের সময় নিজ কাপড় ছিঁড়ে ফেলে একরূপ নারীকে অভিসম্পাত করেছেন।”

তিনি এ হাদীসটিকে কারো উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেননি এবং এর সনদও উল্লেখ করেননি যেমনটি তিনি সাধারণত তার এ গ্রন্থে এবং তার বহু গ্রন্থে করে থাকেন।

মোটকথা মারফু' এবং মওকুফ উভয় দিক থেকেই হাদীসটি দুর্বল। তবে মওকুফ হওয়াটাই বেশী সঠিক। আল্লাহই বেশী জানেন।

১১১০. (أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ حِفْظُ اللَّسَانِ).

১৬১৫। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে যবানকে হেফযাত করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু আব্দুল্লাহ্ কাত্তান তার “হাদীস গ্রন্থে (২/৬০) ‘আলী ইবনু আশকাব হতে, তিনি উমার ইবনু মুহাম্মাদ বাসরী হতে, তিনি যাকারিয়া

ইবনু সালাম হতে, তিনি মুনযির ইবনু বিলাল হতে, তিনি আবু জুহাইফা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

কাস্তানের সূত্র হতে হাফিয় ইবনু হাজার “আলআরবাঈনুল আওয়ালী” গ্রন্থে (নং ৩৮) বর্ণনা করে বলেছেন: এ হাদীসটি হাসান গারীব। এটিকে বাইহাক্কী “আশশু‘য়াব” গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি “শু‘য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে (২/৬৫) ইবনু আশকাব হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি উমারের স্থলে আমর ইবনু মুহাম্মাদ বাসরীর কথা বলেছেন। সম্ভবত এটিই সঠিক। কারণ আমি বাসরী বর্ণনাকারীদের মধ্যে উমার ইবনু মুহাম্মাদ পাচ্ছি না। আর আমর ইবনু মুহাম্মাদ হচ্ছেন খুযা‘ঈ। ইনি সত্যবাদী, কখনও কখনও ভুল করতেন। যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

অনুরূপভাবে আস্‌সাকফী “আসসাকফিইয়াত” গ্রন্থে (৯/নং ১৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ মুনযের ইবনু বিলালের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

যাকারিয়া ইবনু সালামের জীবনী ইবনু আবী হাতিম (১/২/৫৯৮) উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে মুনযেরী (৪/৩) বলেন: এটিকে আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান ও বাইহাক্কী বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার অবস্থা আমার নিকট এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তিনি হচ্ছেন এ মুনযের।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে বাইহাক্কীর “আশশু‘য়াব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আর মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে হাদীসটির ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি। আর “আত্‌তায়সীর” গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদটি হাসান।

সম্ভবত তিনি এ ব্যাপারে হাফিয় ইবনু হাজারের অঙ্গ অনুসরণ করেছেন। তিনি মুনযিরের মাজহুল (অপরিচিত) হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হননি।

١٦٦. (إِثْبَاءُ الْإِيمَانِ إِلَى الْوَزْعِ، مَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَخَلَ

الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ لَا شَكَّ، فَلَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَانِهِم).

১৬১৬। ইমানের শেষ স্তর হচ্ছে পরহেযগারিতা পর্যন্ত। যাকে আল্লাহ যে পরিমাণ রিয়ক দান করেছেন তাতে সে সন্তুষ্ট থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে, কোন সন্দেহ ছাড়াই জান্নাত কামনা করবে সে আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাতে ভয় করবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে দারাকুতনী “আলআফরাদ” গ্রন্থে (২/নং ৩৫) আযাসা ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে মু'য়াল্লা ইবনু ইরফান হতে, তিনি আবু ওয়াইল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ...।

দারাকুতনী বলেন:

এ হাদীসটি ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে আবু ওয়াইল শাকীক ইবনু সালামার হাদীস হতে বর্ণিত গারীব হাদীস। মু'য়াল্লা ইবনু ইরফান তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর আযাসা ইবনু আব্দুর রহমান মু'য়াল্লা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা দু'জনই মাতরুক। দ্বিতীয়জন প্রথমজনের চেয়ে বেশী দুর্বল। মু'য়াল্লা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন:

তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস, হাদীস জাল করতেন।

নাসাঈও বলেন: তিনি মাতরুক।

আযহাদী বলেন: তিনি মিথ্যাক।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীসের অধিকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: এতো সব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সুযুতী এ হাদীস উল্লেখ করার দ্বারা তার “আলজামে” গ্রন্থকে কালিমালিগু করেছেন।

١٦١٧. (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، وَالْمُصَوَّرُونَ، وَعَالِمٌ لَمْ يَتَفَعَّ بِعِلْمِهِ).

১৬১৭। কিয়ামাতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির লোক সেই যে কোন নাবীকে হত্যা করেছে, অথবা তাকে কোন নাবী হত্যা করেছে,

অথবা সে তার পিতা-মাতার একজনকে হত্যা করেছে এবং ছবি অঙ্কনকারী আর সেই আলেম যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়নি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুল কাসেম হামাদানী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১৯৬/১) আবু গাসসান মালেক ইবনু খালীল হতে, তিনি আব্দুর রহীম আবুল হায়সাম হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহীম। তিনি হচ্ছেন ইবনু হাম্মাদ সাকাফী। ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (২৭৮) বলেন:

তিনি আ'মাশ হতে কতিপয় মুনকার এবং আ'মাশের হাদীস হতে ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। যেগুলোকে যাহাবী তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করার পর বলেছেন: আ'মাশের হাদীস হতে এ হাদীসগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এরপর বলেন: এ বর্ণনাকারী আব্দুর রহীম দুর্বল শাইখ। তার ব্যাপারে তাদের কোন উক্তি দেখছি না, এরূপ ঘটটা আজব ব্যাপার।

হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে বলেন: বাইহাক্বী “আশু'য়াব” গ্রন্থে তার দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আর হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেছেন: তিনি কতিপয় মুনকারের অধিকারী।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) এর বর্ণনায় মারফু' হিসেবে পিতা-মাতা এবং আলেমের সাথে সম্পৃক্ত বাক্য ছাড়া সাব্যস্ত হয়েছে। এ বর্ণনাটি অন্য সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর হাদীস হতেও বর্ণিত হয়েছে। এটি (১৬৩৪) নম্বরে আসবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) এর হাদীসটি সহীহ হওয়ায় এটিকে “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থে (২৮১) উল্লেখ করেছি।

١٦١٨ . (أَحَدُ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، إِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا

غَيْرُ جَبَلٍ يُغَضُّنَا وَتُغَضُّهُ، إِنَّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ).

১৬১৮। এ উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরা তাকে ভালোবাসি। সে জান্নাতের দরজাগুলোর একটি দরজার উপরে রয়েছে।

আর এ আইর পাহাড় আমাদেরকে ঘৃণা করে আমরাও তাকে ঘৃণা করি।
সে জাহান্নামের দরজাগুলোর একটি দরজার উপরে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী “আলমু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১২৭/১), ইবনু বিশরান “আলআমালী” গ্রন্থে (২/৯২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু আবু ফুদায়েক হতে, তিনি উসমান ইবনু ইসহাক হতে, তিনি আব্দুল মাজীদ ইবনু আবু আবাস আলহারেসী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্বারানী বলেন: আবু আবাস হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইবনু আবী ফুদায়েক এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি সত্যবাদী, কিন্তু আব্দুল মাজীদ ইবনু আবী আবাসকে এ বর্ণনায় তার দাদার সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার পিতার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ।

হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আবী আবাসের জীবনী পাচ্ছি না। এ কারণেই হাইসামী (৪/১৩) বলেন: বাযযার ও ত্বারানী “আলকাবীর” ও “আলআওসাত” গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যের আব্দুল মাজীদ ইবনু আবী আবাসকে আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, এর সনদে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যাকে আমি চিনি না।

হাদীসটিকে ইবনু মা'ঈন “আততারীখ অল ইলাল” গ্রন্থে (৯৬-৯৭) ইবনু ইসহাক সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মুকনিফ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে “এ আইর পাহাড় আমাদেরকে ঘৃণা করে আমরাও তাকে ঘৃণা করি” এ অংশ ছাড়া।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী ইবনু মুকনিফ মাজহুল যেমনটি “আততাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে। আর ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস, তিনি আন আন করে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে ইবনু কানের “মু'জামুস সহাবাহ” গ্রন্থে দেখেছি। তিনি হাদীসটিকে আবু আবাস আব্দুর রহমান ইবনু জাবরের জীবনীতে ইবনু আবী ফুদায়েকের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এর সনদটি হচ্ছে এরূপ: হাদীসটি আমাদেরকে উসমান ইবনু ইসহাক ইবনু আবু

আবাস ইবনে জাবর বর্ণনা করেছেন তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবু আবাস হতে। আল্লাহই বেশী জানেন।

সতর্কবাণী: হাদীসটির প্রথম বাক্যটি একদল সহাবী হতে বিভিন্ন সূত্রে সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর একটি সহীহ বুখারীর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ্” (২৯১)। (অতএব প্রথম বাক্যটি সহীহ)।

১৬১৭. (أَحْسَنُهَا) (بِعَنِ الطَّيْرَةِ) الْفَالُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ).

১৬১৯। পাখী উড়ানোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ভালো ফল নির্ণয় করা। পাখী উড়ানো কোন মুসলিমকে প্রয়োজন থেকে ফিরাতে পারে না। অতএব তোমাদের কেউ যখন এমন কিছু দেখবে যাকে সে অপছন্দ করে তখন সে যেন বলে: হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ ভালো কিছু নিয়ে আনতে সক্ষম নয় আর তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দকে প্রতিহত করতেও সক্ষম নয়। তোমার শক্তি ছাড়া আর কারো শক্তি নেই।

হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (২/১৫৯) সুফইয়ান সূত্রে হাবীব ইবনু আবু সাবেত হতে, তিনি উরওয়া ইবনু আমের হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: পাখী উড়ানোর মাধ্যমে ফল নির্ণয় করার বিষয় নাবী (ﷺ)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি উক্ত কথা বলেন: ...।

এটিকে ইবনুস সুন্নী (২৮৮) আ'মাশ সূত্রে হাবীব হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি উরওয়া ইবনু আমেরের স্থলে উকবাহ ইবনু আমের জুহানীকে উল্লেখ করেছেন। আমার ধারণা কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে উল্টাপাল্টা করা হয়েছে।

এ সনদটি দুর্বল। যদিও বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ হাবীব ইবনু আবী সাবেত বেশী বেশী তাদলীস করতেন আর তিনি স্পষ্টভাবে শ্রবণ করার কথা বলেননি। আর উরওয়া ইবনু আমেরকে ইবনু হিব্বান “সিকাতিত তাবে'ঈন” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতএব হাদীসটি মুরসাল। কেউ কেউ বলেছেন যে, রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্-তাহযীব” গ্রন্থে বলেন:

একাধিক ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটাকে সাব্যস্ত করেছেন। আর তাদের কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। আর কোন কোন সহাবী হতে তার বর্ণনা করাটা সহাবী হওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তার থেকে হাবীবের বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন।

তিনি “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে হাদীসটি আবু দাউদ প্রমুখের সূত্রে উল্লেখ করার পর বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু হাবীব বেশী বেশী মুরসাল বর্ণনাকারী।

১৬২০. (إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ، فَانظُرُوا مَا يَتَّبَعُهُ مِنْ حَسَنِ

النَّشَاءِ).

১৬২০। তোমরা যদি আল্লাহর নিকটে বান্দার জন্য যা কিছু রয়েছে তা জানাকে ভালোবাসো, তাহলে তোমরা ভেবে দেখ উত্তম গুণাবলীর কি তার অনুসরণ করছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৪/২৯৭/১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালামাহ্ ইবনু আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ‘আলী হতে -আমার পিতা বলেন: হাসান ইবনু মুহাম্মাদ লোকদের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য ছিলেন- তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী হতে, তিনি তার দাদা ‘আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালামাহ্ ইবনু আসলামকে দারাকুতনী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবু নু‘য়াইম বলেন: তিনি মাতরুক।

হাদীসটিকে ইমাম মালেক “আলমুওয়াত্তা” গ্রন্থে (৩/৯৬) সহীহ সনদে কা’ব ইবনু আহবার হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটিই সঠিক। মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করাটা ভুল।

১৬২১. (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَزَّ ذِكْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

১৬২১। তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গকে তিনবার ঝাকি দেয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১/১২/১) ঈসা ইবনু ইউনুস হতে, তিনি যাম'য়াহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি ঈসা ইবনু আযদাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু মাজাহ্ (১/১৩৭) ও আহমাদ (৪/৩৪৭) অন্য সূত্রে যাম'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী “আয্যাওয়াইদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৫) বলেন:

হাদীসটিকে আবু দাউদ “আলমারাসীল” গ্রন্থে ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ ইয়ামানী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। আযদাদকে ইয়াযদাদও বলা হয়। রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। আর যাম'য়াহ্ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (যাম'য়াহ্) এককভাবে বর্ণনা করেননি। যাকারিয়া ইবনু ইসহাক ইমাম আহমাদের বর্ণনায় ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ হতে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। আর বাইহাক্বী (১/১১৩) যাম'য়ার সাথে মিলিয়ে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে রসূল (ﷺ)-এর কর্ম হিসেবে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

“তিনি যখন পেশাব করতেন তখন তিনি তার গুপ্তাঙ্গকে তিনবার বাকাতেন।”

তিনি এটিকে ইবনু আদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তার সম্পর্কে বলেন: এটি মুরসাল, সহীহ্ নয়।

ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (১/৪২) বলেন:

আমার পিতা বলেন: “ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ হচ্ছেন ইবনু ফাস্সা। তার পিতার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। তিনি ও তার পিতা উভয়েই মাজহুল (অপরিচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি: অনুরূপ কথা ইবনু মা'ঈনও বলেন:

এ “ঈসা ও তার পিতাকে চেনা যায় না।

তার (ইবনু মা'ঈনের) উদ্ধৃতিতে ইবনু আদিল বার “আলইস্তি'যাব” গ্রন্থে (৪/১৫৮৯/২৮২৫) উক্ত কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: তার থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু এ সমালোচনার কোন কারণ নেই, কারণ তিনি (ইবনু আদিল বার) নিজেই এটিকে প্রথম সূত্র ছাড়া চিনেননি। অতঃপর তিনি পরক্ষণেই বলেছেন: ছেলে “ঈসা” ছাড়া তার থেকে কেউ বর্ণনা করেননি। আর হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যাম'য়াহ্ ইবনু সালেহ্। ইমাম বুখারী বলেন:

যাম'য়ার হাদীস প্রতিষ্ঠিত নয়।

যদি এরূপই হয় যে, তার (আযদাদ) থেকে তার ছেলে ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি, আর একে চেনা যায় না যেমনটি হাফিয যাহাবীর “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে এসেছে, অথবা তিনি মাজহুলুল হাল (অর্থাৎ তার অবস্থা অজানা) যেমনটি “আত্‌তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে, আর তার পিতা স্পষ্ট করেননি যে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে শ্রবণ করেছেন, তাহলে ইবনু আব্দিল বার কর্তৃক ইবনু মা'ঈনের কথার সমালোচনা কোন্ ধরণের যেখানে তার কথা ইবনু আবী হাতিমের সাথে মিলে যাচ্ছে?

১৬২২। (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قَلَّةً لَمْ يَحْمِلِ الْخَبْرَ).

১৬২২। যখন পানি চল্লিশ কুন্না পর্যন্ত পৌঁছবে তখন অপবিত্র বস্তু উঠাতে হবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৩৬১) কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার উমারী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ অনেক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি। ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কিছুই না। তিনি অন্যবার বলেন: তিনি আমার নিকট মিথ্যা বলতেন।

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে তারা (মুহাদিসগণ) চুপ থেকেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় এসেছে: তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন, লোকেরা তার হাদীসকে ত্যাগ করেছেন।

তার সূত্রে হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৬৫), তার থেকে বাইহাক্কী (১/২৬২) ও দারাকুতনী (১০) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি মুনকার।

অতঃপর হাদীসটিকে ওকাইলী সহীহ সনদে সুফইয়ান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আইউব সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্কী আবু আলী হাফিযের উদ্ধৃতিতে বলেন: সঠিক হচ্ছে এটি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর কথা।

অনুরূপ ভাবার্থের কথাই দারাকুতনী বলেছেন : হাদীসটির ব্যাপারে কাসেম সন্দেহ পোষণ করেছেন। আর তিনি বহু ভুলকারী দুর্বল ছিলেন।

হাঁ, হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' সহীহ হিসেবে নিম্নের বাক্যে

বর্ণিত হয়েছে: পানি যখন দু'কুন্না পরিমাণ হবে তখন অপবিত্র বস্তু উঠানোর প্রয়োজন নাই।

এ হাদীসটি “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (২৩) তাখরীজ করেছে।

১৬২৩. (إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى سَفَرٍ، فَلْيُودِعْ إِخْوَانَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ فِي دُعَائِهِمُ الْبَرَكَاتِ).

১৬২৩। তোমাদের কেউ যখন সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সে যেন তার ভাইদেরকে বিদায় জানায়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য তাদের দু'য়ার মধ্যে বরকত রেখেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল আব্বাস আসাম তার “হাদীস” গ্রন্থে (খণ্ড ১/ নং ১৩৯), দাইলামী (১/১/১০৮), ইবনু আসাকির (১৬/২০৩/১) ও ইবনু কুদামাহ্ “আলমুতাহাব্বীনা ফিল্লাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১১১) বাকর ইবনু সাহ্ল দিমইয়াতী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি মুযাহিম ইবনু যুফার তামীমী হতে, তিনি আইউব ইবনু খুত হতে, তিনি নুফাই ইবনুল হারেস হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে নুফাই'। তিনি হচ্ছেন আবু দাউদ আলআ'মা। তাকে কাতাদা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মাঈন বলেন: তিনি জালকারী, কিছুই না।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে সন্দেহ করে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

হাকিম বলেন: তিনি বুরাইদাহ্ ও আনাস (رضي الله عنه) হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

আর আইউব ইবনু খুত সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তাকে ইবনুল মুবারাক প্রমুখ ত্যাগ করেছেন।

আর ইয়াহইয়া বলেন: তার হাদীস লিখা যাবে না।

নাসাঈ, দারাকুতনী ও একদল বলেন: তিনি মাতরুক।

আযদী বলেন: তিনি মিথ্যুক।

সাজী বলেন: বিদ্বানগণ তার হাদীস ত্যাগ করার ব্যাপারে ইজমা' করেছেন। তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে এমন সব মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন যেন সেগুলো তার দু'হাত বানিয়েছে।

আর বাকুর ইবনু সাহল দিমইয়াতী হচ্ছেন দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আসাকির ও দাইলামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

এর সনদে নাফে' ইবনুল হারেস রয়েছে। হাফিয় যাহাবী তাকে “আযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তার হাদীস সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এ নাফে' যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হাদীসটির সনদের মধ্যে উল্লেখিত নুফাই' নয়। কারণ এ নাফে' হচ্ছেন কুফী আর তিনি হচ্ছেন বাসরী। যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। এ কারণে মানাবী কর্তৃক নাফে' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সমস্যা বর্ণনা করাটা ধারণাপ্রসূত। সঠিক হচ্ছে এই যে, যিনি বাসরী উনি হচ্ছেন নুফাই', তিনিই যারদে ইবনু আরকাম (رحمته الله) হতে বর্ণনা করেছেন। আর যিনি কুফী তিনি হচ্ছেন নাফে', তিনি শুধুমাত্র আনাস (رحمته الله) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ নাফে' সম্পর্কে ইমাম বুখারী উক্ত কথা বলেন। আর এ হাদীসটি হচ্ছে যারদে ইবনুল আরকাম (رحمته الله) হতে বর্ণিত হাদীস। অতএব সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এ হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী হচ্ছেন মিথ্যুক নুফাই' বাসরী।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সন্দেহের কারণে মানাবী তার “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেন: এর সনদটি দুর্বল।

১৬২৬. (إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الثَّارِ سَعِ مَرَاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتُّ مِنْ يَوْمِكَ، كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَارًا مِنَ الثَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ، فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ، كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَارًا مِنَ الثَّارِ).

১৬২৪। তুমি যখন সকালের সলাত আদায় করবে তখন তুমি কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার বল: হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদে রাখ। অতঃপর তুমি যদি তোমার এ দিনে মারা যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা লিখে দিবেন। আর যখন মাগরিবের সলাত আদায় করবে তখনও তুমি অনুরূপ কথা বল। কারণ তুমি যদি তোমার এ রাতে মারা

যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা লিখে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি হাফয ইবনু হাজার “নাতাইয়ুল আফকার” গ্রন্থে (১/১৬২/২-১) হারেস ইবনু মুসলিম ইবনুল হারেস তামীমী সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

অতঃপর (ইবনু হাজার) বলেন: এ হাদীসটি হাসান। এটিকে আবু দাউদ, আবুল কাসেম বাগাবী, নাসাঈ “আলকুবরা” গ্রন্থে, ত্ববারানী ও ইবনু হিব্বান তার “সহীহ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাফয ইবনু হাজার উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন বর্ণনাকারী হারিস ইবনু মুসলিম এবং তার পিতার নাম পাণ্ডিত্যে ফেলে বলেন: মুসলিম ইবনুল হারিস তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাফয ইবনু হাজার- যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্য হতে কোন্ কোন্ বর্ণনাকারী প্রথম বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন এ কথা উল্লেখ করার পর বলেন:

আর আবু হাতিম ও আবু যুর'য়াহ্ এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইবনু হিব্বানের বর্ণনা এ সিদ্ধান্তের বিরোধী হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। কারণ তিনি হাদীসটি তার “সহীহ” গ্রন্থে আবু ই'য়ালা হতে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তার নিকট এটা প্রাধান্য পেয়েছে যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী সহাবী হচ্ছেন হারেস ইবনু মুসলিম।

আমি (আলবানী) বলছি: আল্লাহ্ ইবনু হাজারের উপর রহমাত নাযিল করুন। কারণ সহাবীর নামের তাহকীক্ করাটাই তাকে ব্যস্ত রেখেছে তার থেকে বর্ণনাকারী তার ছেলের অবস্থা বর্ণনা করার চেয়ে। অথচ সহাবী থেকে বর্ণনাকারী তার ছেলেই আমার নিকট হাদীসটির সমস্যা। কারণ তিনি অপরিচিত। ফলে হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দেয়া হাদীস শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বহু দূরবর্তী কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার নিকট যেমন এখানে অজানা রয়ে গেছে তেমনভাবে “আত্‌তাক্বীরব” গ্রন্থেও অজানা রয়ে গেছে। তিনি বর্ণনাকারী ছেলে সম্পর্কে কোন আলোচনাই করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ছেলের জীবনী কোথায়? সহাবীর নাম মুসলিম হোক কিংবা হারেস? হাফয ইবনু হাজার “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, পিতার নাম হচ্ছে মুসলিম। আর ইবনু আদিল বার বলেন: এটিই সঠিক।

অনুরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থেও ছেলের জীবনী সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন আলোচনা করেননি। তবে তার পিতার জীবনীর মধ্যে তাকে উল্লেখ করেছেন এবং দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মাজহুল (অপরিচিত)। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, একমাত্র ইবনু হিব্বান যা বলেছেন তা ছাড়া তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার বিষয়টি তিনি পাননি। ইবনু হাজার বলেন:

এরূপ হাদীসকে সহীহ আখ্যা দেয়া বহু দূরবর্তী ব্যাপার। কিন্তু ইবনু হিব্বান অভ্যাসগতভাবে একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে থাকেন, যদি বর্ণনাটি মুনকার না হয়।

মোটকথা এ ব্যক্তি মাজহুল। দারাকুতনী স্পষ্টভাবেই তা বলেছেন। আর আবু হাতিম বলেছেন: তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। যেমনটি “আলফায়েয” গ্রন্থে এসেছে। তা সত্ত্বেও গুমারী তার “আলকানয” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (২/৩২৬), ইবনু হিব্বান (২৩৪৬) উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী “আততারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৪/১/২৫৩), ইবনুস সুন্নী “আমালুল ইয়াওম অললাইলাহ” (নং ১৩৬), আহমাদ (৪/২৩৪), মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান রিব'ঈ “জুয'উম মিন হাদীসিহি” (২-১/২১৪), ইবনু আসাকির (৪/১৬৫/১, ১৬/২৩৪/২) বর্ণনা করেছেন। মুনযেরী ও সুয়ূতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে নাসাঈর উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার “সুনানুস সুগরা” গ্রন্থে পাচ্ছি না। অথচ নাসাঈ বলতে এটিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সম্ভবত তার “সুনানুল কুবরা” অথবা “আমালুল ইয়াওয়াম অললাইলাহ” গ্রন্থে রয়েছে। অতঃপর আমি এ গ্রন্থেই দেখেছি।

১৬২০. (إِذَا صَلَّيْتُمْ خَلْفَ أَيْمَتِكُمْ، فَأَحْسِنُوا طَهْرَكُمْ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى

الْقَارِ قِرَاءَتَهُ لِسَوْءِ طَهْرِ الْمُصَلِّي).

১৬২৫। তোমরা যখন তোমাদের ইমামদের পেছনে সলাত আদায় করবে তখন তোমরা ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন কর। কারণ সলাত আদায়কারীর মন্দ-পবিত্রতার কারণে কিরাআতকারীর কিরাআত বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীসটিকে সিলারী “আত্‌তাউরিয়্যাত” গ্রন্থে (২/২১) আলী ইবনু আহমাদ আসকারী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাইমুন আবদাসানী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আউফ ইবনে মুহরিয় হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবু নু'য়ঈঈম ফাযল ইবনু দুকায়েন যখন দু'শত আঠারো সালে আগমন করলেন তখন আহলেহাদীসগণ তার নিকট একত্রিত হয়ে বললেন: আমরা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হবো না যে পর্যন্ত আপনি দুর্বল হয়ে মারা না যাবেন অথবা আপনি আমাদেরকে সলাতের মধ্যে বিভ্রান্ত হওয়ার হাদীস শুনাবেন। তখন তিনি বললেন: আমি আমার কিতাবে সেটিকে লিখিনি এবং তালিকাভুক্তও করিনি। অতঃপর তারা বলল: আমরা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হবো না যে পর্যন্ত আপনি দুর্বল হয়ে মারা না যাবেন! তিনি যখন নিজের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন তখন বললেন: আমাকে সুফইয়ান সাওরী হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন মানসূর হতে, তিনি রিব'ঈ হতে, তিনি হুযাইফাহ্ (رضي الله عنه) হতে। তিনি বলেন:

রসূল (ﷺ) একদিন সকালের সলাত আমাদের সহকারে আদায় করলেন। তিনি তাতে সূরা রুম পাঠ করলেন। কিন্তু তাতে তার কিরাআত খুব বেশী বিভ্রান্ত হলো। ফলে তিনি যখন তার সলাত পূর্ণ করলেন তখন তিনি তাঁর চেহারাকে আল্লাহমুখী করলেন অতঃপর আমাদের সম্মুখীন হয়ে বললেন: হে লোকেরা! তোমরা যখন সলাত আদায় করবে ...।

সিলারী বলেন: এ হাদীসটি গারীব এবং আজব ধরনের।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু দুকায়েনের নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না। তবে মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে দাইলামীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে: হাদীসটি মিথ্যা আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাইমুন মাজহুল (অপরিচিত)। অথচ “আলমীযান” গ্রন্থে আমি এটা পাচ্ছি না। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٦٢٦. (إِذَا صَلَّيْتُمْ فَارْفَعُوا سَبْلَكُمْ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَصَابَ الْأَرْضَ مِنْ سَبْلِكُمْ

فَفِي الثَّارِ)

১৬২৬। তোমরা যখন সলাত আদায় করবে তখন তোমরা তোমাদের লুঙ্গিগুলোকে উঁচু করে রাখ (পরিধান কর)। কারণ তোমাদের লুঙ্গিগুলোর যা কিছুই যমীনকে স্পর্শ করবে তাই জাহান্নামে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২/৪০০-

৪০১), ওকাইলী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে (৩৩৮), অনুরূপভাবে ইবনু হিব্বান (২/১১৮) ‘ঈসা ইবনু ক্বিরতাস হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: ‘ঈসা ইবনু ক্বিরতাস চরমপন্থী রাফেযী (শীয়াহ) ছিলো।

আর ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈঈন বলেন: তিনি কিছুই না। অন্যত্র বলেন: তার থেকে হাদীস বর্ণনা করাই বৈধ না। সাজী বলেন: তিনি মিথ্যুক। “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি মাতরুক।

তার সূত্রেই আবু নু‘ঈঈম “তাসমিয়াতুর রুওয়াত আনিল ফাযল ইবনু দুকায়েন” গ্রন্থে (১/৫৪) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে, পরিহিত লুঙ্গি সলাত ছাড়া অন্য সময়ে যমীন থেকে গোড়ালির উপরে উঠিয়ে রাখা ওয়াজিব নয়। এ হাদীসটি বহু সহীহ হাদীস বিরোধী যেগুলোর মধ্যে লুঙ্গি বা পরিধেয় কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরতে নিষেধ করা হয়েছে।

যাইন আলইরাকী বলেন: এর সনদে ‘ঈসা ইবনু ক্বিরতাস রয়েছেন। নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুক। ইবনু মাঈঈন বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। হাইসামী বলেন: এর মধ্যে ‘ঈসা ইবনু ক্বিরতাস রয়েছেন, তিনি খুবই দুর্বল।

সুযুতী হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।

১৬২৭. (إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالْثَمَنِ).

১৬২৭। কোন ব্যক্তির আসবাবপত্র যদি হারিয়ে যায়, অথবা তার আসবাবপত্র যদি চুরি হয়ে যায়, অতঃপর যদি তা এমন কোন ব্যক্তির হাতে পাওয়া যায় যে তা বিক্রি করছে তাহলে সেই সে বস্তুর বেশী হক্‌দার। আর ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ (২/৫৪), দারাকুতনী (৩০১) হাজ্জাজ হতে, তিনি সাঈঈদ ইবনু ওবায়েদ ইবনু যায়েদ ইবনু উকবাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সামুরা ইবনু জুন্দুব (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ছাড়া

সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। হাজ্জাজ হছেন ইবনু আরতাত, তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তিনি ংটিকে আনু আনু করে বর্ণনা করেছেন। বসয়রী “আয্ যাওয়াইদ” ংছে তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রে ভিন্ন ভাষাতেও বর্ণিত হয়েছে। সেটি যথাস্থানে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সতর্কবাণী: ইবনু মাজার মধ্যে সাঈঈ ইবনু ওবায়েদ ইবনু যায়েদ উল্লেখিত হয়েছে আর দারাকুতনী মধ্যে সাঈঈ ইবনু যায়েদ উল্লেখ করা হয়েছে, ওবায়েদকে উল্লেখ করা হয়নি। ংটিই সঠিক যেমনটি “আত্‌তাহযীব” ংছে ংসেছে।

১৬২৮। (تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَكَاكُمْ مِنَ النَّارِ).

১৬২৮। তোমরা সাদাকা করো। কারণ সাদাকা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” ংছে (১/৮৯/২), আবু নু‘য়াইম “আলহিলইয়াহু” ংছে (১০/৪০৩), দারাকুতনী “আলআফরাদ” ংছে (খণ্ড ২/ নং ৬) মুহাম্মাদ ইবনু যানবুর হতে, তিনি হারেস ইবনু ওমায়ের হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

ত্বারানী ংবং দারাকুতনী বলেন: হারেস ইবনু ওমায়ের হাদীসটিকে ংকভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অথচ তাকে ংকদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন যাদের মধ্যে ইবনু মাঈঈও রয়েছে। কিন্তু হাফিয় যাহাবী তাদের মতগুলো উল্লেখ করার পর বলেছেন:

তাকে সুস্পষ্ট দুর্বল হিসেবেই দেখছি। কারণ ইবনু হিব্বান “আযযু‘য়াফা” ংছে বলেছেন: তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম বলেছেন: তিনি হুমায়েদ ংবং জা‘ফার সাদেক হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ং কারণে তিনি তাকে তার “আযযু‘য়াফা” ংছে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন।

হাফিয় ইবনু হাজ্জার “আত্‌তাহযীব” ংছে বলেন: তাকে জামহুর

নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন অথচ তার হাদীসসমূহের মধ্যে মুনকার রয়েছে। আর এ কারণেই আযদী, ইবনু হিব্বান প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু যানবুরের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে।

“আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি সত্যবাদী, তবে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

আল্লামাহু আব্দুর রহমান আলমু'য়াল্লিমী এ মতকে পছন্দ করেছেন যে, হারেস নির্ভরযোগ্য। তার হাদীসের মধ্যে যে মুনকারের ঘটনা ঘটেছিল তা ইবনু যানবুর কর্তৃক তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। তা হারেসের কারণে নয় বরং ইবনু যানবুরের কারণে।

۱۶۲۹. (فَهَلْ بَكَرًا نَعَضُّهَا وَنَعَضُّكَ).

১৬২৯। তুমি একজন কুমারী মেয়েকে কেন বিয়ে করোনি সে তোমাকে কামড়াতো আর তুমি তাকে কামড়াতো।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আজুররী “তাহরীমুন নার্দ অশ শাতরঞ্জ অল মালাহী” গ্রন্থে (নং ৫) গ্রন্থে দাউদ ইবনু যাবারকান সূত্রে মালেক ইবনু মুগূল হতে, তিনি রাবী' ইবনু কা'ব ইবনু আবু কা'ব হতে, তিনি কা'ব ইবনু মালেক (رحمه الله) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি এক সফরে রসূল (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। এক রাতে আমি বিয়ে করে ফেললাম। অতঃপর সকালে আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকটে উপস্থিত হলে তিনি এক এক করে জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন। হে ব্যক্তি! তুমি কি বিয়ে করেছো? তুমি কি বিয়ে করেছো? তুমি কি বিয়ে করেছো হে কা'ব? আমি বললাম: জি হাঁ, হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন: কুমারী মেয়ে নাকি বিধবা মেয়ে? আমি বললাম: বিধবা। তখন তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ দাউদ ইবনু যাবারকান মাত্ররক বর্ণনাকারী।

আর বর্ণনাকারী রাবী' ইবনু কা'ব ইবনু আবু কা'বের বংশ পরিচয় নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে। আমার কপিতে ‘রাবী' ইবনু কা'ব ইবনু আবু কা'ব' এভাবে পেয়েছি। আর ইমাম বুখারী “তারীখুল কাবীর” (২/১/২৪৮) ও ইবনু আবী হাতেম “আলজারহু অত্‌তাদীল” গ্রন্থে (১/২/৪৫৪) বলেছেন এভাবে: রাবী' ইবনু উবাই ইবনু কা'ব আনসারী। আর ইবনু আবী হাতিম

বৃদ্ধি করে বলেছেন: তাকে রাবী ইবনু কা'ব ইবনু আজরাহ্ বলা হয়ে থাকে। আর তারা উভয়েই বলেছেন যে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে তার সম্পর্কে ভালো বা মন্দ কোনই মন্তব্য করেননি।

তবে ইমাম বুখারী বলেন: আবু আব্দুল্লাহ্ বলেন: বর্ণনাকারী মূসা ইবনু দাহকান সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন: তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসাকে রাবী ইবনু উবাই হতে বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৪/২৫৯) তুবারানীর বর্ণনায় রাবী ইবনু কা'ব ইবনু আজরা হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন:

বর্ণনাকারী রাবী'র জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাদের কারো কারো মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর তাদেরকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আততারীখ” গ্রন্থে (২/১/২৭২), তুবারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে (১৯/১৪৯/৩২৮) মূসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাবী ইবনু কা'ব ইবনে আজরাহ্ হতে তার পিতার উদ্ধৃতিতে শ্রবণ করেছেন।

এই রাবী'ই হাদীসটির সমস্যা, বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক তার বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে। যা তার অপরিচিত হওয়ারই পরিচয় বহন করে। এছাড়া তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

১৬৩০. (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي خَيْرًا، أَلْقَى حُبَّ أَصْحَابِي فِي قَلْبِهِ).

১৬৩০। আল্লাহ তা'আলা যখন আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তির জন্য কল্যাণ চান তখন তার হৃদয়ে আমার সাধীদের (সহাবীগণের) ভালোবাসা দিয়ে দেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৪১), দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/১/৯৮), আবু নাসর ইমরান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ বাসরী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর আবাদী হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবাদীর নিচের দু'জনের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। আর উপরের দু'জন ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে দাইলামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: তিনি কোন চিহ্ন ব্যবহার করেননি। তিনি দুর্বল। তবে তার কতিপয় সাক্ষীমূলক বর্ণনা রয়েছে।

তার পরেও তিনি একটিও শাহেদ বর্ণনা করেননি। তিনি যেন বুঝাচ্ছেন ব্যাপক ভিত্তিক সাক্ষী। কারণ আমি এর কোন খাস সাক্ষীমূলক বর্ণনা জানি না। আল্লাহই বেশী জানেন।

১৬৩১. (إِذَا تَمَّ فُجُورُ الْعَبْدِ، مَلَكَ عَيْنَيْهِ، فَبَكَى بِهِمَا مَا شَاءَ).

১৬৩১। যখন বান্দার অন্যান্য কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন সে তার দু'চোখের মালিক বনে যায়। অতঃপর সে তার দু'চোখ দিয়ে ইচ্ছামত কাঁদতে থাকে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (৭২/১ ও ২১১/২) হাজ্জাজ ইবনু সুলাইমান হতে যিনি কুমরী নামে পরিচিত, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি মিশরাহ্ ইবনু হা'আন হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু 'আমের (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি এ সনদে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন:

এ হাদীসগুলো ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে হাজ্জাজ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত আমরা ইবনু লাহী'য়াকেই সমস্যা হিসেবে ধরতে পারি, হাজ্জাজকে নয়। কারণ ইবনু লাহী'য়ার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। হাজ্জাজ যদি এটিকে ইবনু লাহী'য়াহ্ ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেন তাহলে ইন শা আল্লাহ্ সেটি সঠিক।

মানাবী ইবনুল জাওযীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়।

এ কারণেই তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

১৬৩২. (إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَوْجِهَا : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، فَقَدْ حَبَطَ

عَمَلُهَا).

১৬৩২। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে যে, তোমার থেকে কখনও কল্যাণকর কিছু দেখিনি, তাহলে তার (স্ত্রীর) আমল বাতিল হয়ে যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১৬/১৪০/১) সালাম ইবনু রায়ীন হতে, তিনি উমার ইবনু সুলাইম হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সাকেত। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ ইউসুফ। ইবনু হিব্বান বলেন:

তিনি আনাস (রাঃ) হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীস নয়। তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ না।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি আজব আজব বস্তুর অধিকারী।

আর সালাম ইবনু রায়ীন সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না। তার হাদীস বাতিল।

অতঃপর তিনি তার এটি ছাড়া অন্য একটি হাদীস তার সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: এ সনদটি বানোয়াট। এটি মিথ্যুকদের হাদীস।

এ হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে’” গ্রন্থে ইবনু আদী ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী তার “আলফায়েয” গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু ইব্রাহীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের মন্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। অতঃপর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে সংক্ষেপে বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

١٦٣٣. (إِذَا مَضَى لِلنَّفْسَاءِ سَبْعٌ، ثُمَّ رَأَتْ الطُّهْرَ، فَاتَّغَسَّلَ وَتَوَضَّعَ).

১৬৩৩। যখন নেকাসধারী নারীদের সাত দিন অভিবাহিত হয়ে যাবে, অতঃপর পবিত্রতা দেখবে তখন সে যেন গোসল করে এবং সলাত আদায় করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দারাকুতনী (৮২) ও তার সূত্রে বাইহাক্বী (১/৩৪২) আবু সাহল ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আবু ইসমাঈল তিরমিযী হতে, তিনি আব্দুস সালাম ইবনু মুহাম্মাদ হিমসী (তার উপাধি হচ্ছে সুলাইম) হতে, তিনি বাকিয়্যাহ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি আলী ইবনু আলী হতে, তিনি

আসওয়াদ হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নুসাই হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। সুলাইম বলেন: আমি 'আলী ইবনু 'আলীর সাথে মিলিত হলে তিনি আসওয়াদ হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নুসাই হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেন।

দারাকুতনী বলেন: আসওয়াদ হচ্ছেন ইবনু সা'লাবাহ্ শামী।

হাদীসটিকে বাইহাক্কীও বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে দাইলামী (১/১/১৫২) হাকিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি “আলমুসতাদরাক” গ্রন্থে (১/১৭৬) বর্ণিত হয়েছে আবু সাহল আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ নাহ্বী হতে, তিনি আবু ইসমাঈল মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল সুলামী হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সনদ থেকে আলী ইবনু আলীকে ফেলে দিয়েছেন। আর বাইহাক্কী বলেন:

প্রথমটি বেশী সঠিক। আর তার সনদটি শক্তিশালী নয়।

ইবনুত তুরকুমানী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

তা যদি বাকিয়্যার মুদাল্লিস হওয়ার কারণে হয়। (তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়) কারণ এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে হাদীস বর্ণনা করার কথা বলেছেন। আর মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যখন স্পষ্টভাবে হাদীস বর্ণনা করেন তখন তিনি গ্রহণযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি দুর্বল হওয়ার বিষয়টি বাকিয়্যার কারণে নয়। কারণ যে সনদকে বাইহাক্কী বেশী সঠিক বলে প্রাধান্য দিয়েছেন সে সনদে বাকিয়্যার শাইখ 'আলী ইবনু 'আলীর সাথে সুলাইমের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি তাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এ কারণে বাকিয়্যার দোষ থেকে হাদীসটির সনদ মুক্ত। বাকী থাকছে এ সুলাইম আর আমার নিকট বাইহাক্কী কর্তৃক হাদীসটি দুর্বল আখ্যা দেয়ার কারণ হচ্ছে এ সুলাইম-ই। কারণ তিনি বেশী প্রসিদ্ধ নন। এমনকি হাফিয ইবনু হাজারের নিকট তার অবস্থা লুঙ্কায়িতই রয়ে গেছে। এ কারণে তিনি তাকে “আললিসান” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি বাকিয়্যাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু হারব, অলীদ ইবনু মুসলিম, আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেম আশ'আরী এবং তাদের সমসাময়িকদের থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ হিমসী ও তার সমসাময়িকরা বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। তার

থেকে এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। কারণ ইবনু আবী হাতিম তাকে “আলজারছ অত্‌তা‘দীল” গ্রন্থে (৩/১/৪৮-৪৯) উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি সুলাইম নামে পরিচিত। তিনি তার শাইখদের মধ্যে বিশ্ব ইবনু শু‘য়াইবকেও উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তার পিতা তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি সত্যবাদী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ন্যায় ব্যক্তির হাদীসের ব্যাপারে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় এবং তার হাদীস হাসান পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

অতঃপর আমি অবগত হয়ে বলছি যে, এটিকে বাইহাক্কী আসওয়াদ ইবনু সা‘লাবা শামীর কারণেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন: তাকে চেনা যায় না যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে।

এ হাদীসটির সনদ নারী (ﷺ) পর্যন্ত যদিও সাব্যস্ত হয়নি, বিদ্বানগণের এর উপরে ‘আমল রয়েছে। বরং ইমাম তিরমিযী এর উপরে ইজমা‘ সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন (১/২৫৮)। তবে এ হাদীস থেকে যা বুঝা যায় তা গ্রহণ না করাই উচিত। কারণ নেফাসধারী নারী যদি সাত দিনের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যাওয়াকে লক্ষ্য করে তাহলে গোসল করবে এবং সলাতও আদায় করবে। কারণ নেফাসের সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। যেমনটি বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

١٦٣٤. (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَالِمٌ لَمْ يَتَّقْهُ عِلْمُهُ).

১৬৩৪। কিয়ামাতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী শাস্তি পাবে সেই আলেম যার জ্ঞান তার কোন উপকার করেনি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী “আসসাগীর” গ্রন্থে (১০৩) উসমান ইবনু মুকসিম বারুরী হতে, তিনি সা‘ঈদ মাকবুরী হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মাকবুরী হতে উসমান বারুরী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইবনু মা‘ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। তিনি মিথ্যা বর্ণনা এবং হাদীস জাল করার সাথে পরিচিতদের একজন। যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার দীর্ঘ জীবনী আলোচনা করার পর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাইসামী (১/১৮৫) বলেন:

এটিকে ত্বারানী “আসসাগীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে উসমান

বাররী রয়েছেন। ফাল্লাস বলেন: তিনি সত্যবাদী বহুভুলকারী, বিদ'আতী। তাকে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার শাইখ ইরাকী তার “আলমুগনী” গ্রন্থের প্রথমে বলেন: এটিকে ত্ববারনী “আসসাগীর” গ্রন্থে আর বাইহাকী “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে মুনযেরী হাদীসটিকে (১/৭৮) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলজামে” গ্রন্থে এসেছে। আর ভাষ্যকার মানাবী বলেন: ইবনু হাজার বলেন: এর সনদ এবং মাতান (ভাষা) উভয়টিই গারীব। অতঃপর মানাবী বলেন: কিন্তু হাদীসটির ভিত্তি রয়েছে। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত (১৬১৭) হাদীসটি উল্লেখ করেন। যার মধ্যে আলেম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ... সেই আলেম যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না।

তিনি হাকিমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাতে পাচ্ছি না যেমনটি সেখানে উল্লেখ করেছি। সম্ভবত এ কারণেই তিনি “আততাইসীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: হাদীসটিকে মুনযেরী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে দারেমী (১/৮২) মওকুফ হিসেবে আবুদ দারদা (রাঃ) হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

‘আল্লাহর নিকট কিয়ামাতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই আলেম যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না।’

এর সনদটি এরূপ: তিনি ইসমাঈল ইবনু আবান হতে, তিনি ইবনুল কাসেম ইবনু কায়েস হতে, তিনি ইউনুস ইবনু ইউসুফ হিমসী হতে, তিনি আবু কাবাশাহ্ সালুলী হতে, তিনি বলেন: আমি আবুদ দারদা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি: ...।

বর্ণনাকারী ইবনুল কাসেম ইবনু কায়েস ছাড়া এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আমি তাকে চিনি না। আমি আশংকা করছি যে, কপির মধ্যে উলোটপালট কিছু ঘটেছে।

১৬৩৫. (كَانَ يَخْرُجُ يُهْرِيقُ الْمَاءَ، فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَوْلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَيَقُولُ: «وَمَا يُذَرِّبُنِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ».)

১৬৩৫। তিনি বের হয়ে পেশাব করতেন। অতঃপর মাটি দিয়ে মাসাহ্ করতেন। আমি বলতাম: হে আল্লাহর রসূল! পানি তো আপনার নিকটেই। তিনি তখন বলতেন: কোন বস্তু আমাকে অবহিত করবে, হয়তো আমি পানির নিকট পৌঁছতে সক্ষম হবো না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল। (কিন্তু তিনি পরবর্তিতে এ হাদীসকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন) অতএব হাদীসটি সহীহ্। দেখুন “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (২৬২৯)।

কারণ ইবনু লাহী'য়াহ্ দুর্বল হলেও তার থেকে যখন তিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস সহীহ্ হিসেবে গণ্য হয়। কারণ তারা তার থেকে তার জীবনের প্রথম দিকের বর্ণনাকারী। আর এ হাদীসটি তার থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক বর্ণনা করেছেন।

বিস্তারিত জানতে দেখুন “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (২৬২৯)।

١٦٣٦. (أَحَبُّ الْبُيُوتِ إِلَى اللَّهِ، بَيْتُ قِيٍّ يَسْمُ مَكْرَمٌ).

১৬৩৬। আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে মর্যাদা নিয়ে ইয়াতীম থাকে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে মুখলিস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (১৯৯-২০০), ওকাইলী “আযযু'আফা” গ্রন্থে (৩১), তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২০১/২), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১৭), খারাইতী “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থে (৭৫), ইবনু বিশরান “আলআমালী” গ্রন্থে (২/১৫২), আবু নু'য়াইম “আলহিলিয়াহ্” গ্রন্থে (৬/৩৩৭), কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/১০২) ও সিলাফী “আততুযুরিয়াত” গ্রন্থে (২/১৬০) ইসহাক হুনাইনী সূত্রে মালেক হতে, তিনি ইয়াহ'ইয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে তুহলা হতে, আর তাদের কেউ কেউ বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আবু নু'য়াইম ও অকাইলী বলেন: হাদীসটিকে হুনাইনী এককভাবে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। যেমনটি হাফিয যাহাবী “আযযু'আফা” এবং “আলমীযান” গ্রন্থে বলেছেন: তিনি বহু আজব এবং গারীবের অধিকারী।

অতঃপর তিনি তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। পরক্ষণেই ওকাইলী বলেন:

এর কোন ভিত্তি নেই।

অতঃপর তিনি ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুনাইনীর ব্যাপারে বলেন: তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

ইমাম বুখারী হতে এরূপ মন্তব্য তার নিকট হুনাইনীর খুবই দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে বাইহাক্কী “আশ্শু‘য়াব” গ্রন্থে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

“তোমাদের বাড়ি সমূহের মধ্যে ...।”

অতঃপর বলেছেন: ইসহাক এককভাবে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলফায়েয” গ্রন্থে এসেছে।

এরপর আমি (আলবানী) দেখেছি ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/১৭৬) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন:

এ হাদীসটি মুনকার।

১৬৩৭. (خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي

الْمُسْلِمِينَ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ)

১৬৩৭। মুসলিমদের সর্বোত্তম বাড়ি হচ্ছে সেই বাড়ি যে বাড়িতে ইয়াতীমের সাথে ভালো আচরণ করা হয়। আর মুসলিমদের সর্বনিকৃষ্ট বাড়ি সেটি যে বাড়িতে ইয়াতীমের সাথে মন্দ আচরণ করা হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক “আযযুহুদ” গ্রন্থে (নং ৬৫৪), তার থেকে ইবনু মাজাহ্ (৩৬৭৯) ও বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (১৩৭) ইয়াহুইয়া ইবনু আবু সুলাইমান সূত্রে যায়েদ ইবনু আবু আত্তাব হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেমনটি “আত্‌তাক্বীরীব” গ্রন্থে এসেছে। এ কারণে মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৩/২৩০) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (২/১৮৪) বলেন:

তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

বৃসয়রী “আযযাওয়াইদ” গ্রন্থে বলেন:

তার সনদে বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া ইবনু আবু সুলাইমান রয়েছে যার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আবু হাতিম বলেন:

তিনি মুযতারিবুল হাদীস। তাকে ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু খুযাইমাহ্ তার হাদীসকে “সহীহাহ্” গ্রন্থে তাখরীজ করে এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন: অন্তরে এ হাদীসের ব্যাপারে কিছু (সমস্যা) রয়েছে। কারণ আমি ইয়াহুইয়া সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই জানি না। আমি তার হাদীসকে তাখরীজ করেছি, কারণ আলেমগণ তার সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম বুখারী ও আবু হাতিমের নিকট যে সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে ইবনু খুযাইমার নিকট তা লুক্কায়িত হয়ে গেছে। অতএব বর্ণনাকারী সম্পর্কে তাদের দু'জনের সমালোচনা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইবনু খুযাইমা কর্তৃক দোষারোপ না করার চেয়ে।

এটাই হচ্ছে হক্ক কথা। বিশেষ করে ইবনু হিব্বান তাকে যে “আসসিকাত” গ্রন্থে (৩/৬০৪, ৬১০) উল্লেখ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থের ভূমিকাতে এ মর্মে সতর্ক করেছেন। আর আমি (আলবানী) কতিপয় অপরিচিত বর্ণনাকারীদের ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার উদাহরণ উল্লেখ করেছি “আব্বাদ আল্লাশ শাইখ হাবাশী” গ্রন্থে। কেউ চাইলে গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

সতর্কবাণী: এ হাদীসটিকে ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনুল মুবারাকের বর্ণনায় তার পূর্বোক্ত সনদে উল্লেখ করে কোন হুকুম দেয়া হতে চূপ থেকেছেন। আর এ কারণেই দু'হালাবী আলেম সন্দেহপোষণ করে তার চূপ থাকাকে সহীহ্ হিসেবে ধরে নিয়ে তারা উভয়ে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন এবং তারা দু'জনেই “মুখতাসারু ইবনু কাসীর” গ্রন্থে হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এর বিপরীত। যেমনটি এ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা হয়েছে।

১৬৩৮. (إِذَا مَدَّحَ الْمُؤْمِنُ فِي وَجْهِهِ، رَبَّ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ).

১৬৩৮। যখন কোন মু'মিনের সম্মুখেই তার প্রশংসা করা হয় তখন তার হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী (১/২৩/১) মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে খালেদ হাররানী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু আবু আরীব হতে, তিনি খাল্লাদ ইবনুস সায়েব হতে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেন: আমি উসামা ইবনু যায়েদ (رضي الله عنه)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি আমার সম্মুখেই আমার প্রশংসা করে বললেন: তোমার সম্মুখেই তোমার প্রশংসা করতে আমাকে উৎসাহিত করেছে একটি হাদীস যা আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

এ সূত্রেই হাকিম হাদীসটিকে (৩/৫৯৭) বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। অনুরূপভাবে হাফিয় যাহাবীও চুপ থেকেছেন।

অথচ এ সনদটি ইবনু লাহী'য়ার কারণে দুর্বল। কারণ তার হেফযে ত্রুটি ছিল। তবে তার থেকে আবাদিলা (আব্দুল্লাহ নামধারী) বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করলে তার থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ, আর এ হাদীসটি তাদের বর্ণনাকৃত নয়।

আর তার শাইখ সালেহ ইবনু আবু আরীব সম্পর্কে ইবনু কাস্তান বলেন: তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

তবে ইবনু হিব্বান তাকে (সালেহকে) “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয় ইবনু হাজার বলেছেন: তিনি মাকবুল।

আর “মাজমাউয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৮/১১৯) এসেছে: হাদীসটিকে তুবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদের মধ্যে ইবনু লাহী'য়াহ রয়েছে আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (১/২২৯) বলেন: তার সনদটি দুর্বল।

অনুরূপ হাদীস আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটিও সাব্যস্ত হয়নি।

١٦٣٩. (إِذَا عَلِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ خَيْرًا، فَلْيُخْبِرْهُ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ).

১৬৩৯। যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কোন কল্যাণকর কিছু দেখবে, তখন সে যেন তাকে সংবাদ প্রদান করে। কারণ তা কল্যাণের ক্ষেত্রে তার উৎসাহ বৃদ্ধি করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দারাকুতনী “আলইলাল” গ্রন্থে ইবনুল মুসাইয়্যাবের বর্ণনায় আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করে বলেছেন: যুহরী হতে এটি সহীহ নয়। আর ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এটিকে হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (১/২৯৯) উল্লেখ করেছেন। এটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলো “জামেউল কাবীর”, “জামেউস সাগীর”, “তার সংযোজন” হতে এবং “আলজামেউল আযহার”

হতেও ছুটে গেছে।

১৬৬০. (إِنَّ اللَّهَ مَنْ عَلَى قَوْمٍ، فَأَلْهَمَهُمُ الْخَيْرَ، فَأَدْخَلَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَابْتَلَى قَوْمًا، فَخَذَّلَهُمْ وَذَمَّهُمْ عَلَى أَفْعَالِهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَرْحَلُوا عَمَّا ابْتَلَاهُمْ بِهِ، فَعَذَّبَهُمْ، وَذَلِكَ عَذْلُهُ فِيهِمْ).

১৬৪০। আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর (যখন) অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি তাদেরকে কল্যাণ দান করেন। অতঃপর তাঁর দয়ার মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটান। আর কোন সম্প্রদায়কে যখন পরীক্ষা করতে চান, তখন তাদেরকে অপমানিত করেন এবং তাদের কর্মের কারণে তাদের ভ্রষ্টাণা করেন। ফলে তিনি যার দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করেন তা থেকে তারা মুক্ত হতে সক্ষম হয় না। অতঃপর তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটাই হচ্ছে তাদের জন্য তাঁর ইনসাফ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দারাকুতনী “আলআফরাদ” গ্রন্থে আর দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “যাওয়াইদুল জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটি “আলআফরাদ” গ্রন্থে (খণ্ড ২, নং ৪৬), “ত্ববাকাতুল আসবাহানিয়ীন” গ্রন্থে (ক্বাফ ৭৬/১-২) ও “আখবারু আসফাহান” গ্রন্থে (১/৩২৬) সাঈদ ইবনু ঈসা কুরাইযী বাসরী সূত্রে আবু উমার যরীর হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু যায়েদ ও ইয়াযীদ ইবনু যুরাঈ হতে, তিনি ইউনুস ইবনু ওবাইদ হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন আর তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন সূত্রে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে ইউনুস ইবনু ওবাইদের বর্ণনাকৃত হাদীস গারীব। আবু উমার যরীর হাফস ইবনু উমার এ সনদে এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্র হতেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে কুরাইযীর উপরের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। একমাত্র তিনি ছাড়া।

দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি দুর্বল। যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয় যাহাবী “আললিসান” গ্রন্থে বলেন: এ ব্যক্তি হচ্ছেন সাঈদ ইবনু উসমান।

হাফিয় যাহাবী বলেন: তিনি আসবাহানে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনিই এ সনদটির সমস্যা।

১৬৬১. (أَرِقَاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبُوا).

১৬৪১। তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। অতএব তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ কর। তোমরা তাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর সে ব্যাপারে যে ব্যাপারে তোমরা অপারগ হও আর তাদেরকে তোমরা সাহায্য করো যে ব্যাপারে তারা অপারগ হয়ে যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আলদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (১৯০) আদাম হতে, তিনি শু'বা হতে, তিনি আবু বিশ্র হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি সালাম ইবনু আমরকে নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে মারফু' হিসেবে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

একমাত্র সালাম ইবনু আমর ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারীর মধ্যে ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী। হাফিয় যাহাবী বলেন: আবু বিশ্র ইবনু আবী অহশিয়াহ্ ছাড়া অন্য কাউকে তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তা সত্ত্বেও ইবনু হিব্বান তার নীতি অনুযায়ী তাকে “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে: তিনি মাকবুল।

আর তার সূত্রেই ইমাম আহমাদ (৫/৩৭১) “দাসরা” শব্দটি বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের মধ্যে আবু যার (ﷺ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে “তোমরা তাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর সে ব্যাপারে যে ব্যাপারে তোমরা অপারগ হও” এ কথাটুকু নেই।

সেটিকে আমি “আলইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (২১৭৬) উল্লেখ করেছি।

১৬৬২. (مَثَلُ غُرُوةٍ - يَعْني: ابْنِ مَسْعُودٍ التَّقِييَ - مَثَلُ صَاحِبِ يَاسِينَ دَعَا

قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَقَتَلُوهُ).

১৬৪২। উরওয়ার -অর্থাৎ ইবনু মাসউদ সাকাফীর- উদাহরণ হচ্ছে এই যে, সে ইয়াসীনের সাখীর ন্যায়। সে তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেয় ফলে তারা তাকে হত্যা করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/৬১৫-৬১৬) আর তার সূত্রে বাইহাক্বী “দালাইলুন নুবুওয়াহ্” গ্রন্থে (৫/২৯৯) মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে খালেদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী‘য়াহ্ হতে, তিনি আবুল আসওয়াদ হতে, তিনি উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: নবম সালে (হিজরীতে) যখন লোকেরা হাজ্জ করার জন্য আগমন করল তখন মুগীরাহ্ ইবনু শু‘বার চাচা উরওয়া ইবনু মাস‘উদ সাকাফী (رضي الله عنه) রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে রসূল(ﷺ)-এর নিকট তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে রসূল (ﷺ) তাকে বললেন: আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা তোমাকে হত্যা করবে।

তখন সে বলল: তারা যদি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পায় তাহলে তারা আমাকে জাহ্রত করবে না। তখন রসূল (ﷺ) তাকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি মুসলিম হিসেবে তার গোত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। তিনি এশার সময়ে তাদের নিকট পৌঁছলে সাকীফ গোত্র তার নিকট আসল। তখন তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এ কারণে তারা তাকে অপবাদ প্রদান করল এবং তার নাফারমানী করল এবং তাকে এমন কিছু শুনালো যা সে ধারণা করেনি। অতঃপর তারা তার নিকট হতে বেরিয়ে গেল। তারা যখন সাহরীর সময়ে আগমন করল এবং সকাল হয়ে গেলো তখন উরওয়া তার ঘরে উঠে সলাতের জন্য আযান দিয়ে তাশাহুদ পাঠ করলেন। অতঃপর সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। এ সময় রসূল (ﷺ) বললেন:।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মুরসাল দুর্বল। ইবনু লাহী‘য়াহ্ দুর্বল তার গ্রন্থভাণ্ডার পুড়ে যাওয়ার পরে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে।

আর মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে খালেদের জীবনী আমি পাইনি।

অন্য সূত্রে ইবনু আবী হাতিমের নিকট মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি “তাফসীর ইবনু কাসীর” গ্রন্থে (৩/৫৬৮) এসেছে: মুহাম্মাদ ইবনু জাবের সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু উমায়ের হতে তিনি বলেন: উরওয়া ইবনু

মাসউদ সাকাফী (ؒ) নাবী (ؐ)-কে বলেন: আপনি আমাকে আমার গোত্রের নিকট প্রেরণ করুন, আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। তখন রসূল (ﷺ) বলেন: “আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা তোমাকে হত্যা করবে।” আলহাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: এটিও পূর্বেরটির ন্যায় দুর্বল, মুরসাল হওয়ার কারণে। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু জাবের হচ্ছেন ইবনু সাইয়্যার হানাফী ইয়ামামী। তিনিও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার “আতাতাকুরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি (ইয়ামামী) সত্যবাদী, তার কিতাবগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে তার হেফয ক্রটিযুক্ত হয়ে যায় এবং অনেক কিছুই গোলমালে হয়ে যায় এবং তিনি অন্ধ হয়ে যান। ফলে তাকে তালক্বীন (ভুল ধরিয়ে) দিতে হতো। তবে আবু হাতিম তাকে ইবনু লাহী‘য়ার চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী মুরসাল অথবা মু‘যাল হিসেবে মুসা ইবনু উকবাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু ইসহাক “আসসীরাহু” গ্রন্থে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন যেমনটি “সীরাতু ইবনু হিশাম” গ্রন্থে (৪/১৯৪) এসেছে।

হাদীসটি সেই সব দুর্বল হাদীসগুলোর একটি যেগুলোকে রেফাঈ তার “মুখতাসার” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ভূমিকায় উল্লেখিত তার সিদ্ধান্তের (নীতির) বিরোধিতা করে।

١٦٤٣. (اسْتَقِيمُوا لِقَرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سِيوفَكُمْ

عَلَى عَوَائِقِكُمْ، فَأَيِّدُوا خَضِرَاءَهُمْ).

১৬৪৩। তোমরা কুরাইশদের আনুগত্যের উপর অটল থাক যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য ধীন কায়েম করে। তারা যদি তা না করে তাহলে তোমরা তোমাদের কাঁধে তোমাদের তরবারীগুলো রেখে তাদের অধিক সংখ্যককে হত্যা করে বিছিন্ন করে ফেলো।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৭৭), খাল্লাল “মাসাইলুল ইমাম আহমাদ” গ্রন্থে (১/৭/২), আবু সাঈদ ইবনুল আ‘রাবী তার “মু‘জাম” গ্রন্থে (২/১২৫), আবু নু‘য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১২৪), ত্ববারানী “আলমু‘জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ ৩৯), খাতীব (১২/১৪৭) ও খাতাবী “আলগারীব” গ্রন্থে (১/৭১) সালেম ইবনু আবিল জা‘দ হতে, তিনি সাওবান হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তুবারানী ও ইবনু হিব্বান “রাওয়াতুল ওকালার” গ্রন্থে (পৃ ১৫৯) কিছু বৃদ্ধি করে বলেছেন: “যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমরা বদনাসীব চাষীতে পরিণত হবে, ভক্ষণ করবে তোমাদের হাতের কষ্টার্জিত উপার্জন হতে।”

খাতাবী বলেন: খাওয়ারিজ এবং তাদের সাথে যারা ঐকমত্য পোষণ করে তারা এ হাদীস দ্বারা ইমামদের বিপক্ষে বের হওয়া জায়েয মর্মে দলীল গ্রহণ করে থাকে ...।

আমি (আলবানী) বলছি: সাওবানের এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ নয়। কারণ ইবনু আবিল জা‘দ সাওবান হতে শ্রবণ করেননি। অতএব সনদটি মুনকাতি‘ বিচ্ছিন্ন। যখন হাদীসটির দুর্বলতা সাব্যস্ত হচ্ছে তখন এর ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ তা করলে এটি সহীহ এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।

খাল্লাল বলেন: হাম্বল বলেন: আমি আবু আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি: (সহীহ) হাদীসগুলো এ (আলোচ্য) হাদীস বিরোধী। যেমন নাবী (ﷺ) বলেন: “তুমি শুনো এবং আনুগত্য কর যদিও সে নাক ও কান কাটা দাস হয়।” ... সাওবানের আলোচ্য এ হাদীস নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসসহ অন্যান্য সহীহ হাদীস বিরোধী।

খাল্লাল মাহনা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আহমাদকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন: এটি সহীহ নয়। কারণ সালেম ইবনু আবুল জা‘দের সাওবানের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। আর আমি তাকে আলী ইবনু আবেসের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যার থেকে হামানী বর্ণনা করেছেন, আর তিনি আবু ফাযারা হতে, তিনি উম্মু হানীর দাস আবু সালেহ হতে, তিনি উম্মু হানী (رضي الله عنها) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ... সাওবানের হাদীসের ন্যায়। উত্তরে তিনি বলেন:

হাদীসটি সহীহ নয় বরং মুনকার।

ইবনু কুদামা আলমাকদেসীর “আলমুত্তাখাব” গ্রন্থে (১০/২০০/২) এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে।

١٦٤٤. (أَعْبُوا فِي الْعِبَادَةِ).

১৬৪৪। তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী তার “তারীখ” গ্রন্থে (১১/৩৩৪) এবং তার

থেকে ইবনু আসাকির (১১/৪১৯/২) উকবাহ্ ইবনু খালেদ সাকুনী হতে, তিনি মুসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী মুসা সম্পর্কে ইয়াহইয়া বলেন: তিনি কিছুই না এবং তার হাদীস লিখা যাবে না।

দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরক।

আবু হাতিম বলেন: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। আর মুসা হতে উকবাহ্ ইবনু খালেদ কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসগুলোর ব্যাপারে অপরাধী হচ্ছেন মুসা। এ ক্ষেত্রে উকবার কোন দোষ নেই।

ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/২৪১) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: হাদীসটি মুনকার, যেন বানোয়াট। আর মুসা হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল। আর তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম তাইমী জাবের (رضي الله عنه) হতে শ্রবণ করেননি।

হাদীসটিকে “আলজামে” গ্রন্থে আবু ই'য়ালার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার ভাষ্যকার বৃদ্ধি করে বলেছেন: ইবনু আবিদ দুনিয়াও (বর্ণনা করেছেন)। হাফিয ইরাকী বলেন: হাদীসটির সনদ দুর্বল।

١٦٤٥. (أَغْنَىٰ الْعِيَادَةِ، وَخَيْرُ الْعِيَادَةِ أَخْفَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَغْلُوبًا فَلَا يُعَادُ، وَالتَّغْرِيزُ مَرَّةً).

১৬৪৫। তোমরা দৈনন্দিন রোগী দেখতে না গিয়ে একদিন পরপর রোগী দেখতে যাও। কম পরিমাণে রোগী দেখতে যাওয়াই উত্তম। তবে যদি রোগীর মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে চিনতে না পারে, তাহলে তাকে দেখতে যাওয়া যাবে না। আর শোক জ্ঞানাতে হবে মাত্র একবার।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আলমুওয়াযযেহ্” গ্রন্থে (৫/২৩৫) আবু ইসমাহ্ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনুল হারেস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। খাতীব বলেন: আবু ইসমাহ্ হচ্ছেন নূহ ইবনু আবী মারইয়াম।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি জালকারী। তিনি জাল করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। তিনি জাল করার বিষয়টি নিজেই স্বীকার করেছেন।

١٦٤٦. (أَغْنَىٰ النَّاسِ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ).

১৬৪৬। কুরআনকে বহনকারী সর্বাপেক্ষা বেশী ধনী ব্যক্তি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দুল হাদী “হিদায়াতুল ইনসান” গ্রন্থে (২/১৩৫, ১/১৩৬) আবু নু'য়াইম সূত্রে ঈসা ইবনু হারব অসকান্দী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব হতে, তিনি জুনাদাহ হতে, তিনি হারেস ইবনুন নু'মান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি হাসানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আমি রাবযাতে আবু যার (রাবযাতুল আনসারী)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা শুরু করলেন। তিনি তাঁর সহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন: কোন্ লোকটি সর্বাপেক্ষা বেশী ধনী? তারা উত্তরে বলল: আবু সুফইয়ান। অন্য কেউ বলল: আব্দুর রহমান ইবনু আউফ। আর কেউ বলল: উসমান ইবনু আফফান। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: না, তবে ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হারেস ইবনুন নু'মানের কারণে দুর্বল। তিনি হচ্ছেন লাইসী কুফী। তিনি দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আর ঈসা ইবনু হারব অসকান্দীর জীবনী আমি পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে'” গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আবু যার (রাবযাতুল আনসারী) এবং আনাস (রাবযাতুল আনসারী)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর “আলফায়েয” গ্রন্থে মানাবী হাদীসটির সনদ সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি। তবে তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে এর সনদটি দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

১৬৪৭। (أَفْرِشُوا لِي قَطِيفَتِي فِي لَحْدِي، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تُسَلِّطْ عَلَى أَجْسَادِ

الْأَنْبِيَاءِ).

১৬৪৭। তোমরা আমার লাহাদ কবরে আমার কাত্বীফা কাপড়টি আমার জন্য বিছিয়ে দিও। কারণ নাবীগণের শরীরসমূহের উপর যমীনের কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু সা'দ “আত্‌ত্ববাকাত” গ্রন্থে (খণ্ড ২, ক্বাফ ২, পৃ ৭৫) হামমাদ ইবনু খালেদ আলখাইয়্যায হতে, তিনি উকবাহ ইবনু আবিস সাহবা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি হাসানকে বলতে শুনেছি: রসূল

(আলবানী) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্। কিন্তু মুরসাল। কারণ হাসান হচ্ছেন হাসান বাসরী। আর হাদীসটির দ্বিতীয় অংশটুকু সহীহ্ কতিপয় শাহেদ থাকার কারণে। দেখুন “আত্‌তারগীব” (২/২৮১-২৮২)।

১৬৪৮. (نَصَفَ مَا يُخْفَرُ لَأَمْتِي مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْعَيْنِ).

১৬৪৮। আমার উম্মাতের অর্ধেকের জন্য কবর খনন করা হয় কুদৃষ্টির কারণে। (অর্থাৎ অর্ধেক উম্মাতের মৃত্যু হয় কুদৃষ্টির কারণে)।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২৪/১৫৫/৩৯৯) আলী ইবনু উরওয়া সূত্রে আব্দুল মালেক হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবী আসেম হতে, তিনি আসমা বিনতু উমায়েস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু উরওয়া। হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৫/১০৬) আর সাখাবী “আলমাকাসিদ” গ্রন্থে বলেন: তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম সুয়ুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটিকে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিগু করেছেন।

১৬৪৯. (أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ).

১৬৪৯। তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সম্মান প্রদান কর এবং তাদের সুন্দরভাবে শিষ্টাচার শিখাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ (৩৬৭১), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ ৭৬), আবু মুহাম্মাদ মিশলাদী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৮৯), খাতীব (৮/২৮৮) ও ইবনু আসাকির (৬/৮/২, ৭/১৬১/২) সাঈদ ইবনু আম্মারাহ ইবনু সাফওয়ান হতে, তিনি হারেস ইবনুন নু'মান ইবনু উখতু সাঈদ ইবনু জুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি: তিনি মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ওকাইলী ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে হারেস সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার সম্পর্কে বলেন:

তিনি মুনকারুল হাদীস। আর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর সাঈঈ ইবনু আম্মারাহ্ সম্পর্কে আযদী বলেন: তিনি মাতরুক।

ইবনু হায্ম বলেন: তিনি মাজহুল।

হাফয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

আর হাফয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তিনি জায়েযুল হাদীস অর্থাৎ হাদীসের ক্ষেত্রে বৈধ। আর তিনি “আলকাশেফ” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাসতুর (অর্থাৎ তার অবস্থা অস্পষ্ট)।

১৬০। (الرَّمُوا الْجِهَادَ تَصِحُّوا وَتَسْتَعْنُوا).

১৬৫০। তোমরা জেহাদ করাকে আঁকড়ে ধরো সুস্থ থাকবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/৩৪) বিশ্র ইবনু আদাম হতে, তিনি সালেহ ইবনু মূসা হতে, তিনি সুহায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: বিশ্র ইবনু আদাম সম্পর্কে ইবনু মাঈঈন বলেন: আমি তাকে চিনি না। আর আমি তার কোন বেশী মুনকার হাদীস দেখছি না।

আমি (আলবানী) বলছি: সহীহ বুখারীর মধ্যে তিনি ইমাম বুখারীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত। তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি সত্যবাদী। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ সালেহ ইবনু মূসা। তিনি হচ্ছেন ত্বলহী। তিনি মাতরুক যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে। ফলে সনদটি খুবই দুর্বল। মানাবী বলেন: তিনি শুধুমাত্র দুর্বল।

অতঃপর আমি ইবনু আবী হাতিমকে দেখেছি তিনি হাদীসটিকে “আলইলাল” গ্রন্থে (১/৩২০) এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন: আমার পিতা বলেন: এ হাদীসটি বাতিল। আর সালেহ ত্বলহী হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

১৬০। (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَمِنْ بَوَارِ الْأَيْمِ،

وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ).

১৬৫১। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ঋণের আধিক্য, শত্রুর বিজয় লাভ, বিধবার ক্ষেতনা (যাকে বিয়ে করতে কেউ উৎসাহিত হয় না) এবং

মাসীহিদ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তুবারানী “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৩৯/১) ও “সাগীর” গ্রন্থে (পৃ ২১৮), তার থেকে যিয়া মাকদেসী “আলমুখতারাহ্” গ্রন্থে (৬৬/৮৩/১), দারাকুতনী “আলআফরাদ” গ্রন্থে (২/নং ১৫) ও খাতীব বাগদাদী (১২/৪৫০) আব্বাদ ইবনু যাকারিয়া সুরাইমী হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাসসান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলতেন: ...। দারাকুতনী বলেন:

হিশাম ইবনু হাসসানের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে আব্বাদ ইবনু যাকারিয়া এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু ইউসুফ কালসী ছাড়া তার থেকে অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার থেকে অন্য ব্যক্তিও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আমি সে দিকে ইঙ্গিত করেছি। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সুরাইমী আর তার জীবনীও পাচ্ছি না।

হাইসামী (১০/১৪৩) বলেন:

আমি তাকে চিনি না। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী।

সতর্কবাণী: আমি এখানে হাদীসটি উল্লেখ করেছি ‘বাওয়ার’ সম্মিলিত বাক্যের কারণে। অন্যথায় অবশিষ্ট বাক্যগুলো সহীহ, বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “গায়াতুল মারাম” (৩৪৭)।

১৬০২. (لَوْلَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَشْنَوْا، فَقَالُوا: ﴿وَأَنَا إِنِ شَاءَ اللَّهُ

لُمُهْتَدُونَ﴾ مَا أُعْطُوا، وَلَكِنْ اسْتَشْنَوْا).

১৬৫২। যদি বানী ইসরাঈল ইসতিসনা না করত (ইন শা’আল্লাহ্ না বলত), তারা বলেছিল: “আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথের দিশা পাব” তাহলে তাদেরকে দেয়া হতো না। কিন্তু তারা ইসতিসনা করেছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাম্মাম রাযী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১১) সুন্নর ইবনুল মুগীরাহ্ ইবনে আখী মানসূর ইবনু যাযান অসেসী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু মানসূর নাজী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি ইবনু রাফে’ হতে, তিনি আবু

হুয়াইরাহ (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্বাদ ইবনু মানসূর মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর আযদী, সুক্কর ইবনুল মুগীরার সমালোচনা করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তার থেকে আবু সাঈদ হাদ্দাদ কতিপয় গারীব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি মওকূফ হিসেবেই পরিচিত। একাধিক ব্যক্তি এরূপই বর্ণনা করেছেন। যেমনটি “আদদুররুল মানসূর” গ্রন্থে আপনি দেখছেন।

١٦٥٣. (اَنْتَرُوا كَمَا رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَأْتِرُونَ عِنْدَ رَبِّهَا إِلَى أَصْفَافٍ سَوِيَّةٍ).

১৬৫৩। আমি ফেরেশতাদের তাদের প্রতিপালকের নিকট যেভাবে নিসফে সাক পর্যন্ত লুঙ্গি পরা অবস্থায় দেখেছি তোমরা সেভাবে লুঙ্গি পরিধান কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (ؓ) - এর হাদীস হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুসান্না ইবনুস সবাহ নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন তাকে ইবনু মাঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর ইমাম আহমাদ ও জামহূর ইমামগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন: তিনি মাতরুক। আর ইয়াহইয়া ইবনুস সাকান খুবই দুর্বল। “মাজমাউয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৫/১২৩) এরূপই এসেছে।

সুযুতী “আলজামে’” গ্রন্থে হাদীসটিকে দাইলামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি আমর ইবনু শুয়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, এটি ইমরান আলকাত্তানের হাদীস, তিনি মুসান্না ইবনুস সবাহ হতে, তিনি আমর (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দাইলামী হাদীসটিকে ত্বারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব লেখক যদি তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে সেটিই উত্তম ছিল। হাদীসটিকে গুমারী “আলমুগাইয়েরু আলাল আহাদীসিল মাওযুয়াতে ফিল জামে’ইস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর এ গ্রন্থে এটিই প্রথম হাদীস আর এতে বানোয়াটের আলামাত সুস্পষ্ট।

অতঃপর আমি হাফিযের “মুখতাসারুদ দাইলামী” গ্রন্থে (১/১/৪৬)

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হাদীসটি ইবনুস সুন্নীর সূত্রে ইয়াহুইয়া ইবনুস সাকান হতে, তিনি ইমরান কান্নান হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ত্বারানীর নয়।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: আমি বলছি: মুসান্না দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইয়াহুইয়া ইবনুস সাকান, তিনি হচ্ছেন বাসরী। তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়নি। বরং আবুল অলীদ নাইসাবুরী বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন। সালেহু জাযারাহু বলেন: তিনি এক পয়সারও সমান নন। যেমনটি “তারীখুল খাতীব” গ্রন্থে (১৪/১৪৬) এসেছে।

১৬৫৮. (بَرِّدُوا طَعَامَكُمْ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ).

১৬৫৮। তোমরা তোমাদের খানাকে ঠাণ্ডা করো তাতে তোমাদের জন্য বরকত দান করা হবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/৪০) বাযী' ইবনু আব্দুল্লাহু খাল্লাল হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা রাঃ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এভাবেই আসলের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। আর ইবনু আদী হাদীসটিকে বাযী' ইবনু হাস্‌সান খাস্‌সাফের জীবনীতে একগুচ্ছ হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। জানি না নামের ক্ষেত্রে এ হাদীসের সনদে এ গোলমাল কপিকারকের পক্ষ থেকে ঘটেছে, নাকি তাতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে? তবে আমার নিকট প্রথম নামটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। অতঃপর ইবনু আদী বলেন:

এ হাদীসগুলো হিশাম ইবনু উরওয়ার উদ্ধৃতিতে এ সনদেই অন্যান্য হাদীসের সাথে বাযী' আবুল খালীল বর্ণনা করেছেন। যার সবগুলোই মুনকার, সেগুলোর কেউ মুতাবা'আত করেননি।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সনদের ব্যাপারে কিছুই আলোকপাত করেননি। সম্ভবত তিনি এ সম্পর্কে অবগত হননি।

তবে তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে সনদ দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ...।

আর ‘বাযী’ ইবনু হাস্‌সান’কে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা

অলমাতরুকাীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি মাতরুকা।

১৬৫৫. (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ فَلْيَتَّخِذْ الصَّمْتَ).

১৬৫৫। যে ব্যক্তিকে নাজাত লাভ করা খুশি করে সে যেন চুপ থাকাকে ধারণ করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ওকাইলী "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে (২৮৩) সুলাইমান ইবনু উমার ইবনু সাইয়্যার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আখীয যুহরী হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ওকাইলী) বলেন:

এ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উমার ইবনু সাইয়্যারের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। হাদীসটিকে অকাসীর মাধ্যমে চেনা যায় আর তার নাম হচ্ছে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান যুহরী। এটি ইবনু আখীয যুহরীর হাদীস নয়। উমার ইবনু সাইয়্যার, ইবনু আখীয যুহরী হতে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তার উদ্ধৃতিতে চেনা যায় না এবং তার মুতাবা'য়াতও করা হয়নি। আর চুপ থাকার বিষয়ে ভালো ভালো সনদে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার ভাষা হচ্ছে:

(من صمت بخا) "যে চুপ থাকবে সে নাজাত পাবে।" এটিকে "সিলসিলাহু সহীহাহু" গ্রন্থে (৫৩৬) উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি যদি চান তাহলে দেখুন "আততারগীব" (৪/২-১১)।

হাফিয যাহাবী এ উমার সম্পর্কে বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তার ছেলে সুলাইমানকে চিনি না।

আর অকাসীর হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৫) ও কাযাঈ (২/৩০) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু আবী ফুদায়েক হতে, তিনি উমার ইবনু হাফস হতে, তিনি অকাসী হতে, তিনি যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/২৩৯) এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন: আমার পিতা বলেছেন: উমার ইবনু হাফস মাজহুল আর এ হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান যুহরী অকাসী। তিনি জাল করার দোষে দোষী।

হাদীসটিকে হাইসামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/২৯৮) আবু ই'য়াল্লা এবং তুবারানীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন আর অকাসীকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১৬৫৬. (نَهَى أَنْ يُخْصَى أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ).

১৬৫৬। তিনি আদম সন্তানের কাউকে খাসী করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৩), ইবনু আদী (২/৩৩৬) ও ইবনু আসাকির (১৭/১৩৩/১) আবু ইমরান মুসা ইবনুল হাসান সাকালী হতে, তিনি মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু আতা ইবনু রাজা ইবনু আবু ইমরান জুনী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলআসওয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে তুবারানী (৩/৬৮/১) আহমাদ ইবনু দাউদ মাক্কী হতে, তিনি মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু আতা খুযা'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন। ওকাইলী “আযযু'রাফা” গ্রন্থে (৪১৪) ঢিকায় বলেছেন: এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। তিনি এ মু'য়াবিয়াহ্ সম্পর্কে বলেন:

তার হাদীসের মধ্যে এমন সব মুনকার রয়েছে যেগুলোর অধিকাংশের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

ইবনু আদী বলেন: সাওরী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি বাতিল।

হাইসামী “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৬/২৫০) বলেন: মানাবী তা শীকার করে বলেছেন: এটিকে তুবারানী বর্ণনা করেছেন। আর এ সনদের মধ্যে মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু আতা খুযা'ঈ রয়েছে যিনি দুর্বল।

১৬৫৭. (إِنَّ الَّذِي يَسْجُدُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَهُ، إِنَّمَا نَاصِيئَتُهُ يَدِ

الشَّيْطَانِ).

১৬৫৭। যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সাজদা করবে এবং তার মাথাকে তার পূর্বে উঠাবে তার কপাল শয়তানের হাতে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৯), তার থেকে ইবনু আসাকির “তারীখু দামেস্ক” গ্রন্থে (২/১৮৬/১) যুহায়ের ইবনু আব্বাদ হতে, তিনি আবু উমার হাফস ইবনু মাইসারাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী যুহায়ের ইবনু আব্বাদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি ভুলকারী এবং বিরোধিতা করে বর্ণনাকারী।

ইবনু আব্দিল বার বলেন: তিনি দুর্বল।

তার সনদে বিরোধিতা করা হয়েছে। আবু সা'দ আশহালী বলেন: আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আলকামাহ্ হতে, তিনি মালীহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ খাতমী হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/৩১/১) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু সা'দকে আমি চিনি না। অনুরূপভাবে মালীহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্কেও চিনি না। সম্ভবত তারা দু'জনই ইবনু হিব্বানের “আসসিকাত” গ্রন্থে রয়েছে। মুনযেরী “আততারগীব” গ্রন্থে (১/১৮১) আর হাইসামীও “আলমাজমা” গ্রন্থে (২/৭৮) তার অনুসরণ করে বলেন:

এটিকে বাযযার ও তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি হাসান।

হাদীসটিকে ইমাম মালেক “আলমুওয়াত্তা” গ্রন্থে (১/৯২/৫৭) মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে আলকামাহ্ হতে মওকুফ হিসেবে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “আলফাতহ্” গ্রন্থে (২/১৪৬) বলেন: এটিই নিরাপদ।

অতঃপর আমি বাযযার কর্তৃক বর্ণনাকৃত সনদ সম্পর্কে “কাশফুল আসতার” গ্রন্থে (৪৭৫) অবগত হয়েছি। সেটি আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে বর্ণনাকৃত।

এর ফলে আমার নিকট পূর্বোক্ত যুহায়েরের ভুলের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ আব্দুল আযীয দারারদী ইবনু আজলানের মুতাবা'য়াত করেছেন।

১৬০৮. (الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيَالَهُ بِخَيْرٍ، وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ بِشَرٍّ).

১৬৫৮। ধ্বংস সকল প্রকার ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে তার পরিবারকে কল্যাণের মধ্যে ছেড়ে তার প্রতিপালকের নিকট মন্দ নিয়ে উপস্থিত হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/২৪) ইব্রাহীম ইবনু আহমাদ ইবনে বাশীর আসকারী হতে, তিনি কাতাদা ইবনুল অসীম আবু আওসাজা ত্বাঈ হতে, তিনি ওবায়দ ইবনু আদাম আসকালানী হতে, তিনি

তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ইব্রাহীম এবং তার শাইখ কাতাদা এরা উভয়েই মাজহুল (অপরিচিত)। হাফিয যাহাবী হাদীসটিকে কাতাদা ইবনুল অসীমের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন:

এর ভাবার্থ যদিও সত্য তবুও এটি বানোয়াট। কাতাদা হতে ইব্রাহীম ইবনু আহমাদ আসকারী বর্ণনা করেছেন। ইনিও তার ন্যায় মাজহুল। হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হাদীসটিকে “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে দাইলামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানাবী আমি যা “আলমীযান” এবং “আললিসান” গ্রন্থ হতে উল্লেখ করেছি তার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা তার ভুল, কারণ তার সনদটি কাযাঈর সনদের মত নয়। কারণ দাইলামী হাদীসটিকে (৩/১৪৪) মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন কাত্তান হতে তার সহীহ সনদে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে, তিনি নাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: কাত্তান হচ্ছেন ইবনু শাহরিয়ার। তাকে ইবনু নাজিয়াহ্ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। দারাকুতনী বলেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। যেমনটি “তারীখুল খাতীব” গ্রন্থে এসেছে। আর তার নিচে এমন কেউ আছে যাকে আমি চিনি না।

১৬০৭. (أَوَّلُ الْأَرْضَيْنِ خَرَابًا؛ يُسْرَاهَا ثُمَّ يَمْنَاهَا).

১৬৫৯। যমীনের সর্বপ্রথম বামপার্শ্ব ধ্বংস হবে এরপর তার ডানপার্শ্ব ধ্বংস হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৪৮), ইবনু জামী' তার “মু'জাম” (২৫৮) ও ইবনু আসাকির (১৫/৩৬/২, ২/২৫৬) হাফস ইবনু উমার ইবনুস সবাহ্ আররাবী হতে, তিনি আবু হুযাইফাহ্ মূসা ইবনু মাসউদ হতে, তিনি সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আবু খালেদ হতে, তিনি কায়েস ইবনু আবু হাযেম হতে, তিনি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (৩৬৬৩) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারী হাফস ইবনু উমার দুর্বল। হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন:

তিনি পরিচিত শাইখ, তুবারানীর বড় শাইখদের একজন। তিনি কাবীসাহ্ প্রমুখ হতে বেশী বেশী বর্ণনাকারী। আবু আহমাদ হাকিম বলেন: তিনি হাদীস ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করেছেন তার মুতাবা‘য়াত করা হয়নি।

তাকে ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন।

এ আবু হুযাইফাহ্ ছাড়া অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ বুখারীর বর্ণনাকারী। তার হেফযের দিক থেকে তার সমালোচনা করা হয়েছে। এ কারণে হাফিয় যাহাবী তাকে “আযযু‘য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু খুযাইমাহ্ বলেন: তার থেকে হাদীস বর্ণনা করি না। আর তিনি “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন:

তিনি ইমাম বুখারীর একজন শাইখ। তিনি সত্যবাদী ইন শা আল্লাহ্, সন্দেহ করতেন। ইমাম আহমাদ তার সমালোচনা করেছেন আর ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ কারণে হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী, মন্দ হেফযের অধিকারী, উল্টাপাল্টা করে ফেলতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনিই হাদীসটির সমস্যা, যদি আররাকী হতে নিরাপদে থাকে।

হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৭/২৮৯) বলেন: হাদীসটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে হাফস ইবনু উমার ইবনুস সবাহ্ আররাকী রয়েছেন। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী।

তিনি এরূপই বলেছেন। কিন্তু তিনি আবু হুযাইফার ব্যাপারে যে সব কথা বলা হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করেননি।

আবু নু‘য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৭/১১২) তুবারানীর সূত্রে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

أَسْرَعُ الْأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَأُهَا ثُمَّ يُمْنَاهَا.

অর্থাৎ “যমীন তার বাম দিক থেকে দ্রুত গতিতে ধ্বংস হবে অতঃপর তার ডানদিক ধ্বংস হবে।”

অতঃপর বলেছেন: সাওরীর হাদীস হতে এটি গারীব ...।

এছাড়া হাদীসটির বাহ্যিকতার নিরিখে আমি (আলবানীর) নিকট হাদীসটি মুনকার। কারণ যমীন গোলাকৃতির হওয়া যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত তেমনি তা শারঈ দলীল বিরোধীও নয়। যদি বিষয়টি এরূপই হয় তাহলে যমীনের ডান এবং বাম দিক কোথায়? ...

১৬৬০. (الصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ).

১৬৬০। সলাত হচ্ছে মু'মিনের নূর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু সাঈদ আলআশুয তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/২১৫), আবু খালেদ (আলআহমার) হতে, তিনি ঈসা ইবনু মাইসারাহ হতে, তিনি আবুয যিনাদ হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আশুয এর সূত্রেই হাদীসটিকে মুখাল্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (১/২৪১), অনুরূপভাবে তাম্মাম (১/৮২), আবু আরুবাহ হাররানী তার “জুমউ” গ্রন্থে (১/১০১), খাতীব “আলমুওয়াযযিহ্” গ্রন্থে (১/৮৩), আবু ইয়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১৭৮), বাইহাকী “আশুয়াব” গ্রন্থে (২/২৮৬/১) ও ইবনু নাসর “আসসলাত” গ্রন্থে (২/৩০) আবু খালেদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ঈসা ইবনু মাইসারাহ হচ্ছেন হান্নাত আবু মূসা গিফারী। তিনি মাতরুক যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

তবে ইবনু নাসর হাদীসটিকে অকিদ ইবনু সালামাহ সূত্রে রুকাশী হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ রুকাশী এবং অকিদ উভয়েই দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামেউস সাগীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র কাযাঈ এবং ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

তার থেকে আবু ইয়ালা ও দাইলামী বর্ণনা করেছেন। এ কারণে যদি তিনি এদের দু'জনের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে এটিই বেশী উত্তম হতো। আর আমেরী “শারহুশ শিহাব” গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

সম্ভবত তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন ভাবার্থ সহীহ্। কারণ সহীহ্ মুসলিম, “সহীহ্ ইবনু মাজাহ্” (২৮০), “সহীহ্ তিরমিযী”র (৩৫১৭) মধ্যে আবু মূসা আশআরী (رضي الله عنه)-এর হাদীসে এসেছে: পবিত্রতা হচ্ছে অর্ধেক ঈমান ... সলাত হচ্ছে নূর, সাদাকাহ্ হচ্ছে দলীল ...।

১১১. (السُّلْطَانُ ظَلَّ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ).

১৬৬১। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিহ্নুল্লাহ)।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ঔাতাবী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (১/১৫৫) আব্বাস তারকিফী সূত্রে সাঈঔদ ইবনু আব্দুল মালেক দেমাক্কী হতে, তিনি রাবী‘ ইবনু সবীহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (ؓ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তাতে সাঈঔদ ইবনু আব্দুল মালেক দেমাক্কী হচ্ছেন সুলাইমান ইবনু আব্দুল মালেক এবং ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল মালেকের ভাই। ইবনু আবী হাতিম (২/১/৪৪-৪৫) তার জীবনী উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর রাবী ইবনু সাবীহ্, তার মন্দ হেফযের কারণে দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম হাদীসটিকে “আলইলাল” গ্রন্থে (২/৪০৯) আবু আউন ইবনু আবী বুকবাহ্ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। অন্য বর্ণনায়: আউন ইবনু আবী বুকবাহ্ হতে, তিনি গাইলান ইবনু জারীর হতে, তিনি আনাস (ؓ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

হাদীসটি মুনকার। ইবনু আবী বুকবাহ্ মাজহুল।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে আবুশ শাইখের বর্ণনায় আনাস (ؓ) হতে নিম্নোক্ত বাক্য সহকারে উল্লেখ করেছেন:

فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَلَدًا لَيْسَ بِهِ سُلْطَانٌ، فَلَا يَقِيمَنَّ بِهِ.

“তোমাদের কেউ যদি এমন কোন দেশে প্রবেশ করে যে দেশে শাসক (সুলতান) নাই, তাহলে সে যেন সে দেশে অবস্থান না করে।”

কিন্তু মানাবী সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে এর সনদের ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

১১২. (السُّلْطَانُ ظَلَّ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَهَانَهُ

أَهَانَهُ اللّٰهُ).

১৬৬২। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিহ্নুল্লাহ)। যে তাকে সম্মান করবে আল্লাহ্ তাকে সম্মান করবেন আর যে তাকে অপমানিত করবে আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী আসেম “আসসুন্নাহ্” গ্রন্থে (২/৯৯) সালাম ইবনু সাঈদ খাওলানী হতে, তিনি হুমায়েদ ইবনু মিহরান হতে, তিনি সা'দ ইবনু আউস হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু কুসায়েব হতে, তিনি আবু বাকরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। যিয়াদ ইবনু কুসায়েব মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত) যেমনটি (১৪৬৫) নম্বরে তার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

আর সালাম ইবনু সাঈদ খাওলানীর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। একদল বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে হাদীসটির প্রথম অংশ ছাড়া মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইঙ্গিতকৃত স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

সুযুতী হাদীসটিকে ত্বারানীর “আলকাবীর” এবং বাইহাক্বীর “আশশু'য়াব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আবু বাকরাহ্ (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

এর সনদে সা'দ ইবনু আউস রয়েছেন। তিনি যদি আবাসী হন তাহলে তাকে আযদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি যদি বাসরী হন তাহলে তাকে ইবনু মাঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাদের উভয়কেই হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দৃঢ়ভাবে বলা যায় তিনি বাসরীই। কারণ আবাদীর কোন কোন সূত্রে তাকে বাসরী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সত্যবাদী তবে তার বহু ভুল রয়েছে যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। ধারণা করা হয় যে, হাদীসটির সমস্যার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা নেই। বরং হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ যিয়াদ ইবনু কুসায়েব হতে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যের ব্যাপারে মুতাবা'য়াত আসার কারণে সেটিকে আমি “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (২২৯৭) উল্লেখ করেছি এবং “আযযিলাল” গ্রন্থে (১০১৭-১০১৮) হাসান আখ্যা দিয়েছি।

১৬৬৩. (السُّلْطَانُ ظَلَّ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ الضَّعِيفُ، وَبِهِ يَتَّصِرُ

الْمَظْلُومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৬৬৩। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিল্লামাহ্)। দুর্বল ব্যক্তি তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে আর অত্যাচারিত

ব্যক্তি তার সাহায্য গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর শাসককে দুনিয়াতে সম্মান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামাত দিবসে সম্মান দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ “জুযউম মিনাল আমালী” গ্রন্থে (১/১৪৩) এবং তার সূত্রে ইবনুন নাজ্জার (১০/১০১/২) আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি ইবনু শিহাব যুহরী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি ইমাম মুসলিমের শাইখ। ইবনু আদী বলেন: আমি মিসরের শাইখদেরকে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হতে দেখেছি। তিনি এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্য থেকে তার বর্ণনায় তার চাচা ইবনু ওয়াহাব থেকে তার সহীহ সনদে ইবনু উমার (رضي الله عنه) পর্যন্ত মারফু' হিসেবে তার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন: এটি ইবনু ওয়াহাবের উদ্ধৃতিতে বানানো হয়েছে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে” গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনুন নাজ্জারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সনদের ব্যাপারে “আলফায়েয” গ্রন্থে কোন কিছুই বলেননি। তবে তিনি “আত্‌তায়সীর” গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ দুর্বল।

১৬৬৪. (السُّلْطَانُ ظَلَّ اللهُ فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَهُمْ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمْ الشُّكْرُ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَعَلَيْكُمْ الصَّبْرُ وَعَلَيْهِمُ الْإِصْرُ، لَا تَحْمِلْنَكُمْ إِسَاءَتُهُ عَلَى أَنْ تَخْرُجُوا مِنْ طَاعَتِهِ، فَإِنَّ الدَّلَّ فِي طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ خُلُودٍ فِي النَّارِ، لَوْلَاهُمْ مَا صَلَحَ النَّاسُ).

১৬৬৪। যমীনের মধ্যে সুলতান (বাদশা) হচ্ছে আল্লাহর ছায়া (যিল্লুল্লাহ)। তারা যদি ভালো কিছু করে তাহলে তাদের জন্য নেকী রয়েছে আর তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে শুকরিয়া আদায় করা। আর তারা

যদি মন্দ কিছু করে তাহলে তোমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং তারা হবে গুনাহগার। তার মন্দ কর্ম যেন তোমাদেরকে তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। কারণ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে অপমানিত হওয়া বেশী কল্যাণকর স্থায়ীভাবে আগুনে থাকার চেয়ে। তারা যদি না হতো তাহলে লোকেরা সঠিক পথ পেত না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “ফাযীলাতুল আদেলীন মিনাল অলাত” গ্রন্থে (২/২২৭) আমর ইবনু আব্দুল গাফফার হতে, তিনি হাসান ইবনু আমর ফুকাইমী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু মা'বাদ আনসারী এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী তাওয়ালা হতে, তিনি সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এ শাসক সম্পর্কে সংবাদ দিন যার জন্য দাস-দাসীগণ আনুগত হয়েছে আর যার জন্য শরীরগুলো আনুগত্য প্রকাশ করেছে, কে সে? তখন তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আমর ইবনু আব্দুল গাফফার ফুকাইমী। ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/২৭৫) বলেন:

তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। তিনি আলী (রাঃ) প্রমুখের ফাযীলাত বর্ণনায় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি যদি ফাযীলাতের ক্ষেত্রে কিছু বর্ণনা করেন তাহলে মিথ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে অভিযুক্ত। সালাফগণ তাকে আহলেবাইতের ফাযীলাত বর্ণনায় আর অন্যদের দোষ বর্ণনায় জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

১৬৬০. (أَسَدُ الْأَعْمَالِ ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَمَوَاسَاتُ الْأَخِ فِي الْمَالِ).

১৬৬৫। বেশী সঠিক আমল হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা। তোমার নিজের পক্ষ থেকে ইনসাফ করা আর সম্পদের ক্ষেত্রে ভাইয়ের সহমর্মিতা প্রকাশ করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল মুবারাক “আযযুহুদ” গ্রন্থে (১/১৮৯), ইবনু আবী শাইবাহ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১৩/২৩০/১৬১৮৭) ও হান্নাদ “আযযুহুদ”

গ্রন্থে (২/৫০৯/১০৪৮) হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতে, তিনি আবু জা'ফার হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাকারী হাজ্জাজ মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল মুবারাক, হান্নাদ ও হাকীমের বর্ণনায় আবু জাফার হতে মুরসাল হিসেবে আর আবু নু'য়াইমের “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থের বর্ণনায় আলী (৩) হতে মওকুফ হিসেবে সুয়ূতী “আলজামে” গ্রন্থে অনুরূপভাবে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী মুরসাল সনদের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। তবে মওকুফের ব্যাপারে সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন:

এর সনদে ইব্রাহীম ইবনু নাসেহ্ রয়েছে। তাকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে দুর্বলদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আবু নু'য়াইম বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস। আর এ কারণেই তিনি দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

১৬৬৬. (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ غِنًى مُطْفِئًا، أَوْ فَقْرًا مُثْسِبًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوْ الدَّجَالَ، فَشَرُّ مَتَّظِرٍ، أَوْ السَّاعَةِ، وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ).

১৬৬৬। আচমকা বাধা সৃষ্টিকারী সাতটি কর্মে জড়িত হওয়ার পূর্বেই তোমরা (সৎ) কর্ম করার জন্য ধাবিত হও। তোমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী (শরীরকে অক্ষমকারী) রোগের অপেক্ষা করছ, অথবা সেই বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ যখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে (কি বলছে তা বুঝে) না, অথবা তোমরা সীমালঙ্ঘনে সাহায্যকারী ধনবান হওয়ার অপেক্ষা করছ, অথবা তোমরা (আনুগত্যকে) ভুলিয়ে দেয় এরূপ দরিদ্রতার অপেক্ষা করছ, অথবা তোমরা হঠাৎ মৃত্যুর অপেক্ষা করছ, অথবা দাজ্জালের অপেক্ষা করছ-অথচ এটা নিকৃষ্টতম অপেক্ষা, অথবা কিয়ামাত দিবসের অপেক্ষা করছ অথচ এটা সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং তিক্ত সময়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (৩/২৫৭), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৪২৫) ও

ইবনু আদী (১/৩৪১) মুহরিয় ইবনু হারুন হতে, তিনি বলেন: আমি আ'রাজকে আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু' হিসেবে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

ওকাইলী বলেন:

মুহরিয় ইবনু হারুন সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আর এ হাদীসটি অন্য সনদে বর্ণনা করা হয়েছে যেটি এ সূত্রের চেয়ে ভালো।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি গারীব হাসান।

সম্ভবত এর দ্বারা তিনি হাসান লিগাইরিহি হওয়াকে বুঝিয়েছেন সেই সূত্রের কারণে যেটির দিকে ওকাইলী ইঙ্গিত করেছেন। সেটিকে ইমাম হাকিম (৪/৩২১) আব্দুল্লাহ্ সূত্রে মা'মার হতে, তিনি সাঈঈদ মাকবুরী হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাঈঈদ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

..... তবে “আচমকা বাধা সৃষ্টিকারী সাতটি কর্মে জড়িত হওয়ার পূর্বেই তোমরা (সৎ) কর্ম করার জন্য ধাবিত হও” এ অংশটুকু ছাড়া। অতঃপর তিনি বলেন: এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আর হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সনদের বাহ্যিকতার দিক থেকে তারা দু'জনে যেরূপ বলেছেন সেরূপই।

তবে আমি একটি গোপন সমস্যা পেয়েছি। কারণ মা'মার হতে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ হছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক। তিনি এটিকে তার “আযযুহুদ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে বাগাবী “শারহুস সুনাহ্” গ্রন্থে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: আমাদেরকে মা'মার ইবনু রাশেদ বর্ণনা করে শুনিয়েছেন সেই ব্যক্তি হতে যে মাকবুরীকে আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন ...।

এটা প্রমাণ করছে যে, হাদীসটি মাকবুরী হতে মা'মারের বর্ণনায় নয় বরং তাদের উভয়ের মধ্যে আরেক ব্যক্তি রয়েছে যার নাম নেয়া হয়নি। এটাকে আরো দৃঢ় করছে এ ব্যাপারটি যে, তারা মা'মারের শাইখদের মধ্যে মাকবুরীকে উল্লেখ করেননি এবং মাকবুরী হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যেও মা'মারকে উল্লেখ করেননি। যদি এরূপই হতো তাহলে অবশ্যই তারা তা উল্লেখ করতেন। এ মাজহুল ব্যক্তিই হচ্ছে এ হাদীসটির সমস্যা।

١٦٦٧. (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ هَرَمًا نَاقِصًا، أَوْ مَوْتًا خَالِيسًا، أَوْ مَرَضًا حَاسِبًا، أَوْ

تَسْوِيفًا مُؤَيِّسًا).

১৬৬৭। তোমরা (সৎ) কর্মের দিকে ধাবিত হও, অপারগ বৃদ্ধ অবস্থা অথবা হঠাৎ মৃত্যু আগমনের পূর্বে, অথবা বাধাদানকারী রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে, অথবা অচিরেই করব অচিরেই করব এভাবে সময় কাটিয়ে নিরাশ হওয়ার সময় আসার পূর্বে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবুদ দুনিয়া “কাসরুল আমাল” গ্রন্থে (২/১৯/২) ইউসুফ ইবনু আব্দুস সামাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি আবু উমামাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমানের হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে দুর্বল। তিনি আবু উমামাহ (রাঃ)-কে পাননি। সম্ভবত তাদের দু'জনের মাঝে তার পিতা আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা রয়েছেন।

আর ইউসুফ ইবনু আব্দুস সামাদ মাজহুল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে বাইহাকীর “আশশু'য়াব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর তার সনদের ব্যাপারে মানাবী কোন কিছুই বলেননি। তিনি শুধুমাত্র বলেছেন: হাদীসটিকে দাইলামী “আলফিরদাউস” গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হাদীসটিকে (২/১/২) হুসাইন ইবনু আবুল কাসেম সূত্রে ইসমা'ঈল হতে, তিনি আবান হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ। তিনি মাতরুক। আর তার নিচের দু'বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না।

১৬৬৮। (بَاكَرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ، فَإِنَّ الْغَدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ).

১৬৬৮। তোমরা সকাল সকাল রিয়ক অবশেষে এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়। কারণ ভোরের মাঝে বরকত এবং সফলতা রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে মুখাব্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (১০/১৮/১), ইবনু আদী ((১/১১), আবু নু'য়াইম “আলআমালী” গ্রন্থে (২/১৫৮) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বাগাবী “জুযউ আবী তালাব আল'ওশারী আনহু” গ্রন্থে (৬৬/১-২) এবং ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১৩৪/১-২)

ইসমাঈল ইবনু কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তুবারানী বলেন:

হিশাম হতে ইসমাঈল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

ইবনু আদী বলেন: তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি: হাইসামী (৪/৬১) বলেন: তিনি দুর্বল। আর তার সূত্রেই বায্যার হাদীসটি (১২৪৭) বর্ণনা করেছেন।

১৬৬৭. (بَحَسِبَ امْرِئِيْ اِذَا رَأَىٰ مَثْكِرًا لَا يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْرًا اَنْ يَعْلَمَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ اَنَّهُ لَهٗ كَارَةٌ).

১৬৬৯। ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যখন কোন অন্যায় দেখে, যার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা সে রাখে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর থেকেই জেনে যান যে, সে সেটিকে অপছন্দ করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হারব ইবনু মুহাম্মাদ তাঈ তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/৫), ইবনু আসাকির “কিতাবুদ দু'য়া লি ইবনু গাযওয়ান যব্বী” গ্রন্থে (১/৬৭) সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনু ওমায়ের হতে, তিনি রাবী' ইবনু আমীলাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-কে একটি কথা বলতে শুনেছি, কিতাবুল্লাহ আয়াত অথবা রসূল (সঃ)-এর হাদীসের পরে এর চেয়ে অভূত কথা আমি আর শুনিনি, আমি তাকে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ। তবে মওকুফ হিসেবে। এটিকে রাবী' ইবনু সাহল ইবনু রাকীন ইবনু রাবী' ইবনু আমীলাহ বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু ওবায়দ হতে, তিনি রাকীন হতে শ্রবণ করেছেন তার পিতার উদ্ধৃতিতে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আততারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (২/১/২৫৪/৯৫১) এবং “আততারীখুস সাগীর” গ্রন্থে (১৮৮) উল্লেখ করেছেন। আর তুবারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে মওসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন: রাবী' এ হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন:

আর একাধিক বর্ণনাকারী রাকীন প্রমুখ হতে তার পিতার উদ্ধৃতিতে,

আব্দুল্লাহ্ (ﷺ) হতে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার হাদীসের বিরোধিতা করেছেন।

ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১৩৪) ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে উক্ত কথা উল্লেখ করেছেন।

হাফিয় যাহাবী “আযযু’য়াফা” গ্রন্থে বলেন: রাবী ইবনু সাহলকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মানাবী হাইসামীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তুবারানীর সনদের ব্যাপারে বলেন:

এর সনদে রাবী ইবনু সাহল রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মারফু’ হওয়ার ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি মওকুফ।

١٦٧٠. (يَحْسَبُ امْرِئًا مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُنْشَرَ إِلَيْهِ فِي دِينِهِ وَدَيَّاهُ، إِلَّا مَنْ

عَصَمَهُ اللَّهُ).

১৬৭০। ব্যক্তির মন্দের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার ধীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হবে। তবে আব্দাহ্ যাকে বাঁচিয়ে রাখবেন (তার ব্যাপারটি ভিন্ন)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৭৭) কুলসূম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী সানদারাহ্ হালাবী হতে, তিনি আতা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: এ বর্ণনাকারী কুলসূম আতা খুরাসানী প্রমুখ হতে এমন সব মুরসাল বর্ণনা করেন যার মুতাবা’য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু হাতিম বলেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার সমালোচনা করেছেন।

আতা খুরাসানী সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, বহু সন্দেহ পোষণকারী, মুরসাল বর্ণনাকারী এবং তাদলীসকারী।

হাদীসটিকে বাইহাকী “আশশু’য়াব” গ্রন্থে (২/৩৩৭/১) দু’টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি সে দু’টির একটি, আর দ্বিতীয়টিকে মুয়াল্লাক্ হিসেবে আব্দুল আযীয ইবনু হুসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন, যাকে ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর বাইহাকী বলেছেন: সনদটি দুর্বল।

এ কারণেই হাফিয় ইরাকী হাদীসটিকে দৃঢ়তার সাথে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন “তাখরীজুল ইয়াহুইয়া” (৩/২৭৬)।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (৭০৩৩) আব্দুল আযীয সূত্রে, আব্দুল কারীম আবু উমাইয়্যাহ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ ^(রাঃ) হতে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর হাইসামী “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১০/২৯৭) এ বলে সমস্যা বর্ণনা করেছেন যে, এর সনদে আবদুল আযীয ইবনু হুসায়েন রয়েছে যিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্দুল কারীমও দুর্বল। আর হাসান মুদাল্লিস।

আনাস ^(রাঃ)-এর হাদীস হতে এটির একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। এ শাহেদটিকে বাইহাকীই বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন: এর সনদে ইউসুফ ইবনু ই'য়াকুব রয়েছে, তিনি যদি নাইসাবুরী হন তাহলে তার সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তাকে ছাড়া নাইসাবুরে মিথ্যা বর্ণনাকারী অন্য কাউকে দেখি না। আর তিনি যদি ইয়ামানের কাযী হন তাহলে তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। আর আরেক বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহ দুর্বল।

ইমরানের হাদীস হতে এর আরেকটি শাহেদ রয়েছে। কিন্তু এর সনদেও মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। এ শাহেদটি সম্পর্কে (২৪৩০) নম্বরে ব্যাখ্যা আসবে।

ইবনু ওয়াহাব “আলজামে'” গ্রন্থে (পৃ ৭৮) বলেন: আমাকে সেই ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যিনি ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীরের উদ্ধৃতিতে আওয়া'ঈকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, রসূল ^(সঃ) বলেছেন:

“মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, লোকেরা তার দিকে (তার) দ্বীন অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করবে। বলা হলো: যদিও ভালো ক্ষেত্রে হয়? তিনি বললেন: যদিও ভালো ক্ষেত্রে হয়। এটি হচ্ছে পদস্থলন, তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন (তার বিষয়টি ভিন্ন)। আর যদি মন্দ ক্ষেত্রে হয় তাহলে মন্দ।”

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মু'যাল (পরপর দু'জন বর্ণনাকারী উল্লেখিত না) হওয়া সত্ত্বেও ইবনু ওয়াহাবের শাইখের নাম নেয়া হয়নি।

١٦٧١. (بَرَاءَةٌ مِنَ الْكِبَرِ: لَبُوسُ الصُّوفِ، وَمُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرُكُوبُ

الْحِمَارِ، وَاعْتِقَالُ الْعَتْرِ).

১৬৭১। অহংকার থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে: পশমী পোষাক পরিধান করা, মুসলিম ফকীরদের সাথে বসা, গাধায় চড়া এবং ছাগলকে (দুধ দহনের জন্য) বাঁধা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (৩/২২৯) কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহ্ উমারী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম বলেন: এ হাদীসটি গারীব, এটিকে আমরা যায়েদের উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র কাসেমের হাদীস হতেই শুনেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: কাসেম মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। যেমনটি ইমাম আহমাদ প্রমুখ বলেছেন। খারেজাহ্ ইবনু মুস'য়াব তার বিরোধিতা করে যায়েদ ইবনু আসলামের উদ্ধৃতিতে বলেছেন, তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...। তিনি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে অকী' ইবনুল জাররাহ্ “আযযুহুদ” গ্রন্থে (২/৬৮/২) আর তার থেকে ইবনু আদী (১/১২১) বর্ণনা করেছেন।

এ খারেজাহ্ও দুর্বল। হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুক। তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করতেন। বলা হয়েছে যে, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

“আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থের সূত্রে সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/২৬৫) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন: এটিকে বাইহাকী “আশ্শু'য়াব” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন: কাসেম এটিকে এ সূত্রেই মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার ভাই আসেম হতেও, তিনি যায়েদ হতে অনুরূপভাবে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, যায়েদ হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

আমি (আলবানী) বলছি: কাসেম ইবনু আব্দুল্লাহর ভাই আসেমকে আমি চিনি না। সম্ভবত তার নিকট আসেম ইবনু উমার ইবনু হাফস ইবনু আসেম ইবনু উমার ইবনুল খাতাব উমারীর সাথে তার ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। কারণ তিনিও যায়েদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণনা করেন। আর তিনি খুবই দুর্বল। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

১৬৭২. (مَنْ احْتَجَمَ أَوْ اطَّلَى يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ الْأَرْبَعَاءِ، فَلَا يُلْوَ مِنْ إِلَّا نَفْسَهُ

مِنْ الْوَضَحِ).

১৬৭২। যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগাবে অথবা তেল মালিশ করবে শনি বা বুধবারে, সে যেন ধবল রোগের ব্যাপারে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভরসনা না করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বাগাবী “হাদীসু আলী ইবনুল জা’দ” গ্রন্থে (২/১৭১), আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি উম্মু হাকীমের দাস আউন হতে, তিনি যুহরী হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদে অজ্ঞতা রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনুল হাকাম মাদীনীর মেয়ে উম্মু হাকীমের দাস আউন সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩৮৬) বলেন: হিশাম ইবনু আব্দুল মালেকের স্ত্রী উম্মু হাকীমের দাস -আউন- যুহরী হতে বর্ণনা করেন। আর তার থেকে মাজেশূন, ইবনু আবী যিইব ও তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আউন বর্ণনা করেন। তিনি তার (আউন) ব্যাপারে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাদীসটিকে বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ্” গ্রন্থে (৩/৩৬৪) মুয়াত্তা’কে হিসেবে বর্ণনা করে বলেন: এটিকে উম্মু হাকীমের দাস আউন হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি যুহরী হতে ...।

হাদীসটি অন্য সূত্রে মওসূল হিসেবে (১৫২৪) নম্বরে যুহরী হতে, তিনি সাঈদ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে সেখানে **الطلي يوم السبت** ‘তেল মালিশ করবে শনিবারে’ এ কথাটুকু নেই।

১৬৭৩. (لَا قَطْعَ فِي زَمَنِ مَجَاعَةٍ).

১৬৭৩। ক্ষুধার (দুর্ভিক্ষের) সময়ে চোরের হাত কাটার বিধান নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু’য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/৩১৯) আমের ইবনু ইব্রাহীম ইবনু আমের ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি তার পিতা ও চাচা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু ভুলহা হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি এটিকে যিয়াদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে, তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে আবুশ শাইখ “ত্ববাকাতুল আসবাহানীয়িন” গ্রন্থে (১১৯/৯৫) সাদা স্থান ছেড়ে রেখে দিয়েছেন (অর্থাৎ ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি)।

আর আমের ইবনু ইব্রাহীম ইবনু আমের এর জীবনীতে (২/৩৮) তিনি বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য, তিনি (৩০৬) হিজরীতে মারা যান। আর তার দাদা আমের ইবনু ইব্রাহীমের জীবনীতে (২/৩৬) তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

সর্বাবস্থায় বর্ণনাকারী এ যিয়াদ মাজহুল (অপরিচিত)। আবু নু'য়াইম ছাড়া অন্য কারো নিকট তাকে দেখছি না। তিনিই হাদীসটির সমস্যা। আব্দুল কুদ্দুস যে মাকহুল হতে বর্ণনা করে তার মুতাবা'য়াত করেছেন এটা কোন উপকার করবে না।

এটিকে খাতীব বাগদাদী (৬/২৬১) য়ায়েদ ইবনু ইসমা'ঈল সায়েগ সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল কুদ্দুস হতে, তিনি মাকহুল হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটা উপকারে আসবে না, কারণ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি এটিকে য়ায়েদের পিতার জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন আর তিনি হচ্ছেন ইসমা'ঈল ইবনু সাইয়্যার ইবনু মাহদী। তিনি তার জীবনীতে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। আর তিনি এ হাদীসটি ছাড়া আর কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি মাজহুল।

তার ছেলে য়ায়েদও তার ন্যায়। কারণ তার জীবনী পাচ্ছি না।

আর আব্দুল কুদ্দুস হচ্ছেন ইবনু হাবীব শামী। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

١٦٧٤. (ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوا جُمًا).

১৬৭৪। তোমরা মাসজিদ বানাও এবং সেগুলোকে বারান্দা ছাড়া তৈরি কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১/১০০/২), আবু উসমান নুযাইরেমী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১৯) ও বাইহাক্কী (২/৪৩৯) হুরাইম হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল হক্ক “আলআহকাম” গ্রন্থে (১/৩৫) বলেন: এ হাদীসের ব্যাপারে লাইসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল। তিনি ছাড়া অন্য কেউ আইউব হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক হতে তার বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হুরাইম শাইখায়নের বর্ণনাকারী, তিনি সত্যবাদী।

আবু হামযাহ সুকারী তার মুতাবা'য়াত করেছেন ইবনু আদীর “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩৩৯) এবং বাইহাক্কী এটিকে বর্ণনা করেছেন।

যিয়াদ ইবনু আব্দুল্লাহ বুকাঈ ও তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে আবু নু'য়াইম “হাদীসুল কুদাইমী অ গাইরীহি” গ্রন্থে (২/৩৫) উল্লেখ করেছেন।

১৬৭০. (ابْنُو الْمَسَاجِدِ، وَأَخْرَجُوا الْقِمَامَةَ مِنْهَا، فَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ نَيْتًا فِي الْحِجَةِ، قَالَ رَجُلٌ: وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي بُنِيَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِخْرَاجُ الْقِمَامَةِ مِنْهَا مُهُورٌ خَوَرِ الْعَيْنِ).

১৬৭৫। তোমরা মাসজিদ নির্মান কর আর মাসজিদ থেকে ময়লাগুলো বের করে ফেলো। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর (সম্বাষ্টির) জন্য মাসজিদ নির্মান করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। এক ব্যক্তি বলল: এ মাসজিদগুলো যেগুলোকে রাস্তার মধ্যে নির্মান করা হয়? তিনি বলেন: হ্যাঁ। মাসজিদগুলো থেকে ময়লা বের করে দেয়া হচ্ছে হুরঈনদের মোহর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তুবারানী (১/১১৯/২) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু কুতাইবাহ হতে, তিনি আইউব ইবনু আলী হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু সাইয়্যার হতে, তিনি ইয্যাহ বিনতু ইয়ায হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু কুরসাফাহ (رضي الله عنه) থেকে শুনেছি, তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আবু কুরসাফার নিচের বর্ণনাকারীদেরকে কোন আসমাউর রিজালের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি, একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ছাড়া। কারণ তিনি হাফেয, নির্ভরযোগ্য যেমনটি “আশশুযুরাত” গ্রন্থে (২/২৬১) এসেছে। আর হাফিয ইবনু জাওসা ইবনু আসাকিরের নিকট (২/২৭/১) তার মুতাবা'য়াত করেছেন, আর অন্য

কেউ আবু বাক্র শাফেঈর নিকট “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৩২) এবং ইবনু মান্দার “আলমা‘রিফাহ্” গ্রন্থে (২/২৫৯/১) তার মুতাবা‘য়াত করেছেন।

হাইসামী “আলমাজমা’” গ্রন্থে (২/৯) বলেন: এর সনদে কয়েকজন মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছে।

হাদীসটিকে সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/২৪০) নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

“মাসজিদের ময়লাগুলো হচ্ছে হুরঈনদের মাহর।”

এটি সম্পর্কে (৪১৪৭) নম্বরে ব্যাখ্যা আসবে ইনশাআল্লাহ্।

১৬৭৬. (أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يُكُونَ نَبِيًّا).

১৬৭৬। আবু বাক্র হচ্ছেন লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। তবে তিনি নাবী নন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবু নু‘য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১২২) ও দাইলামী (১/১/৭৭) ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ উবুল্লী হতে, তিনি উমার ইবনু ইউনুস ইবনুল কাসেম হতে, তিনি ইকরিমাহ্ ইবনু আম্মার হতে, তিনি ইয়াস ইবনু সালামাহ্ ইবনুল আকঅ’ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৯/৩১৯) ও যাহাবী ইসমাঈল ইবনু আবী যিয়াদ শাকারী খুরাসানীর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন:

এটিকে ইসমাঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি যদি এটিকে জাল না করে থাকেন তাহলে তার নিচের ব্যক্তিই হচ্ছে এর সমস্যা। অথচ হাদীসটির ভাবার্থ সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ উবুল্লী (আলমীযান এবং আললিসান গ্রন্থে) আইলী বলা হয়েছে, তাকে আমি চিনি না। আমি তার জন্য ইবনু মাকুলার “আলইকমাল” এবং খাতীব বাগদাদীর “আলমুওয়াযযিহ্” গ্রন্থ (১/৪০১-৪১৮) অনুসন্ধান করেছি। যাহাবী তাকে শাকারীর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি ইনি ছাড়া অন্য কেউ। এ কারণে হাফয ইবনু হাজার বলেছেন:

ইসমাঈল ইবনু আবী যিয়াদের জীবনীর মধ্যে এ হাদীসটিকে লেখকের লিখা থেকে এভাবেই নকল করেছি। সঠিক হচ্ছে ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ

আইলী, ইসমাঈল ইবনু আবী যিয়াদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এখন পর্যন্ত তার ব্যাপারে আমার কিছুই লিখা হয়নি। তবে হাইসামী “মাজমাউয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৯/৪৪) বলেন:

হাদীসটিকে তুবারানী বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ রয়েছে, তিনি দুর্বল।

তিনি তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি কোথা থেকে গ্রহণ করলেন? কারণ ইবনু আদীর “আলকামেল” গ্রন্থের বাহ্যিক কথা (১/৩০৮-৩০৯) থেকে বুঝা যায় যে তিনি হচ্ছেন মুসেলের কাযী সাকুনী। ফলে এরূপ বলাই সঠিক যে, তিনি খুবই দুর্বল। তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, তার অধিকাংশ বর্ণনার কেউ মুতাবা'য়াত করেননি, না তার সনদের আর না তার মূল কথা।

বারকানী তার “সুওয়ালাত” গ্রন্থে (৪/১৩) দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেন: “..... তিনি (সাকুনী) মাতরুক, হাদীস জালকারী।

ইবনু আদী তার মুনকার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে এটি নেই। বরং তাকে দেখেছি তিনি হাদীসটিকে ইকরামা ইবনু আম্মারের জীবনীতে (৫/১৯১৪) অন্য সূত্রে ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ উবুল্লী হতে, তিনি উমার ইবনু ইউনুস হতে উল্লেখ করেছেন। অথচ উবুল্লীর জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ তিনি ইকরিমার জীবনী এ কথা বলে শেষ করেছেন যে, তিনি মুসতাকীমুল হাদীস- যদি তার থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেন।

জানি না তিনি কি কারণে এ হাদীসটিকে ইকরামার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার থেকে বর্ণনাকারী তার নিকট নির্ভরযোগ্য নয়?

অতঃপর আমি হাদীসটিকে তুবারানীর “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থের ছাপানো কপিতে দেখছি না, “মুসনাদু সালামাহ” এর মধ্যে দেখছি না আবার “মুসনাদু আবী বাকর” এর মধ্যেও দেখছি না। কারণ তার অভ্যাস হচ্ছে এই যে, তিনি কখনও কখনও “মুসনাদুস সহাবী” এর মধ্যে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন যা সহাবীর বর্ণনাতে নেই।

١٦٧٧. (أَنَا ابْنُ الدَّبَّاحِ).

১৬৭৭। আমি দু'কুরবানীকৃত ব্যক্তির সন্তান।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এ কারণে যাইলাঈ “তাখরীজুল কাশশাফ” গ্রন্থে খালী স্থান রেখে দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার “তাখরীজ” গ্রন্থে (৪/১৪১/২৯৪) তার অনুসরণ করেছেন। এরপর তার ছাত্র সাখাবী “আলমাকাসিদুল হাসানাহ” গ্রন্থেও (পৃ ১৪) তাই করেছেন।

এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ইবনু জারীর তার “তাফসীর” গ্রন্থে (২৩/৫৪) ও হাকিম (২/৫৫৪) উমার ইবনু আব্দুর রহীম খাত্তাবী সূত্রে ওবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ উতবী হতে (উতবাহ ইবনু আবী সুফইয়ানের ছেলে), তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ হতে, তিনি সনাবিহী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমরা মুঈবিয়্যাহ ইবনু আবু সুফইয়ানের মাজলিসে উপস্থিত হলাম। লোকেরা ইব্রাহীম (ؑ)–এর দু’সন্তান ইসমাঈল এবং ইসহাক সম্পর্কে আলোচনা করছিল। তাদের কেউ কেউ বলল: কুরবানী করা হয় ইসমাঈলকে। আবার কেউ কেউ বলল: বরং কুরবানী করা হয় ইসহাককে। মুঈবিয়্যাহ বললেন: তোমরা যে বেশী জানে তার সামনেই এ বিষয়ে আলোচনা করছ। আমরা রসূল (ﷺ) এর নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি গ্রামকে ও পানিকে শুষ্ক অবস্থায় পেছনে রেখে এসেছি। সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব হে কুরবানীকৃত দু’ব্যক্তির সন্তান! আপনি আমাকে তা থেকেই কি গণনা করে দিবেন যা আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে ফাই হিসেবে দিয়েছেন? তখন রসূল (ﷺ) মুচকি হাসলেন। তার কথার প্রতিকার করলেন না। এ সময় আমরা বললাম: হে আমীরুল মু‘মিনীন! কুরবানীকৃত ব্যক্তিদ্বয় কে?

তিনি বললেন: যখন আবদুল মুত্তালিবকে যমযম কূপ খনন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর নামে নযর (মানত) করেছিলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা যদি তার বিষয়টিকে সহজ করে দেন তাহলে তিনি তার কোন এক সন্তান কুরবানী করবেন। তাই তিনি তাদের সকলকে বের করে তাদের মধ্যে লটারী করেন। তখন লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম বের হয়। এ কারণে তাকে কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু বানু মাখযূমের তার মামারা এতে বাধা প্রদান করে। তারা বলেন: আপনি আপনার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করুন, আপনার ছেলের বিনিময়ে ফিদইয়া প্রদান করুন। তিনি বললেন: তার ফিদইয়া হচ্ছে একশত উট। তিনিই হচ্ছেন যাবীহ (কুরবানীকৃত ব্যক্তি) আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ইসমাঈল।

এ হাদীসটির ব্যাপারে হাকিম চূপ থেকেছেন। আর হাফিয় যাহাবী বলেন: এর সনদটি খুবই দুর্বল।

হাফিয় ইবনু কাসীর তার “তাফসীর” গ্রন্থে (৪/১৮) বলেন: এ হাদীস খুবই গারীব (খুবই দুর্বল)।

সুযুতী “আলফাতাওয়া” গ্রন্থে (২/৩৫) হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন:

এ হাদীসটি গারীব। এর সনদে এমন কেউ রয়েছেন যার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: আজলুনী “কাশফুল খাফা” গ্রন্থে (১/১৯৯/৬০৬) যারকানীর “শারহুল মাওয়াহিব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন:

হাদীসটি হাসান, বরং হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে।

আজলুনী কর্তৃক যারকানীর উদ্ধৃতিতে এরূপ বর্ণনা তার থেকে ধারণা মাত্র। কারণ এ হাদীসটির ব্যাপারে তিনি এরূপ কিছুই উল্লেখ করেননি। বরং তিনি আরেকটি বিপরীতমুখী হাদীসের ব্যাপারে এরূপ কথা বলেছেন। যার ভাষা হচ্ছে:

“কুরবানীকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন ইসহাক।”

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের সূত্রগুলোও আমার নিকট শক্তিশালী নয়। কারণ ইঙ্গিতকৃত সূত্রগুলোর সবই খুবই দুর্বল। যেমনটি আমি (৩৩২) নম্বর হাদীসে উল্লেখ করেছি।

১৬৭৮. (إِنَّ أَفْضَلَ الصَّحَابِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنَهَا).

১৬৭৮। বেশী দামী এবং বেশী মোটাসোটা কুরবানীই হচ্ছে সর্বোত্তম কুরবানী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৪২৪), আবুল আক্বাস আলআসাম তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/১৪০/১) এবং তার সূত্রে হাকিম (৪/২৩১), অনুরূপভাবে বাইহাক্বী (৯/১৬৮) ও ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাস্ক” গ্রন্থে (৩/১৯৭/১) উসমান ইবনু যুফার জুহানী সূত্রে আবুল আশাদ্দ (আলআসাম বলেন: আবুল আসাদ) সুলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা

করেন। তিনি বলেন:

আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাতজনের সপ্তমজন ছিলাম। তিনি বলেন: তিনি আমাদের প্রত্যেককে এক দিরহাম করে জমা করার নির্দেশ প্রদান করলেন। অতঃপর আমরা সাত দিরহাম দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করলাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা অনেক দামে কুরবানীর পশুটি ক্রয় করেছি। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ...। রসূল (ﷺ) নির্দেশ দিলেন, ফলে একজন একটি পা, আরেকজন অন্য পা, আরেকজন এক হাত, অন্যজন আরেক হাত, একজন এক শিং, অন্যজন অন্য শিং ধরেছিল আর সপ্তম ব্যক্তি কুরবানীটি যবেহ করেছিল আর আমরা সকলে তাকবীর বলেছিলাম।

হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয় যাহাবী তার “তালখীস” গ্রন্থে বলেন: উসমান নির্ভরযোগ্য।

তিনি নিজে সন্দেহ করেছেন আর অন্যকে সন্দেহে ফেলেছেন। কারণ এ এ উসমান নির্ভরযোগ্য নন। বরং তিনি মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার “আততাক্বরীব” গ্রন্থে বলেছেন। ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। হাফিয় যাহাবী সম্ভবত সন্দেহ করেছেন যে, ইনি হচ্ছেন উসমান ইবনু যুফার তাইমী, কারণ ইনি নির্ভরযোগ্য। অথচ তিনি এই উসমান নন এবং তারা উভয়ে এক স্তরেরও নন।

অন্যকে সন্দেহে ফেলেছেন এ কারণে যে, তিনি শুধুমাত্র উসমানের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কথা বলে তার উপরের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এ হাদীসের সনদে আর এমন কোন বর্ণনাকারী নেই যার দ্বারা সমস্যা সৃষ্টি হয়। অথচ বিষয়টি আসলে তা নয়। কারণ আবুল আশাদ ও মাজহুল। আর এর দ্বারাই হাইসামী সমস্যা বর্ণনা করে “আলামাজমা” গ্রন্থে (৪/২১) বলেন:

এটিকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী আবুল আশাদকে কে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর কে তার দোষ বর্ণনা করেছেন পাচ্ছি না। তার পিতার অবস্থাও তার ন্যায়। বলা হয়েছে যে, তার দাদা হচ্ছেন আমর ইবনু আবাস।

হাফিয় ইবনু হাজার “আততাজীল” গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী উল্লেখ করেছেন। আর ইবনুল কাইয়িম “ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন” গ্রন্থে (৩/৫০২) বলেন: তারা সকলে একটি পরিবারের

স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাদের পক্ষ থেকে খাসি যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে। কারণ তারা একই দলভুক্ত ছিলেন।

তার কথাকে “আউনুল মা'বুদ” গ্রন্থেও (৩/৫৭) সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে দু'দিক থেকে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

১। হাদীসটি সহীহ নয় যেমনটি আপনি অবগত হয়েছেন।

২। যদি সহীহ হতো তাহলে এক খাসিতে সাত ব্যক্তির অংশগ্রহণ করা জায়েয হওয়ার দলীল হয়ে যেত, যেমনটি গরুর ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া যায়। যদিও তারা একই পরিবারের সদস্য না হতো। এছাড়া হাদীসটিতে খাসির বিষয়টিকে স্পষ্ট করাও হয়নি। হতে পারে কুরবানীর পশুটি গরু ছিল, যদিও এটি দূরবর্তী কথা। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

১৬৭৭. (إِنَّ لِأَيِّ طَالِبٍ عِنْدِي رَحِمًا، سَأَلَهَا بِلَالُهَا).

১৬৭৯। আবু তালেবের সাথে আমার নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে আমি তা অটুট রাখব তার সাথে সদাচরণের দ্বারা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আসসিরাজ তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/২০১) মুহাম্মাদ ইবনু তুরায়েফ আবু বাক্র আলআ'যুন হতে, তিনি ফাযল ইবনু মুওয়াফ্ফাক হতে, তিনি আম্বাসাহ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ কুরাশী হতে, তিনি বায়ান হতে, তিনি কায়েস হতে, তিনি আম্র ইবনুল আস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ফাযল ইবনু মুওয়াফ্ফাক ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি দুর্বল, যেমনটি আবু হাতিম প্রমুখ বলেছেন। তার সূত্রেই আবু নু'য়াইম তার “আলমুসতাখরাজ” গ্রন্থে অনুরূপভাবে ইসমা'ঈলী বর্ণনা করেছেন। তবে তার ভাষায় অস্পষ্টতা রয়েছে যেমনটি “আলফাতহ” গ্রন্থে (১০/৩৪৫) এসেছে। আর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু আম্বাসাহ তার দাদা থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

কিন্তু এ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদের জীবনী পাচ্ছি না।

আর মুহাম্মাদ ইবনু তুরায়েফ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আবী আত্তাব, তুরায়েফ বাগদাদী। তিনি নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থের ভূমিকাতে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٠. (إِنْ أَتَّخِذَ مَثْبَرًا فَقَدْ أَتَّخَذَهُ أَبِي إِبْرَاهِيمُ، وَإِنْ أَتَّخِذَ الْقَصَا، فَقَدْ

أَتَّخَذَهَا أَبِي إِبْرَاهِيمُ).

১৬৮০। আমি যদি মিথ্যার গ্রহণ করি, তাহলে আমার পিতা ইব্রাহীম তো মিথ্যার গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি লাঠি ধারণ করি তাহলে আমার পিতা ইব্রাহীম লাঠি ধারণ করেছেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ আশুজ্জ তার “জুযউ মিন হাদীস” গ্রন্থে (১/২১৩), হায়সাম ইবনু কুলাইব তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১৬৬), ইবনু আসাকির (২/১৭৩/১), অনুরূপভাবে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১৭৫), বাযযার (৬৩৩) ও তুবরানী (২০/১৬৭/৩৫৪) (তারা সকলে) মুসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সালুলী হতে, তিনি মু'য়ায (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাযযার বলেন: একমাত্র এ সনদেই আমরা হাদীসটিকে নাবী (ﷺ) হতে জানি।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী মুসা মুনকারুল হাদীস, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার অন্য ইমামদের অনুসরণ করে বলেছেন। আর দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরুক।

ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/২৪১) তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: এ হাদীসগুলো মুনকার, যেন বানোয়াট, আর মুসা হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (২/১৮১) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে বাযযার, তুবরানী “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুসা ইবনু ইব্রাহীম ইবনুল হারেস তাইমী রয়েছেন, তিনি খুবই দুর্বল।

লাঠি ধারণ করা মর্মে পূর্বে একটি হাদীস আলোচিত হয়েছে কিন্তু সেটি বানোয়াট। সেটি সম্পর্কে (৫৩৫) আলোচনা করা হয়েছে।

١٦٨١. (إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَخَفًا).

১৬৮১। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে দরিদ্রতার জন্য (ধৈর্যের) ঢাল তৈরি করে ফেল।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/৫৬) ও বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ্” গ্রন্থে (৩/৫৫৯) দু'টি সূত্রে শাদ্দাদ আবু ত্বলহা রাসেবী হতে, তিনি আবুল ওয়াযে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলেন: তুমি লক্ষ্য কর কি বলছ। সে বলেন: আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলেন: তুমি লক্ষ্য কর কি বলছ। সে বলেন: আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনবার এ কথা বলল। তখন রসূল (সঃ)-এর বলেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন:

এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবুল ওয়াযে' রাসেবীর নাম হচ্ছে জাবের ইবনু আমর, তিনি বাসরী।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আবু শাদ্দাদও তার ন্যায়, তবে শাহেদ থাকার ক্ষেত্রে। কোন কোন ইমাম তাদের দু'জনেরই সমালোচনা করেছেন। ইবনু মা'ঈন তাদের প্রথমজন সম্পর্কে বলেন:

তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আবার ইমাম আহমাদ ও ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে তারা দু'জন দ্বিতীয়জনকেও নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর আব্দুস সামাদ ইবনু আব্দুল ওয়ারেস তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ওকাইলী বলেন: তার একাধিক হাদীস রয়েছে যার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

দারাকুতনী বলেন: তাকে মূল্যায়ন করা হয়।

হাকিম আবু আহমাদ বলেন: তিনি তাদের নিকট শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে এই যে, এ ব্যক্তিই হাদীসটির সমস্যা। আর হাদীসটি হচ্ছে মুনকার। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

হাফিয যাহাবী তাদের দু'জনকে “আযযু'য়াফা অল মাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে প্রথমজন সম্পর্কে বলেন: নাসাঈ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

আর দ্বিতীয়জন (আবু শাদ্দাদ) সম্পর্কে বলেন: ইবনু আদী বলেন: আমি

তার মুনকার হাদীস দেখছি না। ওকাইলী বলেন: তার কতিপয় হাদীস রয়েছে যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আর হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, ভুলকারী।

আর তিনি প্রথমজন সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, সন্দেহ
পোষণকারী।

١٦٨٢. (إِنَّ عُمَارَ يَبُوتِ اللَّهُ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).

১৬৮২। আল্লাহর ঘরসমূহের আবাদকারীগণ হচ্ছেন আল্লাহর পরিবার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দু ইবনু হুমায়েদ “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (১/১৪২), ওকাইলী “আযযু’রাফা” গ্রন্থে (১৮৬), আবু হাফস যাইয়্যাত তার “হাদীস” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৬৪), তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৯৩) ও ত্ববারনী “আলমু’জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/২৪) সালেহু মিররী হতে, তিনি সাবেত বুনানী হতে, (কেউ কেউ মাইমুন ইবনু সিয়্যাহ্ এবং জা’ফার ইবনু যায়েদকে বৃদ্ধি করেছেন) তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তুবারানী বলেন: সালেহ্ থেকে একমাত্র সাবেত বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি দুর্বল। ওকাইলী এ হাদীসটির শেষে বলেন: তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি, অন্য একটি বর্ণনাও দুর্বলতার দিক দিয়ে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার ধারণা অন্য বর্ণনার দ্বারা তিনি এ হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

“যখন কোন ব্যক্তিকে তোমরা দেখবে যে, মাসজিদে আসা অভ্যাস করে ফেলেছে তখন তোমরা তার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান কর।”

কিন্তু এ হাদীসটিও দুর্বল। যেমনটি ওকাইলী সে দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর আমি তার সমস্যা সম্পর্কে “আলমিশকাত” গ্রন্থে (৭২৩) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

অতঃপর আমি আনাস ^(রাহিমতুল্লাহ) হতে মারফু' হিসেবে হাদীসটির ভিন্ন ভাষায় অন্য একটি সূত্র পেয়েছি, যার সনদটি ভালো। এ কারণে সেটিকে আমি “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (নং ২৭২৮) উল্লেখ করেছি। যেটি আলোচ্য দর্বল হাদীস থেকে মুক্ত রাখবে।

১৬৮৩. (مَنْ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِتَوْبٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ نُزْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ سَائِرِ الْأَعْمَالِ).

১৬৮৩। যে অযু করল অতঃপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলল তাতে কোন সমস্যা নেই। আর যে তা করল না সেই উত্তম। কারণ কিয়ামাতের দিন সমস্ত কর্মের সাথে অযু হচ্ছে নূর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম রাযী তার “ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৬/১১২/২) ও ইবনু আসাকির (১৭/২৪৬/১) আবু আমর নাশেব ইবনু আমর সূত্রে মুকাতিল ইবনু হাইয়ান হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাযিহান্না) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ নাশেব। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আর তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

পরের যুগের লোকেদের মাঝে এরূপ বিশ্বাস বিস্তার লাভ করেছে যে, অযুর পরে অযুকারীর জন্য (অযুর স্থানগুলো হতে) রুমাল দিয়ে (পানি) না মুছাই উত্তম। কারণ তা হচ্ছে নূর স্বরূপ। অথচ এর ভিত্তিটাই খুব দুর্বল, যার উপর নির্ভর করা যায় না, যেমনটি অবগত হয়েছেন।

১৬৮৪. (أَتَى سَائِلٌ امْرَأَةً وَفِي فَمِهَا لُقْمَةٌ، فَأَخْرَجَتْ اللَّقْمَةَ فَلَفَظَتْهَا، فَأَتَتْهَا السَّائِلُ! فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ رَزَقَتْ غُلَامًا، فَلَمَّا تَرَعَرَعَ جَاءَ ذَنْبٌ فَاحْتَمَلَهُ، فَخَرَجَتْ أُمُّهُ تَعْدُو فِي أَثَرِ الذَّنْبِ، وَهِيَ تَقُولُ: ابْنِي! ابْنِي! فَأَمَرَ اللَّهُ مَلَكًا: الْحَقِ الذَّنْبَ، فَأَخَذَ الصَّبِيَّ مِنْ فِيهِ، وَقُلَّ لَأُمِّهِ: إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُكَ السَّلَامَ، وَقُلَّ: هَذِهِ لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ).

১৬৮৪। এক ভিক্ষুক এক মহিলার নিকট এমতাবস্থায় আসল যে, তার মুখে খাদ্যের এক লোকমা ছিল। তখন সে মহিলা (মুখের) লোকমাকে বের করে ফেলে দিল, অতঃপর লোকমাটি ভিক্ষুককে লাভ করার অধিকারী বানিয়ে দিল! কাল বিলম্ব না করেই সে মহিলা এক সন্তানের অধিকারী হলো। অতঃপর যখন সন্তান নড়াচড়া করল তখনই এক বাঘ এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ফলে মহিলা বেরিয়ে বাঘের পেছনে চলা শুরু করল এবং সে বলতে থাকল: আমার সন্তান! আমার সন্তান! এ সময় আল্লাহ এক

ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন: বাঘের সাথে মিলিত হও, তার মুখ থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে আন, আর তার মাকে বল: আল্লাহ্ তোমাকে সালাম প্রদান করছেন এবং তাকে বল: এ লোকমা সে লোকমার বিনিময়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দীনাওয়ারী “আলমুত্তাকা মিনাল মুজালাসাহ” গ্রন্থে (৪৯৪/১-২) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ অফাদ হতে, তিনি আলান মুন'আমা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাকিম আদানী হতে, তিনি হাকাম ইবনু আবান হতে, তিনি ইকরিমাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাকাম ইবনু আবানের মধ্যে তার হেফযের দিক থেকে দুর্বলতা রয়েছে। হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। আর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন: তাকে নিক্ষেপ কর।

হাফিয ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী আবেদ। তার বহু সন্দেহযুক্ত বর্ণনা রয়েছে।

আর বর্ণনাকারী আলানকে আমি চিনি না এবং তার পরের শব্দটি আমি পড়তে সক্ষম হইনি।

আর জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ অফাদের জীবনী পাচ্ছি না।

১৬৮৫. (أَنَا جَبْرِيلُ بَقْدَرٌ فَأَكَلْتُ مِنْهَا، فَأَعْطَيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجَمَاعِ).

১৬৮৫। জিবরীল (রাঃ) আমার নিকট একটি পাত্র নিয়ে আসলেন, তা থেকে আমি ভক্ষণ করলাম। অতঃপর আমাকে সহবাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ ব্যক্তির শক্তি প্রদান করা হল।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু সা'দ (১/৩৭৪) উসামাহ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল অথবা মু'যাল, আর এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এটিকে হারবী মওসূল হিসেবে বর্ণনা করে “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (৫/৪৩/১) বলেছেন: আমাদেরকে সুফইয়ান ইবনু অকী' বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উসামাহ হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবু

হুয়াইরাহ্ ^(আলবানী) হতে মারফু' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

জিবরীল (আ) আমার নিকট একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যাকে বলা হয়: আলকাফীত। আমি তা থেকে এক লোকমা খেলাম। ফলে সহবাসের ক্ষেত্রে আমাকে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তি প্রদান করা হলো।

এ সূত্রেই আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (৮/৩৭৬) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: সাফওয়ানের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে অকী' এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু তার ছেলে সুফইয়ান সাকেতুল হাদীস যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আর ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ্” গ্রন্থে ((২/২৫৩) বলেন: তার সম্পর্কে আবু যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। খাতীব বাগদাদী বলেন: হাদীসটি বাতিল।

এটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলোর দ্বারা সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থকে কালিমালিগু করেছেন।

অতঃপর ইবনু সা'দ মুজাহিদ ও তাউস হতে হাদীসটির দ্বিতীয় অংশটি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٦. (أَتَانِي جِبْرِيلُ بِهَرِيَسَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَكَلْتُهَا، فَأَعْطَيْتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجِمَاعِ).

১৬৮৬। আমার নিকট জিবরীল (আ) জান্নাতী হারীসা নিয়ে আসলেন, অতঃপর আমি তা থেকে ভক্ষণ করলাম, ফলে আমাকে সহবাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ ব্যক্তির শক্তি প্রদান করা হল।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/১৬৫) এবং তার থেকে ইবনুল জাওয়ী “আলমাওয়াযাত” গ্রন্থে (৩/১৭) সালাম ইবনু সুলাইমান সূত্রে নাহশাল হতে, তিনি যহ্‌হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস ^(আলবানী) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী ^(আলবানী) বলেন: ...।

সালামের অধিকাংশ বর্ণনাগুলোই হাসসান কর্তৃক বর্ণনাকৃত, তবে সেগুলোর ব্যাপারে তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

তিনি তার জীবনীর প্রথমে বলেন: তিনি আমার নিকট মুনকাররুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মাদায়েনী আত্‌ত্ববীল। হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ নাহশাল হচ্ছেন -ইবনু সা'ঈদ অরদানী- তার মতই অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরুক, তাকে ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ্ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আবু সা'ঈদ নাক্বাশ বলেন: তিনি যহ্‌হাক হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি সেগুলোর একটি। এটিকে ইবনুল জাওযী ইবনু আদীর সূত্রে “আলমাওয়'যাত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

নাহশাল মহা মিথ্যুক, আর সালাম মাতরুক, নিক্ফিগু। তাদের দু'জনের একজন হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হতে চুরি করে তার উপর সনদ জুড়ে দিয়েছেন।

এ ইবনুল হাজ্জাজই এ হাদীসটির ব্যাপারে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং তিনিই এর কয়েকটি সনদ বানিয়েছেন। ইবনুল জাওযী প্রমুখ বলেন:

হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ লাখমী জাল করেছেন। হারীসার হাদীসের অধিকারী তিনিই। হাদীসটির অধিকাংশ সূত্রগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন তিনিই, আর তার থেকে মিথ্যুকরা চুরি করেছে।

হাদীসটিকে সুযুতী তার থেকেই “আললাআলী” গ্রন্থে (২/২৩৪) উল্লেখ করে উক্ত কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি কালবিলম্ব না করে কোন কোন সূত্রের দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন। তিনি হাদীসটি আযদীর সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যাবালাহ্ হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ফিরইয়াবী হতে, তিনি আমর ইবনু বাকর হতে, তিনি আরতাত হতে, তিনি মাকহুল হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

রসূল (ﷺ) জিবরীল (আ)এর নিকট (স্ত্রীদের সাথে) মিলনের ঘাটতি (দুর্বলতার) ব্যাপারে অভিযোগ করলে জিবরীল (আ) মুচকি হাসি দিলেন, ফলে রসূল (ﷺ)-এর মাজলিস জিবরীল (আ)এর ... দাঁতের ঝলকে আলোকিত হয়ে উঠল। অতঃপর বললেন: হারীসাহ্ (খাদ্য) খাওয়া থেকে আপনি কোথায়? আরো বললেন: এতে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তি রয়েছে।

ইবনুল জাওযী বলেন: আযদী বলেন: ইব্রাহীম সাকেত। আমরা দেখছি তিনিই হাদীসটিকে চুরি করে সনদ জড়িয়েছেন।

কিন্তু সুযুতী তার সমালোচনা করে বলেছেন: ইব্রাহীম হতে ইবনু মাজাহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: আবু হাতিম প্রমুখ বলেছেন: তিনি সত্যবাদী। শুধুমাত্র আযদী তাকে সাকেত

বলেছেন। (সুযূতী) বলেন: আযদীর কথার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় না। কারণ তার ভাষায় দোষারোপ করণ হচ্ছে অজ্ঞতা। তার সূত্রে ইবনুস সুনী ও আবু নু'য়াইম “আত্‌তব্ব” গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে তার আরো সূত্র রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: সুযূতী কর্তৃক ইবনুল জাওযীর সমালোচনা তাকে হাদীসটির মূল সমস্যা জানা থেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। আর সে সমস্যাটি হচ্ছে বর্ণনাকারী আমর ইবনু বাকর, তিনি হচ্ছেন সাকসাকী আশশামী।

ইবনু আদী বলেন: তার কতিপয় মুনকার হাদীস রয়েছে।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি ইবনু আবী আবলাহ্ ও ইবনু জুরাইজ প্রমুখ হতে বহু বিপদ বর্ণনা করেছেন যেগুলোর বানানো অথবা উলটপালটকৃত হওয়ার ব্যাপারে যিনি এ শাস্ত্রের পণ্ডিত তিনি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করবেন না।

হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তার হাদীসগুলো বানোয়াটগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সূত্রের তিনিই সমস্যা। “আললাআলী” গ্রন্থে আমর এর স্থলে উমার ইবনু বাকর লিখা রয়েছে। যদি “মওয়ূ'য়াতু ইবনুল জাওযী” গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে তার এ সমস্যা সম্পর্কে না জানার কারণ এটিই।

এ ছাড়াও সনদের মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর সেটি হচ্ছে ইবনু যাবালাহ্। কারণ তার সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তিনি মাজহুল।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মাদানীদের উদ্ধৃতিতে মু'যাল বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল হয়ে গেছে।

আর আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যেসব সূত্রগুলোর দিকে সুযূতী ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলোর সবগুলোর মধ্যে সমস্যা থাকা ছাড়াও সে সূত্রগুলোর ভাষা আলোচ্য হাদীসের ভাষার সাথে মিল নেই। কারণ সে হাদীসের ভাষা হচ্ছে:

“জিবরীল (جبريل) আমাকে হারীসা খাওয়ার নির্দেশ দিলেন যাতে আমি এর দ্বারা আমার পিঠকে শক্তিশালী করতে পারি এবং আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদাত করার ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করতে পারি।”

কোথায় এ হাদীসের ভাষার মধ্যে মিলনে দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ এবং হারীসার মধ্যে রয়েছে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তির আলোচনা!

এ ছাড়াও সুযুতী নিজেই খাতীব বাগদাদী প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে বলেন: হাদীসটি বাতিল।

এটিই সঠিক। আর এ কারণেই ইবনু ইরাক “তানযীহশ শারী‘য়াহ্” গ্রন্থের (২/২৫৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ ইঙ্গিত দিয়ে ভালো কাজ করেননি যে, তিনি সুযুতী কর্তৃক ইবনুল জাওযীর সমালোচনার মুবাতা‘য়াত করেন।

১৬৮৭. (أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَقَالَ : أَقْرَأُ عَمَرَ السَّلَامَ , وَقُلْ لَهُ : إِنَّ رِضَاهُ حُكْمٌ , وَإِنْ غَضَبُهُ عِزٌّ).

১৬৮৭। আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন: আপনি উমারকে সালাম দিয়ে বলুন: তার (তোমার) সম্ভ্রুতি হচ্ছে ফয়সালা আর তার (তোমার) ক্রোধ হচ্ছে মর্যাদা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্বারানী (৩/১৬৩/২) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী হতে, তিনি জারীর ইবনু হাযেম হতে, তিনি যায়েদ আম্মী হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ উমারী। হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন:

আবু হাতিম ও ইয়াহুইয়া তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াটগুলো বর্ণনাকারী।

অতঃপর তিনি তার বিপদগুলোর মধ্য থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আর হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে দ্বিতীয় আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন: এটি খালেদ কর্তৃক জালকৃত।

আর যায়েদ আলআম্মী দুর্বল।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৯/৬৯) বলেন:

এটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” বর্ণনা করেছেন। এর সনদে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী রয়েছে, তিনি দুর্বল।

তিনি তার ব্যাপারে সহজ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এরূপ বলা উচিত ছিল যে, তিনি মিথ্যা বর্ণনা এবং জাল করার দোষে দোষী।

আর তিনি যে “আলআওসাত” গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সম্ভবত তাতে তিনি ভুল করেছেন অথবা কপিকারকের পক্ষ থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে। কারণ হাদীসটি “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

(উল্লেখ্য হাদীসটি “মুজামুল কাবীর” (১২৪৭২/১২৩০২) এবং “আলমুজামুল আওসাত” গ্রন্থেও (৬/২৪২) বর্ণিত হয়েছে- অনুবাদক

১৬৮৮. (أَتَانِي مَلَكٌ بِرِسَالَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ رَفَعَ رِجْلَهُ فَوَضَعَهَا فَوْقَ السَّمَاءِ، وَالْأُخْرَى فِي الْأَرْضِ لَمْ يَرْفَعْهَا).

১৬৮৮। আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এক ক্ষেরেশতা চিঠি নিয়ে আগমন করলেন। তিনি তার এক পা উঠিয়ে আসমানের উপর রাখলেন আর দ্বিতীয় পা যমীনে রাখলেন যাকে তিনি উঠাননি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/২০১), সালাবী “আততাক্বীসী” গ্রন্থে (৩/৮৪/২) ও অযাহেদী “আলঅসীত” গ্রন্থে (৩/১৯৯/২) সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ হতে, তিনি মূসা ইবনু উকবাহ হতে, তিনি আলআরাজ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ ^(রাব্বিহা আলআল) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী সাদাকার কারণে এ সনদটি দুর্বল। কারণ তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আততাক্বীসী” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। বরং হাফিয যাহাবী “আযযুযাফা” গ্রন্থে বলেন:

ইমাম আহমাদ ও বুখারী বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

ইবনু আদী তার জীবনীর শেষে বলেন:

তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবায়াত করা হয়নি। তিনি সত্যবাদিতার চেয়ে দুর্বলতার দিকেই বেশী অগ্রগামী।

আমি (আলবানী) বলছি: এ কারণে সুযুতী হাদীসটির ব্যাপারে দুর্বলতার চিহ্ন ব্যবহার করে ঠিক করেছেন। আর মানাবী এ কথা বলে ভুল করেছেন যে, তার হাসান চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত ছিল। কারণ সাদাকাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিলেও তাকে ইবনু মাঈন ও দুহাইম প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর এ হাদীসটির স্তর সেই সব বহু হাদীসের উপরে যেগুলোর ব্যাপারে তিনি (সুযুতী) হাসান চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসের সমালোচনা করা উচিত শুধুমাত্র তার সনদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। সে হাদীসগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে নয় যেগুলোর ব্যাপারে সুয়ুতী হাসান চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

আর ইবনু মা'ঈন এবং দুহাইম যে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এ ব্যাপারে দু'দিক দিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

১। ইবনু মা'ঈন তাকে জামহূরের সাথে “আলজারহ্ অততাদীল” (২/১/৪২৯), “আলমীযান” ও “আততাহ্বীব” ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এরূপ কাউকে পাচ্ছি না যে, তার (ইবনু মা'ঈন) থেকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

২। আর দুহাইম হতে তিন ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে:

১- তিনি নির্ভরযোগ্য।

২- তিনি মুযতারিবুল হাদীস, দুর্বল।

৩- তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

যখন তার বিভিন্নরূপ মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে তখন যেটি অন্যান্য ইমামগণের কথার সাথে মিলছে সেটিকেই গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে তা হচ্ছে দোষ করার ক্ষেত্রের উক্তি আর হাদীস শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী দোষারোপ করণ (মন্দ মন্তব্য) অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে ভালো মন্তব্যের বিপক্ষে। এ ছাড়া দুহাইমের কথা থেকেই বুঝা যায় যে, তার দোষ হচ্ছে ব্যাখ্যাকৃত: মুযতারিবুল হাদীস।

এ কারণে মানাবী তার “আলফায়েয” গ্রন্থের কথার উপর ভিত্তি করে যে, “আততাহ্বীব” গ্রন্থে বলেছেন: হাদীসটি হাসান, তা সুস্পষ্ট ভুল।

১৬৮৭. (أَنَا أَعْرَبُكُمْ، أَنَا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِسَانِي لِسَانُ بَنِي سَعْدٍ نَبِيٍّ).

১৬৮৯। আমি হচ্ছি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আরবী, আমি কুরাইশী, আমার ভাষা হচ্ছে বানু সা'দ ইবনু বাকরের ভাষা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু সা'দ (১/১১৩) মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদ সা'দী হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ মুহাম্মাদ ইবনু উমার হচ্ছেন অকেদী আর তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক। তা সত্ত্বেও সুয়ুতী “আলজামে'উস

সাগীর” গ্রন্থে ইবনু সা’দের বর্ণনা হতে এটিকে উল্লেখ করেছেন! আর মানাবী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করেননি! আর যাকারিয়া ইবনু ইয়াহুইয়া এবং তার পিতাকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

১৬৭০. (أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَمَاتَيْنِ لَأُمْتِي ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ৩৩], إِذَا مَضَىٰ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১৬৯০। আল্লাহ তা’য়ালা আমার উপরে আমার উম্মাতের জন্য দু’টি নিরাপত্তা নাযিল করেছেন: “তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এরূপ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না” (সূরা আনফাল: ৩৩) আমি যখন অতীত হয়ে যাব তখন তোমাদের মাঝে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা (ইসতিগফার) করাকে ছেড়ে যাব।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/১৮১) ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীম ইবনু মুহাজির হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি আবু বুরদাহ ইবনু আবী মুসা হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে নিম্নের কথার দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন:

এ হাদীসটি গারীব, ইসমাঈল ইবনু মুহাজিরকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আর তার শাইখ আব্বাদ ইবনু ইউসুফ মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

প্রথমজনের দ্বারা মানাবীও “আলফায়েয” গ্রন্থে সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে এর সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৬৭১. (دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ، أَخَذَ حَقَّهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ).

১৬৯১। তোমরা দুনিয়াকে তার পরিবারের জন্য ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী গ্রহণ করবে, সে তার মৃত্যুকে গ্রহণ করবে অথচ সে তা বুঝে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে ইবনু লালের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী নিম্নের ভাষা দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন:

হাদীসটিকে সেই ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি তার চেয়েও বেশী প্রসিদ্ধ তিনি হচ্ছেন বাযযার এবং তিনি বলেন: নাবী (রাঃ) হতে একমাত্র এ সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

মুনযেরী বলেন: এটি দুর্বল। হাইসামী তার শাইখ ইরাকীর মত করে বলেছেন: এর মধ্যে হানিউ ইবনুল মুতাওয়াঈল রয়েছে যাকে সকলে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার সূত্র ছাড়াও অন্য সূত্রে হাদীসটিকে তান্মাম রাযী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৬/১১৮/১) বর্ণনা করেছেন আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৫/৪৬০/১) কাসেম ইবনু উসমান জু‘ঈ সূত্রে জা‘ফার ইবনু আউন হতে, তিনি মুসলিম মুলাঈ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে মুসলিম ইবনু কাইসান যব্বী মুলাঈ। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

বরং হাফিয যাহাবী “আযযু‘য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে বলেন: তাকে (মুহাদ্দিসগণ) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাদীসটিকে সুযুতীও নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন: ... أتركوا الدنيا ... দাইলামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আনাস (রাঃ) হতে। অতঃপর মানাবী বলেছেন:

তিনি হাদীসটি দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কারণ এর মধ্যে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে চেনা যায় না। কিন্তু এর কতিপয় শাহেদ রয়েছে যেগুলোর দ্বারা হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

আমি (আলবানী) বলছি: কতিপয় শাহেদ তো পরের কথা, এর একটি শাহেদ সম্পর্কেও জানি না। ... দাইলামীর নিকট এর আরেকটি সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি, তিনি (১/১/১৫) আওয়া‘ঈর জামাতা আবুল ফায়েয সূত্রে আওয়া‘ঈ হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আবু ত্বলহা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ আবুল ফায়েয হচ্ছেন ইউসুফ ইবনুস সাফার, তিনি মিথ্যা বর্ণনা

করার দোষে দোষী। কিন্তু দেখছি না কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আওয়াঈর জামাতা। তারা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আওয়াঈর লেখক ছিলেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবীর উপরোক্ত কথা হতে বুঝা যায় যে, তার নিকট হাদীসটি হাসান। কিন্তু তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বলই আখ্যা দিয়েছেন, হাসান আখ্যা দেননি। আর এ সিদ্ধান্তই সঠিক।

১৬৭২. (الْمَعْدَةُ حَوْضُ الْبُذْنِ، وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، وَإِذَا سَقَمَتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ).

১৬৯২। পাকস্থলী হচ্ছে শরীরের হাউস, রগগুলো তার দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে। পাকস্থলী যদি সুস্থ থাকে তাহলে রগগুলো সুস্থ থাকবে। আর যদি পাকস্থলী অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে রগগুলো অসুস্থ হয়ে যাবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ওকাইলী (পৃ ১৬), তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৪৮) ও ইবনু আসাকির (১৭/৯৩/১) ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যহ্‌হাক বাবলুত্তী হাররানী হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু জুরায়েজ রাহাবী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আবু আনীসাহ হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ ^(রাঃ আলী হুসাইন আল-মুনাজ্জিদ) হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: এ হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। এ বাক্যটি ইবনু আবজার (তিনি হচ্ছেন আব্দুল মালেক ইবনু সাঈদ) কর্তৃক তার পিতার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অতঃপর তিনি তার সনদটি উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয যাহাবী বলেন: এটি মুনকার আর বর্ণনাকারী ইব্রাহীম ভালো নয়।

হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে ওকাইলীর কথা উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করেছেন। আর তার পূর্বে শাইখ ইরাকী “তাখরীজুল ইয়াহইয়া” গ্রন্থে (২/৯০) তাকে সমর্থন করেছেন।

এছাড়া বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বাবলুত্তীও দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটিকে বাইহাকীও “শুয়াবুল ইমান” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলমিশকাত” গ্রন্থে (৪৫৬৬) এসেছে।

১৬৭৩. (أَجَالَ أَثْبَاهَانِمْ كُلَّهَا مِنْ الْقَمْلِ وَالثَّرَاغِيثِ وَالْجَرَادِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ)

كُلِّهَا وَالْبَقَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، آجَالُهَا فِي التَّسْبِيحِ، فَإِذَا انْقَضَى تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى أَرْوَاحَهَا، وَلَيْسَ إِلَى مَلِكٍ أَلَمُوتٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ).

১৬৯৩। উকুন, মাছি, ফড়িং, ঘোড়া, গাধা, গরু সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর মৃত্যুর সময় হচ্ছে তাসবীহ পাঠের মধ্যে। যখনই তাদের তাসবীহ পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে তখনই আল্লাহ তা'য়ালা তাদের রূহগুলো কবয করবেন। তাদের ব্যাপারে মালাকুল মাওতের কোন করণীয় নেই।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৪৪৪) আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৭/৪৫৬/১) অলীদ ইবনু মূসা দেমাক্কী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আমর আওয়া'ঈ হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু আবু কাসীর হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: অলীদ ইবনু মূসা দেমাক্কীর হাদীসগুলো বাতিল, সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। কেউ সেগুলোকে হাদীস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেননি।

অতঃপর তিনি তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেদু'টির একটি। এরপর বলেছেন: আওয়া'ঈ প্রমুখের হাদীস হতে এর কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু আসাকির তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে বলেন:

এটি খুবই মুনকার।

হাফিয যাহাবী বলেন: তার বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার ধারণা তিনি এ হাদীসটিকেই বুঝিয়েছেন। ইবনুল জাওয়াযী হাদীসটিকে “আলমাওয়া'য়াত” গ্রন্থে (৩/২২২) ওকাইলীর সূত্রে বর্ণনা করে ঠিক করেছেন।

“আননুকাতুল বাদী'য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে অলীদ হচ্ছেন অলীদ ইবনু মুসলিম। যিনি বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। এটি ধারণা মাত্র। কারণ তিনি ইবনু মুসলিম নন বরং তিনি ইবনু মূসা। হাফিয ইবনু হাজার হাদীসটিকে “আললিসান” গ্রন্থে ইবনু মূসার জীবনীতেই উল্লেখ করে বলেছেন: এটি খুবই মুনকার।

١٦٩٤. (إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزْقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا، وَأَرْجَةِ رِمَاحِهَا مَا

لَمْ يَزْرَعُوا، فَإِذَا زُرَعُوا صَارُوا مِنَ النَّاسِ).

১৬৯৪। আল্লাহু তা'আলা এ উম্মাতের রিয়ক নিহিত রেখেছেন তাদের ঘোড়ার ধূলায় এবং তাদের বর্ষাগুলোর ধারালো লোহায় যে পর্যন্ত তারা চাষাবাদ না করবে। অতঃপর যখন চাষাবাদ করবে তখন তারা সাধারণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (৫/৩৩৫) অকী' হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি বুরদ হতে, তিনি মাকহুল হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারী গণ নির্ভরযোগ্য। বুরদ হচ্ছেন ইবনু সিনান শামী, তাকে ইবনুল মাদীনী ও আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর জামহূর তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

মাকহুল হচ্ছেন শামী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য ফাকীহ বহু মুরসাল বর্ণনাকারী। অতএব মুরসাল হওয়াও হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা।

হাদীসটির ভাষার মধ্য হতে (... مَا لَمْ يَزْرَعُوا) এ শব্দ হতে শেষ পর্যন্ত মুনকার। কারণ এ অংশ সেই সব সহীহ হাদীস বিরোধী যেগুলোর মধ্যে চাষাবাদ এবং ফলের বৃক্ষ রোপণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সেগুলোর অনেকগুলোই “আততারগীব” গ্রন্থে (৩/২৪৪-২৪৫) এবং কিছু হাদীস “গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালালিল হারাম” গ্রন্থে (নং ১৫৭-১৫৯) পাবেন।

আর হাদীসটির প্রথম অংশ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে নাবী (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী:

“আমাকে সমাগত কিয়ামাতের সামনে তরবারী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে একমাত্র লা-শারীক আল্লাহর এবাদাত করা হয়, আর আমার খঞ্জরের ছায়ার নিচে আমার রিয়ক নির্ধারণ করে দিয়েছেন ...।

এ হাদীসটির আমি “হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ্” গ্রন্থে (১০৪) এবং “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (১২৬৯) তাখরীজ করেছি।

১৬৭০. (اتَّخَذُوا الدِّينَ الْاَبْيَضَ، فَإِنَّهُ صَدِيقِي وَعَدُوٌّ عَدُوِّ اللَّهِ، وَكُلُّ دَارٍ

فِيهَا دِينُكُ اَبْيَضُ، لَا يَقْرُبُهَا الشَّيْطَانُ وَلَا سَاحِرٌ).

১৬৯৫। তোমরা সাদা মোরগ গ্রহণ কর। কারণ সে আমার বন্ধু আর

আল্লাহর দুশমনের দুশমন। যে বাড়িতেই সাদা মোরগ আছে, শয়তান এবং যাদুকর সে বাড়ির নিকটবর্তী হবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে হাযেমী “আলফাইসাল” গ্রন্থে (২/৪১) শাফাম হতে, তিনি মু'য়াল্লাল ইবনু বুকায়েল হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবু আবলাহ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটি গারীব, একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে লিখেছি। আর এর সনদে একাধিক মাজহুল এবং দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: শাফাম এবং মু'য়াল্লালকে আমি চিনি না। মুহাম্মাদ ইবনু মিহসানকে তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তার পিতার নাম হচ্ছে ইসহাক। দারাকুতনী বলেন:

তিনি হাদীস জালকারী।

তার সূত্রেই হাদীসটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাইসামী (৫/১১৭) বলেন: এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান ওকাশী রয়েছেন যিনি মিথ্যুক।

মানাবী তার উদ্ধৃতিতে এটি উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ুতী হাদীসটিকে “আলজামে'” গ্রন্থে উল্লেখ করে কালিমালিগু করেছেন, আর তিনি (মানাবী) “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে চূপ থেকেছেন।

١٦٩٦. (أَنَّ اللَّهَ فِيمَا تَعْلَمُ).

১৬৯৬। তুমি আল্লাহকে ভয় কর সে ব্যাপারে যা তুমি শিখেছ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (৩/৩৮১) ও আব্দু ইবনু হুমায়েদ “আলমুস্তাখাবু মিনাল মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৫৩) সা'ঈদ ইবনু আশ'অ' হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু সালামাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার নিকট হতে বহু হাদীস শুনেছি কিন্তু আমাকে তার শেষেরটি প্রথমটিকে ভুলিয়ে দেয়ার ভয় করছি। অতএব আপনি আমাকে এমন বাক্যে হাদীস বর্ণনা করুন যা হবে ব্যাপক ভিত্তিক। তখন রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

অনুরূপভাবে বাইহাক্বী “আযযুহুদুল কাবীর” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১০৯)

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

এ হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। এটি আমার নিকট মুরসাল। ইবনু আশ'অ' ইয়াযীদ ইবনু সালামাকে পাননি।

আমি (আলবানী) বলছি: সা'ঈদ হচ্ছেন ইবনু আমর ইবনু আশ'অ', তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি ইয়াযীদ ইবনু সালামাহ্ জু'ফীকে পাননি। যেমনটি আমাদেরকে এ ব্যাপারে তিরমিযী উপকৃত করেছেন আর মিয্বী তা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। অতএব সনদে বিচ্ছিন্নতাই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ। সুযূতীও “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে এর দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

১৬৭৭. (اتَّقِ يَا عَلِيُّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَن يَمْنَعَ

ذَا حَقِّي حَقَّهُ).

১৬৯৭। হে আলী! তুমি অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'য়াকে ভয় কর (দু'য়া থেকে বেঁচে থাক)। কারণ সে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে তার অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আর আল্লাহ্ তা'য়লা অধিকারীকে তার অধিকার থেকে বাধা প্রদান করবেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৯/৩০১-৩০২) সালেহ্ ইবনু হাস্‌সান সূত্রে জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি ‘আলী ইবনু আবু তালেব (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সালেহ্ ইবনু হাস্‌সানের কারণে দুর্বল। খাতীব তার জীবনী আলোচনা করে একদল ইমামের উদ্ধৃতিতে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যেমন ইবনু মা'ঈন, বুখারী, আবু দাউদ প্রমুখ হতে। আর হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুক।

হাদীসটিকে “মিশকাত” গ্রন্থে (৫১৩৪) বাইহাক্কীর “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৭৮. (اتَّقُوا أَبْوَابَ السُّلْطَانِ وَخَوَاشِيهَا، فَإِنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ السُّلْطَانِ

وَخَوَاشِيهَا أَبْعَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ أَثَرُ سُلْطَانًا عَلَى اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ الْفِتْنَةَ فِي قَلْبِهِ

ظَاهِرَةٌ بَاطِنَةٌ، وَأَذْهَبَ عَنْهُ الْوَرَعُ وَتَرَكَ حَيْرَانَ).

১৬৯৮। তোমরা বাদশার দরজা এবং সেগুলোর আশপাশ থেকে বেঁচে থাক। কারণ লোকদের মধ্যে যারা সেগুলোর বেশী নিকটবর্তী হবে তারা আল্লাহর নিকট হতে সর্বাপেক্ষা দূরে হয়ে যাবে। আর যে আল্লাহর উপরে বাদশাকে প্রাধান্য দিবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ক্ষেতনা দিয়ে দিবেন এবং তার থেকে পরহেযগারিতা উঠিয়ে নিবেন এবং তাকে বিচলিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৪২), দাইলামী “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (১/১/৪৪) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবুল আসওয়াদ আসবাহানী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহর জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোনই মন্তব্য করেননি।

আর আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

হাদীসটিকে “আলফাতহুল কাবীর” গ্রন্থে হাসান ইবনু সুফইয়ান এবং দাইলামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর “আলগারাইবুল মুলতাকাত মিন মুসনাদিল ফিরদাউস” গ্রন্থে (লেখক) হাদীসটির সমস্যা হিসেবে এ আম্বাসার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

١٦٩٩. (اتَّقُوا الْحَجَرَ الْحَرَامَ فِي الْبَنِيَانِ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ).

১৬৯৯। তোমরা গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে হারাম পাথর ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সেটিই নষ্টের মূল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১৫৫, ৩১৩), খাতীব বাগদাদী “(৫/১০৬), দাইলামী (১/১/৪৪), কাযাঈ (২/৫৬) ও ইবনু আসাকির (১৬/৩৯৫/১) মু'য়াবিয়াহ ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি আওয়াঈ হতে, তিনি হাস্‌সান ইবনু আতিয়াহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু ইয়াহুইয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন সাইরাফী। হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তাকে (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। কারণ বর্ণনাকারী এ হাস্‌সান আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে স্বীয় মুনীব নাফে'র মাধ্যমে বর্ণনা করে থাকেন। এ কারণেই ইবনুল জাওযী বলেন:

এ হাদীসটি সহীহ নয়। মু'য়াবিয়াহ্ দুর্বল। হাস্‌সান আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে শুনেননি।

মানাবী তার থেকে এ কথাগুলো বর্ণনা করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: কিন্তু এর কতিপয় সূত্র এবং শাহেদ (সাক্ষীমূলক বর্ণনা) রয়েছে। যারা শাহেদ বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে বাইহাক্বী, দাইলামী, ইবনু আসাকির ও কাযা'ঈ রয়েছে “আশশিহাব” গ্রন্থে। আর এর ভাষ্যকার বলেছেন: এটি খুবই গারীব (দুর্বল)।

তিনি যে ইঙ্গিত করেছেন এর কতিপয় সূত্র এবং শাহেদ রয়েছে এর কোনই চিহ্ন পাচ্ছি না। সম্ভবত তিনি এর দ্বারা ব্যাপক ভিত্তিক শাহেদকে বুঝিয়েছেন যেগুলো হালাল উপার্জনের আদেশ আর হারাম উপার্জন বর্জনের নির্দেশ সম্বলিত। অথচ এটি লুক্কায়িত নয় যে, সেগুলো আলোচ্য এ বাক্যকে শক্তিশালী করতে কোনই উপকার করবে না। সম্ভবত তিনি এ কারণেই তার “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে তার উপর নির্ভর না করে ইবনুল জাওযী যে বলেছেন: হাদীসটি সহীহ নয় তাকে সমর্থন করেছেন।

১৭০০. (اَتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالَمِ , وَانظُرُوا قَيْتَهُ).

১৭০০। তোমরা আলেমের পদস্থলন হতে বেঁচে থাক এবং তার ক্ষি্রে আসার ব্যাপারে অপেক্ষা কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/২৭৪), বাইহাক্বী “আসসুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (১০/২১১) ও দাইলামী “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (১/১/৪৩) কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: বর্ণনাকারী কাসীরের অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবীর

“আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে এসেছে: শাফেঈ বলেন: তিনি মিথ্যার স্তম্ভের এক স্তম্ভ। ইবনু হিব্বান বলেন: তার দাদার উদ্ধৃতিতে তার পিতা হতে তার একটি বানোয়াট কপি রয়েছে। অন্যরা বলেন: তিনি দুর্বল।

তার সূত্রেই হুলাওয়ানীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে এসেছে। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: তিনি হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। তিনি দুর্বল বা অন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করেননি। যিনি বলেছেন যে, তিনি দুর্বলের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন তিনি সন্দেহ করে তা বলেছেন। আমি তার হাতের লিখা একটি কপি সম্পর্কে অবগত হয়েছি তাতে তিনি কোন চিহ্ন ব্যবহার করেননি। যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসটি বানোয়াট নয় তবুও বর্ণনাকারী কাসীরের অবস্থা সম্পর্কে জেনেছেন। যাইন ইরাকী বলেন: হাদীসটিকে ইবনু আদী আমর ইবনু আউফ এর হাদীস হতে বর্ণনা করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। লেখকের হাদীসটিকে ইবনু আদীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে তিনি যে কথার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ না করে চুপ থাকা সন্তোষজনক নয়। সম্ভবত তিনি বর্ণনাকারী কাসীরের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবীও “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে চুপ থেকেছেন। অতএব তার ব্যাপারেও কি এমন কথা বলা যাবে না যে রূপ কথা তিনি সুযুতী সম্পর্কে বলেছেন?

সম্ভবত মূল হাদীসটি মওকুফ। বর্ণনাকারী কাসীর ইচ্ছাকৃত অথবা ভুল করে এটিকে মারফু‘ বানিয়ে ফেলেছেন। আমি হাদীসটির প্রথম অংশকে মু‘য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ)-এর কথা হিসেবে দেখেছি।

১৭০১. (أَتَّكُمُ الْأَزْدُ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجُوهًا، وَأَعْذَبُ أَقْوَامًا وَأَصْدَقُ لِقَاءً).

১৭০১। তোমাদের নিকট আয্‌দ আগমন করেছে যারা লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চেহারার অধিকারী, সর্বাপেক্ষা মিষ্টি মুখের (ভাষার) অধিকারী এবং যারা মিলিত হওয়ার সময় সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু মান্দা “আলমা‘রিফা” গ্রন্থে (২/২৬/২) ত্ববারানী হতে, আর এটি “আওসাত” গ্রন্থে (নং ২৯৬৪) তার সনদে সুলাইমান শায়কুনী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হুমরান হতে, তিনি আবু ইমরান মুহাম্মাদ ইবনু

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) সমাগত একটি দলের দিকে তাকিয়ে বলেন: ...।

তুবরানী বলেন: শায়কুনী হাদীসটি এ সনদে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। সুলাইমান হচ্ছেন ইবনু দাউদ শায়কুনী। হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা অল মাতরুকাইন” গ্রন্থে বলেন: ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন। ইমাম বুখারী বলেন: তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আবু হাতিম বলেন: তিনি মাতরুক।

আর আবু ইমরান ও তার পিতা তাদের উভয়কে চেনা যায় না। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে আব্দুল্লাহর পিতা আব্দুর রহমানের জীবনীতে বলেছেন।

হাইসামী হাদীসটিকে (১০/৪৬) তুবরানীর “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করে বলেছেন: ... শায়কুনী দুর্বল।

১৭০২. (أَتَحْسِبُونَ الشَّيْطَانَةَ فِي حِمْلِ الْحِجَارَةِ؟ إِنَّمَا الشَّيْطَانُ أَنْ يَمْتَلِيَءَ أَحَدَكُمْ غَيْظًا ثُمَّ يَغْلِبَهُ).

১৭০২। তোমরা পাথর বহন করতে কষ্ট অনুভব করছ? তোমাদের কেউ পূর্ণরূপে রাগান্বিত হয়ে তার উপর বিজয় লাভ করাই তো প্রকৃত কঠিন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক “আযযুহুদ” গ্রন্থে (৭৪০), ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ৬৫) ও আবু ওবায়দ (১/৪) সহীহ সনদে আমের ইবনু সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) কতিপয় লোককে অতিক্রম করছিলেন যারা বড় ধরনের পাথর উঠানোর চেষ্টা করছিল। তখন তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সনদ মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

১৭০৩. (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وُضوءٍ، فَأَكَلَ طَعَامًا فَلَا يَتَوَضَّأُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَبَنَ الْإِبِلِ إِذَا شَرِبْتُمُوهُ فَمَضْمُضُوا بِالْمَاءِ).

১৭০৩। তোমাদের কেউ যদি অযু অবস্থায় থাকে অতঃপর যদি খাদ্য খায় তাহলে সে আর অযু করবে না। তবে যদি উটের দুধ হয় আর তা তোমরা পান কর তাহলে পানি দ্বারা কুলি করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১২২) ও ত্ববারানী (৭৬৪৬) সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সিওয়ার হিলালী হতে, তিনি হুসাইন ইবনুল আসওয়াদ হিলালী হতে, তিনি আবু উমামাহ সাদী ইবনু আজলান বাহেলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) তাঁর সহাবীদেরকে বলতেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুর রহমান ও হুসাইন দু’হিলালীর জীবনী আমি পাচ্ছি না।

আর সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান হচ্ছেন দেমাক্কী যেমনটি “আসসাগীর (৭৪১) ও “আলআওয়াত” গ্রন্থে (৫৯, ৬৪, ৬৯) অন্যান্য হাদীসের মধ্যে এসেছে। তিনি হচ্ছেন শুরাহবীলের মেয়ের ছেলে। তিনি সত্যবাদী তবে ভুলকারী। তাকে হাইসামী চিনেননি। তিনি “আলমাজমা” গ্রন্থে (১/২৫২) বলেন:

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কেউ তার বর্ণনাকারীদের কারো জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন এরূপ দেখছি না!

١٧٠٤. (مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبِسُ ثَوْبًا لِيَأْهِيَ بِهِ، فَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ

إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مَتَى مَا نَزَعَهُ).

১৭০৪। যে ব্যক্তি এমন কাপড় পরিধান করবে যার দ্বারা সে অহঙ্কার বশত তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই আল্লাহ তা’আলা তার দিকে তাকাবেন না যে পর্যন্ত সে সেই কাপড়কে খুলে না ফেলবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১২৫) অনুরূপভাবে ত্ববারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে (২৩/২৮৩/৬১৮) আব্দুল খালেক ইবনু যায়েদ ইবনু অকেদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল দু’টি কারণে:

১। আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান হচ্ছেন উমাবী খালীফা। হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: কিভাবে তার মধ্যে ইনসারফ থাকবে যে রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং যে বহু কর্মের হোতা?

হাফিয় ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি খেলাফাতের পূর্বে ছাত্র ছিলেন। অতঃপর খেলাফাতের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অতঃপর তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তেরো বছর স্বাধীনভাবে বাদশা ছিলেন। তিনি নয় বছর আব্দুল্লাহ ইবনুয় যুবায়ের (রাঃ) এর সাথে বিবাদ করে বাদশাহীকে আঁকড়ে ছিলেন।

২। আর আব্দুল খালেক ইবনু যায়েদ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে তুবারানীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন: এটিকে মুনযেরী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাইসামী বলেন: এর মধ্যে আব্দুল খালেক ইবনু যায়েদ ইবনু অকেদ রয়েছে যিনি দুর্বল।

১৭০০. (خَلَّلُوا لِحَاكُم وَأَطْفَارَكُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مَ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالظُّفْرِ).

১৭০৫। তোমরা তোমাদের দাড়ি এবং নখগুলো খেলাল কর। কারণ গোশ্‌ত এবং নখের মাঝে শয়তান চলাফেরা করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল আব্বাস আলআসাম “জুয়উম মিন হাদীসিহি” গ্রন্থে (১/১৮৮ মাজমু' ২৪), তার থেকে ইবনু আসাকির (১৫/২৩২/১) ও তাম্মাম রাযী (৮/১২২/১) ‘ঈসা ইবনু আব্দুল্লাহ সূত্রে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই খাতীব বাগদাদী “আলজামে” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলমুনতাকা মিনহু” গ্রন্থে (২/১৯) এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে উসমান ইবনু আব্দুর রহমান, তিনি হচ্ছেন যুহরী অকাসী। ইবনু আসাকির (১২/২৩৯/১) সালেহু ইবনু মুহাম্মাদ হাফিয় হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন।

আর বর্ণনাকারী 'ঈসা ইবনু আব্দুল্লাহ! আমি আলবানীর নিকট এখন পর্যন্ত তার অবস্থা স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি কে?

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে খাতীব বাগদাদী এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী সাদা স্থান রেখে দিয়ে হাদীসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করেননি!!

১৭০৬. (خُلِقَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ، وَخُلِقَانِ يَبْغِضُهُمَا اللَّهُ، فَأَمَّا اللَّذَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ فَالسَّخَاءُ وَالسَّمَّاحَةُ، وَأَمَّا اللَّذَانِ يَبْغِضُهُمَا اللَّهُ فَسَوَاءُ الْخَلْقِ وَالْبُخْلِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى قِضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ).

১৭০৬। দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ তা'য়ালা ভালোবাসেন আর দু'টি চরিত্রকে আল্লাহ তা'য়ালা অপছন্দ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা যে দু'টিকে ভালোবাসেন সে দু'টি হচ্ছে বদান্যতা (দানশীলতা) ও ক্ষমা প্রদর্শন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যে দু'টিকে অপছন্দ করেন সে দু'টি হচ্ছে মন্দ চরিত্র এবং কুপণতা। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দার দ্বারা কল্যাণকর কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে লোকেদের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বাইহাক্কীর “আশু‘য়াব” গ্রন্থের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার তাখরীজের মধ্যে বৃদ্ধি করে বলেছেন: হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম, দাইলামী, আসবাহানী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি এর সনদ সম্পর্কে কোনই মন্তব্য করেননি।

আমি (আলবানী) হাদীসটি সম্পর্কে কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ বারযালীর তাখরীজ গ্রন্থ “জুযউ আহাদীসিন আন শুযুখিল ইজাযাহ্” গ্রন্থে (১/১৫২) অবগত হয়েছি। তিনি হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুদাইমী সূত্রে আবু আসেম কিলাবী হতে, তিনি তার দাদা ওবাইদুল্লাহ ইবনু অযে' হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাদীসটিকে আমি “আলমুনতাকা মিন হাদীসি আবী বাকর ইবনু সুলাইমান আলফাকীহ্” গ্রন্থে (২/১০১) এ সূত্রেই পেয়েছি। তবে তিনি আবু

আসেমের স্থলে আমর ইবনু আসেম উল্লেখ করেন। অতঃপর আমি হাদীসটিকে “হাদীসুল কুদাইমী” গ্রন্থে (১/৩২) আবু নু'য়াইমের বর্ণনায় আবু বাকর ফাকীহির বর্ণনার মত করে পেয়েছি, আর এটিই সঠিক। কারণ আমর ইবনু আসেমই হচ্ছেন কিলাবী আর তার দাদা হচ্ছেন ওবাইদুল্লাহ ইবনু অযে' আর তার দাদা হচ্ছেন মাজহুল (অপরিচিত)।

আর কুদাইমী হচ্ছে প্রসিদ্ধ জালকারী।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে দেখেছি বাইহাক্কীর “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে (২/২৪৯/২), আসবাহানীর “আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব” গ্রন্থে (১/১১৪) ও দাইলামীর নিকট আবু নু'য়াইমের সূত্রে (২/১৩৫) এ সূত্রেই।

১৭০৭. (خَلِيلِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْتَيْسُ الْقُرْنِيِّ).

১৭০৭। এ উম্মাতের মধ্য থেকে আমার বন্ধু হচ্ছেন উওয়াইস আলকারনী।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু সা'দ “আত্‌তুবাকাত” গ্রন্থে (৬/১১৩) বর্ণনা করেছেন, তার থেকে ইবনু আসাকির (৩/১০৭/২) সালাম ইবনু মিসকীন হতে, তিনি বলেন: আমাকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন: ... মারফু' হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সনদটি মুরসাল। কারণ সালাম ইবনু মিসকীন একজন তাবে' তাবে'ঈ। আর তিনি যে ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন তার সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি একজন তাবে'ঈ। সে ব্যক্তির সহাবী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব হাদীসটি মুরসাল।

এর পরেও আমার (আমি আলবানীর) নিকট হাদীসটি মুনকার। কারণ রসূল (ﷺ) প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসের মধ্যে বলেছেন:

“... তোমাদের মধ্যে আমার কোন বন্ধু হবে এ থেকে আমি আল্লাহর নিকট মুক্ত। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন যেক্ষণ তিনি ইব্রাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বাকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম।

১৭০৮. (خَمْسٌ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتَقْضِي الْوُضُوءَ: الْكَذِبُ وَالْغِيَّةُ وَالْتِمِيمَةُ

وَالْتَنْظَرُ بِالشَّهْوَةِ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ).

১৭০৮। পাঁচটি বস্ত্র সওমপালনকারীর সওম এবং অযু ভেঙ্গে দেয়: মিথ্যা বলা, গীবাত করা, চোগলখোরী করা, কামভাব সহকারে দৃষ্টি দেয়া এবং মিথ্যা কসম (শপথ) করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল কাসেম খারকী “আশরু মাজালিস মিনাল আমালী” গ্রন্থে (২/২২৪) উসমান ইবনু সাঈদ হতে, তিনি বাকিয়্যাহ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হতে, তিনি জাবান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয়াযী “আলমাওয়াযাত” গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি বানোয়াট।

সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/১০৬) তা সমর্থন করেছেন এবং ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (১/২৭২) আরো বলেছেন:

আবুল ফাত্হ “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হিমসীর জীবনীতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: তার হাদীস লিখা যায় না। ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (১/২৫৮-২৫৯) বলেন: আমি আমার পিতাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: এটি মিথ্যা হাদীস। আর শাইখ ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকী “শারহুল মিনহাজ” গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দেয়া ক্রটিযুক্ত মন্তব্য। বিশেষ করে সমালোচনাকারী ইমামগণের কোন ইমামের সিদ্ধান্ত বিরোধী হওয়ার কারণে। আর তিনি হচ্ছেন আবু হাতিম। উল্লেখ্য যে, ইবনুল জাওয়াযী তার অনুসরণ করেছেন এবং পরিচিত শিখিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও সুযুতীও তার অনুসরণ করেছেন। এরপরেও তিনি হাদীসটিকে আযদীর “আযযু'য়াফা” গ্রন্থের বর্ণনা হতে “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৭০৯। (بَرِيءٌ مِنَ الشَّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي الثَّانِيَةِ).

১৭০৯। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে, মেহমানদারী করবে এবং বিপদে দান করবে সে কুপণতা থেকে মুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী “(১/২০৫/২) উমার ইবনু আলী মাকদামী সূত্রে

মাজমা' ইবনু ইয়াহুইয়া ইবনু জারিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আমার চাচা খালেদ ইবনু যায়েদ আনসারীকে বলতে শুনেছি: ...তিনি হাদীসটি মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ খালেদ ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু হারিসা আনসারী যার রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়নি। হাফিয ইবনু হাজার আবু ই'য়ালা এবং ত্বারানীর উদ্ধৃতি দেয়ার পর “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে (১/৪০৫) বলেন: এর সনদটি হাসান। কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইবনু হিব্বান তাকে তাবে'ঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তাকে উল্লেখ করেছেন এবং তা স্বীকার করে আর কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: যদি তার নিকট এবং আবু ই'য়ালার নিকট হাদীসটির সূত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয় উমার ইবনু আলী মাকদামী যিনি ত্বারানীর সূত্রেই রয়েছেন, তাহলে মুরসাল হওয়া ছাড়াও এর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে এ মাকদামী কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়া। কারণ হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি কঠিন তাদলীস করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর দ্বারা তাদলীসুস সুকূতকে (চুপ থাকা তাদলীসকে) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেন কেউ বলল: আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিচ্ছে অথবা বলল: আমি শুনেছি, অতঃপর (কিছুক্ষণ) চুপ থাকল, এরপরে বলল: হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ অথবা আ'মাশ। যা এ সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, সে তাদের দু'জন থেকে শুনেছে অথচ আসলে তা নয়। (৯২১) নম্বর হাদীস দেখুন।

অতঃপর আমি পেয়েছি এটিকে ইবনু হিব্বান “কিতাবুস সিকাত” গ্রন্থে (৪/২০২) আবু ই'য়ালা সূত্রে তার সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মাজমা' ইবনু ইয়াহুইয়া হতে বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন: এটি মুরসাল।

হাদীসটিকে আবু উসমান আননুযাইরামী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৬) সুলাইমান ইবনু গুরাবীল হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আম্মারাহ্ ইবনু গায়য়্যাহ্ আনসারী হতে, তিনি তার চাচা উমার ইবনু হারেস হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন শেষের “এবং বিপদে দান করবে” এ অংশ ছাড়া।

এ সূত্রে সা'লাবীও তার “তাফসীর” গ্রন্থে (৩/১৮১/১-২) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি গারীব। আম্মারা ইবনু গাযিয়া'র চাচা উমার ইবনু হারেসের জীবনী পাচ্ছি না এবং তারা আম্মারার জীবনীতে উল্লেখ করেননি যে, তিনি তার চাচা হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা গাযিয়াহ্ ইবনুল হারেস হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ মাদানীদের থেকে তার বর্ণনায় তিনি দুর্বল। আর এ বর্ণনাটি তাদের থেকেই।

আর এ স্তরের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে পাচ্ছি না যার নাম সুলাইমান ইবনু শুরাহ্বীল অথবা শুরাহীল।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে হান্নাদের “আযযুহুদ” গ্রন্থে (১০৬০) অন্য একটি সূত্রে মাজমা' ইবনু ইয়াহ'ইয়া হতে দেখেছি। কিন্তু এ সূত্রে হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র মুরসাল হওয়া। আল্লাহই বেশী জানেন।

১৭১০. (خَمْسٌ مِنَ الْعِبَادَةِ: قِلَّةُ الطَّعَامِ عِبَادَةٌ، وَالْقُعُودُ فِي الْمَسَاجِدِ عِبَادَةٌ،

وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، وَأَطْنَهُ قَالَ: وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ).

১৭১০। পাঁচটি বস্তু ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত: কম খাদ্য গ্রহণ করা ইবাদাত, মাসজিদে বসা ইবাদাত, পাঠ করা ছাড়াই কুরআনে দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত, আলেমের চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত (আমার ধারণা তিনি বলেন:) এবং পিতা-মাতার চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আফীফুদ্দীন আবুল মা'য়ালী “ফাযলুল ইলমি” গ্রন্থে (১/১১৫) সুলাইমান ইবনুর রাবী' নাহ্দী হতে, তিনি হুম্মাম ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। সুলাইমান ইবনু রাবী'কে দারাকুতনী ত্যাগ করেছেন। আর তার শাইখ হুম্মাম ইবনু মুসলিম তার মতই।

১৭১১. (اتَّبِعُوا وَلَوْ بِأَمَائِ).

১৭১১। তোমরা পানি দ্বারা হলেও তরকারী গ্রহণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৬২), তুবারানী “জুযউম মিন হাদীস” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৭) ও খাতীব “আততারীখ” গ্রন্থে (৭/৪৩০) গুয়াইল ইবনু সিনান মূসেলী সূত্রে আফীফ ইবনু সালেম হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি ত্বাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে লাইস যিনি হচ্ছেন ইবনু আবী সুলাইম। তিনি দুর্বল তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটান কারণে।

আর বর্ণনাকারী আফীফ ইবনু সালেম সত্যবাদী যেমনটি “আলমীযান” এবং “আততাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আর গুয়াইল ইবনু সিনান মূসেলীকে আমি চিনি না। সম্ভবত তিনি সেই ব্যক্তি যাকে “আলজারহু অততাদীল” গ্রন্থে (২/৩/৫৯) গুয়ায়ের (অন্য কপিতে গুসায়েন) ইবনু সিনান যব্বী হিসেবে উল্লেখ করেছেন ...।

হাদীসটিকে সুযুতী তুবারানীর “আলআওয়াত” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন আর মানাবী বলেছেন: অনুরূপভাবে আবু নু'য়াইম ও খাতীব বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী বলেন: এর সনদে গুয়ায়েল ইবনু সিনান রয়েছে তাকে আমি চিনি না। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনুল জাওয়াযী বলেন: হাদীসটি সহীহ নয়। এর সনদে একজন মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছে আর আরেকজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

হাইসামীর “আলমাজমা” গ্রন্থের (৫/৩৫) কিতাবুল আতইমা হতে মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: “অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য”। কিন্তু লাইসের বিষয়টি তিনি ভুলে গেছেন, অথচ লাইস পরিচিত দুর্বল বর্ণনাকারী।

১৭১২. (أَتَذَرِينَ مَا خَرَأَفَ؟ كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَذْرَةَ، أَسْرَتْهُ الْجَنْ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْإِسْ، فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ، فَقَالَ النَّاسُ: حَدِيثُ خَرَأَفَةَ).

১৭১২। তুমি কি জান খুরাফা কী? সে বানু উযরার এক ব্যক্তি ছিল, যাকে জিনরা গ্রহণতার করেছিল। সে তাদের মধ্যে এক যুগ অবস্থান

করেছিল। অতঃপর তাকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সে লোকদেরকে তাদের মধ্যে যেসব আজব আজব বস্তু দেখেছিল তা বর্ণনা করত। লোকজন বলল: খুরাফার কথা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী “আশশামাইল” গ্রন্থে (২/৫৮-৫৯), আহমাদ (৬/১৫৭) ও আলমুখাল্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (৯/২৩৪/২) মুজালিদ ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আমের হতে, তিনি মাসরুক হতে, তিনি আয়েশা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

এক রাতে রসূল সঃ তাঁর স্ত্রীদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলল: হে আল্লাহর রসূল! এটি খুরাফার হাদীস, তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুজালিদ ইবনু সাঈদ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ তিনি শক্তিশালী নন যেমনটি “আত্‌তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আপনি হাদীসটির দুর্বল হওয়ার বিষয়টি অবগত হওয়ার পর “আলমাকাসিদুল হাসানাহ” গ্রন্থে সাখাবী কর্তৃক যা উল্লেখ করা হয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই।

১৭১৩. (أَتَدْرِيْنَ مَا حَدِيثُ خُرَافَةٍ ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُثْرَةَ فَأَصَابَتْهُ الْجِنُّ، فَكَانَ فِيهِمْ حَيْثَا، فَرَجَعَ إِلَى الْإِنْسِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ بِأَشْيَاءَ تَكُونُ فِي الْجِنِّ، وَبِأَعَاجِيبَ لَا تَكُونُ فِي الْإِنْسِ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْجِنِّ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ، فَأَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَقَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةٌ، أَوْ يَعْصُ مَا تَكْرَهُينَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى زَوَّجَتْهُ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا أُمٌّ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِامْرَأَتِهِ وَلِأُمِّهِ، لَيْلَةً عِنْدَ هَذِهِ، وَلَيْلَةً عِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: وَكَانَتْ لَيْلَةُ امْرَأَتِهِ، فَكَانَ عِنْدَهَا، وَأُمُّهُ وَحْدَهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا مُسَلِّمٌ، فَرَدَّتِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مَيِّتٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ عَشَاءٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ مُحَدِّثٍ يُحَدِّثُنَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْسِلْ إِلَى ابْنِي يُحَدِّثُكُمْ، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْخَشْفَةُ الَّتِي نَسْمَعُهَا فِي دَارِكٍ ؟ قَالَتْ: هَذِهِ إِبِلٌ وَعَنَمٌ ...).

১৭১৩। তুমি কি জান খুরাফার হাদীস কি? খুরাফা বানু উযরার এক

ব্যক্তি ছিল যাকে জিনে ধরেছিল। সে তাদের (জিনদের) মাঝে কিছু সময় ছিল। অতঃপর সে মানুষের মাঝে ফিরে আসে। সে জিনদের মাঝে ঘটা বহু কিছু এবং আজব আজব ঘটনা যেগুলো মানুষের মধ্যে ঘটে না তাদেরকে বর্ণনা করে শুনানো শুরু করে। সে বর্ণনা করে যে, এক জিনের মা ছিল যে তাকে (পুত্র জিনকে) বিয়ে করার নির্দেশ প্রদান করেছিল। তখন সে বলেছিল: আমি আশংকা করছি যে, এতে আপনার উপর কষ্ট আসবে অথবা এমন কিছু আসবে যা আপনি অপছন্দ করেন। কিন্তু শেষমেষ মা তাকে বিয়ে করিয়েই দেয়। ফলে সে এমন এক মেয়েকে বিয়ে করে যার মা ছিল। অতঃপর সে জিন (রাতকে) জ্বীর এবং নিজ মায়ের মাঝে ভাগ করে ফেলেছিল। একরাত তার জ্বীর নিকট আর একরাত তার মায়ের নিকট থাকত। সে বলল: একরাত তার জ্বীর ছিল ফলে সে তার নিকটেই ছিল, আর তার মা ছিল একাকী। এমতাবস্থায় তাকে (মাকে) সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি সালাম প্রদান করলে সে সালামের উত্তর দিল। এরপর সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি বলল: রাতে থাকা যাবে? মহিলা (মা) বলল: হাঁ। সে ব্যক্তি বলল: রাতের খাবার আছে? সে বলল: হাঁ। সে আবার বলল: কোন মুহাদ্দিস আছে কি যে, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাবে? সে মহিলা বলল: হাঁ। আমার ছেলের নিকট পাঠাচ্ছি যে তোমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাবে। সে ব্যক্তি বলল: তোমার ঘরে এটা কিসের শব্দ শুনছি? সে বলল: এগুলো উট এবং ছাগল ...।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “যাম্মুল বাগী” গ্রন্থে (৩৪/১-২) উসমান ইবনু মু'য়াবিয়াহ্ হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। উসমান ইবনু মুয়াবিয়াহ্ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি এমন এক শাইখ যে বানোয়াট এমন সব কিছু বর্ণনা করেন যেগুলো সাবেত কখনও বর্ণনা করেননি। তার বর্ণনা শুধুমাত্র ত্রুটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া লিখা যাবে না।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার তার সমালোচনা করে বলেছেন:

এ হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান হাদীস হিসেবে অস্বীকার করেছেন। অথচ হাদীসটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে আলী ইবনু আবু সারার জীবনীতে তার বর্ণনায় সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি উসমান ইবনু মুয়াবিয়্যার মুতাবা'য়াত করেছেন। আর এ ‘আলী ইবনু আবু সারাহ্ দুর্বল। নাসাঈ তার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ মুতাবা'য়াত কোন উপকারে আসবে না। কারণ ইবনু সারাহকে ইমাম বুখারী খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তার এ কথার দ্বারা যে, তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। যেমনটি ইবনু আদী তার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। এরপর তিনি বলেন (২/২৮৭):

সেগুলোর কোনটিই নিরাপদ নয়। সেগুলো ছাড়াও সাবেত হতে তার আরো মুনকার হাদীস রয়েছে।

১৭১৬. ((ابْنُ آدَمَ! أَطْعِ رَبَّكَ تُسَمَّى عَالِمًا وَلَا تَعْصِهِ فَتُسَمَّى جَاهِلًا)).

১৭১৪। হে আদম সন্তান! তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য কর তোমার নামকরণ করা হবে আলেম। আর তুমি তার নাফারমানী করো না, কারণ এর ফলে তোমার নামকরণ করা হবে জাহেল (অজ্ঞ)।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৬/৩৪৫) ও খাতীব বাগদাদী “আলফাওয়াইদুস সিহ্ সাহ্ অলগারাইব” গ্রন্থে (খণ্ড ২, নং ১০) ‘আলী ইবনু যিয়াদ মাতুঈ সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাজা হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি সুহায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তারা বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

তবে আবু নু'য়াইমের নিকট ‘আদম সন্তান’ কথাটি নেই, আর তিনি “আলেমান” শব্দের স্থলে “আকেলান” উল্লেখ করেছেন। আর তিনি ও খাতীব বলেছেন: মালেক ইবনু আনাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে হাদীসটি খুবই গারীব। তার থেকে এটিকে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাজা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরুক। আর তার একটি গ্রন্থ রয়েছে যার সবই

বানোয়াট।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: এটি মালেকের উদ্ধৃতিতে বাতিল। আর হাফিয ইবনু হাজার তা স্বীকার করেছেন।

১৭১০. (ابْنُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَابْنُ كُنَّ وَتَعْيَقُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرَّحْمَةِ وَ مَهْمَا يَكُنْ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ).

১৭১৫। তোমরা কাঁদো, আর নিজেদেরকে শয়তানের চিৎকার (মৃতের জন্য বিলাপ করা) থেকে রক্ষা কর। কারণ যখনই চোখ এবং হৃদয় থেকে কিছু ঘটবে তখন তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং দয়া হতে। আর যা কিছু ঘটে হাত এবং যবান দ্বারা তা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (১/২৩৭, ৩৩৫) ও ইবনু সা'দ “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (৮/২৪) ‘আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মিহরান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

“যখন নাবী (ﷺ)-এর মেয়ে রুকাইয়্যাহ্ মারা যায় তখন রসূল (ﷺ) বলেন: তুমি আমাদের অগ্রবর্তী উসমান ইবনু মায'উনের সাথে মিলিত হও। এ সময় রুকাইয়্যার জন্য মহিলারা কান্না শুরু করে দিল। অতঃপর উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه) এসে তার লাঠি দ্বারা তাদেরকে মারা শুরু করলেন। তখন রসূল (ﷺ) তার হাতকে ধরে ফেলে বললেন: হে উমার! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা কান্না করুক। অতঃপর বললেন: ...।

অতঃপর ফাতেমা (رضي الله عنها) নাবী (ﷺ) এর পার্শ্বে কবরের ধারে বসে ক্রন্দন করা শুরু করল আর রসূল (ﷺ) তাঁর কাপড়ের ধার দ্বারা তার চোখের পানি মুছা শুরু করলেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ‘আলী ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান, তিনি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: তিনি দুর্বল।

১৭১৬. (ابْنُ أُخَيْمِكُمْ مِنْكُمْ، وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ، وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ، إِنَّ قُرَيْشًا

أَهْلُ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، فَمَنْ بَقِيَ لَهَا الْعَوَائِرُ، أَكْبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ لَوْجَهُ).

১৭১৬। তোমাদের বোনের ছেলে তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের

সন্ধিভুক্ত ব্যক্তি তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের দাস তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কুরাইশরা হচ্ছে সত্যবাদী এবং আমানতদার। অতএব যে তাদের জন্য বিপদের ফাঁদ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মুখের ভরে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (৭৫), সারিউ ইবনু ইয়াহুইয়া “হাদীসুস সাওরী” গ্রন্থে (২/২০০), ইবনু আবী আসেম “আস সুন্নাহ” গ্রন্থে (২/১৪৭), হাকিম (৪/৭৩), আহমাদ (৪/৩৪০), শাফে'ঈ দ্বিতীয় অংশ তার থেকে (১৮৪৫) ইসমা'ঈল ইবনু ওবায়দ ইবনু রিফা'য়াহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) কুরাইশদেরকে একত্রিত করে বললেন: তোমাদের মধ্যে তোমরা ছাড়া অন্য কেউ আছে কি? তারা বলল: না। তবে আমাদের বোনের ছেলে, আমাদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধদের ছেলে এবং আমাদের দাসরা রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ এবং হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ তিনি (যাহাবী) বর্ণনাকারী এ ইসমা'ঈল সম্পর্কে বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনু খাইসাম ছাড়া তার থেকে কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের সময়। অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এর দ্বিতীয় অংশের জাবের (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে শাহেদ পেয়েছি। তবে নিম্নের ভাষায়, তিনি বলেন:

إلا كبه الله عز وجل لمنخرية “তাকে আল্লাহ তা'আলা তার নাকের দু'ছিদ্রের উপর ভর দিয়ে নিক্ষেপ করবেন।

এটিকে ইবনু আসাকির “আততারীখ” গ্রন্থে (৩/৩২০/১-২) মিসওয়্যার ইবনু আব্দুল মালেক ইবনু ওবায়দ ইবনু সা'ঈদ ইবনু ইয়ারবু' মাখযুমী হতে, তিনি যাবেদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আমর ইবনু নুফায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ)-এর নিকট আসলাম কতিপয় কুরাইশী যুবকের মাঝে। আমি তার নিকট প্রবেশ করলাম তার চোখ চলে যাওয়ার পর।

এরপর ছাদের সাথে ঝুলানো একটি রশি আর তার সামনে ফেলে রাখা কতিপয় রুটির টুকরা অথবা রুটি পেলাম। যখনই কোন মিসকীন খাদ্য চাচ্ছিল তখনই জাবের ^(রাঃ) সেগুলোর একটি টুকরার নিকট দাঁড়িয়ে রশি ধরে মিসকীনের নিকট আসছেন এবং তাকে দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি রশির মাধ্যমে ফিরে গিয়ে বসে পড়ছেন। আমি বললাম: আল্লাহ্ আপনারা সূস্থ করুন। যখন মিসকীন আসে আমরা তখন তাদেরকে দিয়ে থাকি। তখন তিনি বললেন: আমি এভাবে হেঁটে যাওয়াকে নেকীর কাজ মনে করছি। অতঃপর তিনি বলেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে সংবাদ দেব না যা আমি রসূল ^(সঃ) হতে শ্রবণ করেছি? তারা বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মিসওয়ার ইবনু আব্দুল মালেক ছাড়া জাবের ^(রাঃ) এর নিচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/২৯৮) তার জীবনী আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলেননি।

আর “আলমীযান” গ্রন্থে আযদী হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

দু'টি সূত্রকে একত্রিত করার দ্বারা হাদীসের এ পরিমাণ (অংশ) হাসান পর্যায়ভুক্ত। আর এ কারণেই এ অংশকে [কুরাইশরা হচ্ছে সত্যবাদী এবং আমানতদার। অতএব যে তাদের জন্য বিপদের ফাঁদ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাকে তার মুখের ভরে আগুনে নিক্ষেপ করবেন] “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (১৬৮৮) উল্লেখ করেছি যেমনটি প্রথম বাক্য [তোমাদের বোনের ছেলে তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত] (৭৭৬) এবং তৃতীয় বাক্যকেও [তোমাদের দাস তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত] (১৬১৩) এ সহীহ গ্রন্থেই উল্লেখ করেছি।

১৭১৭. (إِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ الرَّبَّةِ إِلَى الشَّيْطَانِ).

১৭১৭। তোমরা লাল রং থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ তা হচ্ছে শয়তানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাজসজ্জা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১৮/১৪৮/৩১৭) বাকর ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে সা'ঈদ ইবনু বাশীর হতে, তিনি কাতাদা হতে,

তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসাইন হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাসান বাসরী মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আনু আনু করে বর্ণনা করেছেন।

আর সাঈঈদ ইবনু বাশীর দুর্বল যেমনটি “আলইসাবাহ্” প্রমুখ গ্রন্থে এসেছে।

তার সনদের মধ্যে মতভেদ করা হয়েছে। বাক্র তার থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর হাদীসটিকে হাসান ইবনু সুফইয়ান তার “মুসনাদ” গ্রন্থে ইয়াহুইয়া ইবনু সালেহ্ অহাযী ও মুহাম্মাদ ইবনু উসমান সূত্রে তার (সাঈঈদ) থেকে বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেন:) তিনি ইমরান ইবনু হুসাইনের স্থলে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রাফেঁ হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আবী ‘আসেম হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু বিলাল সূত্রে সাঈঈদ হতে এ সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার দাদার নাম রাশেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু মান্দা অহাযীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে এসেছে।

আর আবু মুহাম্মাদ মাখলাদী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৬৩) সাঈঈদ ইবনু বাশীর হতে বর্ণনা করেছেন ইবনু সুফইয়ানের বর্ণনার ন্যায়।

১৭১৮. (إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَكُلُّ نَوْبٍ ذِي شَهْرَةٍ).

১৭১৮। শয়তান লাল রঙকে ভালবাসে। অতএব তোমরা লাল রঙ এবং প্রত্যেক সূনামের কাপড় (পোষাক) থেকে তোমাদেরকে বাঁচাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবু মুহাম্মাদ মাখলাদী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৮৩) ও ত্ববারানী “আলআওয়াত” গ্রন্থে (৭৮৫৮) ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আবু বাক্র হুযালী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি রাফেঁ ইবনু ইয়াযীদ সাকাফী হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৬৯) ও জুযক্বানী “আলআবাতীল” গ্রন্থে (৬৪৬) বর্ণনা করে বলেছেন: এটি বাতিল।

ইবনু আদী বলেন: আবু বাক্র হুযালীর হাদীসের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা হওয়ার নয় এবং যার মুতাবায়াতও করা হয়নি।

ইবনু হাজার হাইতামী “আলহকামুল লিবাস” গ্রন্থে (১/৭) বলেন: হাদীসটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং হাদীসটি খুবই দুর্বল। কারণ হুযালী সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী “আযযু‘যাফা” গ্রন্থে বলেন: তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা‘ সংঘটিত হয়েছে।

আর হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’” গ্রন্থে হাকিমের “আলকুনা”, ইবনু কান্‌ ও বাইহাকীর “আশ্‌শু‘যাব” গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, তুবারানীও হাদীসটিকে হুযালী সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার “আলফাত্‌হ” গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি দুর্বল। জুযকানী বাড়িয়ে বলেছেন যে, হাদীসটি বাতিল। ইবনুল জাওযী “আলমওযু‘যাত” গ্রন্থে জুযকানীর বেশীরভাগ সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেও এ হাদীসটির ব্যাপারে তিনি ঐকমত্য পোষণ করেননি এবং তিনি “আলমওযু‘যাত” গ্রন্থেও উল্লেখ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক হচ্ছে এই যে, হাদীসটি দুর্বল যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার বলেছেন। কারণ জুযকানী অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আর সাঈঈদ ইবনু বাশীর দুর্বল যেমনটি পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

١٧١٩. (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، وَحَظَرَهَا عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ وَكُلِّ

مُذْمِنٍ لِلْخَمْرِ سَكَّيْرٍ).

১৭১৯। আব্বাহ তা‘আলা (জান্নাতুল) ফিরদাউসকে তাঁর নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং তাকে প্রত্যেক মুশরিক এবং সর্বদা মদ্যপানকারী মাতালের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তাম্মাম রাযী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১০/১৭৭/২), আবু নু‘যাইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৩/৯৪-৯৫) ও দাইলামী (১/২/২২৫-২২৬) আবুত ত্বাহীর ইবনুস সারহ্ সূত্রে তার খালু আবু রাজা আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল হামীদ হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আইউব হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবু হিন্দ হতে, তিনি আনাস ^{(রাযিহান্না}_{আলহাকিম)} হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল

(সহীহ মুসলিম) বলেন: ...।

আবু নু'য়াইম বলেন: আনাস (রাঃ) হতে দাউদের এ হাদীস গারীব। তার থেকে শুধুমাত্র ইয়াহুইয়া ইবনু আইউব মু'য়াফিরী মিসরী বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আবু রাজা এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য। তাদের কারো কারো ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে কিন্তু ক্ষতিকর নয়। এ হাদীসের সনদের সমস্যা হচ্ছে দাউদ এবং আনাস (রাঃ)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ দাউদ যদিও আনাস (রাঃ)-কে দেখেছেন তবুও সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি তার থেকে শুনেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি আনাস (রাঃ) হতে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো তিনি তার থেকে শুনেছেন। আর হাকিম বলেন: আনাস (রাঃ) হতে তার শ্রবণ সঠিক নয়।

এ সমস্যা মানাবীর নিকট গোপনই রয়ে যায়। এ কারণে তিনি কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে এমন কিছু সমালোচনা করেন যা দৃশ্যীয় নয়। যদি উক্ত সমস্যা না থাকতো তাহলে হাদীসটি সাব্যস্ত হতো।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে বাইহাকীর “শু'য়াবুল ইমান” এবং ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

১৭২০. (إِنَّ مِنَ الْقَرْفِ الثَّرْفُ).

১৭২০। মহামারী-রোগের নিকটবর্তী হওয়া ধ্বংসের শামিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (২/১৫৯) ও আহমাদ (৩/৪৫১) ইয়াহুইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বাহীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে সেই ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন যিনি ফারওয়া ইবনু মুসাইক হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের এক যমীন আছে যাকে আরযু আবইয়ান বলা হয়। সেটি আমাদের উর্বর ফসলী এবং আমাদের খাদ্য ভূমি। তবে সেটি খুব বেশী মহামারী আক্রান্ত ভূমি, অথবা তিনি বলেন: তার বিপদাপদ কঠিন। তখন নাবী (সাঃ) বলেন: তুমি তোমার থেকে সেটিকে ছেড়ে দাও। কারণ মহামারী রোগের নিকটবর্তী হওয়া ধ্বংসের শামিল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ফারওয়া হতে শ্রবণকারী ব্যক্তি অপরিচিত হওয়ার কারণে।

১৭২১. (لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرُ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ، لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: سَقَيْنَا بَنَوَاءَ الْمَجْدَحِ).

১৭২১। আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের থেকে পাঁচ বছর বৃষ্টি নাখিল করা বন্ধের পর বৃষ্টি নাখিল করতেন, তাহলে অবশ্যই একদল লোক কাফির হয়ে যেয়ে বলত: আমাদেরকে মাযদাহ নক্ষত্রের দ্বারা (কারণে) পানি প্রদান করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে নাসাঈ (১/২২৭), দারেমী (২/৩১৪), ইবনু হিব্বান (৬০৬), আহমাদ (৩/৭) ও ত্ববারানী ‘আদু’আ’ গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১১১) আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি আত্তাব ইবনু হুনাইন হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দারেমী হাদীসটির শেষে বৃদ্ধি করে বলেছেন: মাজদাহ সেই গ্রহ যাকে বলা হয়: দুবরান।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আত্তাব ইবনু হুনাইনকে ইবনু আবী হাতিম ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সাইফী এবং এ আমরের বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি মাকবুল অর্থাৎ মুতাবা‘য়াতের সময়।

আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের মাঝে উল্লেখ করেছেন।

এ অধ্যায়ে একটি নিরাপদ হাদীস কুদসী রয়েছে:

“আমার বান্দাদের উপর কোন নে‘য়ামাত দান করলেই তাদের কেউ কেউ সে নে‘য়ামাতের কারণে কাফির হয়ে যায় ...।” এ হাদীসটিকে বুখারী, মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। এটিকে “ইরঅউল গালীল” গ্রন্থে (৬৮১) তাখরীজ করেছে।

১৭২২. (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤَذَّنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُرُ لَهُمْ عَرْشُهُ، وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ، وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ، عَلَى كَثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ

الكراسي بأفضل منهُم ... (الحدیث بطوله، وفيه:) ثُمَّ تَصَرَّفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَرْوَاجَنَا، فَيَقْلُنَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، لَقَدْ جِئْتَ، وَإِنْ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِنَّا فَارْقَتْنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالِسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَيَحَقُّ أَنْ نَتَّقِلَبَ بِمِثْلِ مَا أَثَقَلَنَا).

১৭২২। জালাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা সেখানে তাদের আমলগুলোর ফাযীলাতের বিনিময়ে অবতরণ করবে। অতঃপর দুনিয়ার দিনের হিসেবে জুম'য়ার দিনের সমপরিমাণ সময় তাদেরকে তাদের প্রতিপালককে যিয়ারাত করার অনুমতি প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তাঁর আরাশকে উন্মুক্ত করে দিবেন এবং তিনি জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগানে তাদের জন্য উপস্থিত হবেন। তাদের জন্য নূরের মিষার, মতির মিষার, ইয়াকূত পাথরের মিষার, যাবারযাদ পাথরের মিষার, স্বর্ণের মিষার, রৌপ্যের মিষার প্রস্তুত রাখা হবে। তাদের সর্বাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি (অথচ জালাতিদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের বলতে কিছুই নেই) মিস্কু আযার এবং কাফুরের দীর্ঘ টিলার উপর বসবে। তারা মনে করবে না যে, কুরসীর অধিকারীগণ তাদের চেয়ে উত্তম ...। (এ দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে এসেছে): অতঃপর আমরা আমাদের গৃহে ফিরে যাব আর আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ মিলিত হয়ে বলবে: অভিনন্দন, সুস্বাগতম। অবশ্যই তুমি যখন আমাদের নিকট থেকে গিয়েছিলে তখনকার চেয়ে আরো বেশী সৌন্দর্য নিয়ে আগমন করেছো। এ সময় সে বলবে: আমরা আজকে আমাদের পরাক্রমশালী প্রতিপালকের সাথে বসেছিলাম। আর আমরা যে রূপ পরিবর্তন হয়েছি এরূপ পরিবর্তন হওয়াই আমাদের উচিত ছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/৮৯-৯০), ইবনু মাজাহ (৪৩৩৬), ইবনু আবী 'আসেম "আস সুনাহ" গ্রন্থে (নং ৭৮৫) ও তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১৩/২৪১-২৪২/২) বিভিন্ন সূত্রে হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু হাবীব ইবনু আবুল ইশরীন হতে, তিনি আওয়াঈ হতে, তিনি হাসসান ইবনু আতিয়াহ হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর সাথে মিলিত হলে তিনি তাকে

বলেন: আমি আল্লাহর নিকট চাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাকে আর তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। এ সময় সাঈদ বললেন: জান্নাতে কি বাজার আছে? তিনি বললেন: হাঁ। আমাকে রসূল (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন: ...।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: হাদীসটি গারীব। আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আব্দুল হামীদ। হাফিয যাহাবী তাকে “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও ভুল করতেন। আবু হাতিম বলেন: তিনি দীওয়ান লেখক ছিলেন। তিনি হাদীসের অধিকারী ছিলেন না।

আর হিশাম ইবনু আম্মার হতে যদিও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন তবুও তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তার কিছু মুনকার রয়েছে। আবু হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তাকে যখনই (ভুল) ধরিয়ে দেয়া হতো তখনই সে তা গ্রহণ করত। অনুরূপ বর্ণনা “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থেও এসেছে।

আর হাদীসটিকে ইবনু আবী ‘আসেম (৭৮৬) ও তাম্মাম সুওয়াইদ ইবনু আব্দুল আযীয সূত্রে আওযাঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সুওয়াইদ খুবই দুর্বল।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে..। হাফিয যাহাবী তাকে “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম আহমাদ বলেছেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

১৭২৩. (أَنَا شَفِيعٌ لِكُلِّ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، مِنْ مَبْعَثِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১৭২৩। আমাকে প্রেরণ করা হতে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আমি প্রত্যেক সেই দু'ব্যক্তির জন্য সুপারিশকারী যে পরস্পরকে আদ্বাহর অয়াস্তে ভালোবেসেছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবু নু‘য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (১/৩৬৮) আমর ইবনু খালেদ কুফী সূত্রে আবু হাশেম রুমানী হতে, তিনি যাহান আবু উমার কিন্দী হতে, তিনি সালমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ)

বলেছেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে আমর ইবনু খালেদ। তাকে ইমাম আহমাদ, ইয়াহুইয়া, দারাকুতনী প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অকী' বলেন:

তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, হাদীস জাল করতেন ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: অতঃপর তার থেকে হাদীসটিকে অন্য এক মিথ্যুক বর্ণনা করে তার দ্বিতীয় আরেকটি সনদ বানিয়ে ফেলেন। আর তিনি হচ্ছেন ইয়াহুইয়া ইবনু হাশেম। তিনি বলেন: আবু খালেদ অসেতী আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে গুনিয়েছেন যায়েদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হুসাইন (رضي الله عنه) হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবু তালেব (رضي الله عنه) হতে, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ... ।

এটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১২/২১৯/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু খালেদ অসেতী হচ্ছেন মিথ্যুক আমর ইবনু খালেদ, যিনি প্রথম সূত্রে রয়েছেন। আর ইয়াহুইয়া ইবনু হাশেম হচ্ছেন আবু যাকারিয়া সিমসার গাস্‌সানী কৃষী। তাকে ইবনু মা'ঈন ও সালেহু জাযারাহু মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু আদী বলেছেন:

তিনি বাগদাদে হাদীস জাল করতেন এবং হাদীস চুরি করতেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাওয়াইদুল জামেউস সাগীর" গ্রন্থে সালমান (رضي الله عنه) হতে শুধুমাত্র আবু নু'য়াইমের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

١٧٢٤. (اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا لَا نَمْلِكُ إِلَّا بِكَ، اللَّهُمَّ فَاعْظِنَا

مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا).

১৭২৪। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের থেকে এমন কিছু চাচ্ছ যার মালিক আমরা নই বরং একমাত্র তুমিই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তা থেকে তাই দান কর যা তোমাকে আমাদের পক্ষ হতে সন্তুষ্ট করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১২/২২৩/২) দালহাস ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আওয়াঈ হতে, তিনি আতা ইবনু আবু রাবাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ... ।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ দালহাস

সম্পর্কে আযদী বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী “আদদাওয়াত” গ্রন্থে বলেন: মুসান্নিফ (সুযুতী) বলেন: এটি মুতাওয়াতির হাদীস! আমি ধারণা করছি যে, এটি ছাপার ভুল। মুতাওয়াতির শব্দটি অন্য হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ এর অন্য কোন সূত্র নেই। কিভাবে মুতাওয়াতির হয়!! আর এ ভাষা “আলজামেউল কাবীর” গ্রন্থে (৫৪৪-৯৯৪) আসেনি।

১৭২৫। (إِذَا آخَيْتَ رَجُلًا فَسَلِّ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا حَفِظْتَهُ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا عُدَّتْهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَهُ).

১৭২৫। তুমি যখন কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন তাকে তার এবং তার পিতার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কারণ সে যদি অনুপস্থিত (মুসাফির) হয় তাহলে তাকে (তার পরিবার ও সম্পদকে) যেন তুমি হেফযাত করতে পার, সে যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে দেখতে যেতে পার আর সে যদি মারা যায় তাহলে তার (জানাযায়) উপস্থিত হতে পার।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

সুযুতী “আলজামে’” গ্রন্থে বলেন: হাদীসটিকে বাইহাক্কী “আশ্শু’য়াব” গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ^(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (সুযুতী) দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আর তার ভাস্ক্যকার মানাবী এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: বাইহাক্কী বলেন: হাদীসটিকে মাসলামাহ ইবনু ‘আলী ইবনু ওবাইদুল্লাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি শক্তিশালী নন।

এ মাসলামাকে হাফিয় যাহাবী “আযযু’য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাত্ররক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকেই জানা যায় যে, “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে মানাবী তার ‘এর সনদে অল্প দুর্বলতা রয়েছে!’ এ কথার দ্বারা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আর তিরমিযী বলেছেন: এর সনদটি সহীহ নয়। যেমনটি এর পরের হাদীসের মধ্যে আসবে।

এটিকেও তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১২/২১৫/২) মাসলামা ইবনু ‘আলী হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ ইবনু উমার হতে, তিনি নাফে’ হতে, তিনি

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে নাবী (সাঃ) এমতাবস্থায় দেখলেন যে, আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। তিনি আমাকে বললেন: হে আব্দুল্লাহ্! তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম: ইয়া রসূলুল্লাহ্! এক ব্যক্তিকে আমি ভালবাসি, আমি তাকে অনুসন্ধান করছি। তখন রসূল (সাঃ) এ কথা বলেন: ...।

১৭২৬. (إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَمِمَّنْ هُوَ، فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمَوَدَّةِ).

১৭২৬। যখন কেউ কোন ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তখন সে যেন তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। কারণ তা ভালোবাসাকে বেশী দৃঢ়কারী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৪/২/৩১৪), ইবনু সা’দ “আত্‌তুবাকাত” গ্রন্থে (৬/৬৫), আব্দু ইবনু হুমায়েদ (ক্বাফ ২/৫৩), তিরমিযী (২/৬৩) ও আবু নু’য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৬/১৮১) ইমরান ইবনু মুসলিম আলকাসীর সূত্রে সা’ঈদ ইবনু সালামান হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু নু’য়ামাহ্ যব্বী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব, এটিকে আমরা একমাত্র এ সূত্রেই চিনি। আমরা জানি না যে, ইয়াযীদ ইবনু নু’য়ামাহ্ রসূল (সাঃ) হতে শুনেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তিনি রসূল (সাঃ) হতে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার সনদ সহীহ নয়। তিনি পূর্বের হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

অতএব এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে মুরসাল হওয়া।

ইমাম বুখারী ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন: ইয়াযীদ ইবনু নু’য়ামার রসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। এ ব্যাপারে এটি তার ভুল।

এ হাদীসের আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর সেটি হচ্ছে: সা’ঈদ ইবনু সালামান হতে বর্ণনাকারীর অপরিচিত হওয়া। হাফিয যাহাবী বলেন:

তার থেকে শুধুমাত্র ইমরান আলকাসীর বর্ণনা করেছেন। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার

“আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাকবুল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’” গ্রন্থে ইবনু সা’দের “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থের, বুখারীর “আত্‌তারীখ” গ্রন্থের এবং তিরমিযীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

১৭২৭. (إِذَا اتَّخَذَ الْفِيءُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْتَمًا، وَالرَّكَاءَةُ مَغْرَمًا، وَتُعْلِمُ لِقَائِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ أَمْرَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتْ الْأَضْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمُ الرَّجُلِ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنَظًا بِأَلٍ قُطِعَ سِلْكُهُ تَتَابَعُ).

১৭২৭। যখন ফাইকে (যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত শত্রু সম্পদকে) অন্যদেরকে বঞ্চিত করে কোন সম্প্রদায়ের জন্য গ্রহণ করা হবে, আমানাতকে গানীমাত আর যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, দীনহীন শিক্ষা গ্রহণ করা হবে, ব্যক্তি তার মাতার অবাধ্য হয়ে তার জ্বীর আনুগত্য করবে, তার বন্ধুর নিকটবর্তী হবে আর তার পিতা থেকে দূরে সরে যাবে, মাসজিদগুলোতে উঁচু আওয়াজ প্রকাশিত হবে, গোত্রের নেতৃত্ব দিবে তাদের ফাসেক ব্যক্তি, সম্প্রদায়ের নেতা হবে তাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, ব্যক্তির অনিষ্টতার ভয়ে তাকে সম্মান করা হবে, গায়িকা ও নর্তকী এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যাপকতা লাভ করবে, মদ পান করা হবে এবং এ উম্মাতের শেষাংশ প্রথমাংশকে অভিশাপ দিবে, সে সময়ে তারা যেন লাল হাওয়া, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, রূপপরিবর্তন, অপবাদ এবং বিভিন্ন নিদর্শনের অপেক্ষা করে। যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে যেমনিভাবে মতি গাথা সূতা কেটে দিলে ধারাবাহিকভাবে মতিগুলো পড়তে থাকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/৩৩) রুমাইহ্ জুযামী সূত্রে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করে নিজের ভাষায় দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন:

হাদীসটি গারীব, এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ রুমাইহ্ মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

এরূপই একটি হাদীস ভিন্ন ভাষায় পরবর্তীতে আসবে।

১৭২৮. (بَادِرُؤَا أَوْلَادُكُمْ بِالْكُنَى لَا تَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الْأَقَابُ).

১৭২৮। তোমরা তোমাদের সন্তানদের কুনিয়াত দ্বারা ডাকতে ধাবিত হও। তাহলে তাদের উপাধি অগ্রাধিকার পাবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/২৪), দাইলামী (২/১/২) আবুশ শাইখ সূত্রে আবু 'আলী আদদারেসী হতে, তিনি হুবাইশ ইবনু দীনার হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: আবু 'আলী দারেসী হচ্ছেন বিশ্র ইবনু ওবায়দ যিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয়ী “আলমাওয়ুয়াত” গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন: এটি সহীহ নয়। কারণ হুবাইশ যায়েদ হতে আজব ধরনের কিছু বর্ণনা করেন, তার দ্বারা দলীলগ্রহণ করা না-জায়েয।

আমি (আলবানী) বলছি: হুবাইশের দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করা সঠিক। কারণ দারেসী সত্যবাদী যেমনটি তার জীবনীতে আলোচনা করেছে।

কিঞ্চ সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (১/১১১) ইবনুল জাওয়ীর সমালোচনা করে বলেছেন: হাদীসটিকে দারাকুতনী “আলআফরাদ” গ্রন্থে ও ইবনু আদী বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসটিকে যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে হুবাইশের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন: এটি সহীহ নয়। আর ইবনু হাজার “কিতাবুল আলকাব” গ্রন্থে বলেন: এর সনদ দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর কথা হিসেবে সহীহ। এর আরেকটি সূত্র রয়েছে ... যার মধ্যে ইসমাঈল ইবনু আবান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি মাতরুক আর আরেক বর্ণনাকারী জা'ফার নির্ভরযোগ্য তবে এককভাবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সমালোচনায় কোন ফায়েদা নেই। কারণ এ ইসমাঈল হচ্ছেন গানাবী, তিনি হাদীস জাল করতেন যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ কারণেই ইবনু 'ইরাক (১/১৯৯) সুযুতীর সমালোচনা করে বলেন: ইসমাঈল ইবনু আবান হাদীস জাল করতেন।

১৭২৭. (ذَكَرَ عَلِيٌّ عِبَادَةً).

১৭২৯। 'আলীকে স্মরণ করা ইবাদাত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১৩/১৫৩/২) হাসান ইবনু সাবের হাশেমী হতে, তিনি অকী' হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা রাঃ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ হাসান মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাফিয যাহাবী বলেন: ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। এরপর তিনি আয়েশা রাঃ হতে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা যখন (জান্নাতুল) ফিরদাউসকে সৃষ্টি করেন তখন (জান্নাত) বলে: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। এ সময় আল্লাহ্ বলেন: তোমাকে হাসান এবং হুসাইন দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি। এটি হচ্ছে মিথ্যা হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমাওযু'য়াত" গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন: বর্ণনাকারী হাসান ইবনু সাবের বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই মুনকার।

অতঃপর ইবনুল জাওযী হাদীসটির আরেকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে লুত্ব আবু মিখনাফ ও কালবী রয়েছে। তিনি বলেন: তারা দু'জনই মিথ্যুক। সুযুতী হাদীসটির (১/৩৮৯) তৃতীয় একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন যেটিকে তুবরানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে আব্বাদ ইবনু সুহায়েব রয়েছে। সুযুতী বলেন: তিনি মাতরুকীনদের একজন।

১৭৩০. (أَوْتَيْتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا (وَفِي رِوَايَةٍ: بِمَقَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا) عَلَى فَرَسٍ

أَبْلَقَ (جَاءَنِي بِهِ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ).

১৭৩০। আমাকে দুনিয়ার চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: দুনিয়ার খাযানাসমূহের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে) একটি সাদা কালো রঙের ঘোড়ার উপর, (জিবরীল (আ:) তা নিয়ে এসেছিলেন) যার উপর রেশমের একটি চাদর ছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩২৭-৩২৮), ইবনু হিব্বান (২১৩৮),

আবুশ শাইখ “আখলাকুন নাবী” গ্রন্থে (২৯০) ও আবু হামেদ হযারী তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/১৫৯) হুসাইন ইবনু অকেদ হতে, তিনি আবু যুবারের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবু যুবারের মুদাল্লিস আর তিনি আনুআন করে বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই হাদীসটি দুর্বল।

১৭৩১. (ابْنُوا مَسَاجِدَكُمْ جُمًا، وَابْنُوا مَدَائِنَكُمْ مُشْرِفَةً).

১৭৩১। তোমরা তোমাদের মাসজিদগুলোকে উঁচু না করে নির্মাণ করো
আর তোমাদের শহরগুলোকে উঁচু করে নির্মাণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনু আবী শাইবার বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমি হাদীসটিকে “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে দেখেছি “মাসজিদকে চাকচিক্য করা এবং এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে” এ অধ্যায়ে (১/২০৯) খালাফ ইবনু খালীফা হতে, তিনি মুসা হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

রসূল (সাঃ) আমাদেরকে সমতল করে মাসজিদগুলো আর শহরগুলোকে উঁচু করে নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ নাম না নেয়া ব্যক্তি মাজহুল (অপরিচিত)। আর তার থেকে বর্ণনাকারী মুসাকে আমি চিনি না।

১৭৩২. (أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ).

১৭৩২। সর্বাপেক্ষা সত্য স্বপ্ন হচ্ছে সাহরীর সময়ের স্বপ্ন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২/৪৪-৪৫), দারেমী (২/১২৫), আবু ইয়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৫০৯/৩৮৩), ইবনু হিব্বান (১৭৯৯), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ১৩১/১-২), হাকিম (৪/৩৯২) ও খাতীব বাগদাদী “আততারীখ” গ্রন্থে (৮/২৬, ১১/৩৪২) দারাজ আবু সামহু সূত্রে আবুল হাইসাম হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ। আর মানাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ

করেছেন। অতঃপর গুমারীও। আর তাদের দু'জনের পূর্বে হাফিয যাহাবীও! অথচ তিনিই এ দারাজকে তার “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীসগুলো মুনকার।

আর এ কারণেই ইবনু আদী এ হাদীসটিকে সেই হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে দারাজের মুনকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

১৭৩৩. (إِنِّي قِيمًا لَمْ يَوْحَ إِلَيَّ كَأَحَدِكُمْ).

১৭৩৩। আমার নিকট যে বস্তুর ব্যাপারে অধী করা হয়নি আমি সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের মতই।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু শাহীন “আসসুন্নাহ” গ্রন্থে “কাযাইলুল আশারাহ” এর মধ্যে (নং ৩২) ও ইসমাঈলী “আলমু'জাম” (১-২/৯৪) আবু ইয়াহইয়া হুমানী সূত্রে আবুল কাত্ফ জাররাহ ইবনুল মিনহাল হতে, তিনি অযীন ইবনু আতা হতে, তিনি উবাদাহ ইবনু নাসী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

রসূল (ﷺ) যখন তাকে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে চাইলেন আর এ সময় আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তুলহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ও সা'দ (رضي الله عنه) সেখানে ছিলেন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: তোমরা কথা বল: আবু বাকর (رضي الله عنه) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি আমাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেন তাহলে আপনার সামনে আমাদের কথা বলা ঠিক হবে না। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ... (উক্ত হাদীস)। অতএব তোমরা কথা বল। এরপর আবু বাকর (رضي الله عنه) কথা বললেন এবং নরম আচরণ করার নির্দেশ দিলেন। এ সময় রসূল (ﷺ) মু'য়ায (رضي الله عنه)-কে বললেন: তোমার মত কি? তিনি আবু বাকর (رضي الله عنه) যা বলেছিলেন তার বিপরীত কথা বললেন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: আল্লাহ তা'য়ালার আসমানের উপর হতে আবু বাকর (رضي الله عنه) কর্তৃক ভুল করাকে অপছন্দ করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারেই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ জাররাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাই ও দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরুক। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা বলতেন এবং মদ পান করতেন।

হাদীসটিকে হাইসামী (৯/৪৬) উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে তুবরানী বর্ণনা করেছেন আর আবুল কাতূফকে আমি চিনি না। এ ছাড়া অপর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে তাদের কারো কারো ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: যেন তুবরানীর মধ্যে জাররাহ্ ইবনু মিনহালের নাম (জাররাহ্) উল্লেখ করা হয়নি যেমনটি দেখছেন। আর কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, সম্ভবত এর দ্বারা তিনি আবু ইয়াহুয়া আলহামানীকে বুঝিয়েছেন। কারণ কেউ কেউ হেফযের দিক থেকে তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ জাররাহ্ হতে।

এরপর আমি হাদীসটিকে “তুবরানী”র মধ্যে (২০/৬৭/১২৪) উক্ত সূত্রে (নাম না নিয়ে) আবুল কাতূফ হতে বর্ণনা করা অবস্থায় দেখেছি। যাকে হাইসামী চিনতে সক্ষম হননি। আর মানাবী “আলফাইয” গ্রন্থে তার কথাকে নকল করেছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন যা হাদীসটি দুর্বল হওয়াকে অপরিহার্য করে। আর তিনি “আততাইসীর” গ্রন্থে সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। অথচ কিভাবে এটি হাসান যেখানে বর্ণনাকারী জাররাহ্ মাতরুক।

১৭৩৪. (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى).

১৭৩৪। আবু বাকর ও উমারের মর্যাদা আমার নিকট যেমন হারুনের মর্যাদা মুসার নিকট।

হাদীসটি মিথ্যা।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আততাইসী” গ্রন্থে (১১/৩৮৪) আবুল কাসেম ‘আলী ইবনুল হাসান ইবনু ‘আলী ইবনু যাকারিয়া শায়ের সূত্রে আবু জা‘ফার মুহাম্মাদ জারীর তুবরানী হতে, তিনি বিশর ইবনু দাহিয়াহ্ হতে, তিনি কায‘য়াহ্ ইবনু সুয়াইদ হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে এ শায়েরের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাফিয যাহাবীও এরূপই বলে এ হাদীসটিকে উল্লেখ করে বলেছেন: হাদীসটি মিথ্যা। আর তিনিই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি: হাঁ, এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। তবে এ হাদীসটি মিথ্যা হিসেবে বর্ণনা করার দোষে দোষী হচ্ছেন তিনি (শায়ের) এবং অন্যজনও। হাফিয যাহাবী নিজেই বর্ণনাকারী আম্মার ইবনু হারুণ মুসতামেলীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আদী তার সূত্রে হাদীসটি কায‘য়াহ্

ইবনু সুয়ায়েদ হতে উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয় যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

আমি বলছি: এটি মিথ্যা। ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি আমাদেরকে ইবনু জারীর তুবারী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বিশ্ব ইবনু দাহিয়্যাহ্ হতে, তিনি কায'য়াহ্ হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি বলছি: কে এ বিশ্ব? ইবনু আদী বলেন: হাদীসটিকে মুসলিম ইবনু ইব্রাহীমও কায'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। আর কায'য়াহ্ কিছুই না।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল কাশেম আশশায়ের এ মিথ্যা হাদীস হতে মুক্ত। এটিকে মিথ্যা হিসেবে বর্ণনা করার ব্যাপারে বিশ্ব ইবনু দাহিয়্যাহ্ অথবা তার শাইখ কায'য়াহ্ দোষী। তবে কায'য়াহ্ হতে মুসতামেলীর বর্ণনার দ্বারা প্রথমজনকে মিথ্যার দোষ থেকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার বিশরের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তবে এ মুসতামেলী মাতরুকুল হাদীস। যেমনটি মূসা ইবনু হারুণ বলেছেন। আর ইবনু আদী বলেন:

তিনি (মুসতামেলী) যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই নিরাপদ নয়, তিনি হাদীস চুরি করতেন।

হতে পারে তিনি হাদীসটিকে বিশ্ব হতে চুরি করেছেন। অতঃপর তিনি তার শাইখ কায'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেন।

অতএব হাদীসটিকে বিশরের ক্রটির যিম্মা হতে মুক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি অথবা তার শাইখ কায'য়াহ্ সমস্যা।

১৭৩০. (عَطُوا حُرْمَةَ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الصَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ الْكَبِيرِ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ).

১৭৩৫। তোমরা তার গুস্তাজকে ঢেকে রাখ। কারণ ছোটদের গুস্তাজকে হেফাযাত করা বড়দের গুস্তাজকে হেফাযাতের ন্যায়। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা গুস্তাজকে প্রকাশকারীর দিকে দৃষ্টি দিবেন না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে হাকিম “আলমুসতাদরাক” গ্রন্থে (৩/২৫৭) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াসীন হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব সাম্মাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ যিয়াদ সাওবানী হতে, তিনি ইবনু লাহিয়্যাহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ায যুহরীর দাস লাইস

হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'ইয়ায হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে রসূল (ﷺ) এর নিকট আমার ছোট অবস্থায় নেয়া হয়েছিল এমতাবস্থায় যে, আমার উপর একটি কাপড় ছিল। কিন্তু আমার গুপ্তাঙ্গ হতে সেটি খুলে যায়। তখন রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

হাকিম কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার “তালখীস” গ্রন্থে তার প্রতিবাদ করে বলেন: হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন আর এর ভাষা মুনকার। আর তিনি “মাওয়ু'য়াতুম মিন মুসতাদরাকিল হাকিম” গ্রন্থে বলেন: হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইবনু ইয়াসীন তালেফ (ধ্বংসপ্রাপ্ত), ইবনু লাহী'য়াহ্ এরূপ নয়, আর মুহাম্মাদ ইবনু 'ইয়ায কে তা জানা যায় না।

তিনি “আলমীযান” গ্রন্থে ইবনু ইয়াসীনের জীবনীতে বলেন: সিলমী বলেন: আমি দারাকুতনীকে আবু ইসহাক ইবনু ইয়াসীন হারাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: তিনি ইবনু বিশ্র মারওয়াযীর চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তাদের দু'জনের মধ্যে তিনিই বেশী বড় মিথ্যুক। ইদরীসী বলেন: তিনি হেফয করতেন। আমি তার দেশীয়দেরকে তাকে দোষারোপ করতে এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট না হতে শুনছি।

এর সনদের ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে যা বলেছেন তাই সর্বোত্তম কথা: সনদের মধ্যে ইবনু লাহী'য়াহ্ ছাড়াও আরো দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আজব ব্যাপার এই যে, হাফিয যাহাবী হাদীসটির সনদের সমালোচনা করা সত্ত্বেও “আত্‌তাজরীদ” গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু 'ইয়াযকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: হাকিম তার “মুসতাদরাক” গ্রন্থে তাকে সহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন: ...।

১৭৩৬. (السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ، وَلَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ).

১৭৩৬। সালাম হচ্ছে কথা বলার পূর্বেই। আর যে পর্যন্ত সালাম প্রদান না করবে সে পর্যন্ত তোমরা কাউকে খাওয়ার জন্য ডেকো না।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (২/১১৭), আবু ই'যালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১১৫) ও আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৭৮) আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যাহান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে চিনি। আর আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) বলতে শুনেছি: আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ও যাহেবুন আর মুহাম্মাদ ইবনু যাযান মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুক আর আম্বাসাও মাতরুক। আবু হাতিম তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রথমজনকে আবু ই'য়ালার সনদে উল্লেখ করা হয়নি।

উল্লেখ্য নিম্নোক্ত ভাষায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে: “তোমরা সেই ব্যক্তিকে (প্রবেশের) অনুমতি দিও না যে সালাম দ্বারা শুরু না করবে।” আর এ হাদীসটি সহীহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার এবং শাহেদ থাকার কারণে। দেখুন “সিলসিলাহ সহীহাহ” (৮১৬, ৮১৭)।

উল্লেখ্য আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার ভাষা:

“সালাম হচ্ছে চাওয়ার (প্রশ্নের) পূর্বে, অতএব তোমাদের যে সালামের পূর্বে চাওয়া শুরু করবে তোমরা তার ডাকে সাড়া দিও না।” এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ভুক্ত বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহ হতে নির্ভরযোগ্য কাসীর ইবনু ওবায়দ হিমসীর শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। বিস্তারিত দেখুন “সিলসিলাহ সহীহাহ” (৮১৬)।

১৭৩৭. (إِذَا كَتَبْتَ قَبْلَ (السَّيْنِ) فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

১৭৩৭। তুমি যখন লিখবে তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমের মধ্যর সীনকে স্পষ্ট করে লিখ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবুল গানায়েম দাজাজী “হাদীসু ইবনু শাহ” গ্রন্থে (২/১২৯) ফাযল ইবনু সাহল যির রিয়াসাতাইন হতে, তিনি জা'ফার ইবনু ইয়াহ'ইয়া ইবনু খালেদ বারমাকী হতে, তিনি আবু ইয়াহ'ইয়া ইবনু খালেদ হতে, তিনি আবু খালেদ ইবনু বারমাক হতে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু ইয়াহ'ইয়া কাতেবু বানী উমাইয়্যাহ হতে, তিনি সালেম ইবনু হিশাম হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান হতে, তিনি যাবেদ ইবনু সাবেত (আবু) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে কাযরুনী “আলমুসালাসাত” গ্রন্থে (২/১২০), অনুরূপভাবে খাতীব বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (১২/৩৪০), দাইলামী (১/১/১৪৬), ইবনু আসাকির (৯/৪০৪/১) বর্ণনা করেছেন এবং (ইবনু আসাকির) এ আব্দুল হামীদের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন আর খাতীব বাগদাদী হাদীসটিকে যির রিয়াসাতাইনের জীবনীতে উল্লেখ করে তারা দু’জন তাদের দু’জন সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর জা’ফার ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু খালেদ বারমাকী এবং অযীর ইবনু অযীর, তারা দু’জন হারুনুর রাশীদের মন্ত্রী সভার প্রসিদ্ধ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের দু’জনকে বর্ণনার ক্ষেত্রে চেনা যায় না।

মোটকথা ; হাদীসটির সনদ অঙ্ককারাচ্ছন্ন।

মানাবী “আলফাইয” গ্রন্থে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে হাদীসটির ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি। আর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭৩৮। (إِذَا كُتِبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا، فَلْيَتَرْتَهُ، فَإِنَّهُ أُنْجَحَ لِلْحَاجَةِ (وَفِي التَّرَابِ بَرَكَةٌ)۔

১৭৩৮। তোমাদের কেউ যখন কিতাব লিখবে তখন সে যেন তাতে মাটি লাগিয়ে নেয়, কারণ তা প্রয়োজন মিটাতে সর্বাপেক্ষা সফলকারী। [আর মাটির মধ্যে বরকত রয়েছে]।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২/১১৯), ওকাইলী “আযযু’য়াফা” গ্রন্থে (১০৪), ও আবু নু’য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/২৩৮) হামযাহ্ ইবনু আবী হামযাহ্ সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সঃ) বলেন: ...।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি মুনকার। আমরা হাদীসটিকে একমাত্র আবুয যুবায়ের সূত্রেই চিনি। আর হামযাহ্ হচ্ছেন নাসীবী-তিনি যঈফুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মাতরুক, জাল করার দোষে দোষী যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

ওকাইলী বলেন: ভালো সনদে এ হাদীসটি সংরক্ষিত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: ইমাম তিরমিযী যে বলেছেন: আমরা এটিকে চিনি না ...। তার এ কথা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তিনি যতটুকু জানতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ আবুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উমার ইবনু আবী উমার এবং আবু আহমাদ তার (আবু হামযার) মুতাবা’য়াত করেছেন।

আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল যেমনটি হাফিয় যাহাবী ও আসকালানী বলেছেন।

হাদীসটির সনদে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে আবুয যুবায়ের কর্তৃক আন'আন করে বর্ণনা করা। আর তিনি হচ্ছেন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

আমি হাদীসটির আরেকটি শাহেদ পেয়েছি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসেবে।

এটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১০/২) বাকিয়্যাহ্ সূত্রে ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে ইবনু আইয়্যাশের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন আর তিনি হচ্ছেন ইসমা'ঈল, তিনি তার জীবনীর শেষপ্রান্তে বলেছেন:

এ হাদীসগুলো হিজাজীদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেমন ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইবনু আমর এবং ইরাকীদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আর হাদীসটিকে ইবনু আইয়্যাশ তাদের থেকেই বর্ণনা করেছেন। এ কারণে হাদীসটি ভুল হওয়া থেকে মুক্ত নয়। কারণ শামীদের থেকে বর্ণনাকৃত তার (ইবনু আইয়্যাশের) হাদীস, যখন তার (ইবনু আইয়্যাশ) থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করবে তখন সঠিক, অন্যদের থেকে সঠিক নয়। মোটকথা ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে শামীরা বর্ণনা করলে তার হাদীস লিখা যাবে এবং তার থেকে শামীদের বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটি হিজাজীদের থেকে তার বর্ণনাকৃত হাদীস। অতএব এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। এ ছাড়াও তার থেকে এর বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ্ (দুর্বল) হওয়ার কারণে (গ্রহণ করা যাবে না), যিনি আন'আন করে বর্ণনা করেছেন।

এ বাকিয়্যার আরেকটি সনদ রয়েছে এবং ভিন্ন ভাষা রয়েছে। সেটি হচ্ছে:

১৭৩৭. (تَرْبُوًا صُفَحَكُمْ أَنْجَحَ لَهَا، إِنَّ التَّرَابَ مَبَارَكٌ).

১৭৩৯। তোমরা তোমাদের পাতগুলোকে মাটি মিশ্রিত কর তাহলে তা হবে সেগুলোর জন্য সফলতার কারণ। কারণ মাটি হচ্ছে বরকতপূর্ণ।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবু বাকর ইবনু আবী শাইবাহ্ “আলআদাব” গ্রন্থে (১১/১৫২/১) এবং তার থেকে ইবনু মাজাহ্ (৩৭৭৪) ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবু আহমাদ দেমাস্কী হতে, তিনি আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৪২), ইবনু আসাকির (১৩/১৭৪/২) ও যিয়া আলমাকদেসী “আলমুখতারাহ্” গ্রন্থে (১০/৯৯/২) আম্মার ইবনু মুযারাবু ইয়াসার হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু আবী উমার হতে, তিনি আবুয যুবায়ের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এভাবেই হাদীসটিকে মুখাল্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (১/৬৯) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির বলেন: দারাকুতনী বলেন: বাকিয়্যাহ্ উমার ইবনু আবু উমার হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী হাদীসটিকে (২/৪৩) আহমাদ ইবনু আবু ইয়াহইয়া বাগদাদী হতে বর্ণনা করে বলেন:

আমি আহমাদ ইবনু হাম্মালকে জেলখানায় ইয়াযীদ ইবনু হারুনের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: এটি মুনকার। বাকিয়্যাহ্ যা কিছু বুহায়ের, সাফওয়ান এবং নির্ভরযোগ্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন তা লিখা যাবে। আর তিনি যা কিছু অপরিচিত মাজহুলদের থেকে বর্ণনা করেছেন তা লিখা যাবে না।

অতঃপর হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ ইয়াযীদ হতে, তিনি আবু শাইবাহ্ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি শা'বী হতে মারফু' হিসেবে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আরো আবু আকীল হতে, তিনি আবু সালামাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) বলেন: ... মওকুফ হিসেবে।

হাদীসটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলো “আলমিশকাত” গ্রন্থে (৪৬৫৭) উল্লেখ করা হয়েছে আর কাযবীনী বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগিয়েছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার তার প্রতিবাদ করে মিশকাতের শেষে তার রিসালার মধ্যে বলেন: এটিকে আবুয যুবায়ের হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলেছেন: অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটির উপর বানোয়াটের বিধানারোপ করা যায় না।

১৭৬০. (إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى أَحَدٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ).

১৭৪০। তোমাদের কেউ যখন কারো উদ্দেশ্যে লিখবে তখন সে যেন তার নিজেকে দিয়ে শুরু করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী আর তার থেকে ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ষ” গ্রন্থে (১০/১৪২-১৪৩) মুহাম্মাদ ইবনু হারুন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু বাক্বার

ইবনু বিলাল দেমাক্কী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু মুহাম্মাদ বাশীর ইবনু আবান ইবনু বাশীর ইবনুন নু'মান ইবনু বাশীর ইবনু সা'দ আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

মারওয়ান ইবনুল হাকাম নু'মান ইবনু বাশীরের নিকট লিখলেন তিনি তার ছেলে আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন নু'মানের মেয়ে উম্মু আবানের সাথে। তার নিকট তার লিখার প্রথমে ছিল:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মারওয়ান ইবনুল হাকাম হতে নু'মান ইবনু বাশীরের নিকট, আস সালামু আলাইকুম।

নু'মান চিঠি পাঠ করে তার উদ্দেশ্যে উত্তরে লিখলেন:

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নু'মান ইবনু বাশীর হতে মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট। আমি আমার নাম দিয়ে শুরু করলাম রসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করার স্বার্থে। কারণ আমি রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এটিকে ইবনু আসাকির বাশীর ইবনু আবানের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন এবং তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তাকে তার দাদার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পিতার নাম হচ্ছে নু'মান ইবনু আবান ইবনু বাশীর ইবনুন নু'মান ইবনু বাশীর... আনসারী, আর তার জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে ত্ববারানীর “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন: এর মধ্যে মাজহুল (অপরিচিত) এবং দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: বাশীর ইবনু আবান অথবা তার পিতা মাজহুল (অপরিচিত)। আর দুর্বল? আমি জানি না সে কে? কারণ মুহাম্মাদ ইবনু হারুণকে “আলমীযান” এবং “আললিসান” গ্রন্থে পাচ্ছি না। অন্য গ্রন্থেও তার জীবনী দেখছি না।

আর তার পিতা হারুণ ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী। নাসাই বলেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই।

হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে। তবে তার সনদে ধ্বংসপ্রাপ্ত বর্ণনাকারী রয়েছে। সেটি (২৭০৩) নম্বরে আসবে।

১৭৬১. (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِفْتَاحُ كُلِّ كِتَابٍ).

১৭৪১। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম প্রতিটি গ্রন্থের চাবি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আলজামে” গ্রন্থে যেমনটি “আলমুনতাকা মিনহু” গ্রন্থে (১/১৯) এসেছে ‘আলী ইবনুল ‘আব্বাস হতে, তিনি ‘আব্বাদ ইবনু ই‘য়াকুব হতে, তিনি উমার ইবনুল মুস‘য়াব হতে, তিনি ফুরাত ইবনু আহনাফ হতে, তিনি আবু জা‘ফার মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। ধারাবাহিকভাবে দুর্বল এবং সমস্যা জর্জরিত বর্ণনাকারী থাকার কারণে। এটি মুরসাল অথবা মু‘যাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদ হতে কমপক্ষে সহাবী এবং তাবেঈকে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর আবু জা‘ফার বাকেরের নিচের বর্ণনাকারীগণ সমালোচিত:

১। ফুরাত ইবনু আহনাফকে হাফিয যাহাবী “আযযু‘য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে নাসাঈ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২। উমার ইবনু মুস‘য়াবকে ওকাইলী অতঃপর যাহাবী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৩। ‘আব্বাদ ইবনু ই‘য়াকুব হচ্ছেন বুওয়াযেনী, হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন:

তিনি চরমপন্থী শিয়া এবং বিদ‘আতের প্রধান, তবে তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। ইমাম বুখারী তার থেকে তার “সহীহ” গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে অন্যের সাথে মিলিয়ে।

তিনি (যাহাবী) “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেন: ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি রাফেযী দাঈ।

৪। ‘আলী ইবনু ‘আব্বাসকে আমি চিনি না।

১৭৬২. (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خَيْرُ الْأَوَّلَيْنِ، وَخَيْرُ الْآخِرَيْنِ، وَخَيْرُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ، وَخَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، إِلَّا النَّبِيَّ وَالْمُرْسَلِينَ).

১৭৪২। আবু বাকর ও উমার প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। আসমানবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম, যমীনবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম। তবে নাবী এবং রসূলগণ ব্যতীত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৬২) ও খাতীব বাগদাদী “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৫/২৫৩) জাবরুন ইবনু অকেদ সূত্রে মাখলাদ ইবনু হুসাইন হতে, তিনি হিশাম হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

ইবনু আদী হাদীসটিকে জাবরুনের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন তার অন্য একটি হাদীসের সাথে। অতঃপর বলেছেন: আমি তার এ দু’টি হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস চিনি না আর এ দুটাই মুনকার।

হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। কারণ তিনি লজ্জা কম মর্মে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি তার এ হাদীসটি এবং আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: এ দুটিই বানোয়াট।

হাফিয় ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

অন্য হাদীসটি “মিশকাত” গ্রন্থে (১৯৫) উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি সেটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তার আরেকটি সূত্র পেয়েছি। যেটিকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/১/৭৮) সারিউ ইবনু ইয়াহুইয়া সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি মাখলাদ ইবনুল হুসাইন হতে, সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

“আবু বাকর ও উমার আসমান ও যমীনবাসীর মধ্যে সর্বোত্তম এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের মধ্যেও সর্বোত্তম।”

কিন্তু সারিউর পিতা ইয়াহুইয়াকে আমি চিনি না। সম্ভবত তিনিই এ সনদের সমস্যা। আর তার ছেলে নির্ভরযোগ্য।

১৭৬৩. (أَبُو سَفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ سَيِّدُ قَتِيَّانَ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

১৭৪৩। আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস জাল্লাতী যুবকদের সরদার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু সা’দ “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (৪/৫৩) ও হাকিম (৩/২৫৫) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, ইমাম

মুসলিমের বর্ণনাকারী। কিন্তু সনদটি মুরসাল। আর বাহ্যিকভাবে হাদীসটি নাবী (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর বিরোধী:

“হাসান এবং হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার।”

এটি “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (৭৯৬) বর্ণিত হয়েছে।

১৭৪৬. (أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَاءُ الْعِلْمِ).

১৭৪৪। আবু হুরাইরাহু হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/৫০৯) য়ায়েদ আলআম্মী হতে, তিনি আবুস সিদ্দীক নাজী হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম ও হাফিয় যাহাবী এ হাদীসটির ব্যাপারে চূপ থেকেছেন। সম্ভবত দুর্বলতা স্পষ্ট হওয়ার কারণে। কারণ এ য়ায়েদ হচ্ছেন ইবনুল হাঅরী আবুল হাঅরী। হাফিয় যাহাবী তাকে “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আর হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

১৭৪৫. (أَتَانِي جَبْرِيلُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّتِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي).

১৭৪৫। আমার নিকট জীবরীল (রাঃ) এসে আমার হাত ধরলেন।

অতঃপর আমাকে জান্নাতের সেই দরজা দেখালেন যে দরজা দিয়ে আমার উম্মাত প্রবেশ করবে। তখন আবু বাক্র বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমি চাচ্ছি আমি আপনার সাথে থেকে তা দেখব। তিনি বললেন: হে আবু বাক্র! তুমি আমার উম্মাতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (২/২৬৫), ইবনু শাহীন “আসসুন্নাহু” গ্রন্থে (নং ২১) ও হাকিম (৩/৭৩) আবু খালেদ দালানী সূত্রে আবু জা‘দার দাস আবু খালেদ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহু (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: শাইখাইনের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ। আর হাফিয় যাহাবী

তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

তাদের দু'জনের এটি ধারণার উপর নির্ভরশীল কথা। কারণ বর্ণনাকারী এ দালানী ও তার শাইখ হতে বুখারী এবং মুসলিম কিছুই বর্ণনা করেননি। এ ছাড়াও প্রথমজন দুর্বল। তাকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম আহমাদ বলেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন: জঘন্য ধরনের সন্দেহ পোষণকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী বহুভুলকারী এবং তিনি তাদলীস করতেন।

আর তাদের দু'জনের দ্বিতীয়জন মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার বলেছেন। বরং হাফিয় যাহাবী নিজেই বলেছেন: তাকে চেনা যায় না।

১৭৬৬. (أَتَانِي جَبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: تَذَرِي كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: لَا أَذْكَرُ، إِلَّا ذَكَرْتُ مَعِيَ).

১৭৪৬। আমার নিকট জীবরীল আসলেন। অতঃপর বললেন: আমার প্রতিপালক এবং আপনার প্রতিপালক আপনাকে বলছেন: তুমি কি জান কিভাবে তোমার স্মরণকে উঁচু করেছি? আমি বললাম: আল্লাহই বেশী জানেন। তিনি বললেন: আমাকে যখনই উল্লেখ (স্মরণ) করা হয়েছে তখনই আপনাকে আমার সাথে উল্লেখ (স্মরণ) করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু ই'য়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান (১৭৭২), ইবনু জারীর তার “তায়সীর” গ্রন্থে (৩০/২৩৫), আবু বাকর নাজ্জাদ ফাকীহ “আর রাদ্দু ‘আলা মা'ই ইয়াকুলু: আলকুরআনু মাখলুকুন” গ্রন্থে (ক্বাফ /৯৬) ও ইবনুন নাজ্জার “যাইলুত তারীখ” গ্রন্থে (১০/২৯/২) আবুস সামহ হতে, তিনি আবুল হাইসাম হতে, তিনি আবু সা'ঈদ খুদরী (رحمته الله) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুস সামহের কারণে এ সনদটি দুর্বল। তার নাম হচ্ছে দাররাজ। কারণ তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যেমনটি বারবার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয় ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন:

তিনি সত্যবাদী। আবুল হাইসাম হতে তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে।

১৭৬৭. (اَثَرُكُومَا التَّرَكَّ مَا تَرَكَوْكُمْ، فَإِنْ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمِّي مَا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَنُو قَتُورَاءَ مِنْ كُرْكُرَا).

১৭৪৭। তোমরা তুর্কীদের ছেড়ে দাও যে ব্যাপারে তারা তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। কারণ আমার উম্মাত সর্বপ্রথম সেই বস্তুর অধিকারী হবে যা কুরকুরার বানু কানতুরাকে আল্লাহু তা'আলা দান করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে তুবারানী (৩/৭৬/১) ও খাল্লাল “ফী আসহাবি ইবনু মান্দা” গ্রন্থে (২/১৫২) উসমান ইবনু ইয়াহুইয়া কারকাসানী হতে, তিনি আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবু রাওয়াদ হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু সালেম জাযারী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি যাবেদ ইবনু ওয়াহাব ও শাকীকু ইবনু সালামাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর আবু জা'ফার তুসী শী'ঈ “আলআমালী” গ্রন্থে (পৃ ৪) মারওয়ান ইবনু সালেম হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবু অইল এবং যাবেদ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি হুয়াইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দুর্বল হওয়ার দিক থেকে এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত তিন কারণে:

(১) বর্ণনাকারী আলজাযারী সম্পর্কে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবু হাতিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবু আরুবাহ হাররানী বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

(২) বর্ণনাকারী আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবু রাওয়াদ সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। “আত্‌তাক্বীর” গ্রন্থে এসেছে তিনি সত্যবাদী ভুলকারী। তিনি মুরযেয়া ছিলেন। ইবনু হিব্বান তার ব্যাপারে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে বলেন: তিনি মাতরুফ।

(৩) আরেক বর্ণনাকারী উসমান ইবনু ইয়াহুইয়া কারকাসানীর জীবনী পাচ্ছি না।

হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৭/৩১২) বলেন:

এটিকে তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” এবং “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে উসমান ইবনু ইয়াহুইয়া কারকাসানী রয়েছে

আমি তাকে চিনি না। আর অন্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী।

কিন্তু তিনি বড় সমস্যার ব্যাপারে অজ্ঞই রয়ে গেছেন। সেটি হচ্ছে আলজাযারী। অথচ তিনি অন্যত্র তার সম্পর্কে ঠিকই বলেছেন। তিনি (৫/৩০৪) বলেছেন: এটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আর এর সনদে মারওয়ান ইবনু সালেম রয়েছে। তিনি মাতরুক।

মানাবী এ দু'টি বর্ণনার পরে বলেছেন:

সামহুদী বলেন: সমালোচনা শুধুমাত্র “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থের সনদ নিয়ে। “আলমু'জামুল আওসাত” ও “আসসাগীর” গ্রন্থের সনদ দু'টি হাসান পর্যায়ের এবং এ দু'সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ... এ কারণে ইবনুল জাওয়ী কর্তৃক হাদীসটির ব্যাপারে বানোয়াটের হুকুম লাগানো সঠিক হয়নি এমনতাবস্থায় যে, যিয়া এর একটি অংশ উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে কয়েক দিক থেকে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

(১) ইমাম ত্বারানী “আসসাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আমি এ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে বেশী জানি। কারণ এ গ্রন্থ সহাবীগণের মুসনাদের ভিত্তিতে সাজিয়েছি। অতঃপর আমি তাদের হাদীসগুলোকে অক্ষরের ভিত্তিতে সাজিয়েছি। অতএব “আসসাগীর” গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া ধারণা মাত্র।

(২) সামহুদী কর্তৃক হাসান আখ্যা দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার এ কথা হাইসামী যা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন তা বিরোধী। কারণ তিনি বলেছেন: “আলআওসাত” গ্রন্থেও (৫৬৩৪) বর্ণনাকারী মারওয়ান ইবনু সালেম রয়েছে আর তিনি মাতরুক। আর তিনি সামহুদীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানেন।

(৩) ইবনুল জাওয়ী হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দিয়ে সঠিকই করেছেন। কারণ মারওয়ান ইবনু সালেম জাল করার দোষে দোষী। অতএব সামহুদী কর্তৃক সমালোচনার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আর যিয়া যে অংশটুকু উল্লেখ করেছেন সে অংশের উপর আসলেই বানোয়াটের হুকুম লাগানোর কোন সুযোগ নেই। এর কতিপয় শাহেদ থাকার কারণে। যেগুলোর কিছু কিছু হাইসামী উল্লেখ করেছেন। যে চাই সে যেন তা দেখে নেই।

উল্লেখ মানাবীও আলোচ্য হাদীসটির ব্যাপারে “আততাইসীর” গ্রন্থে বলেছেন: এটি দুর্বল। মারওয়ান ইবনু সালেম দুর্বল হওয়ার কারণে। তিনি ত্বারানীর তিন মু'জামের উদ্ধৃতি দেয়ার পর এ কথা বলেছেন।

১৭৫৪. (اسْتَأْذَنُوا، لَا تَأْثُرُونِي قُلْحًا، لَوْلَا أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

১৭৪৮। তোমরা মেসওয়াক কর, আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে আসবে না। আমি যদি আমার উম্মাতের উপর মুশকিল মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে প্রতিটি সলাতের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করতাম।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আল‘জামে’” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৯) ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হতে, তিনি কাইস ইবনুর রাবী’ হতে, তিনি ‘ঈসা যাররাদ হতে, তিনি তাম্মাম ইবনু মা‘বাদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হচ্ছেন হুমানী, তিনি এবং কাইস ইবনুর রাবী’ তারা উভয়েই তাদের হেফযের দিক থেকে দুর্বল। আর ‘ঈসা যাররাদ এবং তাম্মাম ইবনু মা‘বাদের জীবনী আমি পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুফইয়ান আবু আলী যাররাদ হতে, তিনি জা‘ফার ইবনু তাম্মাম ইবনু আব্বাস হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তারা নাবী (ﷺ)-এর নিকটে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে এমতাবস্থায় কেন দেখছি যে, তোমরা আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে এসেছো?! তোমরা মেসওয়াক কর, ...।

এটিকে ইমাম আহমাদ (১/২১৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মুরসাল। তাম্মাম ইবনুল আব্বাসকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য তবে ঈনদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

আর হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‘তা‘জীল” গ্রন্থে আবু আলী যাররাদের জীবনী উল্লেখ করে বলেছেন: আবু আলী ইবনুস সাকান বলেন: তিনি মাজহুল।

হাদীসটিকে আহমাদ শাকের সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমি (আলবানী) তার সহীহ আখ্যা প্রদানকে গ্রহণ করছি না। কারণ সকলের ঐক্যমত্যে হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আর শাইখ আহমাদ শাকের এমন কোন প্রমাণ উল্লেখ করেননি যে, তার দ্বারা

বিভিন্নভাবে সংঘটিত ইযতিরাবের কোন একটিকে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব।

হাঁ, আমি একটি শাহেদ পেয়েছি, যেটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১৪৮) ‘আলা ইবনু আবুল ‘আলা হতে, তিনি মারদাস হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ ‘আলাকে আমি চিনি না। আর মারদাস সম্ভবত তিনিই যাকে “আলমীযান এবং “আললিসান” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

মারদাস ইবনু আদইয়াহ্ আবু বিলাল। তিনি তাবেঈ, তাকে বড় খারেজীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উল কাবীর” গ্রন্থে (১/৯৬/১) দারাকুতনীর “আলআফরাদ” গ্রন্থের বর্ণনায় আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন। আর “আলফাতহুল কাবীর” গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিকৃত করা হয়েছে। আর হাকীমের বর্ণনায় তাম্মাম ইবনুল আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে। আর “আলফাতহ্” গ্রন্থে হাকীম ও ইবনু আসাকির কর্তৃক তাম্মামের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বেশী ভাল জানেন।

এতো সব কথা ও আলোচনা শুধুমাত্র হাদীসটির প্রথম অংশ নিয়ে: (তোমরা মেসওয়াক কর, আমার নিকট ময়লাযুক্ত লাল বর্ণ দাঁত নিয়ে আসবে না।) কারণ দ্বিতীয় অংশ সহীহ্। বরং দ্বিতীয় অংশ মুতাওয়াতির সূত্রে বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে একদল সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যার কিছুকে আমি “আলইরওয়া” গ্রন্থে (৭০) এবং “সহীহ্ আবী দাউদ” গ্রন্থে (৩৬, ৩৭) তাখরীজ করেছি।

১৭৪৭. (كَانَ يَغْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطْبِ مَا دَامَ الرُّطْبُ، وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطْبٌ، وَيَخْتِمُ بِهِنَّ، وَيَجْعَلُهُنَّ وَثْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا).

১৭৪৯। কাঁচা খেজুর থাকলে কাঁচা খেজুর দিয়ে আর কাঁচা খেজুর না থাকলে খেজুর দিয়ে ইফতার করা তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করত এবং ইফতার শেষ করতেন খেজুর দ্বারাই এবং তিনি বিজোড় হিসেবে তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি খেজুর গ্রহণ করতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু বাকর শাফে'ঈ “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১০৫) এবং তার সূত্রে খাতীব বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৩/৩৫৪) আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু হারুন ইবনু ‘ঈসা আযদী হতে, তিনি হাকাম ইবনু মূসা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ হাররানী হতে, তিনি ফাযারী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ ফাযারী। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ আরযামী। তিনি মাতরুক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজারের “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আর আবু বাকর শাফে'ঈর শাইখের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। খাতীব বাগদাদী বলেন: তিনি কতিপয় সঠিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যে শক্তিশালী নন তাই বুঝা যায় “আলমীযান” “আযযাইলু আলাইহি” এবং “আললিসান” গ্রন্থ হতে কারণ তারা তাকে উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২৮১) মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ হাররানী- মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ আরযামী হতে তার অধিকাংশ বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেন: ‘ফাযারী হতে’। তিনি দুর্বল হওয়ার কারণে তার নাম (মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ) উল্লেখ করেননি। আবার কখনও কখনও তার নাম উল্লেখ করে বংশ পরিচয় দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি নিরাপদ নয়। আর আরযামীর অধিকাংশ বর্ণনা নিরাপদ নয়।

১৭৫০. (كَانَ يَتَوَرَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَيَقْلِمُ أَظْفَرَهُ فِي كُلِّ خَمْسٍ عَشْرَةٍ).

১৭৫০। তিনি প্রত্যেক মাসে নিজের চুল দূর করার নাওরাহ ব্যবহার করতেন। আর তাঁর নখ কাটতেন প্রত্যেক পনেরো দিনে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে খাতীব “আলজামে’-র “আসসাদেস” এর মধ্যে যেমনটি “আলমুনতাকা মিনহ” গ্রন্থে (২/১৯), আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৫/৩৩৮/১-২) হিলাল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার আলহাফফার হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ সফফার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ আন্বাতী হতে, তিনি আব্বাস ইবনু উসমান মু'য়াল্লিম হতে, তিনি অলীদ

হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবু রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: খাতীব “আততারীখ” গ্রন্থে (১৩/৭৫) এ হিলালের জীবনী উল্লেখ করে বলেছেন:

তার থেকে লিখেছি, তিনি সত্যবাদী ছিলেন।

আর ইসমাঈল সফ্ফার নির্ভরযোগ্য যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে।

অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনু সালাহু আনমাতী এবং আব্বাস ইবনু উসমান আলমু'য়াল্লিম এরা সকলেই নির্ভরযোগ্য। তবে শেষোক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সামান্য সমালোচনা রয়েছে।

আর অলীদ ইবনু মুসলিম বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি তাদলীসুত তাসবিয়াহ করতেন। যদি এরূপ না হতো তাহলে এ হাদীসটির সনদকে ভালো বলে হুকুম প্রদান করতাম। কারণ আব্দুল আযীয ইবনু আবু রাওয়াদ সত্যবাদী, কখনও কখনও সন্দেহ করতেন। তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

মানাবী কোন হুকুম না লাগিয়ে খালী জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। আর সুযুতী “আলহাবী” গ্রন্থে (১/৩৪১) দৃঢ়তার সাথে এর সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭৫১. (الْبَادِيءُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الصَّرَمِ).

১৭৫১। প্রথমে সালাম প্রদানকারী সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে নিরাপদে থাকবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলিয়াহ” গ্রন্থে (৭/১৩৪, ৯/২৫) আব্দুর রহমান ইবনু উমার রাসতাহ্ হতে, তিনি ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি আবুল আহুওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

তিনি এটিকে রাস্তাহ্ হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্বাস ইবনুল

ফাযল আসফাতী যে দু'টি সূত্রের বিরোধিতা করে বলেছেন: রাস্তাহ আসবাহানী আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তবে তিনি “আসসারম্” শব্দের স্থলে “আলকিব্” শব্দ বলেছেন।

এটিকে খাতীব বাগদাদী “আলজামে” গ্রন্থের “জুযউস সাবে”-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলমুনতাকা মিনহ্” গ্রন্থে (২/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে।

এ আসফাতীকে আমি চিনি না। তিনি “আলমু'জামুস সাগীর” ও “আলমু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে তুবারানীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত। তার এতে চব্বিশটি হাদীস রয়েছে।

ইবনুল আসীর তাকে “আললুবাব” গ্রন্থে (১/৫৪) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

তার এ ভাষা শায় অথবা মুনকার, দু'টি সূত্রের বিরোধী হওয়ার কারণে।

অতঃপর আবু নু'য়াইম বলেন: এটি গারীব। আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী সাওরী হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন: আবু ইসহাক হতে সাওরীর এ হাদীস গারীব। যেন এটি নিরাপদ নয়।

প্রসিদ্ধি লাভ করে সেটি যেটিকে হাবীব ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন ইউসুফ কাযী হতে, তিনি ইবনু আবু বাকর হতে, তিনি ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আবু কায়েস হতে, তিনি আমর ইবনু মাইমুন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে তার মত করে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রথম সনদটি আমার নিকট বেশী শক্তিশালী। যদি দু'টি সমস্যা না থাকত:

(১) তারা রাস্তার জীবনীতে বলেছেন যে, তার অনেক হাদীস গারীব।

(২) আবু ইসহাক সুবায়ঈ মুদাল্লিস। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী হাদীসটির এক আজব সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: এর সনদে আবুল আহওয়াস রয়েছে। ইবনু মাঈন তার সম্পর্কে বলেন: তিনি কিছুই না। আর হাফিয় যাহাবী তাকে “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আর তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে সার সংক্ষেপ উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদে আবুল আহওয়াস রয়েছে। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এটা মারাত্মক ভুল। কারণ এ হাদীসের মধ্যে এ আবুল আহওয়াস তিনি নন যাকে হাফিয যাহাবী দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন এর নাম এবং ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি অজ্ঞাত। হাফিয যাহাবীরা পূর্ণাঙ্গ কথা হচ্ছে এই যে, “তার থেকে যুহরী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি”।

আপনি দেখছেন যে, এ হাদীসটি তার থেকে আবু ইসহাকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। আর আবুল আহওয়াস তিনিই যার থেকে আবু ইসহাক বর্ণনা করেন। তিনি হচ্ছেন আউফ ইবনু মালেক জাশমী। তিনি নির্ভরযোগ্য ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। আবু ইসহাক যদি আবুল আহওয়াস থেকে শ্রবণ করাকে স্পষ্ট করতেন তাহলে এ হাদীসটির অবস্থা ভালই হতো।

১৭০২. (إِسْمَاعِيلُ الْأَصَمُ صَدَقَهُ).

১৭৫২। বধিরকে শুনানো হচ্ছে সাদাকাহ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে মাক্কী মুয়াযযিন তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/২৩৮) ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব মাকদেসী “আলমুনতাকা মিন হাদীসে আবী আলী আউকী” গ্রন্থে (১/২) আহমাদ ইবনু হাবীব নাহারওয়ানী হতে, তিনি আবু আইউব আহমাদ ইবনু আব্দুস সামাদ হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু কায়েস ইবনু সা'দ হতে, তিনি আবু হাযেম হতে, তিনি সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই খাতীব “আলজামে'” গ্রন্থে যেমনটি “আলমুনতাকা মিনহু” গ্রন্থে (১/২০) এসেছে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর মধ্যে তিনটি সমস্যা রয়েছে:

(১) বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনু কায়েস ইবনু সা'দ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও দারাকুতনী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু আদী তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই মুনকার।

(২) বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু আব্দুস সামাদের একটি হাদীস হাফিয যাহাবী উল্লেখ করার পর বলেছেন: তাকে চেনা যায় না, আর হাদীসটি মুনকার।

(৩) আর আরেক বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু হাবীব নাহারওয়ানীর জীবনী আমি পাচ্ছি না।

١٧٥٣. (أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾)

১৭৫৩। জিবরীল (আ) আমার নিকট আসলেন। অতঃপর আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন এ আয়াতটিকে এ সূরার অমুক স্থানে রেখে দিই: “আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে নাসীহাত করছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর” (সূরা নাহল: ৯০)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২১৮) লাইস সূত্রে শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি উসমান ইবনু আবুল ‘আস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি তার চোখকে উপরের দিকে উঠালেন, অতঃপর সোজা করে নিয়ে তিনি যেন দৃষ্টিকে যমীনের সাথে নিবদ্ধ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁর দৃষ্টিকে উপরে উঠিয়ে বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দু’টি কারণে দুর্বল:

(১) বর্ণনাকারী শাহর ইবনু হাওশাব তার হেফযের দিক থেকে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। (২) তিনি তার হাদীসকে পৃথক করতে পারতেন না। ফলে তাকে ত্যাগ করা হয়।

আমি (আলবানী) বলছি: তার সনদের বিরোধিতা করা হয়েছে। আব্দুল হামীদ বর্ণনা করেন শাহর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি বলেন:

“রসূল (ﷺ) মক্কায় তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় ছিলেন এমতাবস্থায় উসমান ইবনু মায’উন তাঁকে অতিক্রম করছিলেন ... আলহাদীস।” এর মধ্যে ইবনু মায’উনের ঈমান আনার ঘটনা রয়েছে এবং তাতে রয়েছে:

“আমার নিকট এখনই আল্লাহর রসূল (জিবরীল) এসেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তুমি বসেছিলে। (ইবনু মায’উন জিজ্ঞেস করল) আল্লাহর রসূল (জিবরীল)? (রসূল (ﷺ) বললেন: হ্যাঁ। সে (ইবনু মায’উন) বলল: আপনাকে তিনি কি বললেন? তিনি বললেন:।

আব্দুল হামীদ হচ্ছেন ইবনু বাহরাম, তিনি সত্যবাদী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। তিনি লাইসের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। তার বর্ণনা লাইসের বর্ণনার চেয়ে বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। তবে তার বর্ণনার ব্যাপারে ইবনু কাসীরের মন্তব্য (২/৫৮৩) আজব ধরনের: সনদটি ভালো, মুত্তাসিল ও হাসান।

আর লাইসের বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মন্তব্য হচ্ছে: এ সনদের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। সম্ভবত শাহরের নিকট দু'সূত্র হতেই বর্ণিত হয়েছে।

হাইসামীর মন্তব্যও (৭/৪৯) তার মতই: হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন আর তার সনদটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি: হাসান হয় কিভাবে যার মধ্যে শাহর রয়েছে? আর তার থেকে লাইস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ভাষার মধ্যে বেশী করে বর্ণনা করেছেন যা আব্দুল হামীদ তার বর্ণনায় শাহর হতে উল্লেখ করেননি!

১৭৫৪. (أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَطَشْتَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَرَّمَهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَبَّرَ جَلَالَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي، مَغْفُورًا لَهُ).

১৭৫৪। জিবরীল (আ) আমার নিকট এসে বললেন: আপনি যখন হাঁচি দিবেন তখন বলুন: “আলহামদুলিল্লাহি কা কারামিহি, আলহামদুলিল্লাহি কা ইযযি জালালিহি”। কারণ তাহলে আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনুস সুন্নী (২৫৪) মা'মার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবু রাফে' সূত্রে তার পিতা মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা ওবাইদুল্লাহ হতে, তিনি আবু রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথে তাঁর ঘর হতে মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম, এ সময় তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন। আমরা বাকী পর্যন্ত পৌছলে রসূল (ﷺ) হাঁচি দিলেন, অতঃপর তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। এরপর তিনি বিচলিত হয়ে দাঁড়ালেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর নাবী! আমার পিতা এবং আমার মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি কিছু বললেন, কিন্তু আমি তা বুঝিনি। তিনি বললেন: হাঁ। আমার নিকট জিবরীল (ﷺ) এসেছিলেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ মা'মার ইবনু মুহাম্মাদ এবং তার পিতা মুহাম্মাদ উভয়েই মুনকারুল হাদীস। যেমনটি ইমাম বুখারী বলেছেন।

১৭৫৫. (أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ).

১৭৫৫। আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: তুমি যখন অযু করবে তখন তোমার দাড়ি খেলাল করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ (১/১১) হাইসাম ইবনু জামায হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

“আলমুসান্নাফ” গ্রন্থের ছাপাতে এরূপই এসেছে: “ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে”। সহাবীকে উল্লেখ করা হয়নি। “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে এসেছে: ইবনু আবী শাইবাহ্ আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। জানি না ছাপা হতে আনাস (رضي الله عنه)-এর নাম ছুটে গেছে, নাকি “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে “আলজামে'” গ্রন্থে ধারণার বশবর্তী হয়ে সহাবীকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরেও সনদটি খুবই দুর্বল। তা আনাস (رضي الله عنه) হতে মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাক অথবা ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাক। কারণ এ ইয়াযীদ এবং হাইসাম ইবনু জামায এরা উভয়েই মাতরুক।

এ (খুবই দুর্বল) হাদীস হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে সে হাদীস যেটিকে অলীদ ইবনু যাওরান আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) যখন অযু করতেন তখন তিনি এক তালু পরিমাণ পানি নিয়ে তাঁর চিবুকের নিম্নাংশে ঢুকাতেন। তিনি এর দ্বারা তার দাড়িকে খেলাল করতেন এবং বলতেন: আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এ ভাষার হাদীসটি সহীহ্, যেমনটি “সহীহ্ আবী দাউদ” গ্রন্থে (১৩৩) এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

১৭৫৬. (أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ

تَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَإِنِّي مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَفْجِيلَ عَافِيَتِكَ، أَوْ صَبْرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ، أَوْ خُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ).

১৭৫৬। জিবরীল (ﷺ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলেন: আল্লাহ্

তা'য়ালা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ঐ শব্দগুলোর দ্বারা আপনি দু'য়া করুন। কারণ আমি আপনাকে সেগুলোর একটি প্রদান করব। “আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আসআলুকা তা'জীলা আফিয়াতিকা, আউ সবরান আলা বালিইয়্যাতিকা, আউ খুরুজান মিনাদ দুনিয়া ইলা রহমাতিকা। অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট তোমার নিরাপত্তা ও শান্তি চাচ্ছি, অথবা আমি তোমার বিপদের সময় ধৈর্য প্রার্থনা করছি, অথবা দুনিয়া হতে বের হয়ে তোমার রহমতে যাওয়াকে চাচ্ছি।”

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু হিব্বান (২৪৩৭) ও হাকিম (১/৫২২) যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ। আর হাফিয় যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অথচ হাফিয় যাহাবী নিজেই এ যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ তামীমী খুরাসানীকে “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য তবে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আর হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তার থেকে শামীদের বর্ণনা সঠিক নয়। এ কারণেই তিনি দুর্বলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেন: সম্ভবত যে যুহায়ের থেকে শামীরা বর্ণনা করেছেন তিনি অন্য কেউ। আর আবু হাতিম বলেন: তিনি শাম দেশে তার হেফয হতে হাদীস বর্ণনা করেন ফলে তার বেশী বেশী ভুল সংঘটিত হয়।

আমি (আলবানী) বলছি: তার থেকে এ বর্ণনাটি শামীদেরই।

হাদীসটিকে সুযুতী “যিয়াদাতুল জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে এবং “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে (৬৮/২৭৮) আয়েশা রাঃ-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন নিম্নের ভাষায়:

আমার নিকট জিবরীল (عليه السلام) এসে বলেন: ...।

সম্ভবত তিনি ভাবার্থের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

১৭০৭. كَانَ أَحَبُّ الرِّيحَانِ إِلَيَّ الْفَاقِيَةِ).

১৭৫৭। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় গন্ধ ছিল গাছ হতে তৈরিকৃত সুগন্ধি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/৩৭/১), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (২৫০) ও বাইহাকী “আশশু'য়াব” গ্রন্থে (১/২১৪/২) সুলাইমান আবু দাউদ হতে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু কুদামাহ হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেন: ইমাম বুখারী বলেন: আব্দুল হামীদের কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আর মানাবী ইবনুল কাইয়্যিমের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: এ হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। অতএব যেটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানি না সেটির ব্যাপারে রসূল (ﷺ)-এর হাদীস হিসেবে সাক্ষ্য দিব না।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ কথা খুবই সুন্দর। কিন্তু তিনি যদি প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে এ নীতি গ্রহণ করতেন ...।

১৭০৮. (كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الثَّرِيدُ مِنَ الْخَبْزِ، وَالثَّرِيدُ مِنَ الثَّمَرِ، يَعْنِي الْحَبْسَ).

১৭৫৮। রসূল (ﷺ)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য ছিল রুটি হতে তৈরিকৃত সারীদ এবং খেজুর হতে তৈরিকৃত সারীদ। অর্থাৎ হাইস।

হাদীসটিকে দুর্বল।

এটিকে আবু দাউদ (৩৭৮৩) ও ইবনু সা'দ (১/৩৯৩) উমার ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি বসরার এক ব্যক্তি হতে, তিনি ইকরিমাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...মারফু' হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল বসরার নাম না-নেয়া ব্যক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। এ কারণেই আবু দাউদ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: হাদীসটি দুর্বল।

কিন্তু হাকিম এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন! তিনি এ সূত্রেই (৪/১১৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার নিকট বসরার এক ব্যক্তি হতে এভাবে উল্লেখিত হয়নি। এ কারণেই তিনি বলেছেন: সনদটি সহীহ। আর হাকিম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে তাদের দু'জনের মতকে সমর্থন করেছেন। এ কারণেই তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে বলেন:

এ সনদটি সহীহ।

তাদের নিকট হাদীসটির সমস্যা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে, যা প্রকাশিত হয়েছে এর সূত্রগুলো অনুসন্ধান করার মাধ্যমে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি (আমাকে) তাঁর তাওফীক প্রদানের কারণে।

১৭০৭. (كَانَ أَحَبُّ أَفَّاكِهِةَ إِلَيْهِ الرُّطْبُ وَالْبَطِيخُ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ الْفَيْءَ إِلَّا بِأَمْلَحٍ، وَكَانَ يَأْكُلُ الْخَزِيرَ بِالسَّمَرِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ مَرْقُ الدُّبَاءِ).

১৭৫৯। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ফল ছিল কাঁচা খেজুর এবং তরমুজ। তিনি লবণ ছাড়া শশা খেতেন না। তিনি খেজুর দিয়ে শিরবিষ (এক ধরনের তরমুজ) খেতেন। তাঁকে লাউয়ের ঝোল আশ্চর্যান্বিত করত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/২৩৮) আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা রাঃ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: আব্বাদ ইবনু কাসীরের অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মাতরুক। তার দ্বারাই হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (২/৩৭০) সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে নূনানী “কিতাবুল বিত্তীখ” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ রাঃ হতেও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে এসেছে। আর মানাবী হাফিয ইরাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দু'টি সূত্রের ব্যাপারেই বলেন: দু'টিই খুবই দুর্বল।

১৭১০. (مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَتَيْتَ لَا جُمُعَةَ لَهُ).

১৭৬০। যে ব্যক্তি জুম'য়ার দিন ইমাম কর্তৃক খুতবাহ দেয়ার সময় কথা বলে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার ন্যায় যে সফরের বোঝা বহন করে। আর যে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে: চুপ কর, তার জুম'য়াই হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আহমাদ (১/২৩০), ইবনু আবী শাইবাহ (২/১২৫), ত্ববারানী (৩/১৬৭/২), বাযযার (৬৪৪), বাহ্শাল “তারীখু অসিত” (পৃ ১৩৮) ও

রামজরযুমী “আলআমসাল” গ্রন্থে (পৃ ৯১) তারা সকলে ইবনু নুমায়ের হতে, তিনি মুজালিদ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বায্যার বলেন:

হাদীসটিকে এ ভাষায় আমরা একমাত্র এ সনদেই চিনি। এটিকে ইবনু নুমায়ের মুজালিদ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুজালিদের কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু সা'ঈদ। হাফিয ইবনু হাজার প্রমুখ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

সম্ভবত এ কারণেই মুনযেরী হাদীসটিকে “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (১/২৫৭) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর মানাবী তার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন এবং অন্য একটি সমস্যার কথাও বলেছেন। তিনি শুধুমাত্র ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করার পর বলেছেন: এ হাদীসটির ব্যাপারে হাসানের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের রয়েছে, যাকে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর বর্ণনাকারী মুজালিদ হামদানী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীস কিছুই না, আর দারাকুতনী একে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সমস্যা বর্ণনার ব্যাপারে কয়েকভাবে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে:

(১) এর সনদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নাম মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের, যাকে দারাকুতনীর পক্ষ থেকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে রয়েছে অন্য ব্যক্তি যিনি ফারইয়াবী হিসেবে পরিচিত। হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন:

আমি তাকে চিনি না। আর সুলাইমানী তাকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

(২) হাফিয যাহাবীর “আযযু'য়াফা” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে মানাবী যাকে উল্লেখ করেছেন, আসলে এ নামে কাউকে এ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু নুসাইর অসেতী যিনি হাবীব ইবনু আবু সাবেত হতে বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যক্তিকেই দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

“আলমীযান” গ্রন্থে এরূপ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যাচ্ছে তাতে মানাবীর নিকট বিকৃতভাবে ইবনু নুসাইরের স্থলে ইবনু নুমায়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

(৩) আর এ ইবনু নুসায়েরের স্তর ইবনু নুমায়ের চেয়ে উঁচু।

(৪) মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের যেই হোক না কেন তাকে ইমাম আহমাদের সনদে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তিনি বলেন: ইবনু নুমায়ের বর্ণনা করেন মুজালিদ হতে ... আর তুবারানী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের, তার পিতা হতে, তিনি মুজালিদ হতে ... বর্ণনা করেন।

এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইমাম আহমাদের শাইখ হচ্ছেন ইবনু নুমায়ের, তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের, মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের নন, যেমনটি মানাবী ধারণা করেছেন। আর এ আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের নির্ভরযোগ্য, বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাকারী। অনুরূপভাবে তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের নির্ভরযোগ্য বরং তার পিতার চেয়েও বেশী নির্ভরযোগ্য যেমনটি আবু দাউদ বলেছেন।

মোটকথা; হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে একমাত্র মুজালিদ ইবনু সাঈদ। আর তিনিই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মানাবীর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থের কথায় আশ্চর্যান্বিত হতে হয়, কিভাবে তিনি বললেন:

সনদটি হাসান।

সতর্কবাণী: খুৎবাহ্ চলাকালীন সময়ে কথা বলা নিষেধ হওয়া মর্মে হাদীসটির শেষ বাক্যের সমর্থনে রসূল (ﷺ) কর্তৃক উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে সত্যায়ণ করার ব্যাপারে শাহেদ বর্ণিত হয়েছে:

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) আবু যার (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: “তোমার সলাত হতে তোমার জন্য শুধুমাত্র তুমি যে ক্রটি করলে তাই রয়েছে (মিলবে) ... আর রসূল (ﷺ) তার এ কথা কে সত্যায়ণ করেন।” দেখুন “সহীহত তারগীব অত্‌তারহীব” (১/৩০৩-৩০৪) ও “ইরওয়াউল গালীল” (৬১৯) হাদীসের ব্যাখ্যা।

১৭৭১. (مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرٍّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ: يَا رَاعِي! أَجَزَرْنِي شَاةٌ مِنْ غَنَمِكَ . قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ بِأَذْنِ خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأَذْنِ كَلْبِ الْغَنَمِ).

১৭৬১। যে ব্যক্তি হিকমাত শুনার জন্য বসে, অতঃপর তার সাখীর উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র শ্রবণকৃত নিকৃষ্টগুলো বর্ণনা করে তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে এক রাখালের নিকট এসে বলে: হে রাখাল! তোমার ছাগলের পাল হতে একটি ছাগল আমাকে দাও যেটি যবেহু করার

উপযুক্ত। সে তখন তাকে বলল: তুমি যাও সর্বোত্তমটির কান ধরে নিয়ে আস। ফলে সে গেল, এরপর সে ছাগলের পালের একটি কুকুরের কান ধরে নিয়ে আসলো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ (৪১৭২), আহমাদ (২/৩৫৩, ৪০৫, ৫০৮), ইবনুল আ'রাবী তার “মু'জাম” গ্রন্থে (১/২৩৯), আবুশ শাইখ “আলআমসাল” গ্রন্থে (২৯১) ও আব্দুল গানী মাকদেসী “আলইল্ম” গ্রন্থে (১/১৯) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আউস ইবনু খালেদ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর মাকদেসী ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মিহরান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর পর মাকদেসী বলেছেন:

এ সনদটি হাসান।

তিনি এরূপই বলেছেন। অথচ আলী ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'যান যিনি দুর্বল।

আর ইয়াযীদের বর্ণনায় ইউসুফ ইবনু মিহরানকে উল্লেখ করাটা হচ্ছে শায। কারণ ইমাম আহমাদের নিকট এ সূত্রে এবং অন্যান্য সূত্রেও আউস ইবনু খালেদকেই বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এ আউস হচ্ছেন মাজহুল যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সমস্যা।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

তিনি হাদীসটি হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। হাফিয ইরাকী বলেন: তার সনদটি দুর্বল। আর তার ছাত্র হাইসামী বলেন: এর সনদে আলী ইবনু যায়েদ রয়েছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

١٧٦٢. (مَثَلُ أَصْحَابِي فِي أُمِّي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا

بِالْمِلْحِ).

১৭৬২। আমার উম্মাতের মধ্যে আমার সাধীদের উদাহরণ হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে লবণের মত। খাদ্য তো লবণ ছাড়া পরিত্যক্ত হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনুল মুবারাক “আযযুহদ” গ্রন্থে (২/১৮১) কাওয়াকিব হতে ৫৭৫ নং ৫৭২), বাযযার (৩/২৯১), বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ” গ্রন্থে (২/১৫৮), কাযাঈ (২/১০৯) ও আবুল কাসেম হালাবী তার “হাদীস” গ্রন্থে (৩/১) ইসমাঈল মাক্কী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারা বৃদ্ধি করেছেন যে, হাসান বলেন: আমাদের লবণ চলে গেছে। অতএব আমরা কি করব?

আমি (আলবানী) বলছি: বর্ণনাকারী এ মাক্কীর কারণে এবং হাসান বাসরী কর্তৃক আনু আনু করে বর্ণিত হওয়ার কারণে সনদটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু ইয়ালা ও বাযযার বর্ণনা করেছেন যেমনটি “বাযলুন নুসহি অশশাফাকাতি লিততাল্লীফ বি সুহবাতিস সাইয়্যিদ অরাকাহু” গ্রন্থে (১/১১) এসেছে। বাযযার বলেন:

আমাদের শাইখ হাফিয় শিহাবুদ্দীন বৃসইরী বলেন: তার একটি শাহেদ রয়েছে সামুরাহ ইবনু জুনদুব (رضي الله عنه) এর হাদীস হতে, এটিকে বাযযার তার “মুসনাদ” গ্রন্থে আর ত্ববারানী তার “মুজাম” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাইসামী (১০/১৮) বলেন: ত্ববারানীর সনদটি হাসান।

তিনি এরূপই বলেছেন। অথচ এর সনদে জাফার ইবনু সা’দ রয়েছে যিনি দুর্বল। আর তিনি খুবাইব ইবনু সুলাইমান হতে বর্ণনা করেছেন ইনি মাজহুল। আর তিনি সুলাইমান ইবনু সামুরাহ হতে বর্ণনা করেছেন ইনি মাজহুল হাল (এর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না)।

হাদীসটিকে সুযুতী শুধুমাত্র আবু ইয়ালা বর্ণনা হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

তিনি হাদীসটির হাসান হওয়ার আলামাত ব্যবহার করেছেন, অথচ এটি হাসান নয়। হাইসামী বলেন: ইসমাঈল ইবনু মুসলিম হচ্ছেন দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু তাহের উমার ইবনু শুয়াইব নাসাবী- আলী ইবনুল হাসান ইবনু শাকীক হতে, তিনি সালামাহ ইবনু সুলাইমান এবং আন্দান হতে, তিনি ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি সালেম মাক্কী হতে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম (২/৩৫৪) বলেন: আমার পিতা বলেন: এটি ভুল। তিনি হচ্ছেন ইসমাঈল ইবনু মুসলিম মাক্কী, তিনি হাসান বাসরী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে আবু তাহের ভুল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি সত্যবাদী যেমনটি ইবনু আবী হাতিম “আলজারহ” গ্রন্থে (১/১/৪১৯-৪২০) বলেছেন। তবে তার বর্ণনা শায।

১৭৭৩. (لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَعِيمَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ نَزَعَ الْأُخِلَّةَ فِيهِ ﴿يَعْنِي: الْعَقْدُ﴾).

১৭৬৩। রসূল (সাঃ) যখন নু'য়াইম ইবনু মাসউদকে কবরে রাখেন তখন তিনি তাঁর মুখ দিয়ে (কাপড়ের) গিট খুলে দিয়েছিলেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্কী “আসসুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (৩/৪০৭) আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ দাওরী সূত্রে সুরাইজ ইবনুন নু'মান হতে, তিনি খালাফ ইবনু খালীফাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, -আমার ধারণা তিনি তার মনিব হতে শুনেছেন- তার মনিব হচ্ছেন মা'কাল ইবনু ইয়াসের ...।

বাইহাক্কী বলেন: ‘আমার ধারণা’ এ কথাটি আমি মনে করি দাওরীর।

আমি (আলবানী) বলছি: কখনও নয়, বরং এ কথা হচ্ছে খালাফ ইবনু খালীফার। তিনি ইবনু আবী শাইবার বর্ণনাতেও একই কথা বলেছেন। তিনি সেটিকে “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (৩/৩২৬) খালাফ ইবনু খালীফাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, আমার ধারণা তিনি মা'কাল হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি: ধারাবাহিক বিভিন্ন কারণে সনদটি দুর্বল।

(১) বর্ণনাকারী খালাফ ইবনু খালীফাহ্ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং তিনি দাবী করেছিলেন যে, তিনি সহাবী আমর ইবনু হুরাইস (রাঃ) কে দেখেছেন। এ কারণে ইবনু ওয়াইনাহ্ এবং আহমাদ তার প্রতিবাদ করেন।

(২) তার পিতা খালীফাহ্ হচ্ছেন আশজার দাস অসেতী। তাকে চেনা যায় না। তাকে ইমাম বুখারী (২/১/১৯১), ইবনু আবী হাতিম (১/২/৩৭৬), ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে (৪/২০৯) শুধুমাত্র তার ছেলে খালাফের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

(৩) হাদীসটিকে মা'কেল হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে খালাফ তার পিতার সনদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বরং তিনি কোন কোন বর্ণনায় তার থেকে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ “আলমারাসিল” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২১) বলেন: আব্বাদ ইবনু মূসা এবং সুলাইমান ইবনু দাউদ আতাকী হতে, আর খালাফ ইবনু খালীফা তার পিতার উদ্ধৃতিতে তাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। (পিতা) বলেন: তার নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) নু'য়াইম ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-কে কবরে রেখেছিলেন। আর আব্বাদ তার হাদীসের মধ্যে বলেন: আশযা'ঈকে কবরে ... আলহাদীস।

মোটকথা; হাদীসটি মুরসাল, সনদ দুর্বল।

অনুরূপভাবে বাইহাকী পরক্ষণেই আব্দুল অরেস সূত্রে উকবাহ্ ইবনু সাইয়্যার (মূলে আছে ইয়াসার) হতে, তিনি উসমান ইবনু আখী সামুরাহ্ হতে তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: তুমি তাকে তার গর্তের নিকট নিয়ে যাও। যখন তাকে তার লাহাদ কবরে রাখবে তখন বল: বিসমিল্লাহি, অ আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অতঃপর তার মাথার গিট এবং তার দু'পায়ের গিট খুলে দাও।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মওকুফ এবং দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ উসমান। তিনি হচ্ছেন ইবনু জাহাশ ইবনু আখী সামুরাহ্ ইবনু জুন্দুব। তাকে চেনা যায় না। ইমাম বুখারী, ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু হিব্বান (৫/১৫৫) তাকে শুধুমাত্র উকবাহ্ ইবনু সাইয়্যারের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

সতর্কবাণী: বর্ণনাকারী খালাফ কর্তৃক হাদীসের ভাষাকে সঠিকভাবে হেফয না করাটাও আলোচ্য হাদীসটির দুর্বল হওয়াকে শক্তিশালী করেছে। কারণ তিনি বলেছেন যে, নু'য়াইম ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হচ্ছেন আশযা'ঈ। অথচ তিনি নাবী (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরেও জীবন ধারণ করেন এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার মতভেদ নেই। এ কারণে হাফিয় ইবনু হাজার “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তি আশজা'ঈ নন। ... এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী শাইবাহ্ এক ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন:

আমি 'আলা হাযরামীর দাফনের সময় উপস্থিত থেকে তাকে আমরা

দাফন করি। অতঃপর আমরা ভুলে গিয়ে তার গিট না খুলেই তাকে তার কবরে রেখে (ঢুকিয়ে) দেয়। এরপর আমরা ইট সরিয়ে দেখলাম কবরের মধ্যে কিছুই নেই।”

অতঃপর তিনি (ইবনু আবী শাইবাহ্) এ অধ্যায়ে তাবেঈদের থেকে আরো কতিপয় আসার উল্লেখ করেছেন যেগুলো দুর্বলতা মুক্ত নয়। তবে এগুলোকে একত্রিত করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সালাফদের নিকট কবরে রেখে মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড়ের গিট খুলে দেয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল। আর এ কারণেই হয়তো হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরা ইমাম আহমাদের অনুসরণ করে এর পক্ষে কথা বলেছেন। আবু দাউদ তার “মাসাইল” গ্রন্থে (১৫৮) বলেন:

কবরে কাফনের গিট খুলে দেয়ার ব্যাপারে আমি ইমাম আহমাদকে বললাম অথবা তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? তিনি উত্তরে বললেন: হাঁ।

আর তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ তার “মাসাইল” গ্রন্থে (১৪৪/৫৩৮) বলেন:

আমার এক ছোট ভাই মারা গেল। অতঃপর তাকে যখন কবরে রাখা হলো এমতাবস্থায় আমার পিতা কবরের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন: হে আব্দুল্লাহ্! গিট খুলে দাও। তখন আমি তার গিটগুলো খুলে দিই।

১৭৬৬. (حَسَنُ الْوَجْهِ مَالٌ، وَحَسَنُ الشَّعْرِ مَالٌ، وَحَسَنُ اللِّسَانِ مَالٌ،
وَالْمَالُ مَالٌ).

১৭৬৪। সুন্দর চেহারা হচ্ছে সম্পদ, সুন্দর চুল হচ্ছে সম্পদ, সুন্দর যবান হচ্ছে সম্পদ আর সম্পদ সম্পদই।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১১১) এবং তার সূত্রে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৮৬) ইয়াহুইয়া ইবনু আশ্বাসাহ্ হতে, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। কারণ এ ইয়াহুইয়া মিথ্যুক, দাজ্জাল যেমনটি তার সম্পর্কে আলোচনা আসবে। হাফিয যাহাবী তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন: এগুলোর সবগুলোই এ ব্যক্তির জাল করা।

“তানযীহুশ শারী'য়াতিল মারফু'য়াতি আনিল আখবারিশ শানী'য়াতিল

মাওযু'য়াহ্" গ্রন্থে এসেছে (২/২৯৯) তার মূল সুযুতীর “যাইলুল আহাদীসিল মাওযু'য়াহ্" গ্রন্থের (নং ৮৫১) অনুসরণ করে এসেছে:

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইয়াহুইয়া আযাসা রয়েছেন। ইবনু হিব্বান ও দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি জালকারী দাজ্জাল।

তা সত্ত্বেও সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটিকে ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতেই উল্লেখ করেছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ... মানাবী “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭৬০. (تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

১৭৬৫। জুম'য়ার দিনে সৎআমলগুলোক দ্বিগুণ করে (বাড়িয়ে) দেয়া হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (২/৪৮) হামেদ ইবনু আদাম হতে, তিনি ফাযল ইবনু মুসা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে হাদীসটিকে শুধুমাত্র ফাযল বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (ফাযল) নির্ভরযোগ্য, বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাকারী। আর তার শাইখ হাদীসের ক্ষেত্রে ভাল। সমস্যা হচ্ছে হামেদ ইবনু আদাম হতে। কারণ তাকে জুযজানী ও ইবনু আদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর আহমাদ ইবনু আলী সুলাইমানী তাকে তাদের মধ্যেই গণ্য করেছেন যারা হাদীস জাল করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

১৭৬৬. (تَصَافَحُوا فَإِنَّ الْمَصَافَحَةَ تَذْهَبُ بِالشُّحْنَاءِ، وَتَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ

تَذْهَبُ بِالْغُلِّ).

১৭৬৬। তোমরা মুসাফাহা কর, কারণ মুসাফাহা কুপণতাকে দূর করে আর তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, কারণ হাদিয়া শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষকে দূর করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৩৭৯), ইবনু আদী (১/৩৬১), তার থেকে ইবনু আসাকির (২/১৭১/১৫), আব্দুল আযীয কাতানী তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/২৩৭) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ‘ঈসা ইবনু সুমাই’ হতে, তিনি মুহাম্মাদ আবু যু'য়াইযু'য়াহ্ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ওকাইলী বলেন:

মুহাম্মাদ ইবনু আবু যু'য়াইযু'য়াহ্ সম্পর্কে বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

ওকাইলী বলেন: এ কথা ভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সেটির ভাষা এ হাদীসের ভাষা বিরোধী, যার সূত্রটিও বেশী সঠিক এ সূত্র হতে।

হাফযি যাহাবী বলেন: এ হাদীসটি উক্ত ব্যক্তির মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু আদী বলেন: ইবনু সুমাই'র মধ্যে কোন সমস্যা নেই আর ইবনু আবী যু'য়াইযু'য়ার অধিকাংশ বর্ণনার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

হাদীসটি সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (২/২৯৬) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

“তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা কর তোমাদের অন্তরসমূহ থেকে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা দূর হবে।”

এটিকে ইমাম মালেক “আলমুওয়াত্তা” গ্রন্থে (২/৯০৮/১৬) আতা ইবনু আবু মুসলিম আব্দুল্লাহ্ খুরাসানী হতে মু'যাল (একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখিত না হওয়া) সনদে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

১৭৬৭. (إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَرَأَى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ! هَذَا

عَبْدِي فَوْقَ دَرَجَتِي! قَالَ: نَعَمْ، جَزَيْتُهُ بِعَمَلِهِ وَجَزَيْتَكَ بِعَمَلِكَ).

১৭৬৭। এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল তার দাস তার উপরের স্তরে। তখন সে বলল: হে প্রতিপালক! এ তো আমার দাস আমার স্তরের উপরে! তিনি বললেন: হ্যাঁ। তাকে তার কর্মের বিনিময় দান করেছি আর তোমাকে তোমার কর্মের বিনিময় দান করেছি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১৫৪/১), তার থেকে খাতীব “আততারীখ” গ্রন্থে (৭/১২৯), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ ৫৩) ও

ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩৪) বাশীর ইবনু মাইমুন আবু সাইফী সূত্রে মুজাহিদ ইবনু জাবর হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضি) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তুবারানী বলেন: মুজাহিদ হতে শুধুমাত্র আবু সাইফী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ওকাইলী ও ইবনু আদী আবু সাইফীর জীবনীতে কতিপয় হাদীসের মধ্যে এ হাদীসটিকেও উল্লেখ করে বলেছেন:

এ হাদীসগুলো নিরাপদ নয়। আর এগুলোর মুতাবা'য়াতও করা হয়নি।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাতরুক। মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

১৭৭৮. (كَانَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يَكْثُرُ أَنْ يُرْفَعَ بَصَرُهُ إِلَى السَّمَاءِ).

১৭৬৮। তিনি যখন বসে কথা বলতেন তখন বেশী বেশী তার দৃষ্টিকে আসমানের দিকে উঁচু করতেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (৪৮৩৭), ইবনু আসাকির (১৩/১২৯/২) ও যিয়া (৫৮/১৭৬/২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ই'য়াকুব ইবনু উৎবাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীয হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালাম হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৫/৩৬১) ও বাগান্দী “মুসনাদু উমার ইবনু আব্দুল আযীয” গ্রন্থে (পৃ ২) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: আমাকে সুফইয়ান ইবনু অকী' হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন ইউনুস ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ই'য়াকুব ইবনু উৎবাহ্ হতে। তবে তিনি বৃদ্ধি করে বলেছেন: তার পিতা হতে।

এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস। তিনি সুফইয়ান ইবনু অকী' ছাড়া সবার নিকট হতেই আন'আন করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বিরোধিতা করে সনদের মধ্যে বৃদ্ধি করেছেন। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। হাফিয় ইবনু হাজার বলেন:

তিনি সত্যবাদী ছিলেন। কিন্তু তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়া হয়েছিল যা তার হাদীস নয় তাকে তার হাদীসের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে। তাকে নাসীহাত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। ফলে তার হাদীস নিষ্কিণ্ড হয়েছে।

১৭৬৭. (لَيْسَ مِنَ الْمَرْوَةِ الرَّيْحُ عَلَى الْإِخْوَانِ).

১৭৬৯। ভাইদের নিকট হতে লাভ গ্রহণ করা দাক্ষিণ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয় বা দ্বীনকে রক্ষা করার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১৭/২৩৩/১) মাইমুন ইবনু ইসমাঈল দেমাস্কী হতে, তিনি সালেম ইবনু জানাদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হানীফাহ্ হতে, তিনি আমর ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইবনু আসাকির হাদীসটিকে এ মাইমূনের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর সালেম ইবনু জানাদাকে আমি চিনি না। অনুরূপভাবে তার পিতাকেও চিনি না। হতে পারে সালেম বিকৃত হয়েছে সাল্ম হতে। যদি এরূপ হয় তাহলে তিনি নির্ভরযোগ্য। আর তার পিতা সত্যবাদী তবে তার কিছু ভুল আছে। যেমনটি “আতাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আর আবু হানীফাহ্ তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল। তার সম্পর্কে (৪৫৮) নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মানাবী বলেন: হাফিয় যাহাবী “মুখতাসারুত তারীখ” গ্রন্থে বলেন: হাদীসটি মুনকার।

১৭৭০. (مَنْ أَسِيفَ عَلَى دُنْيَا فَأَتَتْهُ اقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَمَنْ أَسِيفَ عَلَى آخِرَةٍ فَأَتَتْهُ اقْتَرَبَ مِنَ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ).

১৭৭০। যে দুনিয়া ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে আফসোস করবে (দুনিয়ার কোন কর্ম করতে না পারার জন্য চিন্তিত হবে), সে এক হাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ জাহান্নামের আগুনের নিকটবর্তী হবে। আর যে আখেরাত ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে আফসোস করবে (আখেরাতের জন্য কোন কর্ম না করতে পারার জন্য চিন্তিত হবে), সে এক হাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ জান্নাতের নিকটবর্তী হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবু আব্দুল্লাহ্ রাযী তার “মাশীখাহ্” গ্রন্থে (২/১৬৮) হাশেম

ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ মুয়াযযিন হতে, তিনি আমর ইবনু বাকর হতে, তিনি মুগীরাহ হতে, তিনি আমর ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল:

(১) বর্ণনাকারী মুগীরাহ হচ্ছেন ইবনু কায়েস বাসরী। আবু হাতিম বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। আর ইবনু হিব্বান তাকে “আসসিকাত” গ্রন্থে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

(২) আমর ইবনু বাকর হচ্ছেন সাকসাকী শামী। হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরুক।

(৩) হাশেম ইবনু মুহাম্মাদের জীবনী পাচ্ছি না। হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সাকসাকী হতে বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে রাযীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার জন্য খালী স্থান রেখে দিয়ে এর সনদটি সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

১৭৭১. (رَجِمَ اللَّهُ مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ، وَعَرَفَ زَمَانَهُ، وَاسْتَقَامَتْ طَرِيقَتُهُ).

১৭৭১। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন যে তার যবানকে হেফাযাত করল, যে তার যুগকে চিনতে সক্ষম হল এবং যার তরীকা ঠিক পথে চালিত হল।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে হাকিম তার “তারীখ” গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি সুযুতীর “আলজাম'উল কাবীর” গ্রন্থে (২/৩৯/১) এসেছে। আর তিনি “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র দাইলামীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী “ফাইয়ুল কাদীর” গ্রন্থে বলেন:

এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ইয়াশকুরী মাইমুনী রয়েছে। হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মিথ্যুক, খাবীস, হাদীস জালকারী। দারাকুতনী বলেন: তিনি মিথ্যুক। হাকিমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আর তার থেকে দাইলামী লাভ করেছেন। লেখক যদি মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করতেন তাহলে তাই উত্তম হতো।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি যদি তার গ্রন্থ থেকে একেবারে মুছে ফেলতেন তাহলেই বেশী উত্তম হতো। কারণ তিনি (সুযুতী) তার গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি তার এ গ্রন্থকে মিথ্যুক অথবা জালকারীর এককভাবে বর্ণনা হতে হেফাযাত করেছেন।

১৭৭২. (يَا ابْنَ عَوْفٍ! إِنَّكَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا رَحْفًا، فَأَقْرِضِ اللَّهَ يَطْلُقْ قَدَمَيْكَ). قَالَ: فَمَا أَقْرِضُ اللَّهَ؟ قَالَ: تَبَرُّاً مِمَّا أَنْتَ فِيهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ كُلِّهِ أَجْمَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَخَرَجَ ابْنُ عَوْفٍ وَهُوَ يَهُمُّ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: مَرَّ ابْنُ عَوْفٍ فَلْيُصِفِ الصَّيْفَ، وَلْيُطْعِمِ الْمَسْكِينِ، وَلْيُعْطِ السَّائِلَ، وَلْيَبْدَأْ بِمَنْ يَعْوَلُ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ تَرْكِيَةً مَا هُوَ فِيهِ).

১৭৭২। হে ইবনু আউফ! তুমি তো ধনীদেব অস্তভূক্ত। আর তুমি হামাশুড়ি দেয়া ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব তুমি আল্লাহকে ঋণ প্রদান কর ফলে আল্লাহ তোমার দু'পাকে মুক্ত করে দিবেন। সে বলল: আমি আল্লাহকে কি ঋণ প্রদান করব? তিনি বললেন: তুমি যার মধ্যে রয়েছে তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও। সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! সব কিছু হতেই? তিনি বললেন: হাঁ। এরপর ইবনু আউফ চিন্তিত অবস্থায় বের হয়ে গেলেন। এ সময় রসূল (ﷺ) তার নিকট দূত পাঠিয়ে বললেন: আমার নিকট জিবরীল (ﷺ) এসে বললেন: আপনি ইবনু আউফকে নির্দেশ দিন সে যেন মেহমানদের মেহমানদারী করে, মিসকীনদের খাদ্য প্রদান করে, ভিক্ষুককে দান করে এবং সে যাদের দায়িত্বে আছে যেন তাদেরকে প্রদান করার দ্বারা শুরু করে। সে যদি এরূপ করে তাহলে তা, সে যার মধ্যে রয়েছে তাকে পবিত্রকারী হয়ে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (৩/১৩১-১৩২), ত্ববারানী, তার থেকে আনু নু'য়াইম "আলহিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/৩৩৪) এবং অন্য সূত্রে (১/৯৯) ও হাকিম (৩/৩১১) খালেক ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবু মালেক সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আউফ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ...।

হাকিম বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ্।

আর হাকিম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বর্ণনাকারী খালেদকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি ফাকীহ হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। তাকে ইবনু মাঈন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

১৭৭৩. (إِنْ خَيْرَ الْمَاءِ الشَّيْمُ، وَخَيْرَ الْمَالِ الْفَنَمُ، وَخَيْرَ الرِّعَى الْأَرَاكِ وَالسَّلْمُ، إِذَا أَخْلَفَ كَانَ لَجِيْنَا، وَإِذَا سَقَطَ كَانَ ذَرِيْنَا، وَإِذَا أُكِلَ كَانَ لَبِيْنَا).

১৭৭৩। সর্বোত্তম পানি হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি। সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে ছাগল। সর্বোত্তম চারণভূমি হচ্ছে আরাক এবং সালাম বৃক্ষ (সম্মিলিত ভূমি)। যখন পাতায় ভরে যায় তখন তা পরস্পরকে আঘাতকারী হয়ে যায় আর যখন পাতা পড়ে যায় তখন ধবংসাবশেষে পরিণত হয় আর যখন তা খাওয়া হয় তখন তা দুধ বৃদ্ধিকারী হয়ে যায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু কুতাইবাহ্ “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (১/১৩৫/১), তার থেকে দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (২/১১৬) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বানোয়াট। বর্ণনাকারী উমার ইবনু মুসা অজীহী হচ্ছেন এর সমস্যা। তিনি মিথ্যুক এবং জালকারী।

আর তার নিচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। তারা হচ্ছেন দাইয়ান ইবনু আব্বাদ মুযহেযী, ইসমাঈল ইবনু মিহরান, ইব্রাহীম ইবনু মুসলিম প্রমুখ।

এ হাদীসটি “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখিত বানোয়াট হাদীসগুলোর একটি এবং সেই হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর সনদের ব্যাপারে মানাবী তার দু‘গ্রন্থেই চুপ থেকেছেন।

১৭৭৪. (أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! رَبُّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِمَائُهُ إِلَّا بِالْغِنَى، وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَكَفَّرَ. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِمَائُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ، وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَكَفَّرَ. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِمَائُهُ إِلَّا بِالسَّقَمِ، وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لَكَفَّرَ. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلُحُ إِمَائُهُ إِلَّا بِالصِّحَّةِ، وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لَكَفَّرَ).

১৭৭৪। আমার নিকট জিবরীল (ﷺ) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি সালাম পাঠ করে বলেছেন: আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ এরূপ রয়েছে যার ঈমান সঠিক হয় না অমুখাপেক্ষিতা (ঐশ্বর্য) ছাড়া। আমি যদি তাকে ফাকীর বানিয়ে দেই

তাহলে সে কুফরী করে বসে। আর আমার বান্দাদের মধ্য হতে কেউ আছে যার ঈমান সঠিক হয় দরিদ্রতা ছাড়া। আমি যদি তাকে ধনী বানিয়ে দেই তাহলে সে কুফরী করে বসে। আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আছে যার ঈমান সঠিক হয় না রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া। আমি যদি তাকে সুস্থতা দান করি তাহলে সে কুফরী করে বসে। আবার আমার বান্দাদের মধ্য হতে কেউ আছে যার ঈমান সঠিক হয় না সুস্থতা ছাড়া। আমি যদি তাকে রোগী বানিয়ে দেই তাহলে সে কুফরী করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে খাতীব বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৬/১৫) আবু মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আবু মুহাম্মাদ মারওয়যী হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু ঈসা রামালী হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু সাঈদ সাওরী হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আবু কিলাবাহ হতে, তিনি কাসীর ইবনু আফলাহ হতে, তিনি উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া ইবনু ঈসা রামালীকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি সত্যবাদী সন্দেহ পোষণকারী। তাকে ইবনু মাঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর নাসাঈ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার নিচের দু'বর্ণনাকারীর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

১৭৭৫. (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمَحَارَبَةِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ مَا تَرَدَّدْتُ فِي قَبْضِ الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، مَا تَقَرَّبَ عَبْدِي بِمِثْلِ أَذَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمُؤَيِّدًا، دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ، وَسَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ، وَنَصَحَ لِي فَصَحْتُ لَهُ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي لَمَنْ يُرِيدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكْفُرْ عَنْهُ لَا يُدْخِلُهُ الْعَجَبُ فَيُفْسِدُهُ ذَلِكَ،

وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الْفَقْرُ، وَلَوْ أَعْتَبْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الصِّحَّةُ، وَلَوْ أَسْقَمْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا السَّقَمُ، وَلَوْ أَصَحَّحْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنِّي أَدَبِرُ عِبَادِي بِعِلْمِي بِقُلُوبِهِمْ، إِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

১৭৭৫। আল্লাহু তাবারাক অতা'য়ালা বলেন: যে আমার কোন অলীকে অসম্মানিত করল সে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। মু'মিনের আত্মা কবয করতে আমি যে দ্বিধা করি অন্য কোন কিছু করতেই এতো দ্বিধা করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি, অথচ মৃত্যু তার জন্য অবধারিত। আমার বান্দার ওপর আমি যা কিছু ফরয করেছি তা পালন করার দ্বারা সে যেরূপ আমার নৈকট্য লাভ করে, (অন্য কিছুর দ্বারা) সেরূপ আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আর আমার মু'মিন বান্দাকে আমি না ভালোবাসা পর্যন্ত সে নফল ইবাদাতগুলোর দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা অব্যাহত রাখে। আর আমি যাকে ভালোবাসি আমি তার জন্য কান হয়ে যাই, চোখ হয়ে যাই, হাত হয়ে যাই এবং সাহায্যকারী হয়ে যাই। সে আমাকে ডেকেছে ফলে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমার নিকট চেয়েছে ফলে আমি তাকে দিয়েছি। সে আমার জন্য নাসীহাত গ্রহণ করেছে তাই আমি তাকে নাসীহাত করেছি। আমার বান্দাদের মধ্য হতে কেউ এমন রয়েছে যে ইবাদাতের দরজা (পথ) চাই কিন্তু আমি তাকে তা থেকে বাধা দিয়েছি যাতে করে তার মাঝে অহংকার প্রবেশ না করে। কারণ তা তার আমলকে নষ্ট করে দিবে। আমার মু'মিন বান্দাদের মধ্য হতে কেউ এরূপ রয়েছে যে, তার ঈমানকে শুধুমাত্র দরিদ্রতা বিপ্লব করতে পারে, আমি যদি তাকে ধনী বানিয়ে দি তাহলে ধনী হওয়া তার ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। আর আমার মু'মিন বান্দাদের মধ্য হতে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যার ঈমানকে শুধুমাত্র সুস্থতা ঠিক রাখতে পারে, যদি তাকে রোগী বানিয়ে দিই তাহলে তা তার ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। আবার আমার মু'মিন বান্দাদের মধ্য হতে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যার ঈমানকে শুধুমাত্র অসুস্থতা ঠিক রাখতে পারে, আমি যদি তাকে সুস্থতা দান করি তাহলে তা তার ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। তাদের অন্তরসমূহ সম্পর্কে আমার জ্ঞান দ্বারা আমিই আমার বান্দাদেরকে পরিচালিত করি। কারণ সব কিছু সম্পর্কে আমি জ্ঞাত এবং অবগত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে বাইহাকী “আলআসমা অস সিফাত” গ্রন্থে (পৃ ১২১), আবু সালেহ হারমী “আলফাওয়াইদুল আওয়ালী” গ্রন্থে (২/২/১৭), বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ” গ্রন্থে (১/১৪২/১), আবু বাকর কালাবায়ী “মিফতাহুল মা’য়ানী” গ্রন্থে (১৯০-১৯১) ও যিয়া “আলমুত্তাকা মিন মাসমূ’য়াতিহি বিমারু” গ্রন্থে (৭৬-৭৭) হাসান ইবনু ইয়াহইয়া খুশানী হতে, তিনি সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম কাতানী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে, তিনি জিবরীল (ﷺ) হতে, তিনি আল্লাহ তাবারাক অতা’য়ালা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাদীসটিকে বাগাবী উমার ইবনু সাঈদ দেমাকী হতে, তিনিও সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দু’টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল:

(১) বর্ণনাকারী হিশাম কাতানীর জীবনী আমি পাচ্ছি না। দেখুন “সিলসিলাহ সহীহাহ” (৪/১৮৮-১৮৯)।

(২) বর্ণনাকারী সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ তিনি হচ্ছেন সামীন। হাফিয় যাহাবী “আযযু’রাফা” গ্রন্থে বলেন: ইমাম বুখারী ও আহমাদ বলেন: তিনি খুবই দুর্বল।

আর আরেক বর্ণনাকারী হাসান ইবনু ইয়াহইয়া খুশানীও দুর্বল। হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু উমার ইবনু সাঈদ দেমাকী তার মুতাবা’য়াত করেছেন যেমনটি দেখেছেন। তবে হাফিয় যাহাবী বলেন: তাকে (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন।

আর তাদের দু’জনের বিরোধিতা করে সালামাহ ইবনু বিশ্র বলেন: সাদাকাহ আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন ইব্রাহীম ইবনু আবু কারীমাহ হতে, তিনি হিশাম কাতানী হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (২/২৪৫/১) উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে হাসান ইবনু ইয়াহইয়া খুশানী বালাতী বর্ণনা করেছেন সাদাকাহ হতে, তিনি হিশাম হতে। এর মধ্যে তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবু কারীমাকে উল্লেখ করেননি। অতঃপর তিনি হাদীসটিকে তার সনদের এ হাসান হতে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সালামাহ সত্যবাদী যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব”

গ্রন্থে এসেছে।

আর এ ইবরাহীমকে আমি চিনি না। আর তিনি হচ্ছেন হাদীসটির তৃতীয় সমস্যা। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন।

এটিকে হাইসামী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে অনুরূপভাবে উল্লেখ করে (১০/২৭০) বলেছেন: এটিকে আব্বাসী বর্ণনা করেছেন আর এর সনদের মধ্যে একদল বর্ণনাকারী রয়েছেন আমি তাদেরকে চিনি না।

হাদীসটির প্রথম অংশ (...ونصح) বাক্যের পূর্ব পর্যন্ত ইমাম বুখারী আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন তারা দু'জনই সমালোচিত। কিন্তু হাফিয ইবনু হাজার তার (১১/২৯২-২৯৩) কতিপয় শাহেদ উল্লেখ করে সেগুলোর অধিকাংশকেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত আমার পক্ষে শাহেদগুলোর সনদ নিয়ে সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করা সম্ভব হয়নি। সেগুলো কি শাহেদ হওয়ার উপযুক্ত নাকি উপযুক্ত নয়?

অতঃপর আমার পক্ষে সেগুলোর অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এবং অনুসন্धानে সেগুলোর নয়টি সূত্র পেয়েছি এবং একটি একটি করে সেগুলোর তাখরীজ করেছি। সেগুলোর কোন কোনটির দ্বারা একটু পূর্বে উল্লেখিত আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীসের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। এ কারণে ইমাম বুখারী কর্তৃক আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত সে হাদীসটিকে “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থে (১৬৪০) উল্লেখ করেছি।

১৭৭৬. (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، بِهِ يَقْصِمُ اللَّهُ كُلَّ جَبَّارٍ، مَنْ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ، مَرَّتَيْنِ، قَوْلُ فَضْلٍ، وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، لَا تَخْتَلِفُهُ الْأَلْسُنُ، وَلَا تَفْنِي أَعَاجِيبُهُ، فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَفَصْلٌ مَا بَيْنَكُمْ، وَخَيْرُ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ).

১৭৭৬। আমার নিকট জিবরীল (রাঃ) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার পরে আপনার উম্মাত মতভেদ করবে। তিনি বলেন: আমি তাকে বললাম: এ থেকে বের হওয়ার উপায় কি হে জিবরীল? তিনি বললেন: কিতাবুল্লাহ। তার দ্বারাই আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক অত্যাচারীকে ভেঙ্গে

(ধ্বংস করে) দিবেন। যে তাকে আঁকড়ে ধরবে সে নাজাত পেয়ে যাবে। আর যে তাকে ত্যাগ করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি এ কথা দু'বার বললেন। চূড়ান্ত কথা, তামাশার কথা নয়। যবানগুলো তাকে তৈরি করতে সক্ষম নয়। তার বিস্ময়কর বস্তুগুলো শেষ হবে না। এতে তোমাদের পূর্বের ঘটনাবলী রয়েছে, তোমাদের মাকের সমস্যার সমাধান রয়েছে এবং তোমাদের পরে যা কিছু ঘটবে সেগুলোরও খবর রয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (১/৯১) ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরায়ী হারেস ইবনু আব্দুল্লাহ্ আ'ওয়ার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি বললাম: অবশ্যই আমি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট আসব বিকাল বেলা যা শুনেছি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি বলেন: আমি 'এশার পরে তার নিকট আসলাম অতঃপর তার নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে বললেন: আমি রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: দু'টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল:

(১) বর্ণনাকারী হরেসকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। যদিও তার হাদীস চারটি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। ইবনুল মাদীনী বলেন: তিনি মিথ্যুক। নাসাই বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি দুর্বল। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

(২) ইবনু ইসহাক কর্তৃক এ ভাষায় বর্ণনা করা যে, ‘তিনি বলেন’ তা আনু আনু করে বর্ণনা করার মতই। আর তিনি হচ্ছেন মুদাল্লিস। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তাঁর মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

হাদীসটিকে হুসাইন জু'ফী হামযাহ্ যাইয়্যাৎ হতে, তিনি আবুল মুখতার ভুই হতে, তিনি ইবনু আখিল হারেস আলআ'ওয়ার হতে, তিনি হারেস হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে দারেমী (২/৪৩৫), ইবনু আবী শাইবাহ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (১২/৬১/১) ও তিরমিযী (৪/৫১-৫২) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র যাইয়্যাৎের হাদীস হতেই এটিকে চিনি আর তার সনদটি মাজহুল। আর হারেসের হাদীসের সমালোচনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল মুখতার আত্‌তাই মাজহুল (অপরিচিত)।

হাফিয যাহাবী বলেন: কুরআনের ফাযীলাত সম্পর্কে বর্ণিত তার হাদীস মুনকার।

অতঃপর হাদীসটিকে দারেমী আবুল বুখতারী সূত্রে হারেস হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল বুখতারীর নাম হচ্ছে সাঈদ ইবনু ফীরোয। তিনি নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। তার নিকট পর্যন্ত সনদটি সহীহ। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ হারেস।

১৭৭৭ - "أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! كُنْ عَجَاجًا نَبَّاجًا."

১৭৭৭। আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি সশব্দে তালবিয়্যাহ পাঠ করুন এবং হাজ্জের পশু নাহর করুন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে “আলজামে” গ্রন্থে আহমাদ ও যিয়ার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে সায়েব ইবনু খাল্লাদ হতে। হাদীসটি “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (৪/৫৬) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আবু লাবীদ হতে, তিনি আলমুত্তালিব ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হানতাব হতে, তিনি সায়েব ইবনু খাল্লাদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরীল (ﷺ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলেন: আপনি সশব্দে তালবিয়্যাহ পাঠক করুন এবং হাজ্জের পশু নাহর করুন। আজ্জু হচ্ছে তালবিয়্যাহ পাঠ করা আর সাজ্জু হচ্ছে উট নাহর করা। এটি আহমাদের ভাষা ...। সর্বাবস্থায় সনদটি দুর্বল ইবনু ইসহাক কর্তৃক আনু আনু করে বর্ণনাকৃত হওয়ার কারণে। কারণ তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। হাদীসটি অন্যরা বর্ণনা করেছেন যেখানে আলোচ্য এ ভাষা নেই। দেখুন “মিশকাত” (২৫৪৯)।

১৭৭৮. (أَتَذَرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ. قَالَ: الْمَنِيحَةُ

أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ الْبِرَّهَمَ، أَوْ ظَهَرَ الدَّابَّةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ).

১৭৭৮। তোমরা কি জান কোন সাদাকাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তারা বলল: আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জ্ঞানেন। তিনি বললেন: হাদিয়্যাহ দেয়া, অর্থাৎ তোমাদের কারো তার ভাইকে এক দিরহাম দেয়া, অথবা পশুর পিঠ ব্যবহারের জন্য দেয়া, অথবা বকরীর দুধ বা গরুর দুধ পান করতে দেয়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (১/৪৬৩) ইব্রাহীম হাজরী সূত্রে আবুল আহুওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইব্রাহীম হচ্ছেন ইবনু মুসলিম, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি মওকুফগুলোকে মারফু' বানিয়েছেন যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

হাইসামী (৩/১৩৩) বলেন: হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ ও আবু ই'য়াল বর্ণনা করেছেন। তিনি বৃদ্ধি করে “দীনার অথবা গরুর কথা উল্লেখ করেছেন। বাযযার ও ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমাদের বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন সহীহ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয হাইসামীর এ কথা লক্ষ্য না করে বলা কথা যেমনটি আহমাদ শাকের বলেছেন। কারণ এ ইব্রাহীম দুর্বল। বিশেষ করে আবুশ আহওয়াস হতে তার বর্ণনার ক্ষেত্রে। এ ছাড়াও তিনি সহীহ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং ইবনু মাজাহ্ ছাড়া হয় মুহাদ্দিসের কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি।

১৭৭৭. (إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ: الْقُرْآنَ وَاللَّيْنَ، أَمَّا اللَّيْنُ فَيَتَغَوَّنَ الرِّيفَ، وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وَيَتْرَكُونَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمَنَافِقُونَ، فَيَجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ).

১৭৭৯। আমি আমার উম্মাতের জন্য দু'টি ব্যাপারে ভয় করছি: কুরআন আর দুখ। দুখকে (এক শ্রেণীর লোক ভালোবেসে) তারা গ্রাম্য অবস্থাকে অনুসন্ধান করবে, মনোবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং সলাতগুলোকে ছেড়ে দিবে। আর কুরআনকে মুনাফিকরা শিখবে, এরপর (অপব্যাখ্যা করে) তার দ্বারা মু'মিনদের সাথে ঝগড়া করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/১৫৬) যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি আবুস সামহ হতে, তিনি আবু কাবীল হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু আমের (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন: রসূল (সাঃ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবুস সাম্‌হ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তার নাম হচ্ছে দাররাজ। তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

হাইসামী (১/১৮৭) বলেন: হাদীসটিকে আহমাদ ও ত্ববারানী “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যার সনদে দাররাজ আবুস সাম্‌হ রয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুযুতী “যাওয়াইদুল জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে ত্ববারানীর বর্ণনায় নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

أتخوف على امتي اثنتين: يتبعون الأرياف والشهوات، ويتركون....

ভিন্ন ভাষায় হাদীসটি সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে আমি (আলবানী) “সহীহাহ্” গ্রন্থে (২৭৭৮) উল্লেখ করেছি।

١٧٨٠ - "إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطُتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَطُطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَ مَلَكٌ وَاضِعٌ جِهَتَهُ لِلَّهِ سَاجِدٌ، وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، (وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ)، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَخَافُونَ إِلَى اللَّهِ).

১৭৮০। আমি তাই দেখি যা তোমরা দেখনা আর তাই শুনি যা তোমরা শুনো না। আসমান চিৎকার করে উঠল এবং তার চিৎকার করাই উচিত। কারণ চার আঙ্গুল সমপরিমাণ আসমানের প্রতিটি স্থানে একজন ফেরেশতা তার কপালকে আত্মাহর জন্য অবনত করে। আত্মাহর কসম আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে আর বেশী বেশী কাঁদতে, [আর বিছানায় তোমরা নারীদের দ্বারা মজা করতে না] আর তোমরা অবশ্যই রাস্তাগুলোতে বেরিয়ে পড়তে। তোমরা আত্মাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

হাদীসটি বঙ্কনীর মধ্যের অংশ টুকু ছাড়া সহীহ। এটিকে পূর্বে দুর্বল আখ্যা দেয়া হলেও পরবর্তীতে তিনি (আলবানী) উক্ত অংশ ছাড়া হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (৮৫২, ১৭২২, ১০৫৯, ১০৬০, ৩১৯৪। কিছু অংশ বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (২/২৫৯), ইবনু মাজাহ্ (২/৫৪৭), তুহাবী “আলমুশকিল” গ্রন্থে (২/৪৪) ও আহমাদ (৫/১৭৩) ইবরাহীম ইবনু মুহাজ্জির হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি মুওয়াররিক হতে, তিনি আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

(তিরমিযীতে হাদীসটির শেষে এসেছে): [আমি পছন্দ করি যে, আমি যদি বৃক্ষ হয়ে যেতাম যাকে কেটে ফেলা হবে]। এ বাক্যটি হচ্ছে আবু যার (রাঃ)-এর নিজের কথা।

আমি (আলবানী) বলছি: এর বর্ণনাকারী ইবরাহীমের হেফযে ক্রটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল।

১৭৮১. (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرَّةً يَعْنِي لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ،

إِلَّا فِي الْيَمِينِ: الْأَضْحَى وَالْفَطْرِ، وَلَيْسَ لَهُنَّ نَصِيبٌ فِي الطَّرْقِ إِلَّا الْخَوَاشِي).

১৭৮১। নারীদের (গৃহ) হতে বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই বাধ্য হওয়া ছাড়া। অর্থাৎ তাদের খাদেম যদি না থাকে তাহলে বের হতে পারবে। তবে দু'ঈদ: ফিতর এবং আযহাতে বের হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর রাস্তার ধার ছাড়া রাস্তার মধ্যে তাদের কোন অংশ নেই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৮৯) সিওয়ার হতে, তিনি আতিয়াহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

সিওয়ার ইবনু মুস'য়াবের অধিকাংশ বর্ণনা নিরাপদ নয়। তিনি দুর্বল। যেমনটি মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।

তার সূত্রেই হাদীসটিকে তুবারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি “আলফায়েয” গ্রন্থে এসেছে এবং তিনি বলেছেন: হাইসামী বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

১৭৮২. (اتَّقُوا الْبُؤْلَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ).

১৭৮২। তোমরা পেশাব হতে বেঁচে থাক। কারণ কবরে পেশাবের ব্যাপারে সর্বপ্রথম বান্দার হিসাব নেয়া হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আবী আসেম “আলআওয়াইল” গ্রন্থে (নং ৯৩) দুহাইম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি হাইসামী ইবনু হুমায়েদ হতে

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে মাকহুল হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। নাম না-নেয়া ব্যক্তি ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

মুনযেরী যে “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (১/৮৮) বলেছেন: হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এমন এক সনদে যাতে সমস্যা নেই, আর হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (১/২০৯) যে বলেছেন: বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, আর মানাবী যে “আলফায়েষ” গ্রন্থে বলেছেন: লেখক হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, তাদের এসব কথা সঠিক নয়।

কারণ ত্ববারানীর “আলমুজামুল কাবীর” গ্রন্থের এক কপিতে নাম না নেয়া ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন আইউব ইবনু মুদরেক হানাফী যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে। হাফিয যাহাবী বলেন: ইবনু মাঈন বলেন: তিনি কিছুই না। আরেকবার বলেন: তিনি মিথ্যুক। আর নাসাঈ ও আবু হাতিম বলেন: তিনি মাতরুক।

সম্ভবত এ বিষয়টি মানাবীর নিকট পরবর্তীতে স্পষ্ট হওয়ার কারণে তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে হাসান আখ্যা না দিয়ে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য ত্ববারানীর বর্ণনায় উল্লেখিত এ আইউব- আইউব ইবনু আবী তামীমাহ নন (যিনি নির্ভরযোগ্য), ইনি হচ্ছেন আইউব ইবনু মুদরিক। আর তার শিষ্য ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীমও সিখতিয়ানী নন (যিনিও নির্ভরযোগ্য)। বরং তিনি হচ্ছেন আবু ইব্রাহীম তরজুমানী যেমনটি ত্ববারানী অন্য হাদীসের মধ্যে তা স্পষ্ট করেছেন।

এ আইউবের আরেকটি বানোয়াট হাদীস (নং ১৫৯) আলোচিত হয়েছে।

ইবনু হিব্বানের নিকট আলোচ্য হাদীসটির সনদের আরেকটি সমস্যা রয়েছে। আর তা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা। তিনি “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (১/১৬৮) ইবনু মুদরিকের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি যাদেরকে দেখেননি তাদেরকে শাইখ হিসেবে দাবী করেন। তিনি ধারণা করতেন যে, তিনি তাদের থেকে শুনেছেন। তিনি মাকহুলের উদ্ধৃতিতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেন অথচ তিনি তাকে (মাকহুলকে) দেখেননি।

١٧٨٣. (اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأْيَهُ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

১৭৮৩। তোমরা যতটুকু জানতে সক্ষম হবে তা ছাড়া আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল। আর যে কুরআনের ব্যাপারে তার নিজ মত বলবে সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৩/৬৫), আহমাদ (১/২৬৯, ২৯৩, ৩২৩, ৩২৭), আবু ই'যালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১২৬), ইবনু জারীর “তাফসীর” গ্রন্থে (১/৭৭/৭৩-৭৬), অহেদী “আসবাবুন নুযূল” গ্রন্থে (পৃ ৪), বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ” গ্রন্থে (১১৭-১১৯) প্রথম বাক্যটি ছাড়া ইবনু জারীরের ন্যায় ও ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাস্ক” গ্রন্থে (১৪/৩৫৫/২) বিভিন্ন সূত্রে আব্দুল আ'লা আবু আমের সা'লাবী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ..।

তিরমিযী বলেন (বাগাবীও তার অনুসরণ করেছেন): হাদীসটি হাসান।

ইমাম তিরমিযীর নীতি অনুযায়ী তার এ কথার দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন যে, হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি। যদি এরূপই হয় তাহলে দু'টি ব্যাপারে ধরার বিষয় রয়েছে:

১। হাদীসটির প্রথম এবং শেষ বাক্যের স্বপক্ষে কোন শাহেদ (সাক্ষীমূলক বর্ণনা) বর্ণিত হয়নি। তবে মধ্যের বাক্যটি সহীহ এবং মুতাওয়াতিহ সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে।

২। এর সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুল আ'লা আবু আমের সা'লাবী। তাকে হাফিয যাহাবী “আযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে ইমাম আহমাদ ও আবু যুর'য়াহ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর হাফিয ইবনু হাজার “আত্-তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহকারী।

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে শাইখ আলবানী আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (অনুবাদক)

উল্লেখ্য শাইখ আলবানী হাদীসটির প্রথম বাক্যকে এবং প্রথম বাক্য সহকারে উল্লেখিত হাদীসকে “মিশকাত” গ্রন্থে (২৩২, ২৩৩) পূর্বে সহীহ আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দুর্বল আখ্যা দেন।

১৭৮৬. (اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَهَا مِنْ

الشَّبَعَانِ).

১৭৮৮। তোমরা অর্ধেক খেজুর (সাদাকা করার) দ্বারা হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে (নিজেদেরকে) রক্ষা কর। কারণ তা ক্ষুধার্তের সেরূপ প্রয়োজন মিটায় যে রূপ পরিতৃপ্তির জন্য প্রয়োজন মিটায়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ ১৯১) সংক্ষেপে ও ইবনু আদী (২/২০২) পূর্ণরূপে সিলাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন:

সিলাহ্ ইবনু সুলাইমানের অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মিথ্যুক যেমনটি ইবনু মা'ঈন ও আবু দাউদ বলেছেন আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে খাত্তাবী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (১/৬৭) শুরাহ্বীল ইবনু সা'দ সূত্রে জাবের হতে, তিনি আবু বাকর (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও খুবই দুর্বল। শুরাহ্বীল ইবনু সা'দকে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইবনু আবী যিইব বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী ছিলেন। মালেক বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাসাঈ বলেন: তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে (১/১৭১) বাযযারের বর্ণনায় আবু বাকর (رضي الله عنه) হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

“তোমরা অর্ধেক খেজুর (সাদাকা করার) দ্বারা হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে (নিজেদেরকে) রক্ষা কর। কারণ তা বক্রতাকে সোজা করে, আর ক্ষুধার্তের সে স্থানেই পতিত হয় পরিতৃপ্ত ব্যক্তির যেখানে পতিত হয়।”

অতঃপর তিনি অনুরূপভাবে আরো উল্লেখ করেন:

“তা ক্রটিকে বন্ধ করে দেয় এবং মন্দ মৃত্যুকে প্রতিহত করে।” এবং বলেন: এটিকে আবু ই‘য়াল্লা, দারাকুতনী “আলইলাল” গ্রন্থে ও দাইলামী আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন আর দারাকুতনী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/১/৪৩) আবু ই‘য়ালার সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। আর এটি তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (নং ৮৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল অসাতসী হতে, তিনি যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি শুরাহ্বীল ইবনু সা‘দ হতে, তিনি জাবের হতে, তিনি আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। শুরাহ্বীল সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর অসাতসী সম্পর্কে বায্যার বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন। আর দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বায্যার বলেন: যায়েদ হতে অসাতসী ছাড়া কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। আর আবু বাকর (রাঃ) হতে শুধুমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: অর্থাৎ এ ভাষায় এবং এভাবে পূর্ণতা দেয়ার দ্বারা। আর এ কারণেই আমি হাদীসটিকে এখানে তাখরীজ করেছি। অন্যথায় হাদীসটির প্রথম অংশ বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে একদল সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “সহীহ্ জামে‘উস সাগীর” (১১৩)।

১৭৮৫. (اَتَّقُوا خِدَاجَ الصَّلَاةِ، إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا).

১৭৮৫। তোমরা অসম্পূর্ণ সলাত হতে বেঁচে থাক। ইমাম যখন রুকু‘ করে এরপর তোমরা রুকু‘ কর এবং সে যখন উঠে এরপর তোমরা উঠো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৪৩) হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে আর ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/৩১/২) কুতাইবাহ্ ইবনু সাঈদ সূত্রে আর তারা উভয়ে আইউব ইবনু জাবের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উসাম হানাফী হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর পেছনে সলাত আদায় করছিল। সে রসূল (সাঃ) রুকু‘ করার পূর্বেই রুকু‘ করা শুরু করল এবং (রুকু‘ হতে) তিনি

উঠার পূর্বেই উঠে যাচ্ছিল। অতঃপর রসূল (ﷺ) যখন স্বীয় সলাত শেষ করলেন তখন বললেন: কে এই ব্যক্তি? সে বলল: আমি হে আল্লাহর রসূল! আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি তা জানতে সক্ষম হলেন নাকি হলেন না? তখন তিনি বললেন: ...।

তুবারানী বলেন: ইবনু উসাম হতে আইউব ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। কুতাইবাহ্ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তবে হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ তার (কুতাইবার) মুতাবা'য়াত করেছেন যেমনটি দেখেছেন।

আর আইউব ইবনু জাবের দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে। অতএব হাদীসটি দুর্বল।

আর আব্দুল্লাহ ইবনু উসামকে বলা হয়: ইবনু ইসমাহ্। তিনি নির্ভরযোগ্য, ইবনু আবী হাতিম (২/২/১২৬) তার জীবনী উল্লেখ করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: তিনি শাইখ। তিনি আবু যুর'যার উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করেছেন যে, তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। আর ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, ভুলকারী।

হুইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (২/৭৭) বলেন: হাদীসটিকে আহমাদ ও তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আইউব ইবনু জাবের রয়েছে। আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন: তার হাদীস সত্যবাদীদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবনু আদী বলেন: তার হাদীসের একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে। তাকে ইবনু মা'ঈন ও একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭৮৬. (أَقْبُوا هَذَا الْقَدْرَ، فَإِنَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ).

১৭৮৬। তোমরা এ কাদর (নিজে আলোচনাকারীদের) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তা খৃষ্টানদের একটি শাখা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে মুখাল্লেস “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৯/২০০/১), ইবনু বিশরান “আলআমালী” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮), ইবনু আদী (ক্বাফ ১/২৮৫), তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৩১/২), আবু নু'য়াইম “আররুওয়াতু আন আবী নু'য়াইম ফাযল ইবনু দুকায়েন” গ্রন্থে (১/২), লালকাঈ

“আসসুন্নাহ” গ্রন্থে (১/১৪৪/১) ও আহমাদ ইবনুল মুহান্দিস “হাদীসুল্ আন আফিয়াহ্ অ গাইরিহি” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৩২) কাসেম ইবনু হাবীব হতে, তিনি নায্যার ইবনু হাইয়ান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: এ ইরজা (মুরজিয়াহ্ আক্বীদাহ্) হতে তোমরা বেঁচে থাক, কারণ তা খৃষ্টানদের একটি শাখা।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ নায্যার সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনু হিব্বান “আযু’য়াফা” গ্রন্থে (৩/৫৬-৫৭) বলেন:

তিনি কম বর্ণনাকারী, তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। ইকরিমাহ্ হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলো তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি মনে হবে যে, তিনি তা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর কাসেম ইবনু হাবীব সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন: তিনি কিছুই না।

١٧٨٧. (أَتَقَى اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدَى فَرِيضَةَ رَبِّكَ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ، فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَبِئْسَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ خَادِمٍ).

১৭৮৭। হে ফাতেমাহ্! আল্লাহকে ভয় কর, তোমার প্রতিপালকের দেয়া ফরযকে আদায় কর, তোমার পরিবারের কর্ম সম্পাদন কর। তুমি যখন তোমার বিছানা গ্রহণ করবে তখন তুমি তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্ বল, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ্ বল আর চৌত্রিশবার আল্লাহ্ আকবার বল। এ হচ্ছে একশতবার। তোমার জন্য এগুলো খাদেমের চেয়ে বেশী উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু দাউদ (২/৩৪) আবুল অরুদ হতে, তিনি ইবনু আগইয়াদ হতে, তিনি বলেন: আমাকে আলী (রাঃ) বলেন: আমি তোমাকে কি আমার থেকে এবং ফাতেমাহ্ বিনতু রসূলিল্লাহ্ (সাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করে গুনাবো না এমতাবস্থায় যে, সে (ফাতেমাহ্) রসূল (সাঃ)-এর পরিবারের মধ্য থেকে তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিল? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: সে বাড়ি পরিষ্কার করত ফলে তার কাপড় ময়লাযুক্ত হয়ে যেত।

রসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু খাদেম আসলে আমি তাকে বললাম: তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একজন খাদেম চাইতে। এ কারণে সে তাঁর নিকট আসল, কিন্তু তাঁর নিকট অনেক আলোচনাকারী দেখে সে ফিরে আসল। এরপর রসূল (ﷺ) পরের দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তখন ফাতেমা চুপ থাকল। আমি তখন বললাম: আমি বলছি হে আল্লাহর রসূল! সে পেশক (যাঁতা) চালানোর কারণে তার হাতে দাগ পড়ে গেছে। আর পানির পাত্র বহনের কারণে তার কাঁধে (তার গলাতেও) দাগ পড়ে গেছে। আপনার কাছে যখন খাদেমরা এসেছিল তখন আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সে যেন আপনার নিকট গিয়ে আপনার কাছে একজন খাদেম চাই। যাতে করে সে যে কষ্টের মধ্যে রয়েছে সে তাকে বাঁচাতে পারে। তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ...। ফাতেমা বললেন: আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (ﷺ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু আগইয়াদের নাম হচ্ছে আলী। তিনি মাজহুল যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার বলেছেন।

আর আবুল অরুদ হচ্ছেন সুমামাহ্ ইবনু হুযন কুশাইরী বাসরী। ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাকবূল। (অর্থাৎ মূতাবা'য়াতের সময়)।

হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিম প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এর প্রথমাংশ ছাড়া। অর্থাৎ এ মর্মে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের ভাষা আর এর মধ্যে মিল না থাকায় এ হাদীসটি দুর্বল।

১৭৮৮. (أَبُو بَرَاهِيمَ يَوْمَ النَّارِ إِلَى النَّارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهَا، قَالَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).

১৭৮৮। ইব্রাহীম (আ)কে যখন আগুনের দিনে আগুনের নিকট নিয়ে আসা হলো। অতঃপর যখন তিনি আগুন দেখলেন তখন বললেন: হাসবুনাল্লাহ্ অনি'মাল অকীল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (১/১৯) কাযী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস তায়ালিসী হতে, তিনি আব্দুর রহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু আইয়্যাশ ও তার উপরের বর্ণনাকারী ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী। আর তার নিচের দু'জন বর্ণনাকারীর জীবনী খাতীব বাগদাদী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (১০/৩৬, ১১/৮৬) উল্লেখ করেছেন।

আর কাযী আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমারের জীবনী আলোচনা করেছেন আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৮৮) এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মারা যান ৩৬২ হিজরীতে। তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। ইনিই হচ্ছেন এ সনদের সমস্যা।

তার ভাষার বিরোধিতা করা হয়েছে। খাতীব (১১/৮৬) হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস শাতাবী সূত্রে ইব্রাহীম ইবনু মূসা জাওযী হতে, তিনি আব্দুর রহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু য়ায়েদ সাকারী হতে, নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

নাবী (ﷺ) উহুদের দিনে আসলেন তখন তাঁকে বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! “একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর।” (সূরা আলু ইমরান: ১৭৩)। তখন তিনি বললেন: হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।”

তখন আব্দুল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করলেন: “যাদেরকে লোকে খবর দিয়েছিল যে, একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর ...।” (সূরা আলু ইমরান: ১৭৩)

বর্ণনাকারী এ শাতাবী ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ শাতাবীকে আমি চিনি না।

আর ইব্রাহীম ইবনু মূসা জাওযীকে তাওযী বলা হয়। তাকে খাতীবও (৬/১৮৭) নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

তার থেকে আরেকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু মা'মার হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি ইব্রাহীম ইবনু মূসা তাওযী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এ মুহাম্মাদ ইবনু মা'মারও মাজহুল। খাতীব তার একটি হাদীস (৩/৩০৪) ইয়াহুইয়া ইবনু হাফস ইবনু আযী হিলাল কুফী হতে তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

((من شارك ذميا فتواضع له))

এরপর খাতীব বলেন: এ হাদীসটি মুনকার, আমি এটিকে একমাত্র এ সনদেই লিখেছি।

এ ইবনু মা'মার অথবা তার শাইখকে হাফিয যাহাবী এ হাদীসটি জাল করার ব্যাপারে দোষারোপ করেছেন। তিনি তার জীবনীতে বলেছেন: তাকে চেনা যায় না।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: এর সমস্যা হচ্ছে ইয়াহুইয়া। আর তিনি যদি না হন তাহলে এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী সামী। কারণ তিনিও মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)।

আমি (আলবানী) বলছি: ইয়াহুইয়ার দ্বারা ই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করা ভাল। কারণ সামী থেকে দু'জন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন: একজন হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুখাল্লাদ আলআত্তার আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ইবনু মারদিবিয়্যাহু।

ইবনু যিয়াদ অথবা যায়েদের হাদীসটির সনদ এবং তার ভাষার বিরোধিতা করা হয়েছে। আহমাদ ইবনু ইউনুস বলেন: আমাদেরকে আবু বাক্র হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি আবু হুসাইন হতে, তিনি আবুয যুহা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন:

হাসবুনালাহু অনি'মাল অকীল কথাটি ইব্রাহীম (رضي الله عنه)কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ (স) তখনই বলেছিলেন যখন তারা বলেছিল: “একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর।” (সূরা আলু ইমরান: ১৭৩)।

এটিকে ইমাম বুখারী (৪৫৬৩) ও হাকিম (২/২৯৮) বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন: বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। কিন্তু তারা দু'জন (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেননি। আর হাফিয যাহাবী তার (হাকিমের) সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা সুস্পষ্টভাবে সন্দেহমূলক কথা বলেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন!

তারা দু'জন আরেকটি সন্দেহমূলক কথা বলেছেন আর তা হচ্ছে এই যে, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দেয়া। কারণ এ আবু বাক্র হতে ইমাম মুসলিম মুকাদ্দিমাতে ছাড়া অন্য কোথাও হাদীস বর্ণনা করেননি। আর মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে বহু সমালোচনা করেছেন। অতঃপর হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন:

তিনি একজন ইমাম, কিরাআতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী। কিন্তু তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভুলকারী এবং সন্দেহপোষণকারী। ইমাম বুখারী তার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য আবেদ। কিন্তু তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন তার হেফযে ত্রুটি দেখা দেয়। আর তার কিতাব সহীহ্।

বর্ণনাকারী ইসরাঈল হাদীসটির কিছু অংশের ব্যাপারে আবু হুসাইন হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এর ভাষা হচ্ছে:

ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁর শেষ কথা ছিল “হাসবিয়াল্লাহ্ অনি‘মাল অকীল”।

এটিকে ইমাম বুখারী (৪৫৬৪) মালেক ইবনু ইসমাঈল হতে, তিনি ইসরাঈল হতে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে আলোচিত আবু বাক্র হতে হাকিমের বর্ণনায় এ ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে।

ভাষা এবং সনদ উভয় ক্ষেত্রে মালেকের বিরোধিতা করে সালাম ইবনু সুলাইমান দেমাস্কী বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল হতে, তিনি আবু হুসাইন হতে, তিনি আবু সালেহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি:

এ সালাম সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী “আলকাশেফ” গ্রন্থে বলেন: তার কতিপয় মুনকার বর্ণনা রয়েছে।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বীরিব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মত ব্যক্তির দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা যায় না। তিনি সনদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেছেন। তিনি এটিকে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এটিকে মারফু' বানিয়ে ফেলেছেন। অথচ আবু বাক্র ও ইসরাঈল এ দু'নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এটি মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা হচ্ছে এই যে, আলোচ্য হাদীসটি মওকূফ হিসেবে সহীহ্। এর এক বর্ণনাকারী কর্তৃক আবু বাক্র হতে বুখারীর সহীহ্ বর্ণনার বিরোধী হওয়ার কারণে আর ইসরাঈল কর্তৃক তার মুতাবা'য়াত করার কারণে।

١٧٨٩. (تَحْفَةُ الصَّائِمِ الزَّائِرِ أَنْ تُغْلَفَ لِحْيَتُهُ، وَتُجَمَّرَ ثِيَابُهُ، وَيَذَرَّرَ، وَتُحَفَّ

الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ أَنْ تُمَشَّطَ رَأْسُهَا، وَتُجَمَّرَ ثِيَابُهَا، وَتَذَرَّرَ).

১৭৮৯। যিয়ারতকারী সওম পালনকারীর তোহুফা হচ্ছে এই যে, তার দাড়িতে সুগন্ধি মিশিয়ে দিতে হবে, তার কাপড়ে আগর কাঠের গন্ধ লাগিয়ে দিতে হবে আর এক ধরনের বিশেষ সুগন্ধি মাখিয়ে দিতে হবে বা (চোখে) সুরমা লাগিয়ে দিতে হবে। আর সওম পালনকারী নারীর জন্য তোহুফা হচ্ছে এই যে, তার মাথা (চুলে) চিরুনী করে দিতে হবে, তার কাপড়ে আগর কাঠের গন্ধ লাগিয়ে দিতে হবে এবং তাকে বিশেষ ধরনের সুগন্ধি দিতে হবে বা (চোখে) সুরমা লাগিয়ে দিতে হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আদী (১/১৭৩) মুহাম্মাদ ইবনু মূসা হারশী হতে, তিনি হুবাইরাহ্ ইবনু হুদায়ের আদাবী হতে, তিনি সা'দ আলহিয়া হতে, তিনি উমায়ের ইবনু মা'মুন হতে, তিনি হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

ইবনু আদী বলেন:

সা'দ ইবনু তুরাইফের হাদীসগুলো অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন: কারো জন্য তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ না। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি দ্রুত হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আর উমার ইবনু মা'মুনকে মা'মুনও বলা হয়ে থাকে। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন: তিনি কিছুই না।

আর হুবাইরাহ্ ইবনু হুদায়ের আদাবী সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি কিছুই না। আর মুহাম্মাদ ইবনু মূসা হারশী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে বাইহাক্কীর “আশুত্য়াবুল ঈমান” গ্রন্থের বর্ণনায় হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন: বাইহাক্কী পরক্ষণেই বলেন: সা'দের চেয়ে অন্যরা বেশী নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি এর চেয়েও নিকৃষ্ট যেমনটি পূর্বে স্পষ্ট হয়েছে।

আর এ সূত্রেই ইমাম তিরমিযী (২৫৯৬) প্রমুখ হাদীসটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

১৭৭০. (أَثَرُ دُرٍّ أَوْ لَوٍّ بِالْمَاءِ).

১৭৯০। তোমরা সারীদ তৈরি কর যদি পানি দ্বারাও হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/১৮), ত্ববারানী “আলমুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (নং ৭২৮৯) আক্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি আবু ইকাল হতে বর্ণনা করেছেন। আর ত্ববারানী (১১০৪) ও বাইহাক্বী “আশুয়াব” গ্রন্থে (২/১৯৫/২) আসেম ইবনু ত্বলহাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারুফু হিসেবে শুনেছি।

ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমার পিতা বলেন: আক্বাদ ইবনু কাসীর হাদীসের ক্ষেত্রে মুযতারিব। আমি ধারণা করেছিলাম যে, এর অবস্থা আক্বাদ ইবনু কাসীর বাসরীর চেয়ে ভাল। কিন্তু বাস্তবে তার অবস্থা তার নিকটতম অবস্থানেই রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আক্বাদ হচ্ছেন রামালী ফিলিস্তিনী দুর্বল বর্ণনাকারী। আর বাসরী হচ্ছেন মাতরুক যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে। আর তার সনদের মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে যেমনটি দেখেছেন। “আলইলাল” গ্রন্থে আরেকটি ইযতিরাবের ঘটনা ঘটেছে।

হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৫/১৯) বলেন:

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে আক্বাদ ইবনু কাসীর রামালী রয়েছে। তাকে ইবনু মাঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর একদল তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, ত্ববারানী হাদীসটিকে আনাস (رضي الله عنه) হতে অন্য সনদেও বর্ণনা করে বলেছেন: এর সনদে একদল বর্ণনাকারী রয়েছে তাদের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা সকলেই পরিচিত। তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন আসেম ইবনু ত্বলহাকে, আর তিনি হচ্ছেন মাজহুল যেমনটি “আললিসান” গ্রন্থে এসেছে। আর তার থেকে আক্বাদ বর্ণনা করেছেন আর আপনারা তার দুর্বলতার বিষয়টি জেনেছেন। আর তার থেকে আবু জাফার

নুফাইলী বর্ণনা করেছেন তার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ তিনি নির্ভরযোগ্য। আর তার থেকে তুবরানীর শাইখ আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তার পিতার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু ইকাল হাররানী, তিনি দুর্বল। কিন্তু বাইহাকীর নিকট তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

সার কথা হচ্ছে এই যে, হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আব্বাদের দুর্বল হওয়া আর সনদের মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়া।

১৭৭১. (لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا).

১৭৯১। সে সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত প্রতিটি কাবীলাকে তাদের মুনাফিকরা শাসন না করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে তুবরানী (৩/৪৮/১) হানাশ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন:

তিনি মাদীনার বাগানগুলোর কোন একটি বাগানে ছিলেন। তিনি তার দু'ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন। এ সময় দু'টি কাক অথবা দু'টি কবুতর উড়ে যাচ্ছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) সেদু'টির দিকে তাকিয়ে বললেন: আল্লাহর কসম! আমি এ দু'সন্তান মারা গেলে তাদের দু'জনের জন্য বেশী চিন্তিত হবো না, এ পাখি দুটো মারা গেলে যতটুকু চিন্তিত হবো এর চেয়ে। আমি এ দু'টির জন্য ততটুকুই ব্যথা পাব যতটুকু পিতা তার সন্তানের জন্য পেয়ে থাকে। কিন্তু আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ..।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর বর্ণনাকারী হানাশের নাম হচ্ছে হুসাইন ইবনু কায়েস। তিনি মাতরুক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার এবং হাইসামী “আলমাজমা” (৭/৩২৭) বলেছেন। আর মানাবী তার “ফায়েয” গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন। তবে তিনি তার “তাইসীর” গ্রন্থে কম করে বলেছেন: তার সনদটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বায্যার (৪/১৫০/৩৪১৬) এ সূত্রেই ঘটনা ছাড়া সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

১৭৭২. (مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَفِيٍّ).

১৭৯২। বান্দা যে সব বস্তুর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে গোপন সাজ্জাদার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক “আযযুহুদ” গ্রন্থে (নং ১৫৪) আর তার সূত্রে দাইলামী ও কাযাঈ (২/১০৫) আবু বাক্র ইবনু আবী মারইয়াম হতে, তিনি যমরাহ ইবনু হাবীব ইবনু সুহাইব হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবু বাক্র ইবনু আবী মারইয়াম হচ্ছেন আবু বাক্র ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মারইয়াম গাসসানী শামী। হাফিয় ইবনু হাজার বলেন:

তিনি দুর্বল। তার ঘরে চুরি সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর যমরাহ ইবনু হাবীব ইবনু সুহাইব নির্ভরযোগ্য তাবেঈ। এ কারণে হাদীসটি মুরসালও।

১৭৭৩. (أَحْبُوا صَهْبًا حُبَّ الْوَالِدَةِ لَوْلَاهَا).

১৭৯৩। তোমরা সুহাইবকে ভালবাস মাতা কর্তৃক তার সন্তানকে ভালবাসার ন্যায়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে হাকিম (৩/৪০১) ও ইবনু আসাকির (৮/১৯৩/২) ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু সাইফী ইবনু সুহাইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি সুহাইব হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে কোন হুকুম না লাগিয়ে চূপ থেকেছেন। আর হাফিয় যাহাবী বলেছেন: তার সনদটি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ ইউসুফকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আর তিনি তার পিতার ব্যাপারে বলেন:

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

১৭৭৬. (مَا أَكَلَ الْعَبْدُ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ كَدِّ يَدِهِ، وَمَنْ بَاتَ كَلَامًا مِنْ

عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ).

১৭৯৪। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের খাদ্য হচ্ছে সেটিই যেটিকে বান্দা তার নিজ হাতে উপার্জন করে খায়। আর যে ব্যক্তি তার

কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত হয়ে রাত যাপন করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া অবস্থায় সে রাত যাপন করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আসাকির (৪/৩২৪/১) হাসান ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি বাকিয়াহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি বুহায়ের ইবনু সা'দ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মিম'দান হতে, তিনি মিকদাম ইবনু মাদী কারুবা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি নাবী (ﷺ)-কে একদিন দেখলাম তিনি তাঁর দু'হাত ছড়িয়ে রেখে বলছেন: ...।

তিনি হাদীসটিকে হাসান ইবনু ইউসুফের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন হাসান ইবনু আলীর দাস আবু সাঈদ ত্বারমুসী। তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। একমাত্র হিশাম ছাড়া তার উপরের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ হিশামের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর বাকিয়্যার উদ্ধৃতিতে তিনি বলেন: তিনি (বাকিয়্যাহ্) বলেন: আমাদেরকে বুহায়ের হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন ...। বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক বুহায়ের হতে শ্রবণ স্পষ্ট করণের বিষয়ে আমার আশংকা এই যে, এটা হিশাম হতে সন্দেহমূলকভাবে ঘটেছে। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন।

অতঃপর আমি ইবনু আসাকিরকে হাদীসটি দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্র হতে বর্ণনা করতে দেখেছি, তারা দু'জনই বলেন: আমাদেরকে বাকিয়্যাহ্ বুহায়ের ইবনু সা'দ হতে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তবে হাদীসের দ্বিতীয় অংশ ছাড়া। বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক আনুমান করে বর্ণনা করা হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা। কিন্তু ইমাম আহমাদ (৪/১৩১) বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক তার (বুহায়ের) থেকে বর্ণিত অংশ ছাড়াই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব হাদীসটির একক সমস্যা হচ্ছে হাসান ইবনু ইউসুফ।

আর হাদীসটির প্রথম বাক্যটি সহীহ্। এটিকে সাওর ইবনু ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন খালেদ ইবনু মিম'দান হতে। আর বৃদ্ধি করে বলেছেন: “আল্লাহর নাবী দাউদ তার নিজ হাতে কর্ম করে খেতেন”।

এটিকে ইমাম বুখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

অতএব দ্বিতীয় বাক্যটি (ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له) মুনকার।

১৭৭০. (مَنْعَنِ رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهِدًا وَلَا غَيْرَهُ).

১৭৯৫। আমাকে আমার প্রতিপালক মু'য়াহাদ (নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তি) এবং অন্যদের প্রতি যুলুম করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইমাম সুয়ুতী “আলজামে” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন: হাকিম আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সহীহ হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। আর মানাবী এ ব্যাপারে কোন সমালোচনাই করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি “মুসতাদরা কুল হাকিম” গ্রন্থে (২/৬২২) মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'য়াস কুফী সূত্রে আবুল হাসান মুসা ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুসা ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি উবাই হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হুসাইন (রাঃ) হতে, তিনি তার পিতা 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।

এক ইয়াহুদীকে বলা হতো: জুরাইজারাহ। তার কয়েকটি দীনার রসূল (রাঃ)-এর নিকট ঋণ হিসেবে পাওনা ছিল। সে নাবী (রাঃ)-এর নিকট পরিশোধের জন্য বলল। তখন রসূল (রাঃ) তাকে বললেন: হে ইয়াহুদী! আমার নিকট তো এমন কিছু নেই যে তোমাকে দিব। সে বলল: হে মুহাম্মাদ! আপনি না দেয়া পর্যন্ত আমি আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হব না। তখন রসূল (রাঃ) বললেন: তাহলে তোমার সাথে বসব। রসূল (রাঃ) তার সাথে বসলেন। রসূল (রাঃ) সে স্থানেই যোহর, আসর, মাগরিব, 'ইশা ও সকালের সলাত আদায় করলেন। তাকে রসূল (রাঃ)-এর সহাবীগণ ভীতি প্রদর্শন করছিলেন। রসূল (রাঃ) বিচক্ষণতার সাথে বললেন: তোমরা তার সাথে কি করতে চাও? তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদী আপনাকে বন্দি করে রেখেছে? তখন রসূল (রাঃ) বললেন: আমাকে আমার প্রতিপালক মু'য়াহাদ (নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তি) এবং অন্যদের প্রতি যুলুম করতে নিষেধ করেছেন। দিন যখন পার হয়ে গেল তখন ইয়াহুদী বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নাই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। এরপর সে বলল: আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আমি আপনার সাথে যা করেছি তা এ জন্য করেছি যে, তাওরাতের মধ্যে আপনার যে গুণাবলী রয়েছে তা দেখতে চেয়েছি “মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ, তার জন্ম হবে মক্কায় আর তুইবাতে (মাদীনাতে) তিনি হিজরাতকারী হবেন। তার বাদশাহী হবে শামে।

তিনি অভদ্র হবেন না, কঠোর প্রকৃতির হবেন না, বাজারগুলোতে চিৎকারকারী হবেন না, তিনি অশোভন কর্মকারী হবেন না এবং তিনি মন্দ কথা বলবেন না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই আর আপনি আল্লাহর রসূল। এ হচ্ছে আমার সম্পদ এ ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা দ্বারা ফয়সালা করুন। ইয়াহুদী ব্যক্তি অনেক সম্পদের অধিকারী ছিল।

হাকিম কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

হাদীসটি একেবারে মুনকার। এর সমস্যা মূসা হতে অথবা তার পরে যারা আছেন তাদের থেকে।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যদি মূসা ইবনু জা'ফার হন তাহলে অবশ্যই সমস্যা হচ্ছে তার পরের বর্ণনাকারী হতে। কারণ ইবনু জা'ফার নির্ভরযোগ্য ইমাম যেমনটি আবু হাতিম বলেছেন। আর হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে তাকে আরো শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাকে “আলমীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করায় ওজর পেশ করে বলেছেন:

আমি তাকে এ কারণে উল্লেখ করেছি যে, ওকাইলী তাকে তার কিতাবে উল্লেখ করে বলেছেন: তার হাদীস নিরাপদ নয়। অর্থাৎ ঈমানের ক্ষেত্রে।

আর তিনি যদি মূসা ইবনু ইসমাঈল ইবনু মূসা হন তাহলে আমি পাচ্ছি না যে তার জীবনী আলোচনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইবনুল আশ'য়াস হতে। কারণ তার একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে যাতে বহু বানোয়াট হাদীস রয়েছে। হাফিয যাহাবী প্রমুখের নিকট সে জাল হাদীসগুলোর ব্যাপারে তিনিই (ইবনুল আশ'আসই) দোষী। তিনি এ সনদেই সেগুলোকে কিতাবের মধ্যে একত্রিত করেন।

হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: দারাকুতনী বলেন: আয়াতুল্লাহর এক আয়াত সে কিতাবকে জাল করেছে। অর্থাৎ আলী ^(রাঃ) ^(আঃ) ^(আঃ) -এর অনুসারী দাবীকারী ‘ওলাবীদের এক ‘ওলাবী সেগুলো জাল করেছে।

১৭৭১। (مَا مِنْ عَثْرَةٍ، وَلَا اخْتِلَاجٍ عِزٍّ، وَلَا خَدَشٍ عُودٍ إِلَّا بِمَا قَدَّمْتُ

أَيِّدِيكُمْ، وَمَا يَغْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ).

১৭৯৬। যে কোন ধরনের পদস্থলন, শিরা সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যা ও কাঠ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, তোমাদের হাতগুলো যা প্রেরণ করেছে

একমাত্র সে কারণেই ঘটে থাকে (অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের কামাইয়েরই ফল)। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যা ক্ষমা করবেন তার পরিমাণ আরো বেশী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (৮/১২৮/১) মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল হতে, তিনি সালত ইবনু বাহরাম হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি বারা (১১৮) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল, তিনি হচ্ছেন ইবনু আতিয়াহ্। তিনি একজন মিথ্যুক যেমনটি বারবার আলোচিত হয়েছে।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের এ বর্ণনায় উল্লেখ করে তিনি যে ভূমিকাতে শর্তারোপ করেছেন তা ভঙ্গ করেছেন। মানাবী সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে তার কোনই সমালোচনা করেননি। সম্ভবত তিনি তার সনদ সম্পর্কে অবগত হননি। অতঃপর আমাকে আমাদের কোন ভাই অবহিত করেন হাদীসটির অন্য একটি সূত্র সম্পর্কে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম বদলা দান করুন। সেটি হান্নাদের “কিতাবুল যুহ্দ” এর মধ্যে (১/২৪৯/৪৩১) উল্লেখিত হয়েছে। তিনি আবু মু'য়াবিয়াহ্ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম হতে, তিনি হাসান বাসরী হতে হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাসান বাসরী হতে এটি মুরসাল হওয়া ছাড়াও এর বর্ণনাকারী ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম হচ্ছেন মাক্কী। তিনি দুর্বল। এ কারণে হাদীস দুর্বল।

১৭৭৭. (اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اِثْنَيْنِ، وَارْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ،

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ).

১৭৯৭। দু'জন একজনের চেয়ে উত্তম, তিনজন দু'জনের চেয়ে উত্তম, চারজন তিনজনের চেয়ে উত্তম। তোমরা জামা'য়াতকে আঁকড়ে ধর। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উম্মাতকে ভ্রষ্টতার উপরে একত্রিত করবেন না।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ “যাওয়াইদুল মুসনাদ” গ্রন্থে (৫/১৪৫) আবুল ইয়ামান হতে, তিনি ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি বুখতারী ইবনু

ওবাইদ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু যার (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট, এর সমস্যা হচ্ছে বুখতারী। তার সম্পর্কে আবু নু'য়াইম বলেন: তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বানোয়াটগুলো বর্ণনা করেন।

তার সম্পর্কে অনুরূপ কথা হাকিম ও নাক্ষাশও বলেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি যাহেব। যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং তিনি ন্যায্যপরায়ণও নন। তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে একটি পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে আজব আজব বস্তু রয়েছে।

আমাদী বলেন: তিনি মহা মিথ্যুক সাকেরত।

হাফিয সংক্ষেপে “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল ও মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার পিতা ওবাইদ ইবনু সুলাইমানকে চেনা যায় না। আবু হাতিম বজ্জলন: তিনি মাজহুল।

আর ইবনু আইয়্যাশ হচ্ছেন ইসমাঈল হিমসী। শামীদের থেকে তার বর্ণনার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১৭৭) বলেন: এটিকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে বুখতারী ইবনু ওবাইদ ইবনু সুলাইমান রয়েছে তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যে আহমাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা ভুল। আর সুযুতী “আলজামে'” গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। আর মানাবীও সে পথেই চলেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, এটিকে ইমাম আহমাদের ছেলে আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। এটা তার হাদীস, তার পিতা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস নয়।

এছাড়াও মানাবীর নিকট হাদীসটির সনদে উলোটপালটের মত ঘটনা ঘটেছে। তার নিকট বুখতারী আবুল বুখতারী হয়ে গেছে। তার নিকট আরো একটি ভুল সংঘটিত হয়েছে। কারণ তিনি বলেছেন: আবু ওবাইদাহ্ তাবেরীকে চেনা যায় না। আসলে হবে ‘তার পিতা’ হচ্ছেন ওবাইদ।

তবে হাদীসের শেষ বাক্যটি সহীহ। এ শেষ বাক্যের শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। -শাহেদগুলোর কোন কোনটিকে আমি “যিলালুল জান্নাহ্” গ্রন্থে (৮০-৮৪) উল্লেখ করেছি।

১৭৭৮. (أُتِيَ بِالْبَرَّاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَارَ بِنَا إِذَا ارْتَفَعَ ارْتَفَعَتْ رِجَالُهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، قَالَ: فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضٍ غُمَّةٍ

مُنْتَبِهَةً، حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ فَيَحَاءَ طَيِّبَةٍ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ إِنَّا كُنَّا نَسِيرُ فِي أَرْضٍ غَمَّةٍ مُنْتَبِهَةً، ثُمَّ أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ فَيَحَاءَ طَيِّبَةٍ، قَالَ: تِلْكَ أَرْضُ النَّارِ، وَهَذِهِ أَرْضُ الْجَنَّةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ قَانِمٍ يُصَلِّي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لَأُمَّتِكَ الْيُسْرَ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالَ: فَسَرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَتَذَمُّرًا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لَأُمَّتِكَ الْيُسْرَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى. قُلْتُ: عَلَى مَنْ كَانَ تَذَمُّرُهُ وَصَوْتُهُ؟ قَالَ: عَلَى رَبِّهِ! قُلْتُ: عَلَى رَبِّهِ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَرْنَا، فَأَرَيْنَا مَصَابِيحَ وَضُوءًا، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَتَذْكُرُ مِنْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَكَّرُونَا، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرِبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَشَرَحْتُ لِي الْأَنْبِيَاءَ، مَنْ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُسَمَّ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ: إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

১৭৯৮। আমাকে বুলাক দেয়া হয়েছিল। আমি জিবরীল (عليه السلام) এর পেছনে আরোহণ করেছিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে চলা শুরু করলেন। যখন তিনি উপরে উঠতেন তখন তার দু'পা উপরে উঠে যেত। আর যখন নিচু হতেন তখন তার দু'হাত উপরে উঠে যেত। তিনি বলেন: তিনি আমাদেরকে নিয়ে এক সঙ্কীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ভূমি দিয়ে চলতে থাকলেন, অতঃপর আমরা প্রশস্ত সুগন্ধময় ভূমিতে পৌঁছে গেলাম। আমি বললাম: হে জিবরীল! আমরা এক সঙ্কীর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ভূমি দিয়ে চলতে ছিলাম অতঃপর আমরা প্রশস্ত সুগন্ধময় ভূমিতে পৌঁছে গেলাম। তখন জিবরীল বললেন: সেটা জাহান্নামের ভূমি আর এটা হচ্ছে জান্নাতী ভূমি। (রসূল ﷺ) বলেন: অতঃপর আমি এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলাম যিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। তিনি বললেন: হে জিবরীল! আপনার সাথে এ ব্যক্তি কে। তিনি বললেন, ইনি আপনার ভাই মুহাম্মাদ। তখন তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ

করে বললেন: আপনি আপনার উম্মাতের জন্য সহজবোধ্যতা চাবেন। আমি বললাম: হে জিবরীল! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: এ ব্যক্তি আপনার ভাই 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (ﷺ)। (রসূল ﷺ) বলেন: আমরা চলতে থাকলাম। এমতাবস্থায় আমি (অতিতের জন্য) দুগ্ধিত ও ব্যথিত হওয়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। অতঃপর আমরা এক ব্যক্তির নিকট এসে পৌঁছলাম। তিনি বললেন: হে জিবরীল! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: আপনার ভাই মুহাম্মাদ। তখন তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করে বললেন: আপনি আপনার উম্মাতের জন্য সহজবোধ্যতা চাবেন। আমি বললাম: হে জিবরীল! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: এ ব্যক্তি হচ্ছেন আপনার ভাই মুসা। আমি বললাম: কার কাছে তিনি (অতিতের জন্য) দুগ্ধিত ও ব্যথিত হওয়ার আওয়ায করছিলেন। তিনি বললেন: তার প্রতিপালকের কাছে। আমি বললাম: তাঁর প্রতিপালকের কাছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি তা জানতে সক্ষম হয়েছেন তার বিচক্ষণতা থেকে। তিনি বলেন: অতঃপর আমরা চলতে থাকলাম, এমতাবস্থায় কতিপয় বাতি এবং আলো দেখতে পেলাম। (রসূল ﷺ) বলেন: আমি বললাম: হে জিবরীল! এ কী? তিনি বললেন: এটি হচ্ছে আপনার পিতা ইব্রাহীম (ﷺ)এর বৃক্ষ। আপনি এর নিকটবর্তী হবেন? আমি বললাম: হ্যাঁ। আমরা নিকটবর্তী হলে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর আমরা চলতে চলতে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে গেলাম। আমি পশুটিকে সেই হালকাতে বাঁধলাম যেটাতে নাবীগণ (তাদের পশুগুলোকে) বাঁধতেন। এরপর মাসজিদে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমার জন্য নাবীগণকে প্রকাশ করা হলো। যাদের মধ্য হতে কারো নাম আল্লাহ্ তা'য়ালা নিয়েছেন আর কারো কারো নাম উল্লেখ করেননি। এরপর আমি তাদের নিয়ে সলাত আদায় করলাম উপরোল্লিখিত তিনজন ছাড়া: ইব্রাহীম, মুসা ও 'ঈসা (ﷺ)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে হাকিম (৪/৬০৬), আবু ই'য়ালা (৮/৪৪৯/৭০/৫০৩৬) ও বাযযার (৫৯) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ সূত্রে আবু হামযাহ্ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

হাকিম বলেন: আবু হামযাহ্ মাইমুন আলআ'ওয়ার এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের বিভিন্নরূপ মন্তব্য এসেছে।

হাকিম যাহাবী বলেন: তাকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি তাকে “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মাতরুক।

হাদীসটিকে হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে উল্লেখ করে (১/৭৪) বলেছেন: এটিকে বাযযার, আবু ই'য়ালা ও ত্বারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে “আলকাবীর” গ্রন্থে মুসনাদু আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মধ্যে দেখছি না। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর সংবাদের মধ্যে রয়েছে, তার হাদীসগুলোর মধ্যে নেই। আর আবু হামযাহ্ সহীহ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি খুবই দুর্বল। হাইসামী সম্ভবত সন্দেহ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন আবু হামযাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু মাইমুন সাকারী। অথচ তা নয়। কারণ তারা (মুহাদ্দিসগণ) এর শাইখদের মধ্যে ইব্রাহীম নাখ'ঈর নাম উল্লেখ করেননি এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে হাম্মাদ ইবনু সালামাকেও উল্লেখ করেননি। আবু হামযাহ্ আ'ওয়ারের শাইখ এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে তারা তাদেরকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই বেশী ভাল জানেন।

এর আরেকটি সূত্র রয়েছে, এটিকে হাসান ইবনু আরাফাহ্ তার “জুযউ” গ্রন্থে (নং ৭০) বর্ণনা করেছেন কানান ইবনু আব্দুল্লাহ্ নাহমী সূত্রে, আবু যিবইয়ান জানাবী হতে, তিনি আবু ওবাইদাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার মত করে বেশী এবং কম করে (বর্ণনা করেছেন)।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ আবু ওবাইদাহ্ তার পিতা হতে শ্রবণ করেননি। আর বর্ণনাকারী কানানও দুর্বল।

এটিকে ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন (৩/১৬):

সনদটি গারীব ...। সহীহ হাদীসের মধ্যে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ভিন্নভাবে এসেছে।

১৭৭৭. (الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ ذَوَاءُ السَّنَةِ).

১৭৯৯। মাসের সতের দিন পার হওয়ার পরের মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো হচ্ছে সম্পূর্ণ বছরের ঔষধ স্বরূপ।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু সা'দ “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (১/৪৪৮) ও ইবনু আদী (১/১৬৩) সালাম ত্ববীল হতে, তিনি যায়েদ আশ্মী হতে, তিনি মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু কুররাহ্ হতে, তিনি মা'কাল ইবনু ইয়াসার হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: সালাম আত্ববীল যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশের কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মাতরুক এবং তার শাইখ যায়েদ আশ্মীও। তবে প্রথমজনের দ্বিতীয়জনের চেয়ে বেশী নিকৃষ্ট। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী, তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

হাকিম বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে “মিশকাত” গ্রন্থের (৪৫৭৪) সংকলক উল্লেখ করে বলেছেন: আহমাদের সাথী হার্ব ইবনু ইসমাঈল কারমানী এটিকে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি সেরূপ নয়। “আলমুনতাকা” গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (৪৫৭৫) বলেন: রাযীন অনুরূপভাবে আবু হুরাইরাহ্ (রাযী) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু হুরাইরাহ্ (রাযী) হতে এর সনদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি। আর রাযীন যা কিছু বর্ণনা করেন তার মধ্যে গারীব রয়েছে। তিনি যে মা'কালের হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন: তার সনদটি সেরূপ নয়। তার এ কথার মধ্যে বড় ধরণের শিথিলতা রয়েছে যা জ্ঞানীজনদের নিকট লুকায়িত নয়।

এরপর আমি আবু হুরাইরাহ্ (রাযী) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি ইবনু আদীর “আলকামেল” গ্রন্থে (৭/২৪৯৮) আর তিনি বলেছেন: এটি নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সনদে বানু রিফা'য়াহ্ মাসজিদের মুয়াযযিন মুসলিম ইবনু হাবীব আবু হাবীব রয়েছে। তাকে আমি চিনি না। তিনি নাস'র ইবনু তুরাইফ হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মাতরুক।

১৮০০. (مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا، كَالظَّلْمَةِ يَوْمَ أَقْيَامَةِ، لَا نُورَ لَهَا).

১৮০০। পোষাকের ক্ষেত্রে অপাত্রে (স্বামী ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে) সৌন্দর্য প্রকাশকারী নারীর অবস্থা কিয়ামাত দিবসে সেই অন্ধকারের ন্যায় যার কোন আলো নাই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (১/২১৮), আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান তার “আলআমসাল” গ্রন্থে (নং ২৬৫) ও খাতাবী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (২/১৭) মুসা ইবনু ওবাইদাহ্ রাবায়ী হতে, তিনি আইউব ইবনু খালেদ হতে, তিনি মাইমূনাহ্ বিনতু সা’দ হতে মারুফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাবী (ﷺ)-এর খাদেম ছিলেন। ইমাম তিরমিযী বলেন:

এ হাদীসটিকে আমরা একমাত্র মুসা ইবনু ওবাইদার হাদীস হতেই চিনি। তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হাফিয যাহাবী “আযযু’য়াফা” গ্রন্থে বলেন:

তিনি প্রসিদ্ধ, তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন: তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ না।

হাফিয ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল ...।

খাতাবী বলেন: রাফেলাহ্ হচ্ছে সেই নারী যে তার স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে।

১৮০১. (كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَكَانَ يَتَوَرَّ).

১৮০১। তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন এবং চুনা দ্বারা গুণ্ডাংগের চুল উঠিয়ে ফেলতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (৩/৩০০/২) সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হিমসী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু বাশেরাহ্ আলহানী হতে, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আলহানীকে বলতে শুনেছি: সাওবান আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, তিনি টয়লেটে প্রবেশ করতেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি একেবারে দুর্বল। সুলাইমান ইবনু সালামাহ্ হচ্ছেন খাবাইরী, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর

সুলাইমান বাশেরার জীবনী পাচ্ছি না। “ফাতাওয়াস সুযুতী” গ্রন্থে (২/৬৩) (বাশেরার ‘বা’ এর স্থলে) ‘নুন’ দ্বারা নাশেরাহ্ উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় অসেলার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী বলেছেন: খুবই দুর্বল সনদে, বরং একেবারে দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

১৮০২. (إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسَّلُ الْخَطَايَا مِنْ أَصُولِ الشَّعْرِ إِسْتِثْلًا).

১৮০২। জুম’আর দিনের গোসল চুলের গোড়াগুলো থেকে গুনাহগুলোকে বের করে ফেলে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (১/১৯৮) তার পিতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাসসান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মিসকীন আবু ফাতিমাহ্ হতে, তিনি হাওশাব হতে, তিনি হাসান হতে তিনি বলেন: আবু উমামাহ্ (রাঃ) রসূল (সাঃ) হতে বর্ণনা করতেন: ...।

ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমার পিতা বলেন: এটি মুনকার। হাসানের বর্ণনা আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে আসেনি। আমার নিকট এ হাদীসের ব্যাপারে মিসকীনের বিষয়টি দুর্বল হয়ে গেছে।

অন্যত্র (১/২১০) তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। অতঃপর বলেন: হাসান যে আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, শুধুমাত্র মিসকীন ছাড়া অন্য কেউ তা বর্ণনা করেননি।

হাফিয় ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দারাকুতনী তার ব্যাপারে বলেন: হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল।

হাসান বাসরী একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তিনি আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বলেননি। বরং আবু হাতিম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি তার থেকে শুনেনি।

এ সমস্যাগুলো যখন জানলেন তখন মুনযেরী (১/২৫২) এবং হাইসামী (২/১৭৪) এ হাদীসের ব্যাপারে যে বলেছেন: ‘হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য’ তাদের এ কথা যে ভুল তা সুস্পষ্ট।

কারণ এ একই সূত্রে ত্বারানী বর্ণনা করেছেন। কিভাবে তারা ভুল করেননি যেখানে এর সনদে দুর্বল এবং মুদাল্লিস বর্ণনাকারী রয়েছেন? তা সত্ত্বেও মানাবী ধোঁকায় পড়ে তাদের দু'জনের কথাকে “আলফায়েয” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। এরপরে আরো বড় ভুল করে বসেছেন “আততাইসীর” গ্রন্থে ‘এর সনদ সহীহ’ এ কথা বলে। অতঃপর গুমারী অভ্যাসগতভাবে তার অন্ধ অনুসরণ করে “আলকানুয” গ্রন্থে (৮৬১) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

১৮০৩. (إِنَّ اللَّهَ يَغِيضُ الْمُؤْمِنَ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ).

১৮০৩। অবশ্যই আল্লাহ ঐ মু'মিনকে ঘৃণা করেন, হকের ব্যাপারে যার অবস্থান কঠোর নয় (বা যার বুদ্ধি নাই)।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৪২৯) আর তার থেকে ইবনু আসাকির (১৬/২৫০/১) মিসমা' ইবনু মুহাম্মাদ আশ'যারী হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি তুঅমার দাস সালেহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: মিসমা' ইবনু মুহাম্মাদকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে চেনা যায় না আর এ সনদের ব্যাপারে তার মুতাবা'য়াতও করা হয়নি। এ ভাষা একমাত্র ইয়ায ইবনু হিমার মুজাশি'ঈ (رضي الله عنه)-এর হাদীসের মধ্যেই হেফয করেছি। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: জাহান্নামীরা হচ্ছে পাঁচজন: সেই দুর্বল যার বুদ্ধি নেই। এটিকে ওকাইলী হতে হাফিয যাহাবী বর্ণনা করেছেন। আর শেষে বলেছেন: যাবার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে (৭৩৮৬) বর্ণিত হয়েছে।

১৮০৪. (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُؤْمِنْ عَلَى دُعَاءِ نَفْسِهِ).

১৮০৪। যখন তোমাদের কেউ দু'আ করবে তখন সে যেন তার নিজের দু'আর জন্য আমীন আমীন বলে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/২০৫) ত্বলহাহ্ ইবনু আমর হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ত্বলহা ইবনু আমর হচ্ছেন হাযরামী তিনি মাতরুক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন। তার জীবনীতেই ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীসের মধ্যে

এটিকেও উল্লেখ করে সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন: এগুলোর অধিকাংশের ব্যাপারেই বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আজব ব্যাপার এই যে, মানাবী হাদীসটির সনদকে কোন কারণ উল্লেখ না করে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: তবে দাইলামীর বর্ণনা এটিকে শক্তিশালী করে।

আশ্চর্য হওয়ার কারণ এটাই যে, কিভাবে দুর্বল হাদীসকে শক্তিশালী করা বৈধ হয় এমন কিছু দ্বারা যার কোন সনদই নেই!

১৮০৫. (إِنَّ اللَّهَ يَغْضُ ثَلَاثَةً: الْعَنِيَّ الظُّلُمَ، وَالشَّيْخَ الْجَهْلُولَ، وَالْعَائِلَ

الْمُخْتَالَ).

১৮০৫। অবশ্যই আব্বাহ তা'য়ালা তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন: অত্যাচারী ধনী, অজ্ঞ শাইখ এবং অহংকারী ফাকীরকে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী “আলমু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৪৫/১) ও আব্ব নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/২০৬) ইসমা'ঈল ইবনু হাম্মাদ ইবনু আব্ব সুলাইমান হতে, তিনি আব্ব ইসহাক হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি 'আলী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন: আব্ব ইসহাক হতে ইসমা'ঈল ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি সত্যবাদী। কিন্তু তার উপর হতে সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী হারেস হচ্ছেন আ'ওয়ার দুর্বল, মিথ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে দোষী। আর আব্ব ইসহাক সুবাই'ঈ মুদাল্লিস এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা ব্যক্তি।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে “তিন” শব্দটি ছাড়া ত্ববারানীর “আলআওসাত” গ্রন্থের বর্ণনায় 'আলী হতে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী বলেন: হাফিয ইরাকী বলেন: এর সনদ দুর্বল। আর তার শিষ্য হাইসামী ব্যাখ্যা করে বলেছেন: এর মধ্যে হারেস আ'ওয়ার রয়েছেন তিনি দুর্বল।

১৮০৬. (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطْلُعُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْأَرْضِ، فَابْرَزُوا مِنَ الْمَنَازِلِ

تَلَحُّقَكُمْ الرُّحْمَةُ).

১৮০৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা দু'ঈদে যমীনকে (যমীনবাসীকে) অবলোকন করে থাকেন। অতএব তোমরা গৃহসমূহ থেকে (ঈদের ময়দানের উদ্দেশ্যে) বের হও যাতে তোমাদের সাথে রহমাত মিলিত হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৫/৪৫১/২) মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন তুসী হতে, তিনি আবু 'আলী হাসান ইবনু 'আলী ইবনু ইব্রাহীম মুকরী হতে, তিনি হিবাতুল্লাহ্ ইবনু মূসা ইবনুল হুসাইন মূসেলী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনুল মুসান্না হতে, তিনি শাইবান ইবনু ফাররুখ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু সুলাইমান যব্বী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির বলেন:

এ হাদীসকে আবু ই'য়ালার মুসনাদে পাচ্ছি না। না ইবনু হামদানের বর্ণনায় আর না ইবনুল মুকরীর বর্ণনায়।

তিনি হাদীসটিকে বর্ণনাকারী তুসীর জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর আবু 'আলী হাসান ইবনু 'আলী হচ্ছেন আহওয়াযী, তিনি মিথ্যুক। তিনি 'সিফাত' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে বহু বানোয়াট নিয়ে এসেছেন যেমনটি হাফিয় যাহাবী বলেছেন।

আর হিবাতুল্লাহ্ ইবনু মূসা সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তিনি ইবনু কাবীল নামে পরিচিত, তাকে চেনা যায় না। অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যেটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে: إذا كثرت ذنوبك এ ভাষায়।

আমি (আলবানী) বলছি: উপরের তিন ব্যক্তির যে কোন একজন এ হাদীসের সমস্যা। আর দোষী হিসেবে সর্বাপেক্ষা বেশী নিকটবর্তী হচ্ছেন আবু 'আলী আহওয়াযী। কারণ সনদের অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য পরিচিত।

হাদীসটিকে সুযুতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আনাস (رضي الله عنه) হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন, সম্ভবত তিনি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হননি।

আর মানাবী "আততাইসীর" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এর সনদটি দুর্বল।

١٨٠٧. (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَانِئًا مَا كَانَ).

১৮০৭। তোমাদের কেউ যদি বথির পাথরের মধ্যেও কাজ করে যার কোন দরজা নেই এবং কোন ছিদ্র নেই, তাহলেও তার কর্ম লোকদের জন্য বের হবে সে যাই করুক না কেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/২৮), আবু ই'য়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৫২১/৪০৪), আবু মুহাম্মাদ যুরাব “যাম্মুর রিয়া” গ্রন্থে (১/২৮০/২), ইবনু বিশরান “আলআমালী” গ্রন্থে (১/২৭), আবু আমর ইবনু মান্দা “আলমুত্তাখাবু মিনাল ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২৬৭/১-২), হাসান ইবনু রাশীক “আলমুত্তাকা মিনাল আমালী” গ্রন্থে (২/৪৩), ইবনু হিব্বান (১৯৪২) ও হাকিম (৪/৩১৪) দাররাজ আবুস সামুহ হতে, তিনি আবুল হাইসাম হতে, তিনি আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ। আর হাফিয় যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অথচ তারা দু'জন যেরূপ বলেছেন সেরূপ নয়। কারণ এ বর্ণনাকারী দাররাজকে হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীসগুলো মুনকার এবং তিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইয়াহুইয়া বলেছেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। অন্য বর্ণনায় বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। আর আবু হাতিম বলেন: তিনি দুর্বল ...।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে আবু হাইসাম হতে তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসটি তার থেকেই (আবু হাইসাম হতেই) তার বর্ণিত হাদীস। এ কারণে হাইসামী যে “আলমাজমা” গ্রন্থে (১০/২২৫) বলেছেন:

এটিকে ইমাম আহমাদ ও আবু ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের দু'জনের সনদটি হাসান, তার এ কথা বলা ভালো হয়নি। যেমনটি মানাবী হাদীসটি নকল করে তার কথা এবং হাকিম ও যাহাবীর কথাকে স্বীকার করেছেন। [এটিও ভালো হয়নি]। অতঃপর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে উভয় ভাষাকে একত্রিত করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ।

অনুরূপভাবে হাসান এবং সহীহ্ বলাকে স্বীকার করেছেন “আলজামে‘উল কাবীর” গ্রন্থের টীকা লেখকগণ (৭৩০-১৭৬৩২)।

১৮০৮. (الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْمَذَاءُ مِنَ الْبِقَاقِ).

১৮০৮। ঈর্ষা হচ্ছে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর নিজ জ্বীকে অন্য পুরুষদের সাথে পরস্পরের মাঝে মাঝী বের করার জন্য পৃথকভাবে ছেড়ে দেয়া মুনাফেকির অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু বাত্তাহ্ “আলইবানাহ্” গ্রন্থে (৫/৪৭/১) আবু মারহূম হতে, তিনি আম্বর ইবনু আউফ হতে, তিনি য়ায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এক ব্যক্তি য়ায়েদকে জিজ্ঞেস করল, মিযা কী? তিনি বললেন: যার ঈর্ষা করা হয় না হে ইরাকী।

এটিকে বায্যার তার “মুসনাদ” গ্রন্থে আবু ‘আমের সূত্রে আবু মারহূম আরতুবাকী হতে, তিনি য়ায়েদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আবু মারহূমের নাম হচ্ছে আব্দুর রহীম ইবনু কারদাম ইবনু আরতুবান ইবনু আম্মু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আউন। ইবনু আবী হাতিম (২/২/৩৩৯) এরূপই উল্লেখ করেছেন। ইবনু আবী হাতিম উল্লেখ করেছেন যে, একদল তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তিনি (আবু মারহূম আরতুবানী) মাজহুল।

আর ইবনু হিব্বান তাকে “আস্‌সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তবে তিনি ভুল করতেন।

আর হাইসামী (৪/৩২৭): হাদীসটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, যার সনদে আবু মারহূম রয়েছে। তাকে নাসাঈ প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন, আর ইবনু মাঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: এটা তার (হাইসামীর) সন্দেহগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ আবু মারহূম প্রথমজন নয়। এর নাম হচ্ছে আব্দুর রহীম ইবনু মাইমুন মাদানী আবু মারহূম মিসরী। আর মানাবী দু’ আবু মারহূমের পৃথক হওয়ার বিষয়টিকে লক্ষ্য না করার কারণে তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে

বলেছেন: এর সনদটি হাসান। আর গুমারী তার অন্ধ অনুসরণ করে তার “আলকান্য” গ্রন্থে (২২৫৯) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

১৮০৭. (الْقِيلَانُ سَحَرَةُ الْجَنِّ).

১৮০৯। গীলান হচ্ছে জিনদের জাদুকর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (১০৬) জারীর ইবনু হাযেম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওবায়দ ইবনু উমায়ের হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ)-কে গীলান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: তারা হচ্ছে জিনদের জাদুকর।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি সহীহ যদি মুরসাল না হতো।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আবিদ দুনিয়ার “মাকাইদুশ শাইত্বান” গ্রন্থের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু ওবায়দ ইবনু উমার হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে আবুশ শাইখ “আলআযামাহ” গ্রন্থে মওসূল হিসেবে (১২/২৩/২) উল্লেখ করেছেন আব্দুল ওয়াহাব ইবনু ইসমাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু হারাসাহ হতে, তিনি জারীর ইবনু হাযেম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওবায়দ হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে, তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু বর্ণনাকারী ইব্রাহীম খুবই দুর্বল। তাকে কেউ কেউ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব তার মওসূল হিসেবে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮১০. (أَجْلُوا اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ).

১৮১০। তোমরা আল্লাহকে মর্যাদা প্রদান কর, তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৫/১৯৯), বুখারী “আলকুনা” গ্রন্থে (৬৩/৫৫৮), খাওলানী “তারীখু দারিয়া” গ্রন্থে (পৃ ৯০), আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ” গ্রন্থে (১/২২৬) ও ইবনু আসাকির (১৬/২২২/১) (১৯/৭৫/১) উমায়ের ইবনু হানী হতে, তিনি আবুল আযরা হতে, তিনি আবুদ দারদা (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল আবুল আযরা মাজহুল হওয়ার কারণে। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৪/২/৪২০) উল্লেখ করে তার এ হাদীসটি এবং তার থেকে বর্ণনাকারীকেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাজহুল। আবু হাতিমও এরূপই বলেছেন। অর্থাৎ তিনি মাজহুল।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তা'জীল” গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন: আবু হাতিম বলেন: তিনি মাজহুল।

১৮১১. (مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ كِتَابِهِ، فَظَنُّ أَنْ أَحَدًا أَوْتِيَ أَفْضَلَ مِنِّي أَوْتِيَ، فَقَدْ غَمَطَ أَفْضَلَ النِّعَمِ).

১৮১১। আল্লাহ তা'আলা যাকে তাঁর কিতাব হেফয করার তাওফীক দান করেন, অতঃপর সে ধারণা করে যে, তাকে যা দেয়া হয়েছে এর চেয়ে আরো উত্তম কাউকে দেয়া হয়েছে, তাহলে সে সর্বোত্তম নে'য়ামাতকে অস্বীকার করল।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (২/১/২৮৪) আহমাদ ইবনুল হারেস হতে, তিনি সাকেনাহ বিনতুল জা'দ গানাবিয়্যাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রাজা গানাবী হতে শুনেছি, জংগে জামালে তার হাত আক্রান্ত হয়েছিল: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি তিনটি কারণে খুবই দুর্বল:

১। মুরসাল হওয়া এবং অপরিচিত বর্ণনাকারী থাকা। কারণ রাজা গানাবীকে এ সনদে উল্লেখ করে রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটর ব্যাপারটি তিনি (বুখারী) উল্লেখ করেননি। আর ইবনু আবী হাতিমও (২/১/৫০০) এরূপই করেছেন। তবে তিনি এর সনদ উল্লেখ করেননি এবং তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাফিয় ইবনু হাজার “আলইসাবাহ” গ্রন্থে বলেন: ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য তবে ঈগণের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি মুরসালগুলো বর্ণনা করেন। আর আবু উমার বলেছেন: তার হাদীস সহীহ নয়।

২। বর্ণনাকারী সাকেনার জীবনী পাচ্ছি না।

৩। আরেক বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনুল হারেস সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আর ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

১৮১২. يَا سَعْدُ! أَطِيبَ مَطْعَمَكَ، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يَتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

১৮১২। হে সা'দ! তুমি তোমার খাদ্যকে হালাল কর তাহলে তোমার দু'আ কবুল করা হবে। সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের আত্মা। বান্দা তার পেটে এক লোকমা হারাম খাদ্য দিলে তার চল্লিশ দিনের আমল কবুল করা হবে না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী “আলমু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (৬৬৪০) মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা ইবনু শাইবাহ্ হতে, তিনি হাসান ইবনু 'আলী ইহতিয়াতী হতে, তিনি (ইব্রাহীম ইবনু আদহামের বন্ধু) আবু আব্দুল্লাহ্ হুরখানী হতে, তিনি ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি এ আয়াতটি রসূল (ﷺ)-এর নিকট তিলাওয়াত করলাম: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا } “ওহে মনুষ্যজাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল জিনিসগুলো খাও” (সূরা বাক্বারাহ্: ১৬৮)। তখন সা'দ ইবনু আবু অক্কাস (رضي الله عنه) দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন আমাকে যেন মুসতাজাবুদ দু'আ বানিয়ে দেন। তখন নাবী (ﷺ) তাকে বললেন: ... । তিনি শেষে বৃদ্ধি করে বলেন: “যে বান্দার গোশত হারাম হতে বৃদ্ধি পাবে তার জন্য আগুনই বেশী শ্রেয়।”

ত্ববারানী বলেন: হাদীসটি ইবনু জুরাইজ হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে ইহতিয়াতী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তাকে (ইহতিয়াতীকে) চিনি না। আর তার শাইখ আবু আব্দুল্লাহ্ ও তার মতই। আর তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা হচ্ছেন মিসরী।

“আনসাবুস সাম'য়ানী” গ্রন্থে এসেছে: ইহতিয়াতী পদবিতে পরিচিতি লাভ করেছেন আবু আলী হাসান ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আব্বাদ .ইহতিয়াতী। এ ইহতিয়াতী সম্পর্কে আবু আহমাদ ইবনু আদী বলেন: তিনি হাদীস চোর এবং তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে বর্ণনাকারী হিসেবে মুনকার। তার হাদীস সত্যবাদীদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আদীর “আলকামেল” গ্রন্থে (২/৭৪৬-৭৪৭) হাসান ইবনু আব্দুর রহমান নামে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থ (৭/৩২৭) সহ অন্যান্য গ্রন্থেও এরূপই এসেছে। খাতীব উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন বর্ণনাকারী তার নাম ‘হুসাইন’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে এরূপই করেছেন।

আর হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন, আর তিনি “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিকতা এই যে, ইনিই (ইবনু আব্দুর রহমান) এ হাদীসের বর্ণনাকারী। তার পিতার নাম আলী বলাটা তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ‘ঈসা হতে ঘটেছে যদি তিনি নির্ভরযোগ্য হন।

হাফিয মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৩/১২) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন: এটিকে ত্ববারানী “আসসাগীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আর হাফিয হাইসামী “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৯১) বলেছেন: এর সনদে এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

সতর্কবাণী: হাদীসের শেষে যে বর্ধিত অংশ এসেছে সেটুকু সহীহ্ জাবের (প্রশংসা), কা'ব ইবনু ওজরাহ্ (প্রশংসা) ও আবু বাকর (প্রশংসা) হতে তার বহু শাহেদ আসার কারণে।

১৮১৩. (أَجْتَرَا عَلَى الرُّكْبِ، ثُمَّ قَوْلُوا: يَا رَبِّ يَا رَبِّ).

১৮১৩। তোমরা বাহনের উপর বস অতঃপর বল: হে প্রতিপালক! (বৃষ্টি দাও), হে প্রতিপালক! (বৃষ্টি দাও)।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২/৪৫৭), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৩১৫), ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে

(৫/১৯৪) ও বায্যার (১/৩১৯-৩২০) বিভিন্ন সূত্রে হাফস ইবনুন নাযর সুলামী হতে, তিনি 'আমের ইবনু খারেজাহ হতে, তিনি তার দাদা সা'দ ইবনু মালেক হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক সম্প্রদায় রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি উক্ত কথা বলেন: ...।

বায্যার বলেন: এটিকে একমাত্র সা'দ হতেই বর্ণনা করা হয়েছে আর তার থেকে শুধুমাত্র এ সূত্রটিই রয়েছে। আর আমার ধারণা 'আমের তার দাদা হতে কিছুই শ্রবণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: তুবরানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৬১১৯) ওবাইদুল্লাহ ইবনু হাফস হতে, তিনি হাফস ইবনুন নাযর হতে, তিনি 'আমের ইবনু খারেজা ইবনু সা'দ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা হতে এ বর্ণিত অংশ শায় অথবা মুনকার। কারণ এ আব্দুল্লাকে আমি চিনি না। তার পিতা হচ্ছে খারেজা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ। দেখুন "তাইসীরুল ইনতিফা"। ইমাম বুখারীও তাই বলেছেন আর তার সাথে ওকাইলী ঐকমত্য পোষণ করে বলেন:

'আমের ইবনু খারেজা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: তার সনদের মধ্যে (তিনি এর দ্বারা এ হাদীসকেই বুঝিয়েছেন) বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। এ কারণে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩২০) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: তার সনদটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু হিব্বান কর্তৃক আজব ব্যাপার এই যে, তিনি যখন এ ব্যক্তিকে "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন: তিনি বৃষ্টির ব্যাপারে তার দাদার উদ্ধৃতিতে নাবী (ﷺ) হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। আর তার থেকে হাফস ইবনুন নাযর বর্ণনা করেন। তাকে উল্লেখ করাটা আমাকে আনন্দিত করে না।

আমি (আলবানী) বলছি: এরপর তিনি তাকে উল্লেখ করেছেন! এটা তার শিথিলতা করার একটি প্রমাণ। কারণ এ ব্যক্তিকে তার "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ না করে "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করা উচিত ছিল।

১৮১৪. (أَجْرُكُمْ عَلَى الْفِتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ).

১৮১৪। তোমাদের যে ফাতওয়ার ব্যাপারে বেশী বাহাদুরী করে সে জাহান্নামের আগুনের দিকে যেতে বাহাদুরী করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারেমী তার “সুনান” গ্রন্থে (১/৫৭) ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবু জা'ফার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি মু'যাল হওয়ার কারণে দুর্বল। কারণ ওবাইদুল্লাহ তাবে' তাবে'ঈ। তিনি ১৩৬ হিজরীতে মারা যান। তার এবং রসূল (ﷺ)-এর মাঝে দুই অথবা আরো বেশী বর্ণনাকারী রয়েছেন।

১৮১৫. (مَنْ أَجْرَى اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ فَرَجًا لِمُسْلِمٍ، فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرَبُ الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ).

১৮১৫। আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির হাত দিয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে (সমস্যা/বিপদ) মুক্ত করবেন, আল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাতে তাকে বিপদ মুক্ত করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে খাতীব (৬/১৭৪) ও ইবনু আসাকির (৯/৬০/২) মুনযের ইবনু যিয়াদ তাঈ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবনু 'আলী ইবনু আবী তালেব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী মুনযের। তার থেকে আমর ইবনু আলী ফাল্লাস শুনেছেন এবং বলেছেন: তিনি একজন মিথ্যুক ছিলেন। সাজী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন, আমার ধারণা তিনি হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনু কুতাইবাহ বলেন: আহলেহাদীসগণ স্বীকার করেছেন যে, তিনি একাধিক হাদীস জাল করেছেন।

এ হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’” গ্রন্থে শুধুমাত্র খাতীবের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, এর সনদে মুনযের ইবনু যিয়াদ ত্বাঈ রয়েছেন। হাফিয যাহাবী বলেন: দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরুক।

এ বানোয়াট হাদীস হতে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি সহীহ মুসলিম (৮/৭১) প্রমুখ গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা:

রসূল (ﷺ) বলেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মু'মিনকে তার বিপদসমূহের একটি বিপদ হতে মুক্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তাকে তার বিপদসমূহের একটি বিপদ থেকে মুক্ত করবেন।”

১১১৬. (مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقِيَ مِنَ السُّوءِ إِلَى مِثْلِهَا).

১৮১৬। যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে তার নখ কাটবে, তাকে আরেক জুম'আহ পর্যন্ত মন্দ কর্ম হতে রক্ষা করা হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ত্ববারানী “আলমু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৫০) আহমাদ ইবনু সাবেত ফারখাবিয়্যাহ্ আররাযী হতে, তিনি আলা ইবনু হিলাল রাকী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু যুরা'ঈ হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ্ হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: হাদীসটিকে আইউব হতে শুধুমাত্র ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন আর ইয়াযীদ হতে শুধুমাত্র 'আলা বর্ণনা করেছেন। ফারখাবিয়্যাহ্ ও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি (ফারখাবিয়্যাহ্) মিথ্যুক। ইবনু আবী হাতিম (১/১/৪৪) বলেন: আমি আবুল আব্বাস ইবনু আবী আব্দুল্লাহ্ ত্ববারানীকে বলতে শুনেছি: তারা ফারখাবিয়্যাহ্ মিথ্যুক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করতেন না। হাফিয় যাহাবী তাকে “আযযু'যাফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইবনু আবী হাতিম বলেন: তিনি মিথ্যুক।

এ থেকেই বুঝা যায় যে, মুনযেরী যে (৪/৫১৮) তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি দুর্বল। তিনি এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। সম্ভবত তিনি যাচাই করা ছাড়াই এরূপ কথা বলেছেন।

হাদীসটি যখন বানোয়াট তখন এর দ্বারা জুম'আর দিনে নখ কাটা মর্মে দলীল গ্রহণ করা অজ্ঞতা। যেমনটি “তা'য়ালীমুল ইসলাম” গ্রন্থের (পৃ ২৩৪) লেখক করেছেন। তিনি ‘জুম'আর সুন্নাত এগারোটি’ এ শিরোনামে বলেছেন:

(৫) জুম'য়ার দিনে দু'হাত এবং দু'পায়ের নখ কাটা সুন্নাত, রসূল (সঃ)-এর এ বাণীর কারণে ...।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার সনদটি খুবই দুর্বল যেমনটি (২০২১) নম্বর হাদীসের মধ্যে সেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

১৮১৭. (مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي صَلَّى عَلَيَّ صَادِقًا بِهَا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ).

১৮১৭। আমার উম্মাতের যে বান্দায় সত্যিকারে আমার প্রতি সলাত পাঠ করবে তার হৃদয় থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বিনিময়ে দশটি রহমাত দিবেন, তাকে দশটি নেকী দান করবেন এবং তার দশটি গুনাহ মোচন করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৮/৩৭৩) অকী' সূত্রে সা'ঈদ ইবনু সা'ঈদ তুগলুবী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু উমায়ের আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে (বাদরী ছিলেন), তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ...।

আবু নু'য়াইম বলেন:

এ ভাষায় সা'ঈদ একমাত্র সা'ঈদ হতেই বর্ণনা করেছেন বলে জানি।

আমি (আলবানী) বলছি: তারা দু'জই মাজহুল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাদের দু'জনকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং তারা দু'জনকে হাফিয যাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণিত নিম্নোক্ত বর্ণনার দ্বারা মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন:

“হে আলী আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে তোমার ভাই”। তিনি বলেন: এটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আততারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (২/১/৪৫৯) বর্ণনা করে বলেছেন:

আবু উসামাহ বলেন: সা'ঈদ ইবনু সা'ঈদ হতে, তবে তিনি ‘তার পিতার স্থলে’ বলেন: তার চাচা আবু বুরদাহ হতে।

এ হাদীসের সনদে অজ্ঞতা তো আছেই হাদীসটির সনদ মুযতারিবও।

হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে ‘صَادِقًا بِهَا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ’ এ অংশ ছাড়া সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “মিশকাত” (৯২২)।

১৮১৮. (أَحَدُ أَبِي بَلْقَيْسٍ كَانَ جَنِيًّا).

১৮১৮। বিলকীসের পিতা-মাতার একজন জীন ছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/১৭৭) সাঈদ ইবনু বাশীর হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি নাযর ইবনু আনাস হতে, তিনি বাশীর ইবনু নাহীক হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: সাঈদ ইবনু বাশীর ছাড়া অন্য কেউ কাতাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর কাতাদাহ্ হতে সাঈদ ইবনু বাশীর যা বর্ণনা করেছেন তাতে কোন সমস্যা দেখছি না। সম্ভবত তিনি কোন বস্তুর ক্ষেত্রে একের পর এক সন্দেহ করেন এবং ভুল করেন। প্রাধান্যযোগ্য কথা এই যে, তার হাদীস সঠিক এবং সত্যবাদিতাই তার উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ব্যাপারে বড় ধরনের মতভেদ করা হয়েছে। “আত্‌তাক্বীরিব” গ্রন্থে এসেছে তিনি দুর্বল। আর হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে বলেন:

তাকে শু'বা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর নাসাঈ বলেছেন তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি মারাত্মক ভুলকারী।

হাফিয যাহাবী তার কয়েকটি হাদীস “আলমীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে মুনকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটি সেগুলোর একটি।

১৮১৭. (أَحَدُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْحَيَّةِ).

১৮১৯। উহদ (পাহাড়) জান্নাতের স্তম্ভগুলোর একটি স্তম্ভ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু হাফস কাতানী মুকরী তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/১৩২) ও ইবনু আদী (২/২১৫) আবু ই'য়ালার সূত্র হতে, আর এটি তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/১৮১২) আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি আবু হাযেম হতে, তিনি সাহল ইবনু সা'দ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন:

আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফার 'আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা, তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশের কেউ মুতাবা'য়াত করেননি। তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখা যাবে।

হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তাকে মুহাদিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয যাহাবী “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। বলা হয়ে থাকে তার শেষ জীবনে তার হেফযে পরিবর্তন ঘটেছিল।

তার সূত্রেই ত্ববারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে (৫৮১৩) বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে বলেছেন: জুযজানী বলেন: তিনি দুর্বল। অতঃপর তিনি তার কতিপয় মুনকার উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল জাওযী একটু বাড়াবাড়ি করে এটির বানোয়াট হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (১/৯৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন: আব্দুল্লাহর ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেন যে, তার হাদীসের উপর বানোয়াটের হুকুম লাগানো যাবে।

১৮২০. (إِنْ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تَرْغَةٍ مِنْ تَرْغِ الْجَنَّةِ، وَغَيْرِ

عَلَى تَرْغَةٍ مِنْ تَرْغِ النَّارِ).

১৮২০। উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরা তাকে ভালবাসি। সেটি জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজার উপরে রয়েছে আর আইর পাহাড় জাহান্নামের দরজাসমূহের একটি দরজার উপরে রয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাঈন “আত্‌তারীখু অলইলাল” গ্রন্থে (৯৬-৯৭) ও ইবনু মাজাহ্ (৩১১৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মিকনাফ হতে, তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি: তিনি মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দু’টি কারণে এ সনদ খুবই দুর্বল:

(১) এ ইবনু মিকনাফ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মাজহুল।

ইবনু হিব্বান বলেন: তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

ইমাম বুখারী বলেন: তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাফিয সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। (শুধুমাত্র দুর্বল বলাটা ক্রটি)।

২। ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন আন করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি মুদাল্লিস।

আবু আব্স ইবনু জুবায়েরের হাদীস হতে অনুরূপ হাদীস পূর্বে (১৬১৮) আলোচিত হয়েছে এবং সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসটির প্রথম বাক্যটি সহীহ।

১৮২১. (اَتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بَنُورِ اللَّهِ).

১৮২১। তোমরা মু'মিনের বুদ্ধিমত্তা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) ও সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে আমর ইবনু কায়েস আতিয়াহ হতে, তিনি আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

এটিকে হাসান ইবনু আরাফাহ তার “জুযউ” গ্রন্থে, আর তার থেকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ” গ্রন্থে (১০/২৮১), অনুরূপভাবে সুলামী “ত্ববাকাতুস সুফিয়াহ” গ্রন্থে (১৫৬), খাতীব “আততারীখ” (৭/২৪২), ইবনুল জাওযী “সিফাতুস সাফওয়া” গ্রন্থে (২/১২৬/২), বুখারী “আততারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৪/১/৩৫৪), তিরমিযী (৪/১৩২), ইবনু জারীর “আততাকসীর” গ্রন্থে (১৪/৩১), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৩৯৬), আবুশ শাইখ “আলআমসাল” গ্রন্থে (১২৭), মালীনী “আলআরবাউনুস সুফিয়াহ” গ্রন্থে (৩/১), আবু নু'য়াইম (১০/২৮২) ও ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ক” গ্রন্থে (৪/৩৩৭/১-২) বিভিন্ন সূত্রে আমর হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই এটিকে আমরা চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি দুর্বল আতিয়াহ আউফীর কারণে। কারণ তিনি দুর্বল এবং মুদাল্লিস। ওকাইলী অন্য একটি সমস্যা উল্লেখ করে সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি সুফইয়ান সূত্রে ‘আমর ইবনু কায়েস মুলাঈ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: বলা হতো ..., এবং বলেন: এটিই উত্তম।

খাতীব (৩/১৯১) ওকাইলী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: এটিই সঠিক আর প্রথমটি হচ্ছে সন্দেহযুক্ত।

দ্বিতীয়ত : আবু উমামাহ্ (رضي الله عنه) এর হাদীস। আবু সালেহ্ আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ এটিকে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি রাশেদ ইবনু সা'দ হতে, তিনি আবু উমামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ত্বারানী, তার থেকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (৬/১১৮), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২২০), আব্দুর রহমান ইবনু নাসর দেমাকী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২২৯/২), খাতীব “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৫/৯৯), ইবনু আব্দুল বার “আলজামে” গ্রন্থে (১/১৯৬) ও যিয়া মাকদেসী “আলমুনতাকা মিন মাসমূআতিহি বি-মারু” গ্রন্থে (৩২/২, ১২৭/২) বিভিন্ন সূত্রে আবু উমামাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: হাদীসটিকে রাশেদ ইবনু সা'দ হতে মু'য়াবিয়্যাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর তার থেকে আবু সালেহ্ বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট আবু সালেহ্ মুস্তাকীমুল হাদীস। কিন্তু তার হাদীসের মধ্যে হাদীসের সনদগুলোতে এবং ভাষাগুলোতে ভুল সংঘটিত হত। তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতেন না।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি প্রথম দিকে ভালই ছিলেন অতঃপর নষ্ট হয়ে যান। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে ভাল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আবু হাতিম বলেন: আমি মনে করি তার বিপক্ষে যে হাদীসগুলোকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো খালেদ ইবনু নাজীহির তৈরিকৃত। তিনি তার সাথী হতেন। আবু সালেহ্ মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী। তার কিতাবের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য। তার মধ্যে অবহেলা ছিল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে, হাইসামী কর্তৃক “আলমাজমা” গ্রন্থে (১০/৩৩০) ত্বারানীর সূত্রে উল্লেখ করে সনদটিকে হাসান বলাটা ভাল হয়নি। অনুরূপভাবে সুয়ুতী যে, “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৩৩০) বলেছেন: হাসানের শর্তমাফিক হয়েছে এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই, এ কথা বলাও ভাল হয়নি।

কিভাবে ইবনু সালেহের মধ্যে কোন সমস্যা নেই এবং কিভাবে তার হাদীস হাসান? যেখানে তিনি বহু ভুল করতেন এবং তার মধ্যে অধিকহারে

অবহেলা ছিল, এমনকি তার গ্রন্থের মধ্যে বানোয়াট হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে এবং তিনি তাই বর্ণনা করতেন অথচ তিনি জানতেন না!

তৃতীয়ত : আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর হাদীস। এটিকে আবু মু'য়ায সায়েগ হাসান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আবুশ শাইখ (১২৬), ইবনু বিশরান “মাজলিসানু মিনাল আমালী” গ্রন্থে (২১০-২১১) ও ইবনুল জাওযী “আলমাওযু'য়াত” গ্রন্থে (২/৩২৯-৩৩০) উল্লেখ করে ইবনুল জাওযী বলেছেন: এটি সহীহ নয়। আবু মু'য়ায হচ্ছেন সুলাইমান ইবনু আরকাম, আর তিনি মাতরুক।

চতুর্থত : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে ফুরাত ইবনুস সায়েব মাইমুন ইবনু মিহরান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু জারীর “তাফসীর” গ্রন্থে (৩৪/৩২) ও আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৪/৯৪) বর্ণনা করে বলেছেন:

মাইমূনের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। ইবনুল জাওযী বলেন:

ফুরাত মাতরুক।

তাকে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা অলমাতরুকীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, তাকে মুহাদ্দিগগণ ত্যাগ করেছেন।

পঞ্চমত : সাওবান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে সুলাইমান ইবনু সালামাহ মুহাম্মাল ইবনু সাঈদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি আবুল মু'য়াত্তা আসাদ ইবনু অদা'য়াহ তাঈ হতে, তিনি ওয়াহাব ইবনু মুনাবিহ হতে, তিনি তাউস হতে, তিনি সাওবান (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে কিছু বেশী বর্ণনা করেছেন “এবং আল্লাহর তাওফীকে কথা বলে।”

এটিকে ইবনু জারীর (৩৪/৩২), আবুশ শাইখ “আলআমসাল” গ্রন্থে (১২৮) এবং “তুবাকাতুল আসবাহানীঈন” গ্রন্থে (২২৩-২২৪), আবু নু'য়াইম “আলআরবাউনুস সূফিয়াহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৬২) এবং “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৪/৮১) বর্ণনা করেছেন। আবু নু'য়াইম বলেন:

ওয়াহাবের হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে মুহাম্মাল আসাদ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে এটি খুবই দুর্বল:

১। আসাদ ইবনু অদা'য়াহ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি ছোট তাবে'ঈগণের একজন, নাসেবী সম্প্রদায়ভুক্ত গালি দিতেন। ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি, আযহার হারায়ী ও একদল আলী (রাঃ)-কে গালি দিতেন। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য।

২। এ মুয়াম্মাল সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৩৭৫) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, সুলাইমান ইবনু সালামাও মুনকারুল হাদীস।

৩। সুলাইমান ইবনু সালামাহ হাফিয খাবাইযী, তার সম্পর্কে আবু হাতিমের মন্তব্য এ মাত্র শুনেছেন। তিনি আরো বলেছেন: তিনি মাতরুক, তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যাবে না।

ইবনু জুনায়েদ বলেন: তিনি মিথ্যা বলতেন, আর তার থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করি না।

হাফিয যাহাবী তার একটি বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আজব ব্যাপার এই যে, সুযূতী হাদীসটিকে বহু শাহেদ একত্রিত করণের দ্বারা হাসান সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর মানাবী প্রমুখ তার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু শাহেদগুলো খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে।

মোট কথা! হাদীসটি দুর্বল, হাসান নয় এবং বানোয়াটও নয়। হাফিয সাখাবী “আলমাকাসিদুল হাসানাহ” গ্রন্থে এদিকে ধাবিত হয়েছেন।

১৮২২. (اجْعَلُوا أَيْمَنَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ

وَجَلَّ).

১৮২২। তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদেরকে তোমাদের ইমাম বানাও। কারণ তারা তোমাদের মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি তোমাদের এবং আল্লাহর মাঝের বিষয়সমূহের ব্যাপারে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ ১৯৭) বাইহাক্বী (৩/৯০) হুসাইন ইবনু নাসর হতে, তিনি সালাম ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু অসী' হতে,

তিনি সাঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...। বাইহাক্বী বলেন:

এর সনদ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এর মধ্যে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে:

১। উমার ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদকে আমি চিনি না। দারাকুতনী নিকট কোন প্রকার পরিচয় ছাড়া শুধুমাত্র উমার উল্লেখ করা হয়েছে। পরক্ষণেই বলেছেন: আমার নিকট ইনি মাদাইনের কাযী উমার ইবনু ইয়াযীদ।

আমি (আলবানী) বলছি: মাদাইনীর ব্যাপারে ইবনু আদী (৫/১৬৮৭) বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

২। সালাম ইবনু সুলাইমান সম্পর্কে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: ইবনু আদী বলেন: তার অধিকাংশ বর্ণনার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

৩। হুসাইন ইবনু নাসরকে চেনা যায় না যেমনটি ইবনু কাভান বলেছেন।

হাদীসটিকে অন্য সূত্রে মারসাদ ইবনু আবু মারসাদ গানাবী হতে মরফু' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি পরে আগত হাদীসটি।

١٨٢٣. (إِنْ سَرَكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ، فَلْيَوْمُكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَقَدْ كُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ رَبِّكُمْ).

১৮২৩। তোমাদের সলাত কবুল হওয়াকে যদি তোমাদের আনন্দিত করে তাহলে তোমাদের উত্তম ব্যক্তির যেন তোমাদের ইমামাত করে। কারণ তারা তোমাদের মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি তোমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালকের মাঝের বিষয়সমূহের ব্যাপারে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী (পৃ ১৯৭), ইবনু মান্দাহ “আলমা'রিফাহ” গ্রন্থে (২/১৭৪/২) ও হাকিম (৩/২২২) ইয়াহুইয়া ইবনু ই'য়ালা আসলামী সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মুসা হতে, তিনি সামাহ ইবনু লুওয়াইর ছেলে কাসেম সামী হতে, তিনি মারসাদ ইবনু আবী মারসাদ গানাবী (তিনি বাদরী ছিলেন) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

দারাকুতনী বলেন: সনদটি সাব্যস্ত হয়নি। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মূসা দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি তাইমী মাদানী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ কাসেম সামীর জীবনী পাচ্ছি না।

আর তার থেকে বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া ইবনু ই'য়ালা আসলামী দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এবং হাইসামীর “আলমাজমা” গ্রন্থে (২/৬৪) এসেছে। হাইসামী হাদীসটিকে ত্ববারানীর “আলকাবীর” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এটি তার নিকট (২০/৩২৮) নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণিত হয়েছে:

عباركم এর পরিবর্তে علماءكم উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ বাক্যে এটি মুনকার।

এটিকে ইসমাঈল ইবনু আবান অর্রাক বর্ণনা করেছেন ইয়াহুইয়া ইবনু ই'য়ালা আসলামী হতে, তিনি কাসেম শাইবানী হতে, তিনি আবু উমামাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে শেষের فإثم ... বাক্য ছাড়া।

তিনি এটিকে মুসনাদু আবী উমামার অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু মূসাকে সনদ থেকে ফেলে দিয়েছেন। আমার ধারণা এরূপ ঘটেছে দুর্বল আসলামী হতে, অর্রাক হতে নয়, কারণ অর্রাক নির্ভরযোগ্য।

অন্য একটি সূত্রে হাদীসটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নের বাক্যে:

“إِنَّ سِرَّكُمْ أَنْ تُزَكُّوا صَلَاتَكُمْ، فَقَدِّمُوا عِبَارَكُمْ” “তোমাদের সলাত পবিত্র করাকে যদি তোমাদেরকে আনন্দিত করে তাহলে তোমরা তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে দাও।”

এটিকে দারাকুতনী (পৃ ১৩২) ও ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৯৯) আবুল অলীদ খালেদ ইবনু ইসমাঈল সূত্রে ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী বলেছেন: আবুল অলীদ দুর্বল।

আর তার ব্যাপারে ইবনু আদীর কথাই সঠিক: তিনি নির্ভরযোগ্য মুসলিমগণের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী।

আর তার থেকে কোন মিথ্যুক তা চুরি করেন।

এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু মূসা রাযী বর্ণনা করেন আবু আমের 'আমর ইবনু তামীম ইবনু সাইয়্যার ত্বারানী হতে, তিনি হাওযা ইবনু খালীফাহ্ বাকরাবী হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে।

এটিকে খাতীব এ রাযীর জীবনীতে “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (২/৫১) উল্লেখ করে বলেছেন: এ সনদে এ হাদীসটি মুনকার। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ হাদীসের সমস্যার দায়ভার রাযীর উপরে পড়েছে, তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: এগুলো বাতিল। তিনি আবুল কাসেম ত্বারানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে (রাযীকে) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে মূসা ইবনু ইব্রাহীম মূসা ইবনু জা'ফার হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আবু বাকর শাফেঈ “মুসনাদু মূসা ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হাশেমী” গ্রন্থের মধ্যে (ক্বাফ ১/৭১) উল্লেখ করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ এ মূসা ইবনু ইব্রাহীম হচ্ছেন আবু ইমরান মারওয়াযী যার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে ইয়াহুইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরুক।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় বিপদ সম্বলিত হাদীস উল্লেখ করেন।

১৮২৪. (إِنَّ الْأَرْضَ لَتَسْتَغْفِرُ لِمُصَلِّيٍّ بِالسَّارِوِيلِ).

১৮২৪। অবশ্যই যমীন পায়জামা পরিধান করে সলাত আদায়কারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে আবুশ শাইখ “আততবাকাত” গ্রন্থে (২৯৫), তার থেকে আবু নু'য়াইম (১/৩৩০) এবং তার থেকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/১৬৬-১৬৭) সাঈদ ইবনু ই'য়াকুব হতে, তিনি 'আম্মার ইবনু ইয়াযীদ কুরাশী বাসরী হতে, তিনি হাসান ইবনু মূসা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু ত্বহমান হতে, তিনি মালেক ইবনু আতাহিয়াহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু লাহী'য়াহ্। কারণ তিনি দুর্বল। তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সূত্রে আম্মার ইবনু ইয়াযীদ কুরাশী বাসরী রয়েছেন তাকে আমি চিনি না। “আলজারহ্ অত্‌তা'দীল” গ্রন্থে (৩/১/৩৯২) এসেছে:

‘আম্মার ইবনু ইয়াযীদ হাদীসটিকে ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ কুসায়েত হতে বর্ণনা করেছেন। আর সা'ঈদ ইবনু আবু আইউব খালেদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি তার (আম্মার) থেকে বর্ণনা করেছেন।

“আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে: আম্মার ইবনু ইয়াযীদ মূসা ইবনু হিলাল হতে বর্ণনা করেছেন। আর দারাকুতনী বলেন: তিনি মাজহুল।

“আললিসান” গ্রন্থে কিছু বেশী এসেছে: ইবনু হিব্বানের “আসসিকাত” গ্রন্থে এসেছে: ‘আম্মার ইবনু ইয়াযীদ মাকতু' এবং মুরসালগুলো বর্ণনা করেন। তার থেকে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ মিসরী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হন আর অন্য কেউ হন তিনি মাজহুল। তবে আমি তার কুরাশী বাসরী হওয়াকে খুবই অসম্ভব মনে করছি। কারণ ইবনু হিব্বান তাকে (কুরাশীকে) তাবে' তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত (৭/২৮৫) করেছেন অথচ এ কুরাশী তার থেকে অনেক পেছনে যেমনটি দেখছেন।

আর সা'ঈদ ইবনু ই'য়াকুব হচ্ছেন আবু উসমান সা'ঈদ ইবনু ই'য়াকুব ইবনু সা'ঈদ কুরাশী।

আবুশ শাইখ বলেন: তিনি বুন্দার, মুহাম্মাদ ইবনু আবুল অযীর অসেতী এবং আসবাহানীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/১৬২/১) শুধুমাত্র দাইলামীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর আবু নু'য়াইম হাদীসটিকে “আলমা'রিফাহ্” গ্রন্থে যেমনটি “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে এসেছে ইবনু লাহী'য়ার সূত্রে অন্য একটি সনদে মালেক ইবনু আতাহিয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। বাহ্যিকতা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইবনু লাহী'য়াহ্ তার সনদে ইযতিরাবের মধ্যে পড়েছেন।

১১২০. (املكوا العجین، فإنه أعظم للبركة).

১৮২৫। তোমরা আটাকে ভাল করে মছন কর। কারণ তা বরকতের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড়।

হাদীসটি খুবই মুনকার।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৬৬) সালামাহ্ ইবনু রাওহ্ হতে, তিনি আকীল হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষার মধ্যে এসেছে:

كَارِهُنَّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الرَّعِيَيْنِ কারণ তা দু'টি বৃদ্ধি হওয়ার একটি (মহুনের সময় অথবা ভাজার সময়)।

এবং বলেন: এটি যদিও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে তবুও খুবই মুনকার।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: লেখকের বাহ্যিক কথা থেকে বুঝা যায় যে, ইবনু আদী হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ তিনি (ইবনু আদী) সালামাহ্ ইবনু রাওহ্ আইলীর জীবনীতে বলেছেন: আবু হাতিম বলেন: তার হাদীস লিখা যাবে। আর আবু যুর'য়াহ্ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: ছাপানো কপিতে এরূপই এসেছে। স্পষ্টতঃ বিষয়টি এই যে, মানাবীর কথা হতে “আলআইলী” শব্দের পরে [তিনি (ইবনু আদী) বলেন: ‘তিনি খুবই মুনকার’] এ কথাটা কপি হতে পড়ে গেছে। যেমনটি এর প্রমাণ বহন করছে ইবনু আদী হতে আমার বর্ণনাটি। অনুরূপভাবে (وقال) শব্দের পরে (الزهمي) শব্দটি পড়ে গেছে, কারণ তিনিই “আলমীযান” গ্রন্থে তা বলেছেন। অর্থাৎ আবু হাতিম বলেন।

আর মানাবীই “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে ইবনু আদী হতে নকল করেছেন যে, তিনি বলেন: হাদীসটি মুনকার। আর হাফিয ইবনু হাজার বলেন: সালামাহ্ সত্যবাদী তবে তার কতিপয় সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

١٨٢٦. (إِذَا كَبَّرَ الْعَبْدُ سَتَرَتْ تَكْبِيرُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ).

১৮২৬। বান্দা যখন তাকবীর বলে তখন তার তাকবীর আসমান এবং যমীনের মাঝের সব কিছুকে পরিপূর্ণ করে ফেলে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে খাতীব (১১/৮৬), তার থেকে ইবনু আসাকির (৬/২২২/২) ইসহাক ইবনু নাজীহ্ মালতী হতে, তিনি যানকুল ইবনু আলী সুলামী হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইসহাক ইবনু নাজীহ্। কারণ তিনি জালকারী বড় মিথ্যুক। আজব ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী “আললাআলী” গ্রন্থের খাতেমার মধ্যে (পৃ ৪৭৩) উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক বড় জালকারীদের একজন। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটিকে “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি “যাইলুল আহাদীসিল মাওয়ূ‘য়াহ্” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তা ইবনু জাওযীর “আলমাওয়ূ‘য়াত” গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি (পৃ ১৪৯) বলেন:

হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: ইসহাক মালতী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যাবাদী। ইয়াহুইয়া বলেন: তিনি মিথ্যুক এবং হাদীস জাল করার ব্যাপারে পরিচিত। ফাল্লাস বলেন: তিনি প্রকাশ্যে হাদীস জাল করতেন।

(সংক্ষেপ) এসব কিছু সুয়ূতী হতেই বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সুয়ূতীর এ সব ভুল ধরার কারণে কেউ কেউ আমাদের সমালোচনা করেছে এবং সাধারণ লোকদেরকে উত্তেজিত করার লক্ষ্যে আমাদের বিপক্ষে মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ দিয়ে কিতাব লিখেও প্রকাশ করেছে।

১৮২৭। (إِذَا كَثُرَتْ دُؤُوبُكَ، فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، تَنَافُرُ كَمَا يَتَنَافَرُ

الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ الْعَاصِفِ).

১৮২৭। তোমার গুনাহ যখন বেশী হয়ে যাবে তখন তুমি পানির উপর পানি (বারবার) পান করাও। এতে তোমার গুনাহগুলো ঝরে যাবে যেমনভাবে ঝড়ো বাতাসে বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে যায়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে খাতীব তার তারীখ গ্রন্থে (৬/৪০৩-৪০৪) আবুল ‘আলা ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ তাম্মার হতে ৪০৮ হিজরীতে, তিনি আবুল হাসান হিবাতুল্লাহ ইবনু মূসা ইবনুল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ মুযানী (পরিচিত ইবনু কাতীল নামে) হতে (মূসেলে), আবু ই‘য়াল্লা আহমাদ ইবনু আলী ইবনুল মুসান্না হতে, তিনি শাইবান ইবনু ফাররুখ উবুল্লী হতে, তিনি সাঈদ ইবনু সুলাইম যব্বী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হাদীসটিকে আবুল ‘আলার জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন: তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আর অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হিবাতুল্লাহ্ ইবনু মুসা ছাড়া। হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার আরেকটি হাদীস নিম্নের ভাষায় আলোচিত হয়েছে: **إِنَّ اللَّهَ ... يطلع في العيدين** নং (১৮০৬)। কিন্তু তার সনদটি একেবারে দুর্বল।

১৮২৮। **(إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ، تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلِكُ مِثْلًا مِنْ ثَنٍّ مَا جَاءَ بِهِ).**

১৮২৮। বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন তার নিকট থেকে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরে যায় সে যা কিছু নিয়ে এসেছে তার দুর্গন্ধ থেকে (বাঁচার জন্য)।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (১/৩৫৭), ইবনু আবিদ দুনিয়া “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থে (পৃ ৩২), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/৩০২), ইবনু হিব্বান “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (২/১৩৭) ও আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৮/১৯৭) আব্দুর রহীম ইবনু হারুন সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু আবু রাওয়াদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান ভাল গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে চিনি। এটিকে আব্দুর রহীম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী তার অন্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন:

যা উল্লেখ করেছি এ ছাড়াও তার আরো হাদীস রয়েছে। পূর্ববর্তীদের তার ব্যাপারে কোন কথা দেখছি না। আমি তাকে উল্লেখ করেছি সেই সব হাদীসগুলোর কারণে যেগুলোকে তিনি নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায়ের উদ্ধৃতিতে মুনকার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম বলেন: এটিকে আব্দুর রহীম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল। তাকে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি দুর্বল, তাকে দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। তাকে দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আদী তার “কামেল” গ্রন্থের ভূমিকাতে (পৃ ৩২) সুলাইম ইবনুর রাবী' ইবনু হিশাম নাহদী সূত্রে আহনাফের চাচা ফাযল ইবনু আউফ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী সুলাইমান নাহ্দী, তাকে দারাকুতনী ত্যাগ করেছেন।

আরেক বর্ণনাকারী ফাযল ইবনু আউফকে আমি চিনি না।

ইবনু হিব্বানের ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, তিনি হাদীসটিকে আব্দুল আযীয ইবনু আবু রাওয়াদের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন তার মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বরং তার বানোয়াটগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে। তিনি বলেছেন:

আব্দুল আযীয নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া সেগুলো উল্লেখ করাই বৈধ না।

অথচ এ আব্দুল আযীযকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর ইমাম মুসলিম তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

ইবনু হিব্বানের জন্য আলোচ্য হাদীসটিকে আব্দুল আযীয হতে বর্ণনাকারী আব্দুর রহীমের জীবনীতে উল্লেখ করাই উত্তম ছিল। তাতো করেননি বরং আরেক ভুল করে বসেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি এ আব্দুর রহীমকে “আসসিকাত” গ্রন্থে (৮/৪১৩) উল্লেখ করে বলেছেন:

তার হাদীসকে বিবেচনায় নেয়া যাবে যদি তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তার কিতাব হতে বর্ণনা করেন। কারণ তিনি তার কিতাব হতে যখন বর্ণনা করেননি তখন কিছু কিছু মুনকার বর্ণনা করেছেন।

যার অবস্থা এই তাকে তিনি প্রথমে কিভাবে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

সতর্কবাণী: কেউ কেউ ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাসান এবং ভালো বলার দ্বারা ধোঁকায় পড়েছেন। যেমন মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৪/২৯), কারণ তিনি তিরমিযীর হাসান আখ্যা দেয়াকে সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে গুমারী তার “কান্‌য” গ্রন্থে (৩০৮) তিরমিযীর অনুসরণ করেছেন। সম্ভবত তিনি (গুমারী) মানাবী কর্তৃক “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে তিরমিযীর কথার ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে চূপ থাকার কারণে ধোঁকায় পড়েছেন।

মানাবীর বিষয়টি আজব ধরনের কারণ তিনিই “আলফায়েয” গ্রন্থে দারাকুতনী কর্তৃক আব্দুর রহীমকে মিথ্যুক আখ্যা দান এবং ইবনু আদী কর্তৃক তার হাদীসগুলোকে মুনকার আখ্যা দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

১৮২৭. (الصَّائِمُ فِي عِيَادَةٍ، مَا لَمْ يَغْتَبِ).

১৮২৯। সওম পালনকারী ইবাদাতের মধ্যে থাকে যে পর্যন্ত সে গীবাত না করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আদী (১/৩০২) হাসান ইবনু মানসূর সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু হারুন আবু হিশাম গাস্‌সানী হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাসসান হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দু'টি কারণে খুবই দুর্বল:

১। আব্দুর রহীম। তার অবস্থা সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে বিস্তারিত অবগত হয়েছেন।

২। হাসান ইবনু মানসূর সম্পর্কে ইবনুল জাওযী “আলইলাল” গ্রন্থে বলেন: তার অবস্থা অজ্ঞাত।

মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করে সমর্থন করেছেন। এতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ কেউ কেউ এ হাসানকে হুসাইন বলেছেন। তার থেকে একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্যে ইমাম বুখারী তার “সহীহ” গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। খাতীব “তারীখ” গ্রন্থে (৮/১১) বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য।

অতএব আলোচ্য হাদীসের সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহীম।

হাদীসটিকে সুযুতী তার দু'জামের মধ্যে দাইলামীর বর্ণনায় আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী এ হাদীসের পূর্বোক্ত দু'টি সমস্যা উল্লেখ করে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর অবগত হয়েছেন যে, দু'টির একটি সমস্যা মারাত্মক।

এ আব্দুর রহীম গাস্‌সানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে:

“যে ব্যক্তি পানাহার ছাড়া তার উপর করা আল্লাহর অন্য কোন নে'য়ামাতকে চিনবে না তার জ্ঞান কমে গেছে আর তার শাস্তি নিকটবর্তী হয়েছে।”

এটিকে ইবনু আদী ও খাতীব তার “তারীখ” গ্রন্থে (৬/৫২) আব্দুর রহীম ইবনু হারুন গাস্‌সানী হতে আলোচ্য সনদে বর্ণনা করেছেন।

আর এ আব্দুর রহীম খুবই দুর্বল যেমনটি তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনু আদী এ আব্দুর রহীমের কতিপয় হাদীসের মধ্যে এটিকে উল্লেখ করে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন।

১৮৩০. (اجلِدُوا فِي قَلِيلِ الْحَمْرِ وَكَثِيرِهِ، فَإِنْ أَوْلَهَا حَرَامٌ، وَآخِرُهَا حَرَامٌ).

১৮৩০। তোমরা কম মদ পানে এবং বেশী মদ পানে উভয় ক্ষেত্রেই প্রহার কর। কারণ প্রথমটি হারাম এবং শেষোক্তটিও হারাম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্বী “আস্‌সুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (৮/৩১৩) হিশাম ইবনু ‘আম্মার হতে, তিনি অলীদ হতে, তিনি ইবনু লাহী‘য়াহ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুল আযীয হতে, তিনি আয়েশা  হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী‘য়াহ মন্দ হেফযের অধিকারী।

আর অলীদ হচ্ছেন ইবনু মুসলিম, তিনি তাদলীসুত তাসবিয়াহ্ করতেন। তাদলীসুত তাসবিয়াহ্ হচ্ছে: (রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীছ বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে গোপন করে তার নির্ভরযোগ্য শাইখের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস)।

আর হিশাম ইবনু ‘আম্মারকে ভুল ধরিয়ে দেয়া হতো এবং তিনি তা গ্রহণ করতেন।

১৮৩১. (أَجِيفُوا أَبَوَابَكُمْ، وَاكْفُوا أَنْتَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْفَيْتَكُمْ، وَأَطْفُوا

سُرْجَكُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوْذَنْ لَهُمْ بِالتَّسْوِرِ عَلَيْكُمْ).

১৮৩১। তোমরা তোমাদের দরজাগুলো বন্ধ কর, তোমাদের পাত্রগুলো উলটিয়ে রাখ, তোমাদের পানির পাত্রগুলো বেঁধে রাখ,

তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে ফেল। কারণ শয়তানদেরকে তোমাদের বিপক্ষে বাঁধ অতিক্রম করার শক্তি প্রদান করা হয়নি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৬২) আবুন নাযর হতে, তিনি আলফারাজ হতে, তিনি লোকমান হতে, তিনি আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এ ফারাজ হচ্ছেন ইবনু ফুজালাহ আর তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তার হেফযের দিক দিয়ে তিনি দুর্বল।

তিনি “আয্যু’য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৮/১১১) বলেন: হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। ফারাজ ইবনু ফুজালাহ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী হাইসামী হতে তা “আলফায়েয” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ফারাজ ... ছাড়া এ কথাটি উল্লেখ করেননি।

জানি না ক্রটি তার পক্ষ হতে, নাকি তার নিকট থাকা “আলমাজমা” এর কপিতে সেরূপই রয়েছে যেমনটি তিনি লিখেছেন। এ থেকে তিনি বড় ধরনের ভুলের মধ্যে পড়েছেন। কারণ তিনি পরক্ষণেই বলেছেন: লেখক শুধুমাত্র হাসানের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, তা করে ভাল করেননি। বরং তার উচিত ছিল সহীহ চিহ্ন ব্যবহার করা।

অতঃপর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে লেখকের হাসান বলা কথার বিরোধিতা করে বলেছেন: এ সনদটি সহীহ।

অথচ আপনারা অবগত হয়েছেন যে, সহীহ তো দূরের কথা হাসান হওয়ার যোগ্য নয়। তাকে এ ভুলের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাহকীক না করে তাকলীদ করে নকল করার জন্য।

আমি (আলবানী) এখানে হাদীসটিকে শুধুমাত্র শেষোক্ত বাক্যের কারণে উল্লেখ করেছি। এ বাক্যের সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে এবং এ অংশের কোন শাহেদ না থাকার কারণে। কারণ হাদীসটির প্রথম অংশটি

“সুরুজাকুম” পর্যন্ত সহীহ, অনুরূপ সহীহ হাদীস জাবের (ؓ) হতে বর্ণিত হওয়ার কারণে। সেটিকে আমি “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থে (৩৭) উল্লেখ করেছি।

১৮৩২। (أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَغْفِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا).

১৮৩২। আব্বাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সলাতকে তার প্রথম ওয়াস্তে দ্রুত আদায় করা।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী (৯২), হাকিম (১/১৯১) ও আহমাদ (৬/৩৭৫) লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু হাফস হতে, তিনি কাসেম ইবনু গান্নাম হতে, তিনি তার দাদী (বাবার মা) দুনিয়া হতে, তিনি তার দাদী উম্মু ফারিয়াহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাবী (ؐ)-এর সাথে বাই'য়াতকারিণীদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন: আমি রসূল (ؐ)-কে একদিন আমলগুলো নিয়ে আলোচনা করতে শুনলাম। অতঃপর তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কাসেম ইবনু গান্নামের দাদী মাজহূলাহ। কাসেম নিজেই প্রসিদ্ধ নন।

আর এ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার হচ্ছেন উমারী মুকাব্বার, তিনি দুর্বল। হাদীসটির নিম্নের ভাষায় মুতাবা'য়াত করা হয়েছে:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

এ ভাষার আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (ؓ)-এর হাদীস হতে সহীহ সনদে শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে আমি “সহীহ আবী দাউদ” গ্রন্থে (৪৫২) ও “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (১১৯৮) এটির তাখরীজ করেছি। এ ভাষায় এটি সহীহ লি-গাইরিহি। কিন্তু আলোচ্য প্রথম ভাষাটি দুর্বল।

১৮৩৩। (أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ).

১৮৩৩। আব্বাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় কর্ম হচ্ছে আব্বাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা আর আব্বাহর ওয়াস্তে অপছন্দ করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৫/১৪৬) ইয়াযীদ ইবনু আতা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি আবু যার (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

রসূল (ﷺ) আমাদের দিকে বেরিয়ে এসে বললেন: তোমরা কি জান কোন কর্ম আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়? একজন বলল: সলাত এবং যাকাত। আরেকজন বলল: জিহাদ। তখন রসূল (ﷺ) বললেন:...

খালেদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আতার -সংক্ষেপে- ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় মুতাবা'য়াত করেছেন:

... أفضل الأعمال , এটি আবু দাউদের বর্ণনা, এ সম্পর্কে (১৩১০) আলোচনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল নাম না-নেয়া ব্যক্তির কারণে।

ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ হচ্ছেন হাশেমী তিনি তাদের দাস। তিনি দুর্বল।

আর ইয়াযীদ ইবনু আতা হচ্ছেন ইয়াশকুরী, তিনিও হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার “ফাতহুলবারী” গ্রন্থে (১/৪) চূপ থেকেছেন। আর মানাবী বলেছেন: ইবনুল জাওযী বলেন: হাদীসটি সহীহ নয়। আর ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন: তাকে নিক্ষেপ কর। আর সিওয়ার আযহারী সম্পর্কে (তিনি আহমাদের বর্ণনায় নেই) ইবনুল জাওযী বলেন: তিনি কিছুই না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, লেখক কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দান উপযুক্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবীর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় কিভাবে তিনি এ সঠিক বিজ্ঞোচিত সমালোচনাকে ত্যাগ করে সুযুতীর মুতাবা'য়াত করলেন “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে, তিনি বললেন: এর সনদটি হাসান।

অতঃপর শুমারী অভ্যাসগতভাবে তার অঙ্ক অনুসরণ করলেন তার “কান্‌য” গ্রন্থে (৭৯)!

١٨٣٤. (أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحَالُ الْمُرْتَجِلُ، قَالَ: وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَجِلُ؟ قَالَ: الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ).

১৮৩৪। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে আলহাভুল মুরতাহিলু। সে বলল: আলহাভুল মুরতাহিলু কি? তিনি বললেন: যে কুরআনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত করে সে। যখনই সে শেষ করে তখনই আবার শুরু করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৪/৬৪), ইবনু নাসর “কিয়ামুল লাইল” গ্রন্থে ও হাকিম (১/৫৬৮) বিভিন্ন সূত্রে সালেহ্ মুররী হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি যুরারাহ্ ইবনু আওফা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রসূল! কোন আমলটি আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়? তখন তিনি বললেন: ...।

তিরমিযী অন্য একটি সূত্রে সালেহ্ হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন তবে তিনি সেটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযী বলেন: আমার নিকট হাইসাম ইবনুর রাবী হতে এ হাদীসটি (মুরসাল হওয়াই) বেশী সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটিকে মওসূল বানানোর ক্ষেত্রে একদল তার মুতাবা'য়াত করেছেন। যেমনটি সেদিকে ইঙ্গিত করেছে। অতএব মওসূল হওয়াই বেশী সঠিক। এটিকে দারেমীও (২/৪৬৯) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সর্বাবস্থায় হাদীসটি দুর্বল। কারণ সালেহ্ মিররী দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাক্বীর” গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয যাহাবীর “আয্যু'য়াফা” গ্রন্থে এসেছে: নাসাঈ প্রমুখ বলেছেন: তিনি মাতরুক।

হাকিম হাদীসটির পরক্ষণেই বলেন: তিনি বসরার একজন আবেদ (সন্নাসী), কিন্তু বুখারী ও মুসলিম তার হাদীস বর্ণনা করেননি।

হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: সালেহ্ মাতরুক।

হাকিম মিকদাম ইবনু দাউদ ইবনু তালীদ রুআইনী সূত্রে তার একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন খালেদ ইবনু নাযার হতে, তিনি লাইস ইবনু সা'দ হতে, তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি আ'রাজ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে। তিনি বলেন: ...।

হাফিয যাহাবী বলেন: হাকিম এটির ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। অথচ এটি বানোয়াট। কারণ মিকদাম সমালোচিত ব্যক্তি আর বিপদ তার থেকেই।

১৮৩০. (أَحَبُّ إِلَهُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِجْرَاءُ الْخَيْلِ، وَالرَّمْيُ بِالنَّبْلِ،

وَلَعَبُكُمْ مَعَ أَزْوَاجِكُمْ).

১৮৩৫। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় খেলা হচ্ছে ঘোড়দৌড়, তীর নিক্ষেপ এবং স্ত্রীদের সাথে তোমাদের খেলা করা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/২৯৭) সুলাইমান ইবনু ইসহাক আবু আইউব হাশেমী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হারেস হারেসী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু বাইলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী মুহাম্মাদ ইবনু হারেসের জীবনীতে বলেন: তার অধিকাংশ বর্ণনা নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান বাইলামানী তার চেয়েও বেশী দুর্বল। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন: তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যাতে প্রায় দু'শতটি হাদীস রয়েছে, সবগুলোই বানোয়াট।

আর সুলাইমান ইবনু ইসহাকের জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে এ বাক্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তীরের কথাটি উল্লেখ করেননি।

মানাবী বলেন: এর সনদটি দুর্বল। তিনি এর চেয়ে বেশী বলেননি। সম্ভবত তিনি সনদটি সম্পর্কে অবগত হননি।

১৮৩৬। (أَحِبُّوا الْعَرَبَ وَبَقَاءَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَصَلَاتَهُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَهُمْ نُورٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَفَسَادُهُمْ ظُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ).

১৮৩৬। তোমরা আরবদেরকে, তাদের ইসলামের উপর অটল থাকাকে, এবং তাদের সঠিক থাকাকে ভালোবাস। কারণ তাদের সঠিকের উপর অটল থাকা ইসলামের জন্য নূর আর তাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া ইসলামের জন্য অন্ধকার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩৪০) আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন। এটি “ত্বাবাকাতুল আসবাহানিয়ীন” গ্রন্থে (৪৪১/৬৪১) আবু যুফার হুযাইল ইবনু আব্দুল্লাহ যব্বী

হতে, তিনি আহমাদ ইবনু ইউনুস যব্বী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুস সামাদ হতে, তিনি তার পিতা আব্দুস সামাদ ইবনু জাবের হতে, তিনি আতা ইবনু আবু মাইমূনাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল দু'টি কারণে:

১। আব্দুস সামাদ ইবনু জাবের সম্পর্কে হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার একটি অথবা দু'টি হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি সে দু'য়ের একটি, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে:

“তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর, আর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে ইসলাম বেশী প্রশস্ত অথবা চণ্ডা।”

২। তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুস সামাদ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি মুনকার হাদীসের অধিকারী। তার হাদীস ছেড়ে দেয়া হয়নি।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ (ইবনু হাইয়ান) “আসসাওয়াব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “ফাতহুল কাবীর” গ্রন্থে এসেছে। আর তার থেকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৩৬-৩৭) মানসূর ইবনু আবু মুযাহিম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাব হতে, তিনি আতা ইবনু আবু মাইমূনাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাবের অবস্থা অজ্ঞাত অর্থাৎ তিনি মাজহুলুল হাল যেমনটি তার সম্পর্কে (১৬৩) হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৩৭. (إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا غَضِبَ عَلَى أُمَّةٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا، وَ لَمْ تَرْبِحْ تِجَارُهَا، وَ حَسِنَتْ عَنْهَا أَمْطَارُهَا، وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا، وَ سَلَطَ عَلَيْهَا شِرَارُهَا).

১৮৩৭। আল্লাহু তা'য়ালা যখন কোন জাতির উপর রাগান্বিত হন তখন তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করেন না। বরং তাদের পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়, তাদের বয়স কমে যায়, তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় না, তাদের বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়, তাদের নদীগুলো প্রবাহিত হয় না এবং তাদের উপরে তাদের নিকৃষ্টদেরকে (নেতা হিসেবে) তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/২২৪), ইবনু আসাকিন (৯/৬৭/২) ও ইবনুন নাজ্জার (১০/১৭৪/২) হুসাইন ইবনু আবুল হাজ্জাজ হতে, তিনি মণ্ডল ইবনু আলী আনায়ী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু তুরাইফ হতে (তিনি হচ্ছেন আবু গাস্‌সান মাদানী), তিনি মাসমা' ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি আসবাগ ইবনু নাবাতাহ্ হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবী তালেব (ؓ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী এ আসবাগ মাতরুক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

আর মাসমা'কে আমি চিনি না। আবু গাস্‌সান নির্ভরযোগ্য। আর মন্দল ইবনু আলী দুর্বল।

সুযুতী বলেন: এর সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। অন্য কপিতে এসেছে ... দুর্বল বর্ণনাকারীগণ রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: শেষোক্ত কথাটি সঠিকের বেশী নিকটবর্তী।

۱۸۳۸. (أَجِئُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوهُمْ , وَأَحِبِّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ , وَاتَّبِرْ دُونَكَ

عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ).

১৮৩৮। তোমরা ফাকীরদেরকে ভালোবাস এবং তাদের সাথে বস।

তোমার অন্তর থেকে আরবদেরকে ভালোবাস। আর তোমাকে যেন লোকদেরকে ঘৃণা এবং তাদের ক্রটি ধরা থেকে বাধা দেয় সেই বস্তু যা তুমি জান তোমার অন্তরের মাঝে (অর্থাৎ তোমার নিজের ক্রটি)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৩৩২) আবু বাক্র ইবনু আবু নাসর মারওয়াযী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু গালেব হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রিয়াহী হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু অসে' হতে, তিনি আবু সালেহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্- যদি উমার রিয়াহী হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ হতে শুনে থাকেন।

আর হাফিয যাহাবী বলেন: হাজ্জাজ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম যে সনদে বিচ্ছিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে নাকি নাই এ বিষয়টি আমার নিকট স্পষ্ট নয়। কারণ রিয়াহীও নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি ইব্রাহীম ইবনু সা'দ, জুওয়াইরিয়্যাহ্ ইবনু আসমা ও তাদের দু'জনের স্তরের অন্যদের থেকেও বর্ণনা করেছেন। আর এরা দু'জন কতিপয় তাবে'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন যেমন নাফে', যুহরী, সালেহ্ ইবনু কাইসান প্রমুখ। আর হাজ্জাজ ইবনুল আসওয়াদ তাদের দু'জনের স্তরেরই। কারণ তিনিও তাবে'ঈদের থেকে বর্ণনা করেছেন যেমন সাবেত আলবুনানী, আবু নাযরাহ্, জাবের ইবনু যায়েদ। এ কারণে রিয়াহী কর্তৃক হাজ্জাজের সাথে মিলিত হওয়া এবং তার থেকে শুনে থাকাটা সম্ভব। এ জন্য হাকিম কি কারণে তার থেকে শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহ করলেন জানি না, তবে হৃদয় কেন জানি হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে ধাবিত হচ্ছে না। কারণ এ হাদীসের মধ্যে সূফীবাদের আলামত লক্ষণীয়! হতে পারে এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু গালেব। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য হলেও তিনি কতিপয় হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন যেমনটি দারাকুতনী বলেন। এ ছাড়াও এ আবু বাকর মারওয়াযীকে আমি চিনি না। তবে মানাবী তার “ফায়েয” গ্রন্থে বলেছেন:

হাকিম বলেছেন: এটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। লেখক তাদের দু'জনের অনুসরণ করেছেন এবং সহীহ্ হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিমের বিপক্ষে এটি ভুল বলা হয়েছে। কারণ তিনি সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয যাহাবীও সহীহ্ আখ্যা দেননি। আর সুযুতীর চিহ্ন ব্যবহার করা মূল্যহীন। আল্লাহই বেশী ভাল জানেন।

হাদীসটির মাঝের অংশটি (১৮৬৫) হাদীসের শেষাংশে এক বানোয়াট হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮৩৭. (مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فِي أَهْلِهِ عُمْرَةً).

১৮৩৯। তোমাদের কারো একঘণ্টা আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান করা, তার পরিবারের জন্য তার সারা জীবনের কর্মের চেয়েও উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৯/৩২/২) যিয়াদ ইবনু মীনা হতে, তিনি আবু সা'দ ইবনু আবু ফুযালাহ্ হতে, তার (নাবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল, তিনি বলেন: আমি শাম দেশের উদ্দেশ্যে সুহাইল ইবনু আমর (رضي الله عنه)-এর সাথে হয়েছিলাম ...। সুহাইল তাকে বললেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...। ইবনু আবী ফুযালাহ্ বলেন: আমি মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে অবস্থান করব, আমি কখনও মক্কায় ফিরে যাবো না।

এ সূত্রেই ইবনু সা'দ (৫/৪৩৫, ৭/ ৪০৫) ও হাকিমও (৩/২৮২) বর্ণনা করে তিনি এবং হাকিম যাহাবী কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। হাদীসটি ইবনু আসাকির প্রমুখের নিকট সুহাইল ইবনু আমর (رضي الله عنه)-এর মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে। সুযুতী “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে (২/২০৬/১) ভুল করে বলেন: হাদীসটিকে ইবনু আসাকির আবু সা'দ ইবনু ফুযালাহ্ হতে আর হাকিম তার (আবু সা'দ) থেকে সুহাইল ইবনু আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

আপনি দেখছেন যে, ইবনু আসাকিরও আবু সা'দ হতে, তিনি সুহাইল হতে বর্ণনা করেছেন।

এর সনদটি দুর্বল। কারণ যিয়াদ ইবনু মীনা সম্পর্কে আযদী বলেন: তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর ইবনুল মাদীনী বলেন: যিয়াদ মাজহুল (অপরিচিত)।

আর আবু সা'দ ইবনু আবু ফুযালার (রসূল (ﷺ)-এর সাথে) সাক্ষাত ঘটান ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তাকে আবু সা'দ বলা হয়। আবার ইবনু ফুযালাহ্ও বলা হয়।

١٨٤٠. (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ فَلْيَسْتَبِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَبِرْ اسْتَحْيَتْ الْمَلَائِكَةُ

وَخَرَجَتْ، وَحَضَرَهُ الشَّيَاطِينُ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شَرِيكٌ).

১৮৪০। তোমাদের কেউ যখন তার পরিবারের নিকট আসবে তখন সে যেন পর্দা করে। কারণ পর্দা না করলে ফেরেশতারা লজ্জা পায় এবং বেরিয়ে যায়। আর তার নিকট শয়তানরা উপস্থিত হয়। ফলে তাদের মাঝে সন্তান ভূমিষ্ট হলে, তাতে শয়তানের অংশিদারিত্ব এসে যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (২/১৬৭) ইয়াহইয়া ইবনু আইউব সূত্রে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু যাহ্ হতে, তিনি আবুল মুনীব হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি আবু

হুয়াইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তুবারানী) বলেন: আবুল মুনীব হতে ইয়াহুইয়া ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তার (আবুল মুনীব) থেকে ওবাইদুল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ইয়াহুইয়া হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু যাহর ও আবুল মুনীব (তার নাম হচ্ছে) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্, তারা উভয়েই দুর্বল। তবে প্রথমজন বেশী দুর্বল।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোন কোন দেশে বলা হয়ে থাকে: যখন ফেরেশতারা উপস্থিত হয় তখন শয়তান পালিয়ে যায়।

১৮৪১। (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ بَابُ حَجْرَتِهِ فَلْيَسْلَمْ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قَرِينُهُ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَإِذَا دَخَلْتُمْ حُجْرَكُمْ فَسَلِّمُوا، يَخْرُجُ سَاكِنُهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، فَإِذَا رَحَلْتُمْ فَسَمُّوا عَلَى أَوَّلِ جَلْسِ تَضَعُونَهُ عَلَى دَوَابِكُمْ، لَا يُشْرِكُكُمْ فِي مَرْكَبِهَا، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوا شَرِكُكُمْ، وَإِذَا أَكَلْتُمْ فَسَمُّوا، حَتَّى لَا يُشْرِكُكُمْ فِي طَعَامِكُمْ، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوا شَرِكُكُمْ فِي طَعَامِكُمْ، وَلَا تَبْتِئُوا الْقِمَامَةَ مَعَكُمْ فِي حُجْرِكُمْ، فَإِنَّهَا مَقْعَدُهُ، وَلَا تَبْتِئُوا مَعَكُمْ الْمُنْدِيلَ فِي بُيُوتِكُمْ (هُوَ الَّذِي تَمَسَّحُ بِهِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ كَمَا فِي الْأَهَامِشِ)، فَإِنَّهَا مَضْجَعُهُ، وَلَا تَقْتَرِشُوا الْوَلَايَا الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الدَّوَابِّ، وَلَا تَسْكُنُوا بُيُوتًا غَيْرَ مُغْلَقَةٍ، وَلَا تَبْتِئُوا عَلَى سَطُوحٍ غَيْرَ مُحَوَّطَةٍ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكَلْبِ، أَوْ نَهْيَ الْحِمَارِ، فَاسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْهَقُ حِمَارٌ وَلَا يَنْبَحُ كَلْبٌ حَتَّى يَرَاهُ).

১৮৪১। যখন তোমাদের কেউ তার ঘরের দরজার নিকট আসবে সে যেন সালাম দেয়। কারণ এতে তার সাথী শয়তান যে তার সাথে ছিল সে ফিরে যাবে। অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম দাও। কারণ ঘরের মাঝে অবস্থানকারী শয়তানরা বেরিয়ে যাবে। তোমরা যখন সফরে যাবে তখন তোমরা তোমাদের বাহনের জন্য ব্যবহৃত চতুষ্পদ জন্তুর উপরে প্রথম কাপড়টি রাখার সময় বিসমিল্লাহ্ বল। তাহলে তোমাদের বাহনে শয়তান অংশিদার হতে পারবে না। আর তোমরা যদি তা না কর তাহলে শয়তান তোমাদের সাথে অংশিদার হয়ে যাবে।

তোমরা যখন খাবে তখন বিসমিল্লাহ্ বল যাতে করে শয়তান তোমাদের খাদ্যের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে না পারে। কারণ তোমরা যদি তা না কর তাহলে সে তোমাদের খাদ্যের মধ্যে অংশ গ্রহণ করবে। তোমরা তোমাদের ঘরে তোমাদের সাথে ময়লা আবর্জনা রেখে রাত যাপন করো না। কারণ সেগুলো হচ্ছে শয়তানের অবস্থান স্থান। তোমরা তোমাদের সাথে তোমাদের গৃহে রুমাল (যার দ্বারা নারী ও পরুষ মুছে থাকে) রেখে রাত যাপন করো না। কারণ তা তার বিছানা। তোমরা পশুর পিঠের নিচের অংশের ব্যবহৃত কাপড় বিছায়ো না। তোমরা বাড়ির (দরজা) বন্ধ না করে বাস কর না। না-ঘেরা ছাদের উপর তোমরা রাত যাপন করো না। তোমরা যখন কুকুরের ডাক শুনবে অথবা গাধার আওয়ায শুনবে তখন (শয়তান হতে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ একমাত্র শয়তানকে দেখেই গাধা আওয়ায করে আর কুকুর ডাকে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আব্দু ইবনু হুমায়েদ “আলমুনতাখাবু মিনাল মুসনাদ” গ্রন্থে (১১৯/২, ১২০/১) হিরাম ইবনু উসমান হতে, তিনি জাবের ^(রাহিমাহুল্লাহ) ^(আবু জাবর) এর দু'ছেলে হতে, তিনি তাদের দু'জনের পিতা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হিরাম সম্পর্কে ইমাম শাফে'ঈ ও ইবনু মা'ঈন বলেন: হিরাম হতে বর্ণনা করা হারাম।

মালেক বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

তাকে হাফিয় যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করে তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

তবে হাদীসটির মধ্যে (শয়তান) হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা মর্মে বাক্যটি সহীহ্। সেটিকে আমি “আত্‌তা'লীকু আলাল কালেমিত তাইযিয'ব” গ্রন্থে (১১৩/১৬৪) উল্লেখ করেছি।

আর খাদ্য গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ মর্মে বাক্যটিও সহীহ্, এ মর্মে “সহীহ্ মুসলিম” গ্রন্থে (৬/১০৮) সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর দরজা বন্ধ করা মর্মে বুখারী এবং মুসলিমে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (৩৯) তাখরীজ করেছি।

١٨٤٢. إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقْرَأْ.

১৮৪২। তোমাদের কেউ যদি তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলাকে পছন্দ করে তাহলে সে যেন (কুরআন) পাঠ করে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে খাতীব “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৭/২৩৯) ও দাইলামী (১/১/৯০) আবুল কাসেম জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক জাল্লাব মুসেলী হতে, তিনি আবু ইয়ালা হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ মালাতী হতে, তিনি হাসান ইবনু যায়েদ হতে, (জাবের বলেন: আমি আবু ইয়ালাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন: তিনি (এক ব্যক্তি) আমাদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন জিহাদ করার মাধ্যমে, আমরা তার থেকে লিখেছি) তিনি হুমায়েদ ত্ববীল হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। হাদীসটি খাতীব এ জাবেরের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ মালাতীর জীবনী পাচ্ছি না। সাম‘আনী তাকে “আলমালাতী” শব্দের মধ্যেও উল্লেখ করেননি। তবে তিনি হাফিয আব্দুল গানী ইবনু সাঈদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: মালাতীদের মধ্যে কেউ নির্ভরযোগ্য নেই!

আর হাসান ইবনু যায়েদ, বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তিনি হাসান ইবনু যায়েদ হাশেমী। তাকে হাফিয যাহাবী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে ইবনু মাঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহ করতেন।

এসব কারণেই ফাকীহ ইবনু আব্দুল হাদী হাম্বালী “হিদায়াতুল ইনসান” গ্রন্থে (২/৩২/১) বলেন: এর সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মারফু‘ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: মওকুফ হিসেবেও সাব্যস্ত হয়নি। কারণ এটি একমাত্র এ খুবই দুর্বল সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে।

১৮৪৩. (أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِي إِلَيَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ).

১৮৪৩। আমার নিকট আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে হাসান এবং হুসাইন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৪/২/৩৩৮), তিরমিযী (৪/৩৪০) ইউসুফ ইবনু ইব্রাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছেন: ... তিনি মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: হাদীসটি গারীব।

অর্থাৎ হাদীসটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইউসুফ, তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। মানাবী তার দ্বারা ই “আলফায়েয” গ্রন্থে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (মানাবী) ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন এ কথা উল্লেখ করার পর সমালোচনাকারী মুহাদ্দিসগণের মন্তব্যগুলোও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে হাসান বলাকে সমর্থন করেছেন! আর গুমারী ধোঁকায় পড়ে অভ্যাসগতভাবে হাদীসটিকে তার “কান্য” গ্রন্থে (৮১) উল্লেখ করেছেন!

١٨٤٤. (أَحَبُّ أَهْلِيَّ إِلَى فَاطِمَةَ).

১৮৪৪। আমার পরিবারের ফাতেমা হচ্ছে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৪/৩৫০) ও হাকিম (২/৪১৭) উমার ইবনু আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি উসামাহ ইবনু যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি বসেছিলাম এমতাবস্থায় ‘আলী (رضي الله عنه) ও ‘আব্বাস (رضي الله عنه) এসে বললেন: হে উসামাহ! তুমি আমাদের জন্য রসূল (ﷺ)-এর নিকট সম্মতি গ্রহণ কর। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! ‘আলী ও ‘আব্বাস তারা দু’জন আপনার নিকট আসার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। তিনি বললেন: তুমি জান কেন তারা দু’জন আসছে? আমি বললাম: না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন: তবে আমি জানি। তুমি তাদের দু’জনকে অনুমতি দাও। তারা দু’জন প্রবেশ করে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার নিকট আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি যে, আপনার নিকট আপনার পরিবারের কে বেশী প্রিয়? তখন তিনি এ কথা বলেন: ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। আর শু'বা উমার ইবনু আবু সালামাকে দুর্বল আখ্যা দিতেন। আর হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বর্ণনাকারী উমার দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

মানাবী এ হাদীসের ব্যাপারে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিশ্লেষণের বিরোধিতা করে তিরমিযী কর্তৃক হাসান আখ্যা আর হাকিম কর্তৃক সহীহ আখ্যা দানকে সমর্থন করেছেন। অতঃপর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে ধারণা করেছেন যে, সনদটি সহীহ। আর গুমারী ধোঁকায় পড়ে অভ্যাসগতভাবে হাদীসটিকে তার “কানয” গ্রন্থে (৮০) উল্লেখ করেছেন!

১৮৪০. (إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي جَبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ بَنَى جَنَّةً مِنْ لَوْلُوٍ قَصَبٍ، بَيْنَ كُلِّ قَصَبَةٍ إِلَى قَصَبَةٍ لَوْلُوَةٌ مِنْ يَأْفُوتٍ مُشَدَّدَةٍ بِالذَّهَبِ، وَجَعَلَ سَقُوفَهَا زَبْرُجَدًا أَخْضَرَ، وَجَعَلَ فِيهَا طَاقَاتٍ مِنْ لَوْلُوٍ مُكَلَّلَةٍ بِالْيَاقُوتِ).

১৮৪৫। আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আলীর সাথে ফাতেমার বিয়ে দিই। অতঃপর আমি তাই করি। আমাকে জিবরীল বললেন: আল্লাহ তা'আলা এক জান্নাত বানিয়েছেন বেতের মুক্তা দিয়ে। প্রতিটি বেত হতে অন্য বেত পর্যন্ত ইয়াকূত পাথরের মতি রয়েছে যেগুলোকে স্বর্ণ দ্বারা বাঁধা হয়েছে। আর তার ছাদ বানিয়েছেন সবুজ যাবারবাদ পাথর দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর মধ্যে ইয়াকূত পাথর দ্বারা পরিবেষ্টিত মুক্তার শক্তি প্রদান করেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (২৬৭) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ যক্বী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু মূসা ফাযারী হতে, তিনি বিশর ইবনুল অলীদ হাশেমী হতে, তিনি আব্দুন নূর মিসমা'ঈ হতে, তিনি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ হতে, তিনি আমর ইবনু মুব্রাহ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি মাসরুক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে আব্দুন নূর ইবনু আব্দুল্লাহ মিসমা'ঈর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি রাফেযী হিসেবে অতিরঞ্জনকারী ছিলেন, হাদীসের ব্যাপারে সঠিক করতেন না এবং তিনি আহলেহাদীসদের অন্তর্ভুক্ত নন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: তিনি এক দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন যার ভিত্তি নেই সেটিকে আব্দুন নূর বানিয়েছেন।

হাফিয় যাহাবী ওকাইলীর কথাকে সংক্ষেপ করে বলেছেন: তিনি (আব্দুন নূর) মিথ্যুক ... তিনি শু'বার উদ্ধৃতিতে এটিকে বানিয়েছেন।

আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বিশ্র ইবনুল অলীদ হাশেমী ছাড়া। কারণ তিনি হচ্ছেন আবু ইউসুফের সাথী কিন্দী ফাকীহ। তিনি তারই সমসাময়িক। তিনি তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল। কিন্তু পাচ্ছি না কে তাকে হাশেমী হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।

হাদীসটিকে তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/৭২/১, ১৬/২৬১) উল্লেখ করেছেন ইসমা'ঈল ইবনু মূসা সুদী সূত্রে বিশ্র ইবনুল অলীদ হাশেমী হতে।

হাইসামী (৯/২০৪) বলেন: তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী তার দু'গ্রন্থেই ধোঁকায় পড়েছেন ইবনু হিব্বানের নির্ভরযোগ্য বলার দ্বারা। তারা উভয়েই ওকাইলী এবং হাফিয় যাহাবী কর্তৃক হাদীসটি বানোয়াট আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে ঙ্ক্ষিপই করেননি। তাদের পূর্বে ইবনুল জাওযীও হাদীসটিকে ওকাইলীর সূত্রে “আলমাওয়'যাত” গ্রন্থে (১/৪১৫-৪১৬) উল্লেখ করেছেন। আর সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (১/৩৯৬) তা স্বীকার করে হাদীসটির কোন সমালোচনা না করে শুধুমাত্র বলেছেন: এটিকে তুবারানী বর্ণনা করেছেন।

এ আব্দুন নূরের আরেকটি হাদীস রয়েছে যিনি নির্ভরযোগ্যদের বিরোধিতা করে বেশ কিছু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন। সেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

١٨٤٦. (الغِيَّةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانِ، إِنَّ الرَّجُلَ يَتَوَبُ فَيَتَوَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ

صَاحِبَ الْغِيَّةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفَرَ لَهُ صَاحِبُهُ).

১৮৪৬। গীবাত হচ্ছে যেনার চেয়েও কঠিন গুনাহ। কারণ (যেনাকারী) ব্যক্তি যখন তাওবাহ করে তখন আল্লাহ তার তাওবাহ গ্রহণ করেন, অথচ গীবাতকারীকে ক্ষমা করা হবে না যে পর্যন্ত তার সাথী (যার গীবাত করা হয়েছে সে) ক্ষমা না করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে সিলারী “আত্‌তাউরিয়্যাৎ” গ্রন্থে (১/১৭৩), ইবনু আব্দুল হাদী “জুয'উ আহাদীস ...” গ্রন্থে (২/২২৭) আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবু রাজা খুরাসানী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি জুরাইরী হতে, তিনি আবু নাযরাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর আবু মুসা মাদীনী “আললাতাইফ” গ্রন্থে (১/৪) দাউদ ইবনু আলমুহাম্মার হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে ... তবে তিনি বলেন: আবু সাঈদ (রাঃ) হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাদীসটি গারীব। হাদীসটিকে এভাবে একমাত্র এ সূত্রেই জানি। এটিকে আবু রাজা আব্দুল্লাহ্ ইবনু অকেদ হারাবী বর্ণনা করেছেন আব্বাদ হতে, তিনি জাবের (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে, তারা নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: দাউদ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার বিরোধিতা করাকে মূল্যায়ন করা যায় না। আর আসবাত ও আবু রাজা উভয়েই নির্ভরযোগ্য। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আব্বাদ ইবনু কাসীর। তিনি হচ্ছেন সাকারী বাসরী।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরুক। ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কতিপয় মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৮/৯২) বলেন:

এটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্বাদ ইবনু কাসীর সাকারী রয়েছে তিনি মাতরুক।

হাফিয মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৩/৩০০) বলেন:

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “কিতাবুল গীবাহ্” গ্রন্থে, তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে ও বাইহাক্কী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্কী আনাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতেও নাম না-নেয়া এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। আর সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে মারফু' ছাড়া বর্ণনা করেছেন। এটিই সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসটিকে নিম্নের ভাষাতেও বর্ণনা করা হয়েছে:

“গীবাত করা থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। কারণ গীবাত যেনার চেয়েও কঠিন গুনাহ্। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে

গীবাত যেনার চেয়েও কঠিন শুনাহ? তিনি বললেন: যেনাকারী ব্যক্তি যেনা করে তাওবা করে ফলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবাতকারীকে ক্ষমা করা হয় না যে পর্যন্ত তার সাথী (যার গীবাত করা হয়েছে সে) ক্ষমা না করে।।

এটিকে দীনাওরী “আলমুজালাসাহ্” গ্রন্থে (২৭/৮/২) ও যিয়া “আলমুনতাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বিমারু” (২/২৩) আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবু রাজা খুরাসানী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি জুরাইরী হতে, তিনি আবু নাযরাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) এবং আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর অহেদী তার “তাকসীর” গ্রন্থে (৪/৮১/২) এ সূত্রেই শুধুমাত্র জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আবু নাযরার স্থলে আবুয যুবায়েরকে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে রদবদলের ঘটনা ঘটেছে।

সঠিক হচ্ছে এটিই। এটিকে ইবনু আবী হাতেম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/১২০) উল্লেখ করে বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: এ হাদীসটি কি মুনকার? তিনি বলেন: যেমন তুমি বলছ।

হাদীসটি তুবরানীর “আলআওসাত” গ্রন্থে (৪/৪৮৫), বাইহাক্বীর “আশশু'য়াব” গ্রন্থে (২/৩০৫/২) ও আসবাহানীর “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৫৮২) আব্বাদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٨٤٧. (أُفْسِحَتِ الْقَرَىٰ بِالسَّيْفِ وَأُفْسِحَتِ الْمَدِينَةُ بِالْقُرْآنِ).

১৮৪৭। তরবারীর দ্বারা গ্রামগুলোকে বিজয় করা হয়েছে আর মাদীনাকে কুরআন দ্বারা বিজয় করা হয়েছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৩৭৬) ও কাযী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ফাল্লাকী তার “ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৯১) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মাখযূমী সূত্রে মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মাখযূমী সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি হাদীস চুরি করতেন। তিনি তার সম্পর্কে অন্যত্র বলেন: তিনি মিথ্যুক ছিলেন। তিনি কিছুই না।

ইমাম বুখারী “আযযু'য়াফাউস সাগীর” গ্রন্থে (৩০) বলেন: তার নিকট কতিপয় মুনকার রয়েছে।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

অতঃপর ওকাইলী বলেন: শুধুমাত্র তার মত অথবা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিই তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

বায়্‌যার তার “মুসনাদ” গ্রন্থে বলেন: এটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এককভাবে বর্ণনা করেছেন ...।

ইবনু রাজাব বলেন: লোকদের (মুহাদ্দিসগণের) মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। এটি হচ্ছে মালেকের নিজের কথা, তার মন্দ হেফয এবং আয়ত্ত শক্তি না থাকার কারণে তিনি এটিকে মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন। অবহেলা আর মন্দ হেফযের কারণে এরূপ ভুল অনেকের পক্ষ থেকেই ঘটেছে, তবে তা ইচ্ছা করে নয়।

ইবনুল হাদীর “হিদায়াতুল ইনসান” গ্রন্থেও (২/২১/২) এরূপ এসেছে।

১৮৪৮। لَوْ كَانَ حَسَنُ الْخُلُقِ رَجُلًا يَمْشِي فِي النَّاسِ لَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا.

১৮৪৮। ভাল চরিত্রের যদি একজন ব্যক্তি হতো যে লোকদের মাঝে হাঁটছে। তাহলে মানুষ সৎ হতো (তার অনুসরণ করার দ্বারা)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে খারায়তী “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থে (পৃ ৬-৭) আলী ইবনু হারব হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ শাফে'ঈ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কাসেম হতে, তিনি আয়েশা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মাদ। তিনি হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকর ইবনু ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকাহ মাদানী।

ইমাম আহমাদ ও বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা নির্ভরশীলদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি সেগুলোর একটি। তার ছেলে মুহাম্মাদও দুর্বল। হাদীসটির সমস্যা তাদের দু'জনের একজন।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে খারাইতীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী হাদীসটির ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন।

১৮৪৭. (لَقَدْ أَشْبَعَ سَلْمَانُ عَلِمًا).

১৮৪৯। সালমানকে জ্ঞান দান করে পরিতুষ্ট করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা‘দ (৪/৮৪-৮৫) সহীহ সনদে আবু সালেহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: সালমান (রাঃ) আবুদ দারদা (রাঃ)-এর নিকট আসলেন। আবুদ দারদা (রাঃ) যখনই সলাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন তখনই সালমান (রাঃ) তাকে বাধা দিতেন। যখন সওম পালন করতে চাইতেন বাধা দিতেন। তখন আবুদ দারদা (রাঃ) বললেন: তুমি আমাকে আমার প্রতিপালকের জন্য সওম পালন করতে এবং সলাত আদায় করতে বাধা দিচ্ছ? এ সময় (সালমান (রাঃ)) বললেন: তোমার চোখের তোমার উপর হক্ক রয়েছে, তোমার পরিবারের তোমার উপর হক্ক রয়েছে। সওম পালন করুন এবং ছাড়ুন। সলাত আদায় করুন এবং ঘুমান। রসূল (সাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন:।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল। এ কথা বলার দ্বারাই হাফিয ইবনু হাজার “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (৪/২১১) সমস্যা বর্ণনা করেছেন। এটিকে মুসনাদ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। আবু নু‘য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (১/১৮৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আতা হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আমর বায্যার হতে, তিনি সারিউ ইবনু মুহাম্মাদ কুফী হতে, তিনি কাবীসাহ্ ইবনু উক্বাহ্ হতে, তিনি আম্মার ইবনু রুযাইক হতে, তিনি আবু সালেহ্ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন:

অনুরূপভাবেই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে:

لقد أوتي سلمان من العلم

আবু নু‘য়াইম বলেন: আ‘মশ এটিকে ইবনু শামর ইবনু আতিয়াহ্ হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (২/১৮২/১, নং ৭৭৮৭) মুওসূল হিসেবে হাসান ইবনু জাবলা সূত্রে সা'দ ইবনুস সাল্ত হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শামর ইবনু আতিয়াহ হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: لقد أشيع من العلم... তাকে কিছু জ্ঞান দিয়ে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে।

তুবারানী বলেন: এটিকে আ'মাশ হতে সা'দ ইবনুস সাল্ত ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। হাসান ইবনু জাবলা এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার (ইবনু জাবলার) জীবনী পাচ্ছি না।

হাইসামী (৯/৩৪৪) বলেন: আমি তাকে চিনি না। আর বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আর বর্ণনাকারী শাহর এর ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। সমালোচনাকারীদের ভাষ্যগুলো থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী ছিলেন। ইবনু আদী তার (শাহর এর) কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন:

যেমন (... لو كان العلم بالثريا), অথচ সঠিক হচ্ছে (... لو كان الإيمان), অন্য বর্ণনায় এসেছে: (... لو كان الدين), তার এ হাদীস সম্পর্কে (২০৫৪) আলোচনা আসবে। অতঃপর ইবনু আদী তার জীবনীর শেষে বলেছেন:

শাহর হাদীসের ব্যাপারে শক্তিশালী নন। তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না এবং শিক্ষা নেয়াও হয় না।

এক বর্ণনায় এসেছে: سلمان أفقه منك সালমান তোমার চেয়ে বেশী সমঝদার।

মোটকথা এসব সূত্রগুলো দুর্বল। বর্ণনাকারী শাহর দুর্বল আর হাসান ইবনু জাবলা মাজহুল হওয়ার কারণে।

সারসংক্ষেপ: হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ হাদীসের বাক্যটি আয়ত্তে আনার ক্ষেত্রে ইয়তিরাবে পড়েছেন এবং অন্যান্য ভাষার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন।

আর সবগুলোই ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণনাকৃত ঘটনার শেষে যে ভাষায় হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তার বিরোধী। হাদীসের শেষে আবুদ দারদা (عليه السلام) -কে রসূল (ﷺ) বলেন: সালমান সত্য বলেছে (বুখারীর বর্ণনায়)।

এ সহীহ্ বর্ণনা আমাদেরকে আলোচ্য ভাষার হাদীসটি সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে ফেলেছে। বিশেষ করে অধ্যায়ে আলোচ্য ভাষাটির ব্যাপারে।

১৮৫০। (أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَتْقِيَاءُ الْأَخْفِيَاءُ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ

يُفْتَقَدُوا، وَإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا، أُولَئِكَ هُمُ أَيْمَةُ الْهُدَى، وَمَصَائِيحُ الْعِلْمِ).

১৮৫০। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় বান্দা হচ্ছে পরহেজ্জগার ও গোপনে অবস্থানকারীগণ। তারা যখন অগোচরে যায় তখন তাদেরকে অনুসন্ধান করা হয় না, আর তারা যখন উপস্থিত হয় তখন তাদেরকে চেনা যায় না। তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণ এবং জ্ঞানের বাতিসমূহ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (১/১৫) শায় ইবনু ফাইয়্যাহ সূত্রে আবু কাহ্যাম হতে, তিনি আবু কিলাবা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: উমার (رضي الله عنه) মু'য়ায ইবনু জাবাল (رضي الله عنه)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি কাঁদতে ছিলেন। (উমার (رضي الله عنه)) বলেন: হে মু'য়ায! কোন বস্তু তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:...

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধারাবাহিক বিভিন্ন কারণে দুর্বল:

১। সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ আবু কিলাবাহ্ হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু য়ায়েদ আলজারমী, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে শ্রবণ করেননি। যেমনটি আবু যুর'যাহ্ বলেছেন।

২। আবু কাহ্যামের দুর্বল হওয়া। তার নাম নাযর ইবনু মা'বাদ। তাকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'যাফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

৩। শায় ইবনু ফাইয়্যাহ সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী “আযযু'যাফা” গ্রন্থে বলেন: ইমাম বুখারী তাকে নিক্ষেপ করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন: তার বর্ণনার দ্বারা ব্যস্ত হওয়া যাবে না।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তার নাম হিলাল, কিন্তু শায় অগ্রাধিকার পেয়ে যায়। তিনি সত্যবাদী, তবে তার কতিপয় সন্দেহযুক্ত বর্ণনা এবং একক বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসটির মু'য়ায (رضي الله عنه) হতে অন্য একটি মারফু' সূত্র রয়েছে। যার প্রথমে রয়েছে: সামান্য রিয়া (লোক দেখানো আমল) শিক' ...।

এর সনদও দুর্বল যেমনটি আমি “তাখরীজুত তারগীব” গ্রন্থে (১/৩৪) বর্ণনা করেছি। এ সূত্রেই হাদীসটিকে তুহাবী “আলমুশকিল” গ্রন্থে (২/৩১৭) আর আবু নু'য়াইমও (১/৫) বর্ণনা করেছেন। এটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে (২৯৭৫ নং) হাদীসের মধ্যে। যারা এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন তাদের প্রতিবাদ সহকারে।

١٨٥١. (إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْزَلَ غَاثَةً مِنَ السَّمَاءِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، صُرِفَتْ عَنْ عُمَارِ الْمَسَاجِدِ).

১৮৫১। আল্লাহ তা'আলা যখন যমীনবাসীর উপর আসমানী বিপদ নাযিল করেন, তখন মাসজিদগুলো আবাদকারীদের থেকে তা সরিয়ে রাখা হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৫১) ও ইবনু আসাকির (৫/৩৩৩/২) যাকের ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবু সালেহ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

যাকের ইবনু সুলাইমান যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশের মুতাবা'য়াত করা হয়নি আর তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখা যাবে।

আমি (আলবানী) বলছি: তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আবু সালেহ হচ্ছেন মাদানী। তিনিও দুর্বল। হাকিম ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

এ ছাড়াও এটি মুনকাতি'। কারণ আব্দুল্লাহ তার পিতা এবং সাঈদ ইবনু জুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। অতএব তার এবং আনাস (رضي الله عنه)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

এছাড়াও হাদীসটি সহীহ হাদীস বিরোধী। কারণ সহীহ হাদীসের মধ্যে এসেছে:

إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَقْوَمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ يُعْتَوَى عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেন তখন আযাব তাদের মাঝের সকলকেই গ্রাস করে। অতঃপর তাদের আমলের উপর ভিত্তি করেই (কিয়ামাত দিবসে) তাদেরকে উঠানো হবে।

এটিকে ইমাম বুখারী (৯/৪৭), মুসলিম (৮/১৬৫), আহমাদ (২/৪০) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপক ভিত্তিক হাদীস মাসজিদগুলোকে আবাদকারী এবং অন্যদেরকেও সম্পৃক্ত করে।

১৮৫২. (مَنْ عَالَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتُهُمْ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ).

১৮৫২। মুসলিমগণের মধ্য হতে যে আহলেবাইতের একদিন ও রাতের প্রয়োজন মিটাতে আব্দুল্লাহ তা'আলা তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (৪/২১৭/১) মুনযির ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবনু আলী ইবনু আবী তালেব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুনযির। দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরুক। ফাল্লাস বলেন: তিনি মিথ্যুক ছিলেন।

সাজী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী। আমি ধারণা করছি তিনি হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইবনু কুতাইবাহ আহলেহাদীসদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তারা স্বীকার করেছেন যে, মুনযির দু'টি হাদীস জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আজব ব্যাপার এই যে, সুয়ুতী হাদীসটি ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে কালিমালিগু করেছেন। অথচ তিনি এ গ্রন্থেই এর সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: এটিকে আবু বাক্র আব্দুল্লাহ ইবনু হিব্বান “ফায়াইলু আ'মালিল বির” গ্রন্থে, ইবনু আসাকির ও রাফে'ঈ আলী (رحمهم الله) হতে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদের মধ্যে মুনযির ইবনু যিয়াদ রয়েছেন যিনি মাতরুক। তা সত্ত্বেও মানাবী কিছুই বলেননি।

১৮৫৩. (الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنْ

الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ).

১৮৫৩। খারাপ সাথীর চেয়ে একাকী উত্তম আর একাকী থাকার চেয়ে সৎসাথী উত্তম। চুপ থাকার চেয়ে কল্যাণকর কিছু লিখা উত্তম আর মন্দ কিছু লিখার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দাওলাবী “আলকুনা” গ্রন্থে (২/১০৭), হাকিম (৩/৪৩৪-৩৪৪), দাইলামী (৩/১৪৫) আবুশ শাইখ সূত্রে ও ইবনু আসাকির (১৯/২১/১) শারীক হতে, তিনি আবুল মিহ্যাল হতে, তিনি মু'য়াফ্ফিস ইবনু ইমরান ইবনু হিতান হতে, তিনি আবুস সুন্নিয়াহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি আবু যার (রাঃ)-কে মাসজিদে একাকী উলের কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখেছি। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন:

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হাকিম এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাকিম যাহাবী “তালখীস” গ্রন্থে বলেছেন: এটি সহীহ নয়, আর হাকিমও সহীহ আখ্যা দেননি।

মানাবী “আততাইসীর” গ্রন্থে ধারণা করেছেন যে, হাকিম এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর “আলফায়েয” গ্রন্থে হাকিম যাহাবীর কথার পর বলেছেন: ইবনু হাজার বলেন: এর সনদটি হাসান। তবে নিরাপদ হচ্ছে এই যে, আবু যার (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছি: কিভাবে এটি হাসান? যার মধ্যে নিম্নোক্ত সমস্যা রয়েছে:

১। শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্ কাযী। তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী। হাকিম ইবনু হাজার “আততাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী। কুফাতে যখন তাকে কাযীর দায়িত্ব দেয়া হয় তখন থেকে তার হেফযে পরিবর্তন ঘটে।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মত ব্যক্তির হাদীস হাসান (ভাল) হতে পারে না। এছাড়া বিরোধিতা তো আছেই যেমনটি হাকিম ইবনু হাজার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিরাপদ হচ্ছে এই যে, এটি মওকূফ।

২। মু'য়াফ্ফিস ইবনু ইমরান ইবনু হিতান। তিনি মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৪৩৩) উল্লেখ করে বলেছেন যে, তার থেকে তিনজন বর্ণনা করেছেন। একজন হচ্ছেন আবুল মিহজাল, তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে “আসসিকাত” গ্রন্থে (২/২৮০) তাবে' তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন।

৩। আবুস সুন্নিয়াহঃ আমার নিকট যেসব বর্ণনাকারীদের জীবনী গ্রন্থ আছে সেগুলোর মধ্যে তাকে পাচ্ছি না। হাফিয় যাহাবীও তাকে “আলমুকতানা ফিল কুনা” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

আর যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি এগুলোর মধ্যে হাদীসটির সনদের মধ্যে বহু উল্টাপাল্টা ঘটনা ঘটেছে।

১৮৫৪. (مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي وَالرَّقَىٰ صَالِحَةٌ؟

فَقَالَ: لَا رُقِيَّةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَذَعَةٍ).

১৮৫৪। তোমরা আবু সাবেতকে নির্দেশ দাও সে যেন পানাহ চায়। আমি বললাম: হে আমার সরদার! ঝাড়ফুক কি সঠিক? তিনি বললেন: চোখ (নয়র) লাগা, সাপের কামড় এবং বিছুর দংশন ছাড়া অন্য কিছুতে ঝাড়ফুক করা যায় না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু দাউদ (২/১৫৪), হাকিম (৪/৪১৩), আহমাদ (৩/৪৮৬) ও ইবনুস সুন্নী (৩৮০) আব্দুল অহেদ ইবনু যিয়াদ সূত্রে উসমান ইবনু হাকীম হতে, তিনি তার দাদী রাবাব হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি সাহল ইবনু হুনাইফ (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি: আমরা বন্যার পানিকে অতিক্রম করছিলাম, তাতে নেমে গোসল করলাম। অতঃপর জ্বর নিয়ে বেরিয়ে আসলাম। রসূল (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন: ...।

হাকিম বলেন:

সনদটি সহীহ আর হাফিয় যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ উসমান ইবনু হাকীম এবং তার দাদী রাবাব ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ নন। তারা উভয়েই হাফিয় ইবনু হাজারের নিকট “আতাতাক্বরীব” গ্রন্থে মাকবুলদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুতাবা'য়াত পাওয়া যাওয়ার সময়। যেমনটি তিনি ভূমিকার মধ্যে বলেছেন। আর তাদের উভয়েরই মুতাবা'য়াত করা হয়েছে দ্বিতীয় অংশের, প্রথম অংশের নয়। দেখুন “মিশকাত” (৪৫৫৭-৪৫৫৯)।

১৮৫৫. (مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ).

১৮৫৫। প্রতিটি খুশির সাথে চিন্তা রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

ঐটিকে ঋাতীব তার “তারীঋ” ঐঔে (৩/১১৬) ও ঐয়া মাকদেসী “জুযঐম মিন হাদীসি” ঐঔে (২/১৪১) মাসরূক হতে, তিনি হাফস ঐবনু গিয়াস হতে, তিনি আ‘মাশ হতে, তিনি আবু ঐসহাক হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (ؓ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মাকদেসী বলেন: মাসরূক হছেন ঐবনু মারযুবান। আবু হাতিম রাযী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক হছে ঐই যে, ঐটি আব্দুল্লাহ্ ঐবনু মাস‘ঐদ (ؓ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ঐবনুল মুবারাক “আযযুহ্দ” ঐঔে (৩৪৭/৯৭৬) বলেন: আমাদেরকে আব্দুর রহমান ঐবনু মাহদী হাদীসটিকে সুফঐয়ান ও শু‘বা হতে, তারা আবু ঐসহাক হতে, তিনি আবুল আহওয়াস হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি ঐটিকে “মু‘জামু আবী সাঈঐদ ঐবনুল আ‘রাবী” ঐঔে (ক্বাফ ২/১২৬) ঐ সূত্রেই মারফু‘ হিসেবে দেখেছি। যার শেষে রয়েছে: আবুল ফাযল বলেন: ঐটি বাতিল। আমরা ঐটিকে তার কিতাব হতে মারফু‘ হিসেবে লিখেছি।

অতঃপর আমি ঐটিকে ঐমাম আহমাদের “আযযুহ্দ” ঐঔে আব্দুল্লাহ্ ঐবনু মাস‘ঐদ (ؓ) হতে মওকূফ হিসেবে পেয়েছি। ঐটিকে তিনি (১৬৩) ঐসরাঈল সূত্রে আবু ঐসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে অকি‘র “আযযুহ্দ” ঐঔেও মওকূফ (৩/৮১৯/৫০৬) হিসেবে পেয়েছি।

١٨٥٦. (مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَعْلَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، إِنَّ

اللَّهُ يَبْأِئُ بِهٖ الْمَلَائِكَةَ).

১৮৫৬। নাবী ঐবং রসূলগণের পরে মু‘য়ায ঐবনু জাবাল প্রথম যমানা ঐবং শেষ যামানার সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। আব্দাহ্ তা‘আলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে অহংকার করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

ঐটিকে হাকিম “আলমুসতাদরাক” ঐঔে (৩/২৭১) ওবায়েদ ঐবনু তামীম সূত্রে আওয়া‘ঈ হতে, তিনি ঐবাদাহ্ ঐবনু নুসাই হতে, তিনি ঐবনু গানাম হতে, তিনি আবু ওবাইদাহ্ ও ঐবাদাহ্ ঐবনুস সামেত হতে বর্ণনা করেছেন ঐমতাবস্থায় যে, আমরা আবু ওবাইদার নিকট ছিলাম। তারা দু‘জনে বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

হাকিম কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে “তালখীস” গ্রন্থে বলেছেন:

আমি ধারণা করছি যে, এটি বানোয়াট। আমি এ ওবাইদকে চিনি না।

হাফিয যাহাবী “আলমওযু'য়াতুল মুসতাদরাক” গ্রন্থে বলেন: সম্ভবত এটিকে এ ওবাইদাই বানিয়েছে।

তিনি “আলমীযান” গ্রন্থেও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন।

১৮৫৭. (ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِرَوْبِكَ، وَأَثَقَى، وَفِي رَوَايَةٍ: وَأَثَقَى).

১৮৫৭। তুমি তোমার লুঙ্গিকে উঁচু কর। কারণ তা তোমার কাপড়ের জন্য বেশী টিকসই হবে এবং তা বেশী তাকওয়ার পরিচায়ক। অন্য বর্ণনায় এসেছে: তা বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সহায়ক।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী “আশশামাইল” গ্রন্থে (১/২১১-২১২), আহমাদ (৫/৩৬৪), ইবনু সা'দ (৬/৪৪) ও বাইহাকী “শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে (২/২২৪/২) আশ'য়াস ইবনু সুলাইম হতে, তিনি তার চাচা হতে, তিনি তার চাচা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা মদীনায় হাঁটছিলাম এমতাবস্থায় এক লোক বলল: ...। তিনি বলেন: আমি লক্ষ্য করলাম যে, রসূল (ﷺ)। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! এটা সাদা কালো দাগ বিশিষ্ট কাপড়। তখন তিনি বললেন: আমার মধ্যে তোমার জন্য উত্তম নমুনা নেই? তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর লুঙ্গি তাঁর অর্ধ সাক পর্যন্ত রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আশ'য়াসের চাচীর নাম হচ্ছে রুহ্ম বিনতুল আসওয়াদ। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তাকে চেনা যায় না।

আর তার চাচা হচ্ছে ওবাইদ ইবনু খালেদ মুহারেবী। তাকে সহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটি এ ভাষায় দুর্বল হলেও শারীদ ইবনু সুওয়াইদ হতে নিম্নোক্ত ভাষায় শাহেদ বর্ণিত হয়েছে: তুমি তোমার লুঙ্গি উঁচু কর আর আল্লাহকে ভয় কর। অতএব এ ভাষায় হাদীসটি সহীহ্। দেখুন “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (১৪৪১)।

১৮৫৮. (كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ).

১৮৫৮। তিনি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর হাতে কাপড় থাকত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আব্দুল বার “আত্‌তামহীদ” গ্রন্থে (৩/২৪৪/১) সুফইয়ান সূত্রে মানসূর হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবু খালেদ হতে, তিনি কায়েস ইবনু আবী হাযেম হতেও মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদ দু'টিই মুরসাল।

আবু দাউদ “আলমারাসীল” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯) সহীহ সনদে শা'বী হতে বর্ণনা করেছেন:

রসূল (ﷺ) যখন মহিলাদের সাথে বাই'য়াত করতেন তখন অসমতল কুতরী কাপড় নিয়ে আসা হতো, তিনি সেটিকে নিজের হাতে রাখতেন এবং তিনি বলেন: আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না।

হাফিয ইবনু হাজার এ হাদীসের ব্যাপারে “তাখরীজুল কাশ্শাফ” গ্রন্থে (৪/১৬৯/১৪০) চূপ থেকেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এটিকে মওসূল হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু সেটি দুর্বল। সেটি ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/৫) আত্তাব ইবনু হারব আবু বিশ'র মুররী সূত্রে মাযা আলখাররায হতে, তিনি ইউনুস ইবনু ওবায়দ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি মা'কিল ইবনু ইয়াসার হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

“তিনি কাপড়ের নিচে মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন।”

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খবই দুর্বল। ফাল্লাস আত্তাবকে খবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে এমন কিছু বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত (কম হওয়া সত্ত্বেও) যেগুলোর নির্ভরযোগ্যদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যতা নেই। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আর বর্ণনাকারী মাযাকে ইবনু আবী হাতেম (৪/১/৪০৩) এ বর্ণনাতেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আর হাসান হচ্ছেন বাসরী, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন।

হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৬/৩৯) বলেন: এটিকে ত্ববারানী “আলকাবীর” ও “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আত্তাব ইবনু হারব রয়েছে, যিনি দুর্বল।

আর মানাবী এ সনদের ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি।

তবে রসূল (ﷺ) এর হাদীস হিসেবে “আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না” এ টুকু সহীহ। “মুসনাদু আব্দুর রাজ্জাক” (২০৬৮৫) প্রমুখ গ্রন্থে এর শাহেদ বর্ণিত হওয়ার কারণে। দেখুন “সিলসিলাহু সহীহাহু” (৫২৯)।

১৮৫৭. (أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْغُرَبَاءُ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ:

الْفَرَارُونَ بَدِينِهِمْ، يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ).

১৮৫৯। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে গুরাবারা। জিজ্ঞেস করা হলো: গুরাবা কারা? তিনি বললেন: যারা তাদের দীন নিয়ে পলায়ন করে তারা। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (ﷺ) এর সাথে উঠাবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহু” (১/২৫) আর তার থেকে দাইলামী (১/১৮৬) সুফইয়ান ইবনু অকী' সুত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু রাজা হতে, ইবনু জুরায়েয হতে, ইবনু আবী মুলাইকাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। সুফইয়ান ইবনু অকী' সম্পর্কে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন:

আবু যুর'আহ বলেন: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী ছিলেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী ছিলেন। কিন্তু পৃষ্ঠার অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ থেকে তাকে পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। তার (লেখার) মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল যা তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অতঃপর তাকে নাসীহাত করা হয়। কিন্তু তিনি নাসীহাত গ্রহণ করেননি। ফলে তার হাদীস নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

আর ইবনু জুরায়েয হচ্ছেন মুদাল্লিস, তিনি আন আন করে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু রাজা হচ্ছেন মাক্কী আবু ইমরান বাসরী, আর তিনি নির্ভরযোগ্য।

১৮৬০. (الصَّبْرُ وَالْاِخْتِسَابُ هُنَّ عِثْقُ الرِّقَابِ، وَيَدْخُلُ اللَّهُ صَاحِبَهُنَّ الْجَنَّةَ

بَغَيْرِ حِسَابٍ).

১৮৬০। ধৈর্য ধারণ করা এবং আত্মসমালোচনা করা দাস/দাসী স্বাধীন করার মত। এ গুণের অধিকারীকে আল্লাহ তা'আলা বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী (১/৩২৬/১-২) সুলাইমান ইবনু সালামাহ খাবায়েরী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি মূসা ইবনু আবু হাবীব হতে, তিনি হাকাম ইবনু উমায়ের হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। খাবায়েরী এবং 'ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হচ্ছেন হাশেমী, তারা উভয়েই মাতরুক। তাদের দু'জনের মধ্যে বাকিয়্যাহ রয়েছে যিনি মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ত্ববারানী এ সনদেই হাকাম ইবনু উমায়ের হতে মারফু' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

(أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا مِنْ جُوعٍ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ مَغْرَمًا، أَوْ كَشَفَ عَنْهُ كَرَبًا).

“আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে: যে ক্ষুধার কারণে মিসকীনকে খাওয়ালো, অথবা তার ঋণ মওকুফ করে দিল, অথবা তার থেকে বিপদ দূর করল।”

কিন্তু এটিও খুবই দুর্বল। একটু পূর্বে উল্লেখিত কারণে।

১৮৬১। (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ الْمَشَاءُونَ بِالتَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحْيَةِ، الْبَاغُونَ لِلْبَرَاءِ الْعَنْتِ).

১৮৬১। আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তাদেরকে যখন দেখা যায় তখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? যারা চোগলখোরী করার জন্য চলে। যারা বন্ধুদের মাঝে গোলমাল সৃষ্টি করে, কাঠোরতার দ্বারা নিরাপরাধদের প্রতি অত্যাচার করে।

হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিলেও তিনি এটিকে শেষে গিয়ে হাসান আখ্যা দিয়েছেন বহু শাহেদ থাকার কারণে।

এটিকে ইমাম বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (৪৮), আহমাদ “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (৬/৪৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনু খুসাইম হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আসমা বিন্তু ইয়াযীদ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। শাহর ইবনু হাওশাব ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি বহু মুরসাল এবং সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

তার শাইখ ইরাকী “তাখরীজুল ইহ'ইয়া” গ্রন্থে (২/১৬২) বলেন: এটিকে আহমাদ আসমা বিন্তু ইয়াযীদের হাদীস হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আবী শাইবাহ ও ইবনু আবিদ দুনিয়া শাহর হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে (৩/২৯৫) এসেছে।

ইবনু মাজাহ প্রথম অংশটুকু (২/৫২৮) তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ পরিমাণের শাহেদ রয়েছে, আমি “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (১৬৪৬, ১৭৩৩) যার তাখরীজ করেছি।

সনদের মধ্যে শাহর ইয়তিরাব করেছেন। একবার আসমা হতে বর্ণনা করেছেন, আরেকবার আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে বর্ণনা করেছেন ...।

মুনযেরী বলেন:

হাদীসটিকে তুবারানী ওবাদার হাদীস হতে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু আবিদ দুনিয়া “কিতাবুস সমত” এর মধ্যে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমানের হাদীসটি বেশী সঠিক। বলা হয়েছে যে, রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। আর ইবনু গানামের হাদীসের ভাষা হচ্ছে:

إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، وإن شرار عباد الله

من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت.

এ উম্মাতের মধ্য হতে আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা হচ্ছে তারাই যাদেরকে দেখা মাত্রই আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। এ উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বান্দা হচ্ছে তারাই যারা চোগলখোরী করার জন্য চলে। যারা বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, কাঠোরতার দ্বারা নিরাপরাধদের প্রতি অত্যাচার করে।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২২৭) ও ইবনু মান্দা “আলমা'রিফাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৭) ইবনু আবুল হুসাইন হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাযী) হতে বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা নাবী (রাযী) পর্যন্ত পৌঁছে।

এ সনদটি দুর্বল শাহর দুর্বল হওয়ার কারণে। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তারা ছয়টি হাদীস গ্রন্থের বর্ণনাকারী।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযী) হতে হাদীসটির শাহেদ রয়েছে ইবনু আবিদ দুনিয়ার “আস্‌সমত” গ্রন্থের বর্ণনা হতে। আমি “আবরাওয” (১০৮৪) ও “গায়াতুল মারাম” গ্রন্থে (৪৩৪) যেটির তাখরীজ করেছি এবং আমি সেখানে হাদীসের শেষে বলেছি:

সম্ভবত হাদীসটি এ শাহেদের কারণে হাসান পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

উল্লেখ্য শাইখ আলবানী হাদীসটিকে অন্যান্য গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন “সহীহাহ্” (২৮৪৯), “আলআদাবুল মুফরাদ” (৩২৩)।

১৮৬২. (مَنْ وَقَرَّ صَاحِبَ بَذْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَذَا الْإِسْلَامِ).

১৮৬২। যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সহযোগিতা করল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/৯০), আবু উসমান নুজাইরেমী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৩৬) ও ইবনু আসাকির (৪/৩২২/২-১৪/১২৪/১) হাসান ইবনু ইয়াহুইয়া খুশানী হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযী) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর এ সূত্রেই হাদীসটিকে হারাবী (১/৯৯), ইবনু হিব্বান “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (১/২৩৫) বর্ণনা করেছেন। তিনি খুশানী সম্পর্কে বলেন:

তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যার ভিত্তি নেই তা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বাতিল, বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ হাসান ইবনু ইয়াহুইয়া মাতরুক যেমনটি দারাকুতনী প্রমুখ বলেছেন। তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন কোনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। দেখুন হাদীস নং (১৯৯)।

এ হাদীসটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলোকে খুশানীর জীবনীতে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/৯০) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন:

এগুলো আমার দেখা তার হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনকার। আর এটিকে একমাত্র তার মাধ্যমেই জানা যায়।

এ হাদীসের ব্যাপারে ইবনু আদী হতে এসব সমালোচনা বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি এতো সহজ না হলেও ইবনুল জাওযী “আলমাওযু‘য়াত” গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ তিনি ইবনু আদীর সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করে (১/২৭১) বলেছেন: ইবনু আদী বলেন: এটি বানোয়াট। খুশানী নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনা করেন। এরূপ কথা ইবনুল ফুয়ায়েলের ভাষা হতে জানা যায়।

সম্ভবত ইবনু আদী কোন এক স্থানে অথবা অন্য কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

সুযুতী কতিপয় ইমামের উদ্ধৃতিতে তাদের উক্তিগুলো উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ব্যক্তিকে তার মন্দ হেফযের কারণে দুর্বল হওয়া থেকে বের করে না ...।

অতঃপর সুযুতী বলেন: এ হাদীসের মুতাবা‘য়াত করা হয়েছে। সেটিকে ইবনু আসাকির তার “তারীখ” গ্রন্থে (৮/৫০০/২) আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী হতে, তিনি হাসান ইবনু আলী হতে, তিনি আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবাইদুল্লাহ ইবনু শিখখির হতে, তিনি আবুল ফাযল আব্বাস ইবনু ইউসুফ শাকলী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু সুফইয়ান হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি লাইস ইবনু সা‘দ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে বর্ণনা করেছেন। আর এটি শক্তিশালী মুতাবা‘য়াত।

আমি (আলবানী) বলছি: এ মুতাবা‘য়াত শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ লাইস ইবনু সা‘দ সম্মানিত ইমাম তার মত ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করার কিছু নেই। কিন্তু তার নিকট পর্যন্ত পৌছা সনদটি সহীহ কি সহীহ নয় তা যাচাই করা জরুরী। আমি এর বর্ণনাকারীদের জীবনী এক এক করে অনুসন্ধান করেছি। এরপর আব্বাস ইবনু ইউসুফ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সনদটির সমস্যা বের করা সম্ভব হয়নি। খাতীব বাগদাদী তার “তারীখ” গ্রন্থে (১২/১৫৩-১৫৪) অতঃপর ইবনু আসাকির (৮/৫০০/২) তার জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং তারা উভয়েই তার থেকে বহু বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করেছেন। তারা দু’জন তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

তবে শুধুমাত্র খাতীব বলেছেন: তিনি নেককার আবেদ ছিলেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ভাষা একজনের নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কারণ নেককার আবেদ হওয়া, নির্ভরযোগ্য হওয়াকে অপরিহার্য করে না। কারণ কতই নেককার রয়েছেন যারা দুর্বল এবং মাতরুকদের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে সনদটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হৃদয় পরিতৃপ্ত হচ্ছে না।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী বিভিন্ন দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর একটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহু” গ্রন্থে (৫/২১৮) আহমাদ ইবনু মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু বাকর হতে, তিনি ‘ঈসা ইবনু ইউনুস হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মা'দান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুসর (রাযী) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

খালেদের হাদীস হতে এটি গারীব। সাওর হতে ‘ঈসা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আহমাদ সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন: তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি তা ইবনু আদী হতে গ্রহণ করেছেন। তার সম্পূর্ণ কথা হচ্ছে:

এবং তিনি হাদীস চূরি করতেন।

অতঃপর হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম (৬/৯৭) ও ইবনু আসাকির (৯/২৪৭/১) ও ইউসুফ ইবনু আব্দুল হাদী “জামউল জুযুস অদদাসাকির আলা ইবনু আসাকির” গ্রন্থে (৯/১) দু'টি সূত্রে বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি -আর হিলইয়্যাহ্ গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকিরের নিকট এসেছে- সাওর হতে, তিনি খালেদ হতে, তিনি মু'য়ায (রাযী) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২০/৯৬/১৮৮) বর্ণনা করেছেন। আর আবু নু'য়াইম বলেছেন: বাকিয়্যাহ্ এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মু'য়ায (রাযী) হতে। আর ‘ঈসা ইবনু ইউনুস হাদীসটিকে সাওর হতে, তিনি খালেদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুসর (রাযী) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ পূর্বের বর্ণনাটি। যেটির প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি জেনেছেন।

কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় বাকিয়্যার শ্রবণকে স্পষ্ট করা হয়েছে। সাওর হতে বাকিয়্যার শ্রবণ নিরাপদ হলে সনদটি শক্তিশালী হতো, যদি খালেদ আর মু'য়াযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থেকে নিরাপদে থাকত। (কিন্তু উভয়ের মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে)।

ইবনু আব্দুল হাদী যে বলেছেন: সনদটি ভাল,

তার এ কথা ভাল নয়, যার প্রমাণ মিলে তার সূত্রে দৃষ্টি দেয়ার দ্বারা। কারণ এতে বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক আন'আনু করে বর্ণিত হয়েছে, এছাড়া খালেদ আর মু'য়াযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি তো আছেই।

অতঃপর ইবনু আব্দুল হাদী বলেন:

বিভিন্ন সূত্রে মুরসাল হিসেবে ইবরাহীম ইবনু মাইসারাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ও ইবনু ওয়াইনাহ্ প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: লালকাঈ “শারহ্ উসুলুস সুন্নাহ্” গ্রন্থে (১/৩৫/১) হাদীসটিকে ইবনু মাইসারাহ্ হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনুল আ'রাবী “আলমু'জাম” গ্রন্থে (২/১৯৩) হাসান হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদে দাউদ ইবনুল মুহাক্কর রয়েছেন যিনি মিথ্যুক।

١٨٦٣. (اَحْتَجَمُوا لِخَمْسِ عَشْرَةَ، اَوْ لِسَعِ عَشْرَةَ، اَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، اَوْ اِخْذِي وَعِشْرِينَ، لَا يَتَّبِعُ بِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلْكُمْ).

১৮৬৩। তোমরা শিংগা (রক্তমোক্ষম) লাগাও পনেরো, অথবা সতের, অথবা উনিশ, অথবা একুশ তারিখে। তাহলে রক্ত আন্দোলিত (অস্তির) হয়ে তা তোমাদের হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু জারীর “তাহযীবুল আসার” গ্রন্থে (২/১১৬), বায্য়ার (৩০২৩), ত্বারানী (৩/১০৮/২) ও জুরজানী (২৮৬) ইয়া'কুব কুম্মী হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ লাইস হচ্ছেন ইবনু আবী সুলাইম, তিনি দুর্বল তার মন্দ হেফয এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে।

ই'যাকুব কুম্মী হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্, তিনি সত্যবাদী কিন্তু সন্দেহকারী। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্'তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

হাদীসটি আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূল (সাঃ)-এর কর্ম হিসেবে সহীহ্, তবে শেষবাক্য (... لا يبيغ) ছাড়া। এটির “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৯০৮) তাখরীজ করেছি। তাঁর কথা হিসেবে শেষবাক্য (... لا يبيغ) ছাড়াও

সহীহ, দেখুন হাদীস নং (১৮৪৭)। আর আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস হতে অনুরূপ হাদীস (নং ৬২২) দেখুন। এগুলোর কোনটিকেই (لِخْمَسٍ عَشْرَةَ) এ শব্দটি আসেনি।

তবে শেষবাক্য (تَبَيَّنَ) সহকারে অন্য সূত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় হাসান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে:

“إِذَا هَاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّنَ بِصَاحِبِهِ يَفْتُلُهُ” কারো রক্ত যখন ভড়কে যাবে তখন সে যেন রক্তমোক্ষম করে, কারণ কারো রক্ত আন্দোলিত (অস্থির) হয়ে গেলে তা তাকে হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।”

এটিকে আমি “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (নং ২৭৪৭) তাখরীজ করেছি।

হাদীসটিকে বাযযার লাইসের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলমাজমা” গ্রন্থে (৫/৯৩) এসেছে। তার থেকে হাদীসটি যে ত্বারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে এসেছে তা ছুটে গেছে।

আর এর একটি শাহেদ রয়েছে যেটিকে ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুর্বল। সেটি হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি:

১৮৬৪. (مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ، وَإِخْدَى وَعِشْرِينَ، لَا يَتَبَيَّنُ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلُهُ).

১৮৬৪। যে শিংগা লাগাতে চাই সে যেন সতের, অথবা উনিশ, অথবা একুশ তারিখগুলোকে অনুসন্ধান করে। (কারণ) তাহলে রক্ত অস্থির হয়ে তা তোমাদের কাউকে হত্যার কারণ হয়ে যাবে না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/৩৫১) সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি উসমান ইবনু মাতার হতে, তিনি যাকারিয়া ইবনু মাইসারাহ্ হতে, তিনি নাহ্‌হাস ইবনু কাহ্ম হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আনাস (রাঃ)-এর নিচের সকল বর্ণনাকারী দুর্বল। একজন অপরজন হতে বেশী দুর্বল।

১। নাহ্‌হাস ইবনু কাহ্ম সম্পর্কে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তাকে ইবনু কাত্তান ত্যাগ করেছেন, আর নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

২। যাকারিয়া ইবনু মাইসারাহ্ সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাসতূর (তার অবস্থা অস্পষ্ট)।

৩। উসমান ইবনু মাতার সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

৪। সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন:

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস। ইবনু মাঈন বলেন: তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন: তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাকে যেটি তার হাদীস নয় সেটিকে ধরিয়ে দিতে হতো। আবু হাতিম বলেন: তিনি সত্যবাদী, বহু তাদলীসকারী। দারাকুতনী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে তার নিকট মুনকার হাদীস পাঠ করা হলেও তিনি তার অনুমোদন দিয়ে দেন।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন:

তিনি নিজে সত্যবাদী। তবে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাকে যেটি তার হাদীস নয় সেটিকে ধরিয়ে দিতে হতো। তার ব্যাপারে ইবনু মাঈন মারাত্মক মন্তব্য করেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, বুসয়রী যে “আযযাওয়াইদ” গ্রন্থে হাদীসটির সমস্যা হিসেবে শুধুমাত্র নাহ্‌হাসকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা যথেষ্ট নয়।

আবার তিনি যে বলেছেন: হাদীসটিকে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী আনাস (রাঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন, যেমন ইবনু মাজাহ্ শেযাংশ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। আর বাযযার হাদীসটিকে তার “মুসনাদ” গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যেমন এটিকে ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম “আলমুসতাদরাক” গ্রন্থে মু'য়ায সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন: বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে কতিপয় বিষয় ধরার রয়েছে:

১। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম আনাস (রাঃ) হতে আসলেই বর্ণনা করেননি।

২। আনাস (রাঃ) সূত্রে রসূল (ﷺ) হতে তাঁর কর্ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি পূর্বে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩। “মুসতাদরাক” গ্রন্থে শুধুমাত্র রসূল (ﷺ)-এর কর্ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে “সিলসিলাহ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৯০৮) উল্লেখ করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে অনুরূপ ভাবার্থের পূর্বের হাদীসটির কারণে এর সনদটি বেশী দুর্বল হওয়ার গণ্ডি থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ‘পনেরো দিনের’ কথাটি হাদীসের মধ্যে মুনকার এটুকু এককভাবে দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার কারণে।

১৮৬৫. (سَيِّدُ بَنَى دَارًا وَاتَّخَذَ مَادَّةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَالْسَّيِّدُ الْجَبَّارُ، وَالْمَادَّةُ الْقُرْآنُ، وَالِدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالِدَّاعِيُ أَنَا، فَأَنَا إِسْمِي فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ، وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ، وَفِي التَّوْرَةِ أَحْيَدُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ أَحْيَدُ لِأَنِّي أَحْيَدُ عَنْ أُمَّتِي نَارَ جَهَنَّمَ، وَأَحْبَبُوا الْعَرَبَ بِكُلِّ قُلُوبِهِمْ).

১৮৬৫। সাইয়্যিদ একটি ঘর তৈরি করেন, খাদ্য তৈরি করেন এবং আহবানকারীকে প্রেরণ করেন। সাইয়্যিদ হচ্ছেন জাব্বার, খাদ্য হচ্ছে কুরআন, আর ঘর হচ্ছে জান্নাত, আর দাঈ হচ্ছেন আমি। কুরআনে আমার নাম মুহাম্মাদ, ইঞ্জীলে আহমাদ, তাওরাতে আহইয়াদ। আমার নাম রাখা হচ্ছে আহইয়াদ, কারণ আমি আমার উম্মাতকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করব। তোমরা আরবদেরকে তোমাদের প্রতিটি অন্তর দ্বারা ভালবাস।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৬) ইসহাক ইবনু বিশর খুরাসানী হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: ইসহাক ইবনু জুরায়েয সাওরী প্রমুখ হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তার কোন হাদীসই নিরাপদ নয়। সেগুলো মুনকার, হয় সনদের দিক দিয়ে, না হয় ভাষার দিক দিয়ে, কেউ সেগুলোর ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেননি।

হাফযিয যাহাবী বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন। আর আলী ইবনুল মাদীনী ও দারাকুতনী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন: আশ্চর্যান্বিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়া তার হাদীস বর্ণনা করাই বৈধ নয়। আমি বলছি: তিনি ইবনু জুরায়েয ও সাওরী হতে বহু অলৌকিক বস্তু বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের শেষ বাক্যটি (নং ১৮৩৮) হাদীসের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

১৮৬৬. (مَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ).

১৮৬৬। যার লজ্জা নাই তার গীবাতেও নাই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির আবু বাকুর খারাইতী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান সিরাজ রাকী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু গুরাহ্বীল হতে, তিনি হাকাম ইবনু ই'য়ালা ইবনু আতা মুহারেবী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইবনু জুরায়েয মুদাল্লিস আন'আন করে বর্ণনা করেছেন।

আর হাকাম ইবনু ই'য়ালা সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস, মুনকারুল হাদীস।

আবু যুর'আহ বলেন: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। যেমনটি “আরজারহ অত্তা'দীল” গ্রন্থে (১/২/১৩০-১৩১) এসেছে।

ইমাম বুখারী “আত্তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে বলেন:

আমাকে সুলাইমান ইবনু আব্দুর রহমান (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন: তার নিকট আজব আজব বস্তু রয়েছে। তিনি মুনকারুল হাদীস, যাহেব, আমি তার হাদীসকে ত্যাগ করেছি। “আললিসান” গ্রন্থে এরূপই এসেছে।

১৮৬৭. (كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَيَبْنِي كَفَّيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ « مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ

هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لَشَيْءٍ).

১৮৬৭। তিনি তাঁর মাথা এবং তাঁর দু'কন্ধের মাঝে শিংগা লাগাতেন এবং বলতেন: যে ব্যক্তি এ রক্তগুলো প্রবাহিত করবে সে অন্য কোন সমস্যার জন্য কোন ঔষধ ব্যবহার না করলেও (কিছুই) তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু দাউদ (২/১৫১) ও ইবনু মাজাহ্ (২/৩৫১) অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইবনু সাওবান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু কাবাশাহ্ আনমারী হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সনদটি হাসান হিসেবে গণ্য হতো যদি এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা না থাকত। কারণ ইবনু সাওবান হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু সাবেত ইবনু সাওবান 'আনাসী দেমাস্কী। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেননি যে, কোন সহাবী হতে তার পিতার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে “আসসিকাত” গ্রন্থে (৬/১২৫) তাব্বে' তাব্বে'ঈগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে ইবনু হাজ্জার এক্ষণেই বলেছেন:

তিনি নির্ভরযোগ্য ষষ্ঠ স্তরে।

অর্থাৎ যারা এ স্তরের তাদের সহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি, যেমনটি তিনি ভূমিকার মধ্যে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করেছেন।

এ সমস্যা সম্পর্কে মানাবী সতর্ক না হওয়ার কারণে “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। আমি (আলবানী) এটিকে “সহীহ্ জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলাম। জানি না সন্দেহের কারণে নাকি কোন শাহেদ থাকার কারণে? এ মুহূর্তে আমার স্মরণে আসছে না। তবে “তার দু'স্বন্ধের মাঝে” এ অংশটুকুর শাহেদ থাকার কারণে আমি এটাকে “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৯০৮) উল্লেখ করেছি।

১৮৬৮. (حُبُّكَ الشَّيْءُ يَغْمِي وَيُصِمُّ)

১৮৬৮। কোন বস্তুকে তোমার ভালোবাসা অন্ধ এবং বধির বানিয়ে ফেলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (২/১/১৫৭), আবু দাউদ (৫১৩০), আহমাদ (৫/১৯৪, ৬/৬৫০), আব্দ ইবনু হুমায়েদ “আলমুনতাখাব মিনাল মুসনাদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ২৮/১), দূলাবী “আলকুনা” গ্রন্থে (১/১০১), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ৩৭/২), কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/১২), আবু বাকর কালাবায়ী “মিফতাহুল মা'যানী” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯৩), ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাস্ক” গ্রন্থে (৫/১৭৮/২, ৩/২৪৯/২) ও ইবনুল জাওযী “যামুল হাঅ” গ্রন্থে (পৃ ২০) খারায়েতী সূত্রে আবু বাকর ইবনু আবু মারইয়াম হতে, তিনি খালেদ ইবনু

মুহাম্মাদ হতে, তিনি বিলাল ইবনু আবুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (ﷺ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবু বাকরের কারণে সনদটি দুর্বল। কারণ মন্দ হেফযের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। বর্ণনাকারীগণ তার সনদের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। একদল তার থেকে এভাবে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের কেউ কেউ তার থেকে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটির পরক্ষণেই বলেন:

আবুল ইয়ামান হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

ইমাম বুখারী বলেন: অলীদ বলেন: আবু বাকর হতে, তিনি বিলাল হতে, তিনি আবুদ দারদা (ﷺ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। সনদ হতে খালেদ ইবনু মুহাম্মাদ সাকারীকে ফেলে দেয়া হয়েছে।

আবু বাকর দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও, হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। হুরাইজ ইবনু উসমান হাদীসটিকে বিলাল ইবনু আবুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...। তার থেকে মওকুফ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উম্মুদ দারদা আবুদ দারদা (ﷺ) হতে (মওকুফ হিসেবে) বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার (হুরাইয়ের) মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

সাঈঈদ ইবনু আবু আইউব বলেন: হুমায়েদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে শুনেছেন।

ইমাম বুখারী এটিকে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে ইবনু আসাকির হুমায়েদের জীবনীতে (৫/১৭৮/২) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

ইবনু আবী হাতিমও তার কিতাবে (১/২/২২৯) তাই করেছেন।

এর পূর্বে মওকুফের সনদে বাকর ইবনু ফারকাদ আবু উমাইয়াহ্‌ তামীমী রয়েছে। কে তার জীবনী উল্লেখ করেছেন আমি পাচ্ছি না।

সর্বাবস্থায় মারফু' হওয়ার চেয়ে মওকুফ হওয়ায় বেশী শক্তিশালী। এ কারণেই সুযুতী বলেছেন: এটি মওকুফ হওয়ার সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমনটি মানাবী তার থেকে “আলফায়েয” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাঁ, হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু হানী তার পিতা হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবু আবলাহ্ হতে, তিনি বিলাল ইবনু আবুদ দারদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৭/২০৯/২) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ ইবনু হানী সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

١٨٦٩, (أَحَدُ جِبَلٍ يُحِينَا وَنُجَيْهٌ، فَإِذَا أَحْبَبْتُمُوهُ فَكَلُّوا مِنْ شَجَرِهِ، وَلَوْ مِنْ

عِضَاهِهِ).

১৮৬৯। উহুদপাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরা তাকে ভালবাসি। অতএব তোমরা যদি তাকে ভালবেসে থাক তাহলে তোমরা তার গাছ থেকে ভক্ষণ কর, যদিও তার কাঁটাযুক্ত বড় বৃক্ষ থেকে হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু শাব্বাহ্ “তারীখুল মাদীনাহ্” গ্রন্থে (১/৮৪) সুফইয়ান ইবনু হামযাহ্ হতে, ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১০৩/২) আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ দারাওরদী হতে, তিনি কাসীর ইবনু যায়েদ হতে, তিনি উম্মু হাবীবাব দাস আব্দুল্লাহ্ ইবনু তাম্মাম হতে, তিনি যাইনাব বিনতু নুবায়েত হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্বারানী বলেন:

যাইনাব হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে। দারাওরদী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু হামযাহ্ তার মুতাবা'য়াত করেছেন যেমনটি দেখছেন। সমস্যা হচ্ছে ইবনু তাম্মাম হতে। তাকে ইবনু আবী হাতিম (২/২/১৯) এ বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে মন্দ কিছু উল্লেখ করেননি। আর হাইসামী তাকে নয় অন্যকে দিয়ে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি (৪/১৪) বলেন:

ত্বারানী হাদীসটিকে “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে কাসীর ইবনু যায়েদ রয়েছেন। তাকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

আর মানাবী তাকে সমর্থন করেছেন। আসলে সমস্যা হচ্ছে কাসীরের শাইখ থেকেই যেমনটি উল্লেখ করেছি।

অতঃপর ইবনু শাব্বাহ্ হাদীসটিকে আব্দুল আযীয হতে, তিনি ইবনু সাম'আন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি যাইনাব বিনতু নুবায়েত হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদটি একেবারে দুর্বল। আব্দুল আযীয হচ্ছেন ইবনু ইমরান মাদানী, তিনি মাতরক। আর ইবনু সাম'আন তার মতই বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট, এর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ। তাকে আবু দাউদ প্রমুখ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

আর তার শাইখ ইবনু ওবাইদকে আমি চিনি না।

উহুদ পাহাড় সম্পর্কে পূর্বেও কয়েকটি হাদীস আলোচিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: (১৬১৮, ১৮১৯) প্রথম হাদীসটিতে কিছু অতিরিক্ত তথ্য রয়েছে সেটি দেখুন।

১৮৭০. (أَحَدَرَكُمُ سَبْعَ فِتْنٍ تَكُونُ بَعْدِي: فِتْنَةُ ثَقِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَفِتْنَةُ فِي مَكَّةَ، وَفِتْنَةُ ثَقِيبٍ مِنَ الْيَمَنِ، وَفِتْنَةُ ثَقِيبٍ مِنَ الشَّامِ، وَفِتْنَةُ ثَقِيبٍ مِنَ الْمَشْرِقِ، وَفِتْنَةُ ثَقِيبٍ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِتْنَةُ مِنْ بَطْنِ الشَّامِ، وَهِيَ السَّقْيَانِي).

১৮৭০। আমি তোমাদেরকে আমার পরে যেগুলো ঘটবে এরূপ সাতটি ফেতনা থেকে সতর্ক করছি: সেই ফেতনা হতে যা আসবে মদীনাহ্ হতে, সেই ফেতনা যা আসবে মক্কা হতে, সেই ফেতনা যা আসবে ইয়ামান হতে, সেই ফেতনা যা আসবে শাম হতে, সেই ফেতনা যা আসবে মারিরিক (পূর্ব) হতে, সেই ফেতনা যা আসবে মারিরিক (পশ্চিম) হতে, সেই ফেতনা যা আসবে শামের পেট হতে, সেটি হচ্ছে সুফইয়ানী (ফেতনা)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে হাকিম (৪/৪৬৮) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনু আইয়্যাশের ভাই অলীদ ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন: রসূল (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন: ...।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন: তোমাদের মধ্য থেকে সেগুলোর প্রথমটি কে পাবে, আর এ উম্মাতের মধ্য হতে সেগুলোর শেষটি কে পাবে। অলীদ ইবনু আইয়্যাশ বললেন: মদীনার ফেতনা ছিল ত্বলহা আর যুবায়েরের পক্ষ থেকে, আর মক্কার ফেতনা ছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়েরের ফেতনা,

শামের ফেতনা ছিল বানু উমাইয়্যার পক্ষ থেকে সংঘটিত ফেতনা, মাশরিকের ফেতনা ছিল তাদের পক্ষ থেকেই।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয় যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: এটি হচ্ছে নু'য়াইমের গারীব ও আজবগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। হাদীসটি খুবই দুর্বল। যা হাফিয় যাহাবীর কথা থেকেই বুঝা যায়।

১৮৭১. (احْذَرُوا الْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ هِيَ أَحْضَرُ مِنْ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ).

১৮৭১। তোমরা অত্যাচার করা হতে সাবধান হও। কারণ অত্যাচারের শাস্তির চেয়ে বেশী দ্রুত উপস্থিত হওয়ার মত শাস্তি আর নেই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “যাম্মুল বাগী” গ্রন্থে (৩১/১-২) আবু ইসহাক হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। হারেস হচ্ছেন আলআ'ওয়ার। তিনি খুবই দুর্বল যেমনটি বারবার তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটিকে সুযুতী আলী হতে ইবনু আদী ও ইবনুন নাজ্জারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী এর সনদ সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

১৮৭২. (احْذَرُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

১৮৭২। তোমরা প্রত্যেক মাতালকারী (বস্ত) হতে বেঁচে থাক। কারণ প্রতিটি মাতালকারী বস্ত হারাম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (৮/৪২/১) শু'য়াইব ইবনু রুযায়েক হতে, তিনি আতা খুরাসানী হতে, তিনি ইব্রাহীম নাখ'ঈ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ আসলামী হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আতা হচ্ছেন ইবনু আবী মুসলিম আবু উসমান খুরাসানী। হাফিয় ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী বহু সন্দেহকারী, মুরসাল বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি আন'আন করে বর্ণনা করেছেন।

আর শু'য়াইব ইবনু রুযায়েক হচ্ছেন শামী আবু শাইবাহ মাকদেসী।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, ভুলকারী।

হাদীসটিকে “আলজামে’উল কাবীর” গ্রন্থে (৯৩/৬৭৫) ত্ববারানীর “আলআওসাত” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করা হয়েছে। “ফাতহুল কাবীর” গ্রন্থে এরূপই এসেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করার পর তাতে এটিকে দেখছি না।

উল্লেখ্য হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ ‘প্রতিটি মাতালকারী বস্ত্র হারাম’ সহীহ। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। “আলইরওয়াউল গালীল” (২৩৭৩) প্রমুখ গ্রন্থে এর তাখরীজ করা হয়েছে।

১৮৭৩. (أَحْسِنُوا إِذَا وَلَّيْتُمْ، وَاعْفُوا عَمَّا مَلَكَتُمْ).

১৮৭৩। তোমাদের উপর যদি দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে (অধীনস্থদের সাথে) তোমরা ভাল আচরণ করো আর তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছ (তারা ত্রুটি করলে) তাদেরকে ক্ষমা করো।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে কাযা’ঈ (১/৬০) ও দাইলামী (১/১/২৫) ইসমা’ঈল ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি মিস’আর হতে, তিনি আতিয়াহ হতে, তিনি আবু সা’ঈদ ^(রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি রানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইসমা’ঈল ইবনু ইয়াহইয়া। তিনি মিথ্যুক, জালকারী। আর আতিয়াহ হচ্ছেন আওফী, দুর্বল ও মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

সুযুতী হাদীসটিকে রাখাইয়েতীর “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আবু সা’ঈদ ^(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন: দাইলামী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

জানি না খারাইতির নিকট ইসমা’ঈল ছাড়া অন্য কোন সূত্র রয়েছে নাকি তিনি তার ব্যাপারে অবগত হননি।

অনুবাদক: খারাইতির সনদেও ইসমা’ঈল ইবনু ইয়াহইয়া এবং আতিয়াহ আওফী উভয়েই রয়েছেন। অতএব হাদীসটি শুধুমাত্র দুর্বল নয় বরং বানোয়াট।

১৮৭৬. (مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ التَّقْوَى ثُمَّ أَصَابَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ذَنْبًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ).

১৮৭৪। যে সকাল করল এমতাবস্থায় যে তার ভাবনা হচ্ছে তাকওয়া কেন্দ্রিক। অতঃপর সে যদি এর মাঝে কোন গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৫/৩২০/১) আবুল হুসাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল অহেদ ইবনু মুহাম্মাদ কাসাঈ ত্ববারী হতে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনু আহমাদ আসাদী ত্ববারী হতে, তিনি আবু নু'য়াইম আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আদী ইসতারাবাযী হতে, তিনি আবুল হাসান আহমাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবান মিসরী উবুল্লী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী হতে, তিনি আবু আমের ইবনু ইয়াসার বা'বাদান হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে আবুল হুসামের জীবনীতে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আহমাদ ইবনুল হাসান। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন: তিনি বড় মিথ্যুক, দাজ্জাল, নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী।

দারাকুতনী বলেন: তারা আমাদেরকে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি একজন বড় মিথ্যুক।

হাদীসটিকে সুয়ুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে কিছু না বললেও তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে বলেছেন: দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তিনি হাদীসটির সেই সমস্যা সম্পর্কে অবগত হননি, যা জাল বলে হুকুম প্রদান করাকে অপরিহার্য করে।

১৮৭৫. (مَنْ أَصْبَحَ لَا يَتَوَيَّ ظُلْمَ أَحَدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا جَنَى).

১৮৭৫। যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার নিয়্যাত করেনি। আল্লাহ তা'আলা তাকে সে যা অপরাধ করেছিল তা ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবু হাফস কাত্তানী “জুযউ হাদীসিহি” গ্রন্থে (২/১৪২) আবু নাসর হাবশন ইবনু মূসা খাল্লাল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আইউব হতে, তিনি দাউদ ইবনুল মুহাব্বার হতে, তিনি হাইয়্যাজ ইবনু বিসতাম হতে, তিনি ইসহাক ইবনু মুররাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুল আ’রাবী তার “মু’জাম” গ্রন্থে (২/১৯১) আব্দুল্লাহ ইবনু আইউব হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনুল আ’রাবীর সূত্র হতে কাযাঈ (১/৩৬) হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। আর খাতীব তার “তারীখ” গ্রন্থে (৩/৩২৫) মুহাম্মাদ ইবনু মুস’য়াব সূত্রে হাইয়্যাজ ইবনু বিসতাম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইসহাক ইবনু মুররাহ্ সম্পর্কে আবুল ফাত্হ আযদী বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আর হাইয়্যাজ ইবনু বিসতামও মাতরুকুল হাদীস যেমনটি আহমাদ প্রমুখ বলেছেন।

তবে তার মুতাবা‘য়াত করা হয়েছে। আযদী ওয়াইনাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে ইসহাক ইবনু মুররাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে বলেন: ওয়াইনাহ্ খুবই দুর্বল।

১৮৭৬. (مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهُمُّ ظَلَمَ أَحَدٍ غُفِرَ لَهُ مَا اجْتَرَمَ).

১৮৭৬। যে এমতাবস্থায় সকাল করল যে, সে কারো উপর অত্যাচার করার চিন্তা করেনি। সে যা অন্যায় করেছিল তাকে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৫/২৪০/১) বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি আম্মার ইবনু আব্দুল মালেক হতে, তিনি আবু বিসতাম হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ আম্মার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি আজব আজব বস্ত্র নিয়ে এসেছেন। আযদী বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আযদী তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর বাকিয়্যাহ্ হচ্ছেন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আনআন্ করে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে সুযূতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন কপিতে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে বলেছেন: তিনি হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি তার “আততাইসীর” গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটিকে ইবনু আসাকির তার “তারীখ” গ্রন্থে ওয়াইনাহ্ ইবনু আব্দুর রহমান সূত্রে ইসহাক ইবনু মুররাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি পূর্বের সূত্র ছাড়া অন্য একটি সূত্র। তবে এটিকে আযদী বর্ণনা করেছেন যেমনটি আমি পূর্বের হাদীসের আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি। জানি না ইবনু আসাকির এ সূত্র হতেও বর্ণনা করেছেন নাকি মানাবী ভুল করেছেন?

১৮৭৭. (مَا صَيَّدَ مِنْ صَيْدٍ، وَلَا قُطِعَ مِنْ شَجَرٍ، إِلَّا بَنَيْتُ بِهِ الشَّيْخَ).

১৮৭৭। শুধুমাত্র তাসবীহ্ পাঠ করাকে নষ্ট করার কারণেই কোন শিকার যোগ্য পশু শিকার করা হয় আর কোন বৃক্ষকে কাটা হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবু নু'য়াইম (৭/২৪০) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান কুশাইরী হতে, তিনি মিস'আর হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আবু সাঈদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

এ হাদীসটি গারীব, কুশাইরী এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি বড়ই মিথ্যুক। যেমনটি হাফিয যাহাবী প্রমুখ বলেছেন। তা সত্ত্বেও সযূতী হাদীসটিকে “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করেছেন হাফিয যাহাবীর উক্ত কথার দ্বারা। অতঃপর বলেছেন: এ থেকেই জানা যায় যে, লেখকের হাসান আখ্যা দেয়ার চিহ্ন সঠিক নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু বাক্র সিদ্দীক (রাঃ) হতে তার একটি শাহেদ পেয়েছি। যেটিকে ইবনু আসাকির (৬/১৪৯/২) আবু আলী হুসাইন ইবনু জাব্র ইবনু হাইওয়াহ্ ইবনু ই'য়ীশ হতে ইবনুল মুওয়াফফিক ইবনু

আবুন নু'মান তাঁই হিমসী হতে, তিনি আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আবুন নাক্বাশ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল জাব্বার খাবাইরী হতে, তিনি হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ্ খুত্তাফ হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আবু অকেদ ইবনু হাবীব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু বাক্র (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় একটি কাক নিয়ে আসা হলো। যখন তিনি তার ডানা দু'টোসহ তাকে দেখলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন: ..., তিনি এটিকে মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেন।

এরপর ইবনু আসাকির বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু খুত্তাফ আর খাবাইরী দুর্বল। আর তাদের দু'জনের পূর্বে দু'ব্যক্তিই মাজহুল (অপরিচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আসাকিরের পূর্বে কে খাবাইরীকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন পাচ্ছি না। বরং আবু হাতিম বলেছেন: তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। তিনি সত্যবাদী।

ইবনু অয্যাহ্ বলেন: আমি তার সাথে হিমসে মিলিত হয়েছি। তিনি নির্ভরযোগ্য নিরাপদ।

তাকে ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেমনটি “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে।

আর হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ্ খুত্তাফের অবস্থা সম্পর্কে ইবনু আসাকির যা বলেছেন তার চেয়েও তিনি নিকৃষ্ট। তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক, মাতরকুল হাদীস। তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা বাতিল।

দারাকুতনী বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলফাওয়া” গ্রন্থে (২/১২৬) অন্যান্য সমভাবার্থের হাদীসের সাথে উল্লেখ করে সবগুলোর ব্যাপারেই কোন কিছু বলা থেকে চূপ থেকেছেন। অথচ সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়।

১৮৭৮. (حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ).

১৮৭৮। বড় ভাইয়ের হক্কে তাদের ছোট ভাইয়ের উপর সেরূপ, যে রূপ পিতার হক্কে রয়েছে তার সম্তানের উপর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১২২) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুশকান হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আইউব হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম

হতে, তিনি আওয়া'ঈ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضী) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে আহমাদের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, যার কুনিয়্যাত হচ্ছে আবু আমর আলআবরাশ। তিনি (আবু নু'য়াইম) বলেন: তিনি ৩৩৩ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহু মাসে মারা যান। তিনি মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যিক ছিলেন, হাদীস সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু মুশকানকে আমি চিনি না।

আর আব্দুর রহমান ইবনু আইউব হচ্ছেন সম্ভবত সাকুনী যিনি আত্তাফ ইবনু খালেদ হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী “আযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

আর নির্ভরযোগ্য দাউদ ইবনু রাশীদ তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব বিকরী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আমর ইবনু সা'ঈদ ইবনুল 'আস হতে শুনেছেন, তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল। মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব বিকরীকে আমি চিনি না। আমি আশঙ্কা করছি যে, বিকরী শব্দকে কালবী শব্দ হতে পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব কালবী এ স্তরের বর্ণনাকারী। তিনি যদি হন তাহলে তিনি মিথ্যুক।

অতঃপর আমি আবু দাউদের “মারাসীল” গ্রন্থ (ক্বাফ ১/২৫) অনুসন্ধান করেছি। আমি দেখেছি হাদীসটির সনদের প্রথম অংশ পড়ে গেছে। অবশিষ্ট রয়ের পিতা সায়েব আননুকরীকে চেনা যায় না।

আর হাফিয ইবনু হাজার “আত্ তাহযীব” গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। আর “আত্ তাহযীব” গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন: তিনি মাজহূল।

এবং তিনি তার দু'গ্রন্থের মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন আবু দাউদের “আলমারাসীল” গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আমি মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব নুকরীর জীবনী “আলমীযান” গ্রন্থে অনুসন্ধান করেছি। তিনি তার সম্পর্কে বলেন: তিনি অলীদ ইবনু মুসলিমের ছোট শাইখ। আযদী বলেন: মুহাদিসগণ তার সমালোচনা করেছেন। খাতীব বলেন: তিনিই হচ্ছেন কালবী। যিনি তাদের দু'জনকে দু'জন বানিয়েছেন তিনি ভুল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি ইবনু হিব্বানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ তিনি বিকরীকে “আসসিকাত” গ্রন্থে (৭/৪৩৫) উল্লেখ করেছেন আর কালবীকে “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি আলবানী আমার নতুন গ্রন্থ “তাইসীরুল ইনতিফা” গ্রন্থে এ সম্পর্কে টীকা লিখেছি তা দেখুন।

হাদীসটি সম্পর্কে হাফিয ইরাকী “তাকরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (২/১৯৫) বলেন:

এটিকে আবুশ শাইখ “কিতাবুস সাওয়াব” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। আর আবু দাউদ “আলমারাসীল” গ্রন্থে সাঈদ ইবনু আমর ইবনুল আসের বর্ণনা হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে লেখক মওসূল হিসেবে সাঈদ ইবনু আমর ইবনু সাঈদ ইবনুল আস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা সাঈদ ইবনুল আস হতে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: বাইহাক্কীও “শু‘য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে- যেমনটি “মিশকাত” (৪৯৪৬) গ্রন্থে এসেছে- মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (২/৮৭-৮৮) দেখেছি যে, হাদীসটি আলোচিত বিকরী সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, বাইহাক্কী তার সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদকঃ উল্লেখ্য বাইহাক্কীর উল্লেখিত গ্রন্থে উক্ত নুকরীকেই উল্লেখ করা হয়েছে যার মাজহুল হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

١٨٧٩. (أَحْرَمُوا أَنْفُسَكُمْ طَيْبَ الطَّعَامِ، فَإِنَّمَا قُوَى الشَّيْطَانُ أَنْ يُجْرِيَ فِي

الْعُرُوقِ بِهِ).

১৮৭৯। তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভাল খাবার হতে বঞ্চিত কর। কারণ তা শয়তানকে তোমাদের রগে রগে চলতে শক্তি যোগায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল হাসান কাযবীনী “আলআমালী” গ্রন্থে (২২/৭/১) বানু হাশেমের দাস আযহার ইবনু জামীল হতে, তিনি বাযী‘ আবুল খালীল খাফ্ফাফ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (رضي الله عنها) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনুয যাইয়্যাত তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফেযগণের কেউ “আলআমালী” গ্রন্থের এক কপির টীকাতে লিখেছেন: এ হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী “আলমাওযু'য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী হচ্ছেন বাযী আবুল খালীল আর সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৩২০, ২/২০৯) তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতঃপর ইবনু ইরাকও “তানযীহুশ শারী'য়াহু” গ্রন্থে (২/২৪০) ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সুযুতী হাদীসটিকে তার দু'জামে' গ্রন্থে উল্লেখ না করে ভাল করেছেন। কারণ এটি কুরআনের বিরোধী হওয়ার কারণে সুস্পষ্টভাবে বাতিল।

১৮৮০. (أَحْسِنُوا إِلَى الْمَاعِزَةِ، وَامْسَحُوا عَنْهَا الرُّغَامَ، فَإِنَّهَا ذَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ).

১৮৮০। তোমরা ছাগলের প্রতি সদাচরণ কর। তার থেকে মাটিকে মুছে দাও। কারণ সে জান্নাতী চতুষ্পদ জন্তুগুলোর একটি জন্তু।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুস সাম্মাক “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৯/২১১/২) সা'ঈদ ইবনু মুহাম্মাদ যুহরী হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু আবী হাতেম (২/১/৫৮) এ সা'ঈদের জীবনী আলোচনা করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: তিনি প্রসিদ্ধ নন আর তার হাদীস সঠিক। তিনি মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর দ্বারা সে অংশের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে সেটাকে “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (১১২৮) তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছি।

এছাড়া দেখুন “সহীহু জামে'উস সাগীর” (৩৭৮৯, ৪০৭৩, ৪১৮২) অর্থাৎ প্রথম অংশ সহকারে হাদীসটি দুর্বল।

১৮৮১. (أَحْسِنُوا الْأَصْوَاتَ بِالْقُرْآنِ).

১৮৮১। তোমরা কুরআনের (তিলাওয়াতের) ব্যাপারে আওয়াজকে সুন্দর কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৭০/২) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি আবদাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি সা'ঈদ আবু সা'দ বাক্কাল হতে, তিনি যহ্‌হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নাবী (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ যহ্‌হাক হাফেজ ইবনু মুয়াহিম। তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি।

আর সা'ঈদ হাফেজ ইবনু মারযুবান আবাসী। তিনি দুর্বল, মুদাল্লিস।

আর নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ দুর্বল মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

এ খুবই দুর্বল সনদের হাদীস থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে নাবী (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী:

“তোমরা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর তোমাদের শব্দসমূহের দ্বারা।”
দেখুন “সহীহ্ জামে'উস সাগীর” (৩৫৭৪, ৩৫৭৫)।

١٨٨٢. (أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَحَرَّنُ بِهِ).

১৮৮২। তিলাওয়াতের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে কুরআন পাঠ করে তাকে নিয়ে চিন্তিত হয় (আল্লাহ) ভীতি সহকারে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী (৩/১০১/১) ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি তাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী'য়াহ্ মন্দ হেফযের অধিকারী।

١٨٨٣. (مَنْ أَعْيَتْهُ الْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بَيْعَارَةُ الْأَنْبِيَاءِ - يَعْنِي الْغَنَمَ - إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ (كَذَّالْأَصْلُ)، وَإِذَا أَذْبَرَتْ أَقْبَلَتْ)

১৮৮৩। যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত হচ্ছে নাবীগণের ব্যবসা ধারণ করা অর্থাৎ ছাগল। কারণ সে যখন আসা শুরু করে তখন আসতেই থাকে এবং যখন পেছু টান দেয় তখনও আসতে থাকে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৭/১৫৬/১-২) ইসহাক ইবনু বিশ'র হতে, তিনি মুকাতিল হতে, তিনি যহ'হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। কারণ মুকাতিল হচ্ছেন ইবনু সুলাইমান বালখী আলমুফাসসির, তিনি এবং ইসহাক ইবনু বিশ'র তারা উভয়েই মিথ্যাক। তাদের দু'জনের একজনই এ হাদীসের সমস্যা।

আর যহ'হাক ইবনু মুযাহিম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে শ্রবণ করেননি।

১৮৮৪. (مَنْ أَعْيَتْهُ الْمَكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بِمِصْرَ، وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مِنْهَا).

১৮৮৪। যাকে উপার্জন করা পরিশ্রান্ত করে ফেলে তার উচিত মিসরকে ধারণ করা এবং তার উচিত হচ্ছে তার পশ্চিম দিক ধারণ করা।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৭/১১২/১) সুলাইম ইবনু মানসূর হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ হতে, তিনি আবু কাবীল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: ধারাবাহিক দুর্বল বর্ণনাকারীর দ্বারা সনদটি দুর্বল:

১। ইবনু লাহী'য়াহ মন্দ হেফযের অধিকারী।

২। মানসূর হচ্ছেন ইবনু আম্মার অয়েয। হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে তার জীবনীর শেষে বহু সমালোচনাকারীদের মন্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন: ইবনু আদী তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

৩। সুলাইম ইবনু মানসূরকে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: কোন কোন বাগদাদী তার সমালোচনা করেছেন।

হাদীসটিকে মানাবী “আততাইসীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল। যদিও অন্য গ্রন্থে সনদের ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি।

১৮৮৫. (الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ خُمْسُ مِائَةِ عَامٍ).

১৮৮৫। জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের দূরত্বের সমান।

হাদীসটি এ ভাষায় মুনকার।

এটিকে তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৫৬৯৫) ও আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩০৫) ইয়াহুইয়া হাম্মানী সূত্রে শারীক হতে, মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদাহ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ কাযী, তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল। আরেক বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হামানী, তিনিও তার মতই।

তার ভাষারও বিরোধিতা করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (২/২৯২) ইয়াযীদ হতে, তিনি শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি একশত বছরের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসটিকে তিরমিযী (৩/৩২৫) অন্য সূত্রে ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন: হাদীসটি হাসান। অন্য কপিতে বৃদ্ধি করে বলেছেন: সহীহ্।

শারীকের হেফয ত্রুটিপূর্ণ এ অবস্থা হতে তার মন্তব্য বহু দূরবর্তী বিষয়। তবে এর শাহেদ এসেছে যেমনটি আসবে।

আলোচ্য হাদীসটিকে হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (১০/৪১৯) উল্লেখ করে বলেছেন: এটিকে তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদে ইয়াহুইয়া ইবনু আব্দুল হামীদ হামানী রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

সুযুতীও তুবারানীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন: লেখক থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কিংবা তাদের একজনও বর্ণনা করেননি। অথচ এটিকে ইমাম বুখারী, অনুরূপভাবে তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং বৃদ্ধি করে বলেছেন: ফিরদাউস হচ্ছে সেগুলোর সর্বোচ্চ স্তর, তার থেকেই জান্নাতের চারটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। আর তার উপরেই হচ্ছে আরশ।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী হতে এটা সন্দেহমূলকভাবে ঘটেছে। কারণ ইমাম বুখারী ও তিরমিযী হাদীসটিকে এ ভাষায় বর্ণনা করেননি। বরং তারা “দু'স্তরের মাঝের দূরত্ব আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়” এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটা গেল এক ব্যাপার। আর হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত ‘পাঁচশত বছর’ এটি দ্বিতীয় বিষয়। কারণ অন্য বর্ণনায় একশত বছরের কথা

উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এ সম্পর্কে আমি “সিলসিলাহু সহীহাহু” গ্রন্থে (নং ৯২১, ৯২২) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১৮৮৬. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسَّعَتْهُمْ).

১৮৮৬। জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। সারা জাহানের সবাই যদি সেগুলোর একটিতে একত্রিত হত তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৩/৩২৬), আহমাদ (৩/২৯) ও ইবনু আসাকির (৬/২৯/১) ইবনু লাহী'য়াহু সূত্রে দাররাজ হতে, তিনি আবু হাইসাম হতে, তিনি আবু সা'ঈদ খুদরী (رحمته الله) হতে তিনি নাবী (رحمته الله) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাদীসটিকে তিরমিযী দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন: হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু লাহী'য়াহু ও দাররাজ এরা উভয়েই দুর্বল। মানাবী তার দু'টি ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাদীসটিকে তার (তিরমিযী) থেকে নকল করেছেন যে, তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ এবং তিনি তা স্বীকার করেছেন।

এটা ডবল ভুল। কারণ এর সনদের অবস্থার সাথে তার কথা সাংঘর্ষিক এবং তিরমিযীর যত কপি রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি সেগুলোরও বিরোধী। সেগুলোর মধ্যে একটি কপি হচ্ছে “তুহফাতুল আহওয়ায়ী”র কপি যেটা থেকে আমি উল্লেখ করেছি যে, তিনি বলেন: হাদীসটি গারীব। “মিশকাত” গ্রন্থেও (৫৬৩৩) এরূপই উল্লেখিত হয়েছে।

হাদীসটিকে শুমারী এ ভুলের দ্বারা ধোঁকায় পড়ে তার “কানয” গ্রন্থে (৯৯২) উল্লেখ করেছেন। আর তিনি “আলমিরকাত” গ্রন্থে (৫/২৯৪) ইবনু হিব্বানের উদ্ধৃতিতে অন্য সূত্রে উল্লেখ করে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এটি আরেক ভুল।

১৮৮৭. (لَآن يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، أَوْ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصِقَ

كُلِّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ).

১৮৮৭। ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া, অথবা তোমাদের কোন একজন কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে আদব শিক্ষা দেয়া তার জন্য বেশী উত্তম প্রতিদিন অর্ধ সা' করে সাদাকা করার চেয়ে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/১৩১), হাকিম ((৪/৪৬২), আহমাদ (৫/৯৬, ১০২), তার থেকে ত্বারানী “আলমুনতাকা মিন হাদীস” গ্রন্থে (৪/৬/২) ও সাহ্মী “তারীখু জুরজান” গ্রন্থে (৩৫২-৩৫৩) বিভিন্ন সূত্রে নাসেহ আবু আব্দুল্লাহ হতে, সাম্মাক ইবনু হারব হতে, তিনি জাবের ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

তিরমিযী বলেন:

হাদীসটি গারীব। নাসেহ ইবনু আলা কৃফী, তিনি আহলেহাদীসগণের নিকট শক্তিশালী নন। আর হাদীসটিকে শুধুমাত্র এ সূত্রেই চেনা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ হাদীসটির পরক্ষণেই বলেন: এ নাসেহের কারণে এটিকে আমার পিতা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কারণ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি আমাকে হাদীসটি “আনুনাওয়াদির” গ্রন্থে লিখিয়েছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন:

আমার পিতা নাসেহ হতে শুধুমাত্র এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাকিম এ হাদীসের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

নাসেহ হালেক। আর তিনি “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেছেন:

ইবনু মা'ঈন প্রমুখ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন। হাফিয ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবী হাতেম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/২৪০-২৪১) উল্লেখ করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন: এ হাদীসটি মুনকার। নাসেহ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

১৮৮৮। (مَنْ اغْتَيْبَ عَنْهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، فَنَصْرَهُ، نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ نَصْرَهُ، فَلَمْ يَنْصُرْهُ، أَذْرَكَ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

১৮৮৮। যার নিকটে তার মুসলিম ভাইয়ের গীবাতে করা হবে, এমতাবস্থায় যে সে তাকে সাহায্য করতে সক্ষম এবং সে তাকে সহযোগিতাও করল তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সাহায্য করবেন। আর যদি সে তাকে সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়ে তাকে সাহায্য না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে ধরবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে’” গ্রন্থে (পৃ ৬৮) হারেস ইবনু নাবহান হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সঃ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ, তিনি মাতরুক। অনুরূপভাবে হারেস ইবনু নাবহানও মাতরুক।

কিন্তু হারেসের মুতাবা’য়াত করা হয়েছে। এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “আসসমত” গ্রন্থে (২/৫/১), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ২৫/১, ২) ও বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ্” গ্রন্থে (৩/৪৪১) অন্যান্য সূত্রে আবান হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবিদ দুনিয়া আবান আর আনাস (রাঃ) এর মাঝে ‘আলা ইবনু আনাসকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এটি ইবনু আদীর বর্ণনা, আর তিনি আবান সম্পর্কে বলেছেন:

দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে তার বিষয়টি স্পষ্ট। আশা করি তিনি যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তবে তার কাছে গোলমালে হয়ে যেত এবং তিনি ভুল করতেন। তিনি দুর্বল হওয়ার দিকেই নিকটবর্তী সত্যবাদিতার দিক চেয়ে।

১৮৮৯। (إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْأَةً أُخِيَهُ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدَى، فَلْيَمِطْهُ عَنْهُ).

১৮৮৯। তোমাদের একেকজন তার ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। অতএব তার মাঝে যদি কষ্টদায়ক কিছু দেখে তাহলে সে যেন তার থেকে তা মুছে ফেলে (দূর করে)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক “আযযুহুদ” গ্রন্থে (৭৩০), তার থেকে তিরমিযী (১/৩৫১), ইবনু আবী শাইবাহ্ (৮/৫৮৪), সিমনানী “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (২/১), আবুল হাসান হারবী “আলফাওয়াইদ মুনতাকাত” গ্রন্থে (৪/২/২) ও ইবনু আসাকির (১৪/২৮৪/১, ১৮/৮২/২) ইয়াহইয়া ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন:

ইয়াহইয়া ইবনু ওবাইদুল্লাহ্কে শু’বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: ইয়াহুইয়া মাতরুক। হাকিম কঠোর ভাষায় তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

তার সূত্রেই ইবনু মানী‘ নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

“মুসলিম হচ্ছে মুসলিমের আয়না স্বরূপ। যদি তার মাঝে কোন কিছু (ত্রুটি) দেখে তাহলে সে যেন তাকে ধরিয়ে দেয়।” “আলফাইয” গ্রন্থে এরূপই এসেছে।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে’” গ্রন্থে (পৃ ৩০) আর তার থেকে বুখারী “আলমুফরাদ” গ্রন্থে (২৩৮) অন্য সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

“মু’মিন হচ্ছে মু’মিনের জন্য আয়না স্বরূপ, অতএব সে যদি তার মধ্যে কোন দোষ দেখে তাহলে তাকে যেন সংশোধন করে দেয়।”

সুলাইমান ইবনু রাশেদ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, আর তার অবস্থা অস্পষ্ট। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। তবে মারফু’র চেয়ে এটির অবস্থা বেশী ভালো।

সতর্কবাণী:

তাদের কোন কোন ব্যক্তি হতে এ হাদীসের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল সংঘটিত হয়েছে। যেমন “সুনানুত তিরমিযী” (৬/১৭৫)এর টীকা লেখক বলেছেন:

এটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَنْهُ ضَيْعَتُهُ وَيَحْطُ مِنْ وَرَائِهِ.

“মু’মিন হচ্ছে মু’মিনের জন্য আয়না স্বরূপ, মু’মিন হচ্ছে মু’মিনের ভাই, সে তার থেকে তার নষ্ট হয়ে যাওয়াকে রক্ষা করে এবং সে তাকে তার পেছনে থেকে হেফাযাত করে।” অনুরূপভাবে আবু দাউদ ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার এ কথায় দু’টি ধরার বিষয় রয়েছে, যে দু’টির একটি অন্যটির চেয়ে বেশী মন্দ:

১। ইমাম মুসলিমের উদ্ধৃতি দেয়াটা ভুল।

২। আর ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতি দেয়াটা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যে তিনি এটিকে তার “সহীহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি এটিকে “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (২৩৯) বর্ণনা করেছেন। যার সনদটি হাসান। আমি এটিকে “সহীহাহ্” গ্রন্থে (৯২৬) তাখরীজ করেছি।

১৮৯০. (مَنْ رَابَطَ فُؤَادَ نَافَةِ حَرَمَةِ اللَّهِ عَلَى النَّارِ).

১৮৯০। যে ব্যক্তি একবার উট দোহনের সমপরিমাণ সময়, অথবা দু'বার দুধ দোহনের মাঝের সময়ের সমপরিমাণ (আল্লাহর পথে) জড়িত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দিবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (১৬৫) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকর জুদ'আনী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু মিরকা' জুন্দা'ঈ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আয়েশ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ওকাইলী) বলেন:

হাদীসটি মুনকার। এর মুতাবা'য়াত করা হয়নি এবং হাদীসটিকে একমাত্র তার (ইবনু মিরকা'র) মাধ্যমেই চেনা যায়।

তার সম্পর্কে তিনি বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আর জুদ'আনী মাতরুকুল হাদীস।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। এটিকে সে সূত্রেও ওকাইলী, খাতীব (৭/২০৩), আবু হায্ম ইবনু ই'য়াকুব হাম্বালী “আলফারুসিয়াহু” গ্রন্থে (১/৮/১) মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ রাযী হতে, তিনি আনাস ইবনুল আব্দুল হামীদ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন: এ হাদীসটি মুনকার। এটি ছাড়াও তার এরূপ আরো হাদীস দেখেছি। ইবনু হুমায়েদ যদি তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যবত করতেন, কারণ তিনি সেই ব্যক্তি নন যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি তার কথার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি যবতকারী নন। তিনি সেরূপই যেরূপ ওকাইলী বলেছেন। “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে: তিনি দুর্বল হাফেয।

আমি (আলবানী) বলছি: বরং তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী, তাকে হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা অলমাতরুকীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

আবু যুর'আহু বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক। সালেহু বলেন: তার এবং শায়কুনীর চেয়ে স্পষ্টবাদী মিথ্যুক আর দেখিনি।

এরূপ একটি হাদীস (নং ৬২৬) আলোচিত হয়েছে।

১৮৭১. (مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَثِيرَةً).

১৮৯১। যে ব্যক্তি খাটলির চার পার্শ্ব বহন করবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে চল্লিশটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৮৭) ও তুবারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/৭৯) মুহাম্মাদ ইবনু উকবাহ সাদুসী সূত্রে ‘আলী ইবনু আবু সারাহ হতে, তিনি বুনানী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: আনাস (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই হাদীসটিকে বর্ণনা করা হয়েছে, ‘আলী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি খুবই দুর্বল।

ইমাম বুখারী বলেন: তার হাদীসের মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আবু দাউদ বলেন: তার হাদীসকে তারা (মুহাদিসগণ) পরিত্যাগ করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: তার বর্ণনায় মুনকারগুলোর আধিক্যতা পেয়ে যাওয়ায় তাকে ত্যাগ করারই সে উপযুক্ত হয়ে যায়।

হাফিয যাহাবী এ হাদীসটিকে তার মুনকার হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু উকবাহ সাদুসী সত্যবাদী, তবে তিনি বহু ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি: তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। এটিকে আবু ই'য়াল্লা (২/৮৮৩) ও ইবনু হিব্বান “আযযু'যাফা” গ্রন্থে (২/১০৪) দু'টি সূত্রে ‘আলী ইবনু সারাহ হতে বর্ণনা করেছেন। ইনিই সমস্যা। তার আরেকটি হাদীস (৫১৮৬ নম্বরে) আসবে।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র এবং একটি শাহেদ রয়েছে। সূত্রটিতে আযদী তার সনদে ইব্রাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ কৃফী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস হতে, তিনি হুমায়েদ তুবীল হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইবনুল জাওযী তার “আলমাওযু'য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

এটির কোন ভিত্তি নেই। ইব্রাহীম ও তার শাইখ তারা উভয়েই বড় মিথ্যুক।

সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৪০৫), অতঃপর ইবনু ইরাক্ব (২/৩৮৬) প্রথম সূত্রটির দ্বারা ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এর কোন যৌক্তিকতা নেই, সেটি খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে।

আর শাহেদটিকে ইবনু আসাকির (৮/৫২১/১) তাম্মামের সূত্রে আবুল কাসেম ফাযল ইবনু জা‘ফার তামীমী হতে, তিনি আবু কুসাই ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক উযরী হতে, তিনি তার পিতা ও তার চাচা হতে, তারা দু’জন মা‘রুফ খাইয়্যাৎ হতে, তিনি অসেলাহ ইবনুল আসকা’ (অসিলাহ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। মা‘রুফ খাইয়্যাৎ ছাড়া অসেলাহ এবং তাম্মামের মাঝের বর্ণনাকারীগণের কাউকেই আমি চিনি না। আর তিনিও দুর্বল হিসেবে পরিচিত।

আবু হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। আর ইবনু আদী বলেন: তার হাদীসগুলো খুবই মুনকার। তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই মুতাবা‘য়াত করা হয়নি।

আবু কুসাই এর চাচার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু ইসহাক। তার জীবনীতে হাদীসটিকে ইবনু আসাকির উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

আর ফাযল ইবনু জা‘ফার তামীমী; হতে পারে তিনি আবুল হুসাইন আহমাদের ভাই আবুল কাসেম ইবনু আবুল মুনাদী। তিনিই যদি হন তাহলে খাতীব (১২/৩৭৪) তার জীবনী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তাকে তামীমী হিসেবে উল্লেখ করেননি, এবং তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

১৭২. (أَنْزَلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَأَحْسَنَ أَدْبَهُمْ عَلَى

الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ).

১৮৯২। ভাল আর মন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি লোকদেরকে তাদের স্বস্থ মর্যাদা প্রদান কর। তাদেরকে ভালোভাবে উত্তম চরিত্রের উপর শিষ্টাচার শিখাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে খারায়েতী “মাকারিমুল আখলাক্ব” গ্রন্থে (পৃ ৮) বাক্বর ইবনু সুলাইমান আবু মু‘য়ায হতে, তিনি আবু সুলাইমান ফিলিস্তিনী হতে, তিনি

ওবাদাহ্ ইবনু নুসায় হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল:

১। এ আবু সুলাইমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন: ঘটনার ক্ষেত্রে তার এক দীর্ঘ মুনকার হাদীস রয়েছে।

২। আর বাকর ইবনু সুলাইমানকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

১৮৭৩. (أُثِّرِلْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ سُورَةُ مَرْيَمَ فَسَمَّهَا مَرْيَمَ).

১৮৯৩। রাতে আমার উপর সূরা মারইয়াম নাযিল করা হয়েছে।
অতএব তুমি তার নাম রাখ মারইয়াম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দূলাবী (১/৫৩) আবু বাকর ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী মারইয়াম গাসসানী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি নাবী (রাঃ)-এর নিকট এসে বললাম: রাতে আমার একটি মেয়ে সন্তান হয়েছে। তখন রসূল (সাঃ)-এর বললেন: ...।

তাকে আবু মারইয়াম নামে ডাকা হতো।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবু বাকর ইবনু আবী মারইয়াম দুর্বল, তার মন্তব্য বিকৃতি ঘটেছিল।

১৮৭৬. (أُثِّرِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ).

১৮৯৪। তোমরা লোকদেরকে তাদের স্ব স্ব মর্যাদা প্রদান কর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১২/২০০/১) নূহ ইবনু কায়েস হতে, তিনি সালামাহ্ কিন্দী হতে, তিনি আসবাগ ইবনু নুবাতাহ্ হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। আপনার নিকট উপস্থাপন করার পূর্বে আমি আল্লাহর নিকট তা উপস্থাপন করেছিলাম। আপনি যদি তা পূর্ণ করেন, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর আপনি যদি তা পূর্ণ না করেন তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার নিকট ওয়র পেশ করব। ... তিনি রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আসবাগ। কারণ তিনি মাতরুক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর সালামাহ্ কিন্দী সম্ভবত মাজহুল। তাকে (কিন্দীকে) ইবনু আবী হাতিম শুধুমাত্র এ নূহ ইবনু কায়েসের বর্ণনাতেই উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ঘটনাটিতে বানোয়াট হওয়ার আলামত চমকাচ্ছে।

আর আলোচ্য হাদীসটিকে আবু দাউদ ও আবুশ শাইখ “আলআমসাল” গ্রন্থে (২৪১) আয়েশা রাঃ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি এ সনদ থেকে উত্তম। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি সমস্যা রয়েছে যেগুলোকে আমি “তাখরীজু মিশকাত” গ্রন্থে (৪৯৮৯) বর্ণনা করেছি। একটি হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা। আর আবু দাউদ নিজেই এর দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর মুনযেরী তার “মুখতাসার” গ্রন্থে তার কথাকে শক্তিশালী করেছেন। আর সাখাবী কতিপয় শাহেদ উল্লেখ করে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীস পূর্বে উল্লেখিত মু'য়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। সেটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সেটির অর্থ এটি হতে ভিন্ন। আর হাকিম “উলুমুল হাদীস” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এ সন্দেহের কারণ হচ্ছে এই যে, মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থের ভূমিকাতে মু'য়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এর দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১৮৯৫. (الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ).

১৮৯৫। ব্যক্তি তার ভাইয়ের সহযোগিতা ও সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে কাযা'ঈ (২/৮/১) মুসাইয়্যাব ইবনু অয়েহ্ হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আমর নাখ'ঈ হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু তুলহা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। কারণ মুসাইয়্যাব দুর্বল আর তার শাইখ নাখ'ঈকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। আর ইবনু আদী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ইসহাকের উপর তিনিই অন্য একটি হাদীস জাল করেছেন। যেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে নিম্নের ভাষায়: (الناس كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ) মানুষ চিরুনীর দাঁতের মত।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু আবিদ দুনিয়ার “আলইখওয়ান” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সাহল ইবনু সা’দ (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন।

আর মানাবী তার সনদের ব্যাপারে চুপ থেকে বলেছেন:

এটিকে দূলামী ও কাযাঈ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) আবু বাকর শাইরাজীর “আলআওয়ালীস সিহহাহ” গ্রন্থে (২/২১১) সাহলের হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। হাদীসটিকে তিনি লাইসের কাতেব আবু সালাহ সূত্রে হাসান ইবনু খালীল ইবনু মুররাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হাযেম হতে, তিনি সাহল ইবনু সা’দ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি আবু সালাহের কারণে দুর্বল। কারণ তার হেফযের দিক থেকে তিনি দুর্বল। আর খালীল ইবনু মুররাহ তার মতই বরং তার চেয়েও মন্দ বর্ণনাকারী। তিনি দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে। ইমাম বুখারী তার খুবই দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন তার এ বাণীর দ্বারা: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আর তার ছেলে হাসান ইবনু খালীল ইবনু মুররাকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। হাফিয ইবনু হাজার তাকে তার পিতা খালীল হতে বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তার ভাই আলী ইবনু খালীলকে উল্লেখ করেছেন। আমি তার জীবনীও পাচ্ছি না।

১৮৭৬. (لَيْسَتْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِالْخَطِّ يَنْ يَدَيْهِ، وَبِالْحَجَرِ، وَبِمَا وَجَدَ

مِنْ شَيْءٍ مَعَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءً).

১৮৯৬। তোমাদের কেউ যেন সলাতের মধ্যে তার সামনে দাগ দেয়ার দ্বারা, পাথর দ্বারা এবং যা কিছু পাবে তার দ্বারা সুতরাহ ব্যবহার করে। যদিও মু’মিনের সলাতকে কোন কিছুই ভঙ্গ করতে পারে না।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু আসাকির (২/৩৯৫/১) হামযাহ ইবনু ইউসুফ সূত্রে আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু গাতরীফ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আবু ইমরান ইসতারাবাযী হতে, তিনি হাইউন ইবনুল মুবারাক বাসরী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য পরিচিত এ হাইউন ছাড়া। তাকে হাফিয যাহাবী এ হাদীসটির কারণেই উল্লেখ করে বলেছেন: হাইউন ছাড়া সকলে নির্ভরযোগ্য, আর হাদীসটি মুনকার।

সুতরাহ্ হিসেবে দাগ দেয়ার ব্যাপারে আরেকটি দুর্বল হাদীস “যঈফু আবী দাউদ” গ্রন্থে (১০৭-১০৮) তাখরীজ করেছি। এছাড়াও এ হাদীসের শেষাংশ কতিপয় সহীহ হাদীস বিরোধী। দেখুন “সহীহ জামে‘উস সাগীর” (৭৯৮৪-৭৯৭৮)।

১৮৭৭. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمْدًا مِّنْ يَّافُوتَةٍ، عَلَيْهَا عُرْفٌ مِّنْ زَبْرَجَدٍ، بُيُصُّ كَمَا بُيُصُّ الْكُوكَبُ الدَّرِّيُّ، قُلْنَا: مَنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُتَلَفُونَ فِي اللَّهِ، وَالْمَبْذُلُونَ فِي اللَّهِ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا).

১৮৯৭। জান্নাতে ইয়াকুতের এক স্তম্ভ (টাওয়ার) রয়েছে যার উপরে যাবারযাদের তৈরি ঘরসমূহ রয়েছে। তা আলো ছড়ায় যেভাবে আলোকিত গ্রহ আলো ছড়ায়। আমরা বললাম: কে তাতে বসবাস করবে? তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা‘আলার ওয়াস্তে যারা পরস্পরকে ভালোবাসবে তারা, আল্লাহ্ তা‘আলার ওয়াস্তে যারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবে তারা, আল্লাহ্ তা‘আলার ওয়াস্তে যারা পরস্পরকে সম্মান দেখাবে তারা। অথবা তিনি অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে হুসাইন মারওয়াযী ইবনুল মুবারাকের “যাওয়াইদুয যুহুদ” গ্রন্থে (২/১২০), বাযযার (৩৫৯২) ও তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৭৪/১/২) মুহাম্মাদ ইবনু আবু হুমায়েদ হতে, তিনি মুসা ইবনু অরদান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ইবনু আবু হুমায়েদের কারণে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল।

তার শাইখ হাইসামী “আলমাজমা’” গ্রন্থে (১০/২৭৮) অনুরূপ কথাই বলেছেন এবং তিনি বাযযারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৪/৯৪) হাদীসটির দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

“মিশকাত” গ্রন্থে (৫০২৬) বাইহাকীর “শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে তাই করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “কিতাবুল ইখওয়ান” গ্রন্থে লাইস হতে, তিনি মূসা ইবনু অরদান হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/১৩২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন:

আমি জানি না যে, মূসা ইবনু অরদান হতে লাইস বর্ণনা করেছেন। এটি ধারণা মাত্র। কারণ এ হাদীসটিকে মূসা ইবনু অরদান হতে মুহাম্মাদ ইবনু আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

১৮৭৮. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: رَجَبٌ، مَعَاوَةُ أَشَدُّ يَبَاسًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ)، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا وَاحِدًا، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ التَّهْرِ.

১৮৯৮। জান্নাতে একটি নদী আছে তাকে রজাব বলা হয়। তার পানি দুধের চেয়েও বেশী সাদা আর মধুর চেয়েও বেশী মিঠা। যে ব্যক্তি রজাব মাসে এক দিন সওম পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে নদী হতে পান করাবেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে আবু মুহাম্মাদ খাল্লাল “ফাযলু শাহরি রজাব” গ্রন্থে (১/১১), দাইলামী (১/২/২৮১) ও আসবাহানী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (২২৪/১-২) মানসূর ইবনু ইয়াযীদ আসাদী হতে, তিনি মূসা ইবনু ইমরান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক ^(রাঃ)কে বলতে শুনেছি: ...। তিনি মারফু' হিসেবে হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মাজহুল। মূসা ইবনু ইমরানকে আমি চিনি না। দাইলামীর নিকট মূসা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হিসেবে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর আরেক বর্ণনাকারী মানসূর ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তাকে চেনা যায় না এবং হাদীসটি বাতিল ...।

অতঃপর তিনি তার সনদে মানসূর পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন: মুসা ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী।

হাফিয় ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি “তাবঈনুল আজাব” গ্রন্থে পৃ (৫-৭) বলেন: এর উপর বানোয়াটের হুকুম লাগানো যাচ্ছে না।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তা সনদের দিক দিয়ে। আল্লাহই বেশী ভাল জানেন।

১৮৭৭. (الدُّعَاءُ جُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مُجْتَمِعٌ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ أَنْ يَرِمَ).

১৮৯৯। দু’য়া হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ তা’আলার সৈন্যদের এক সৈন্য। তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে যে, সে ক্ষয়সালাকে (তাকদীরকে) পরিবর্তন করে তাকে নির্ধারিত করে দেয়ার পরে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু আসাকির (৭/২৬৪/১, ১৭/৩২৪/২) সালাম ইবনু ইয়াহুইয়া খাজরাবী হতে, তিনি নুমায়ের ইবনুল অলীদ ইবনু নুমায়ের ইবনু আউস আশ’যারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: এটি মুরসাল। নুমায়ের ইবনু আউসের নাবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। তিনি একজন তাবেঈ, তিনি দেমাক্কের কাযী ছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ নুমায়েরকে হাফিয় যাহাবী তার দু’টি হাদীস উল্লেখ করে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। আর তিনি আবু সা’দ মালীনী উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: নুমায়ের এ দু’টি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয় যাহাবী বলেন: সে দু’টি বানোয়াট। আর আমি নুমায়েরকে চিনতে পারিনি। তবে তার পিতা এবং তার দাদা পরিচিত। ইঙ্গিত করা তার দু’টি হাদীস হচ্ছে:

(..اللهم متعنا بالإسلام والخير) আর (..أكرموا الخير)

আলোচ্য হাদীসটিকে আবুশ শাইখ ও দাইলামী আবু মুসা আশ’আরী (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী তাদের দু'জনের সনদের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। না মুরসাল আর না মওসূল কোন ব্যাপারেই নয়। তবে বাহ্যিক অবস্থা এই যে, নুমায়েরের সূত্রটিও মওসূল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আমার নিকট তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যখন আমি হাদীসটিকে “মুসনাদুদ দাইলামী” গ্রন্থে (২/১৪৬) দেখলাম যে, আবুশ শাইখ সূত্রে নুমায়ের ইবনুল অলীদ হতে, তিনি তার দাদা হতে আর তিনি আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

১৭০০. (الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ لِلَّهِ، فَاحْبُ خَلْفَهُ إِلَيْهِ، أَنْفَعَهُمْ لِعِيَالِهِ).

১৯০০। সৃষ্টির সবই আল্লাহর পরিবার। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সৃষ্টি হচ্ছে তাদের মধ্যে যে তার পরিবারের জন্য বেশী উপকারী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) ও আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। ইউসুফ ইবনু আতিয়াহ সফফার এটিকে সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “কাযাউল হাওয়াইজ” গ্রন্থে (পৃ ৭৭), মুখলিস “আলমাজলিসুল আউয়াল মিনাল মাজালিসিস সাব'আহ” গ্রন্থে (২/৪৮), সিলারী “আত্‌তাউরিয়্যাত” গ্রন্থে (১/১১৫), অনুরূপভাবে বাইহাকী “আশ্শু'য়াব” গ্রন্থে, আবু ই'য়ালা, বায্‌যার, ত্বারানী, হারেস ইবনু আবু উসামাহ ও আসকারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি “আলমাকাসিদুল হাসানাহ” গ্রন্থে এসেছে।

বর্ণনাকারী এ ইউসুফ মাতরুক, যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' হয়েছে ... তার মুনকারগুলোর মধ্যে। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

২। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর হাদীস। মুসা ইবনু উমায়ের এটিকে হাকাম হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩২৪), আবু নু’য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (২/১০২, ৪/২৩৭), খাতীব “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৬/৩৩৪), অনুরূপভাবে বাইহাকী “আশ্শু’য়াব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন:

হাকাম হতে মূসা ইবনু উমায়ের ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন নির্ভরযোগ্যগণ তার অধিকাংশের মুতাবা’য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু হাতিম বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস, মহা মিথ্যুক।

৩। আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস। বিশ্‌র ইবনু রাফে’ এটিকে ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

الخلق كلهم عيال الله، وتحت كنفه، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله

“সৃষ্টির সবাই আল্লাহর পরিবার এবং তাঁর হেফাযাতে। তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সৃষ্টি হচ্ছে তাদের মধ্যে যে তার পরিবারের জন্য ভালো আচরণ করে।

এটিকে দাইলামী বর্ণনা করেছেন।

এ বিশ্‌র হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

আর হাফিয যাহাবী তাকে “আযযু’য়াফা অলমাতরুকাীন” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি দলীল নন।

হাদীসটির দ্বিতীয়াংশ নিম্নের বাক্যে সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে:

“خير الناس أنفعهم للناس” “লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে লোকদের জন্য বেশী উপকারী।” দেখুন “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (৪২৭)।

١٩٠١. (الحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ

الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ).

১৯০১। হিংসা সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে

খেয়ে ফেলে। সাদাকাহ্ ভুলকে নিভিয়ে (মোচন করে) ফেলে যেমন পানি

আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। সলাত হচ্ছে মু'মিনের নূর। আর সওম হচ্ছে আগুন হতে রক্ষার ঢাল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪২১০), আবু ই'য়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১৭৯), আলমুখাল্লিস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (১/২৪/১-২) ও আবু তাহের আশ্বারী “আলমাম্বীখাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৩৮) মুহাম্মাদ ইবনু আবু কুদায়েক হতে, তিনি ‘ঈসা ইবনু আবু ‘ঈসা হান্নাত হতে, তিনি আবুয যিনাদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসটিকে আবুল কাসেম ফাযল ইবনু জা'ফার “নুসখাতু আবু মুসহির...” গ্রন্থে (১/৬৩), ইবনু আখী মীমী “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (২/৮২/২), কাযা'ঈ (ক্বাফ ২/১৯৪), খাতীব “আলমুওয়াযযেহ্” গ্রন্থে (১/৮৩-৮৪) ও ইবনু আসাকির “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৯/৯০/১, ১০/৩২৩/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ হান্নাত মাতরুক, যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটির প্রথম অংশটুকুকে কাযা'ঈ (১/৮৮) উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাফসাহ্ আবু হাফস খাতীব হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়ায ইবনু মুস্তামেলী হতে, তিনি কা'নাবী হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ উমার ইবনু মুহাম্মাদকে চেনা যায় না। তাকে হাফয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করে কাযা'ঈর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করা ছাড়া তার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। আর তিনি বলেছেন: হাদীসটি এ সনদে বাতিল।

হাফয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়ায ইবনু মুস্তামেলীকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়ায ইবনু ফাহাদ শা'রানী আবু বাক্র নাহাঅন্দী হাফয। তিনি বলতেন যে, তিনি একদল কুদামীর সাথে মিলিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কা'নাবী রয়েছেন। যদি এরূপ হয় তাহলে তিনি দুর্বল যেমনটি হাফয যাহাবী বলেছেন।

তার একটি শাহেদ রয়েছে যেটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু হুরাইকা বায্বার বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু মূসা আশইয়াব হতে, তিনি আবু হিলাল হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস ^(রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু শায়ান আযজী “আলফাওয়াইদুল মুত্তাকাত” গ্রন্থে (১/১২৬/২) ও খাতীব “আততারীখ” গ্রন্থে (২/২২৭) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আবু হিলালের নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম রাসেবী। হাফিয বলেন: তিনি সত্যবাদী, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইনকে আমি চিনি না। তার জীবনীতে খাতীব হাদীসটিকে উল্লেখ করে সেখানে শুধুমাত্র এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (১/৪৫) এ সনদটি হাসান আখ্যা দিয়েছেন আর ইবনু মাজার সনদটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আবু হুরাইরাহ ^(রাঃ)-এর হাদীস হতে এর আরেকটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। সেটি সম্মুখের হাদীসটি।

সাদাকাহ সম্পর্কিত বাক্যটি কতিপয় শাহেদের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায়। দেখুন “আততারগীব” (২/২২)। সলাতের বাক্যটি (১৬৬০) নম্বরে আলোচিত হয়েছে। সওমের বাক্যটি জাবের ^(রাঃ) এবং আয়েশা ^(রাঃ)-এর হাদীস হতে (সহীহ হিসেবে) সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন “আততারগীব” গ্রন্থ (২/৬০)।

১৭০২. (إِيَّاكُمْ وَالْحَسَنَ، فَإِنَّ الْحَسَنَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ).

১৯০২। তোমরা হিংসা থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ হিংসা সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আব্দু ইবনু হুমায়েদ “আলমুত্তাখাব মিনাল মুসনাদ” গ্রন্থে (১৫৩-১৫৪), বুখারী “আততারীখ” গ্রন্থে (১/১/২৭২), আবু দাউদ (২/৪৯০৩), ইবনু বিশরান “আলআমালী” গ্রন্থে (২/১৪৩, ১/১৮৩) ও আবু বাকর কালাবায়ী “মিফতাহুল মা'য়ানী” গ্রন্থে (২/৩৭৬) ইবরাহীম ইবনু আবী উসাইয়েদ হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ ^(রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন:

হাদীসটি সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: ইব্রাহীমের দাদা ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি মাজহুল, কারণ তার নাম নেয়া হয়নি।

১৭০৩. (مَلْعُونٌ مِّنْ ضَرٍّ مُّسْلِمًا أَوْ مَكْرَهُ).

১৯০৩। যে কোন মুসলিমের ক্ষতি করবে অথবা তার সাথে কোন চক্রান্ত করবে সে অভিশপ্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/২৬৫) আশ্বাসাহ্ ইবনু সাঈদ হতে, তিনি ফারকাদ সাবখী হতে, তিনি মুররাহ্ আত্‌তাইয়্যিব হতে, তিনি আবু বাক্র সিদ্দীক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর এটিকে তিরমিযী (১/৩৫২) আবু সালামাহ্ কিন্দী সূত্রে ফারকাদ হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে ফারকাদ। কারণ তিনি দুর্বল। নাসাঈ বলেন:

তিনি নির্ভরযোগ্য নন। বুখারী বলেন: তার হাদীসের মধ্যে মুনকার রয়েছে। যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে এবং তিনি (যাহাবী) তার মুনকারগুলোর মধ্যে এটিকে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী আবু সালামার দ্বারাও হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনু মাঈন বলেন: তিনি কিছুই না। আর বুখারী বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন।

তার মুতাবা'য়াত করেছেন আশ্বাসাহ্ যেমনটি দেখছেন। কিন্তু তিনি দুর্বল যেমনটি যাহাবী বলেছেন। ফারকাদ হতে হুম্মামও কিন্দীর মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৩/৪৩) আব্দুল আযীয ইবনু আবান সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ইবনু আবান মাতরুক। তাকে ইবনু মাঈন প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

অন্য ব্যক্তিও তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে ইবনু আবী হাতেম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/২৮৭) তার সনদে হাইসাম ইবনু জামীল হতে, তিনি উসমান ইবনু অকেদ হতে, তিনি ফারকাদ সাবখী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতেম বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: যিনি বলেছেন: উসমান ইবনু অকেদ ভুল করেছেন। কারণ তিনি হচ্ছেন উসমান ইবনু মিকসাম বুররী। আর হাইসাম ইবনু জামীলের উসমান ইবনু অকেদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। আর উসমান ইবনু অকেদ ফারকাদ হতে শ্রবণ করেননি। তিনি বলেন: আর উসমান ইবনু মিকসাম বুররী হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

১৭০৬. (أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلِكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ أَقْبِلْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهَا عَبْدًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، قَالَ: أَقْبِلْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهَهُ لِي قَطُّ).

১৯০৪। আব্বাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক ফেরেশতার নিকট অহী করেন যে, অমুক অমুক শহরকে তুমি তার অধিবাসীদের উপরে উন্টিয়ে দাও। তিনি (রসূল ﷺ) বললেন: তখন সে বলল: হে আমার প্রতিপালক! সেখানে তো এক বান্দা রয়েছে যে এক পলকের জন্যও তোমার নাফারমানী করেনি। তখন আব্বাহ বললেন: তুমি শহরটিকে তার এবং তাদের উপর উন্টিয়ে দাও। কারণ তার চেহারা আমার জন্য এক মুহূর্তের জন্যও পরিবর্তিত হয়নি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনুল আ'রাবী তার “মু'জাম” গ্রন্থে (১/১৯৯) ওবায়দ ইবনু ইসহাক আন্তার হতে, তিনি আম্মার ইবনু সাইফ (তিনি সত্যবাদী শাইখ ছিলেন) হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবু সুফইয়ান হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আম্মার ইবনু সাইফকে হাফিয যাহাবী “আযযু'যাফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন:

দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে তিনি সত্যবাদী শাইখ ছিলেন এ কথা উল্লেখিত হয়নি। এর কোনই মূল্য নেই। বাহ্যিক অবস্থা হতে বুঝা যায় যে, এটি তার থেকে বর্ণনাকারী ওবায়দ ইবনু ইসহাক আন্তারের কথা। হাফিয যাহাবীও “আযযু'যাফা” গ্রন্থে বলেছেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭০০. (كَادَتِ التَّمِيمَةُ أَنْ تَكُونَ سِحْرًا، كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَفْرًا).

১৯০৫। চোগলখোরী জাদুর (ধোঁকার) নিকটবর্তী হয়েছিল। আর দরিদ্রতা কুফরীর নিকটবর্তী হয়েছিল।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আফীফ ইবনু মুহাম্মাদ খাতীব “আলমানযুম্ব আলমানসূর” গ্রন্থে (২/১৮৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরাশী হতে, তিনি মু‘য়াত্তা ইবনুল ফাযল আযদী হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আ‘মাশ হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস। তিনি হচ্ছেন কাদাইমী। তিনি জালকারী।

আর মু‘য়াত্তা ইবনুল ফাযল আযদী এবং ইয়াযীদ রুকাশী এরা উভয়েই দুর্বল।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে ইবনু লাল আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলফায়েয” গ্রন্থে এসেছে।

তার থেকে হাদীসটির দ্বিতীয় অংশের অন্যান্য দুর্বল সূত্র রয়েছে। যার আলোচনা (৪০৮০) আসবে।

১৭০৬. (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللَّهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ، وَمِنْ شَقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهَ، وَمِنْ شَقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ).

১৯০৬। আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা (ইস্তিখারা) করা আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আর আল্লাহর ক্ষয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনাকে ছেড়ে দেয়া দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এবং আল্লাহর ক্ষয়সালায় অসন্তুষ্ট হওয়া আদম সন্তানের জন্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আহমাদ (১৪৪৪), তিরমিযী (৩/২০৩), হাকিম (১/৫১৮), ইবনু আসাকির (১৬/২৩২/১) মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ সূত্রে ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সা‘দ ইবনু আবী অক্কাস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি

তার দাদা সাঈদ ইবনু আবী অক্কাস (রাঈ) হতে মারফুঈ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয় যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা দুঈজন সন্দেহমূলক কথা বলেছেন। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে যাহাবীর নিজের কথা, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদের জীবনীতে বলেছেন: তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি তার ঐ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

তাকে ইমাম তিরমিযী দুর্বল আখ্যা দিয়ে হাদীসটির শেষে বলেছেন:

ঐ হাদীসটি গারীব, ঐটিকে ঐকমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদের হাদীস হতেই আমরা চিনি। তাকে হাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদও বলা হয়। তিনি ইবরাহীম মাদীনী। আহলেহাদীসগণের নিকট তিনি শক্তিশালী নন।

আর হাফিয় ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” ঐছে বলেন: তিনি দুর্বল।

ঐ থেকেই জানা যায় তিনি যে “আলফাত্‌হ” ঐছে (১১/১৫৩) বলেছেন:

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন আর ঐর সনদটি হাসান। তার ঐ কথা ভালো নয়। বরং তিনি (ইবনু আবী হুমায়েদ) দুর্বল যেমনটি জেনেছেন।

মুনযেরী “আত্‌তাকুরীব” ঐছে (১/২৪৪) দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ তিনি হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যাদানের সমালোচনা করেছেন। তবে তার ঐ কথা বিতর্কের উর্দ্ধেও নয়। কারণ তিনি ইবনু আবী হুমায়েদের অন্য ঐকটি হাদীসের দ্বারা ঐ সনদকে স্পষ্টভাবে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন:

আদম সন্তানের সৌভাগ্য হছে তিনটি বস্ত্তে আর দুর্ভাগ্য হছে তিনটি বস্ত্তে : সৎ নারীতে, ভাল বাড়ি ঐবং ভাল বাহনে রয়েছে আদম সন্তানের সৌভাগ্য। আর অসৎ নারী, মন্দ বাড়ি ঐবং মন্দ বাহনে রয়েছে আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য।

ঐটিকে আহমাদ (১৪৪৫) ও হাকিম (২/১৪৪) পূর্বের হাদীসের সনদে বর্ণনা করেছেন আর ঐটিকেও হাকিম ও যাহাবী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

ঐটি হছে তাদের দুঈজনের সন্দেহমূলক কথা যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মুনযেরী ও হাইসামীও ঐ হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহে পড়েছেন।

হাঁ, হাদীসটির অন্য একটি সূত্র রয়েছে যেটি এর চেয়ে বেশী ভাল। সেটির ভাষা হচ্ছে:

“চারটি বস্তুতে সৌভাগ্য রয়েছে: সৎ নারী, প্রশস্ত বাসস্থান, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর দুর্ভাগ্য রয়েছে চারটি বস্তুতে : মন্দ প্রতিবেশী, মন্দ নারী, মন্দ বাহন ও সংকীর্ণ বাসস্থান। এ হাদীসটি সহীহ। দেখুন “সিলসিলাহ সহীহাহ্” (২৮২)।

১৭০৭. (مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةٍ صَاحِبِ مَكْسٍ).

১৯০৭। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট (ত্রুটির জন্য) ওয়র পেশ করল কিন্তু সে তা কবুল করল না তা তার জন্য (যুলুম করে) ওশর আদায়কারীর গুনাহের ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/৪০১), আবু হাতিম ও ইবনু হিব্বান “রাওয়াতুল ওকালাহ্” গ্রন্থে (১৫৯-১৬০) অকী’ হতে, তিনি সাওরী হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মীনা হতে, তিনি জুদান হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু হাতিম বলেন: আমি আশঙ্কা করছি যে, ইবনু জুরায়েয এটিকে তাদলীস করেছেন। তিনি যদি আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান হতে শুনে থাকেন তাহলে হাদীসটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি: কখনও নয়। কারণ এর সনদে অন্যান্য সমস্যা রয়েছে যেমনটি তা দেখবেন।

মুনযেরী (৩/২৯৩) বলেন:

এটিকে আবু দাউদ “আলমারাসীল” গ্রন্থে ও ইবনু মাজাহ্ দু’টি ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন।

এরূপ কথা ভাল নয় ইবনু জুরায়েয কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়ার কারণে। তার কথা সন্দেহ সৃষ্টি করে যে হাদীসটির জাওদান হতে দু’টি সূত্র এবং দু’টি সনদ রয়েছে, অথচ বিষয়টি আসলে তা নয়। এ ছাড়াও আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মীনা প্রসিদ্ধ নন। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি মাকবুল।

আর জাওদানের রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। আবু হাতিম বলেন: জাওদান মাজহুল। তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

আর “আততাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে:

তার সাক্ষাৎ ঘটীর বিষয়টি বিতর্কিত। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য তাবে ঈগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে তার একটি শাহেদ এসেছে, সেটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইব্রাহীম ইবনু আউন রয়েছে। তিনি দুর্বল যেমনটি “আলমাজমা” গ্রন্থে (৮/৮১) এসেছে।

তার থেকে হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে কিন্তু এর মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। সেটির আলোচনা (২০৩৯) হাদীসে আসবে।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/৩১৫-৩১৬) মওকুফ হিসেবে লাইসের কাতেব আবু সালেহ হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি সেই ব্যক্তি হতে যিনি তার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু যুবারের হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

মুনযেরী বলেন: একদল সহাবী হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। আর জাওদানের হাদীসটি বেশী শুদ্ধ। অথচ জাওদানের সাক্ষাতের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। তাকে রসূল (ﷺ)-এর সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

১৭০৮. (سَلُّوا اللَّهَ حَوَاجَتَكُمْ الْبَتَّةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ).

১৯০৮। তোমরা আত্মাহর নিকট তোমাদের প্রয়োজনগুলো দৃঢ়তার সাথে সকালের সলাতে চাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে রুবিয়ানী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২৫/১৪২/২) ইবনু ইসহাক (অর্থাৎ মুহাম্মাদ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আবী আইউব হতে, তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আবু রাফে' হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ছাড়া বাকী সব বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য সহীহ বর্ণনাকারী। তাকে (খালেদকে) আমি চিনি না। হতে পারে “আলজারহ” গ্রন্থে (১/২/৩৫৬) যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনিই সে:

খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাওহেব আবু আব্দুর রহমান, তিনি আবু উমামাহ্ (রাযিহাতুল্লাহু আনহু) ও মু'য়াবিয়াহ্ (রাযিহাতুল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু সালেহ্ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যদি ইনিই হন, তাহলে তিনি মাজহুল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে আবু ই'য়ালার বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী এর সনদের ব্যাপারে কোন কিছুই বলেননি। তিনি দাইলামীরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১৭০৭. (الْمَجْلِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسٍ: مَجْلِسُ يَسْفَكَ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسُ يَسْتَحِلُّ فِيهِ فَرْجٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسُ يَسْتَحِلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ).

১৯০৯। তিনটি মাজলিস ছাড়া (অন্যান্য) মাজলিসগুলো আমানাতের: একটি মাজলিস হচ্ছে সেটি যার মধ্যে হারাম রক্ত প্রবাহিত করা হয়, আরেকটি মাজলিস হচ্ছে সেটি যার মধ্যে হারাম গুস্তাককে বৈধ করা হয় আর আরেকটি মাজলিস হচ্ছে সেটি যার মধ্যে না-হক্ক পছায় সম্পদকে হালাল বানানো হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ (২/২৯৭), আহমাদ (৩/৩৪২-৩৪৩) ও আবু জা'ফার তুসী “আলআমালী” গ্রন্থে (৩৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনু নাফে' হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি ইবনু আখী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিহাতুল্লাহু আনহু) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আখী জাবের ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। তাকে “আত্‌তাহযীব”, “আলখুলাসাহ্”, “আত্‌তাক্বরীব” এবং “আলমীযান” গ্রন্থে ‘ইবনু আখী ফুলান’ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়নি।

হাদীসটি সম্পর্কে ইরাকী “আত্‌তাখরীজ” গ্রন্থে (২/১৫৭) বলেন:

এটিকে আবু দাউদ জাবের (রাযিহাতুল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে, জাবেরের ভাইয়ের নাম না নেয়া ছেলের বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ দুর্বল জাবেরের ভাইয়ের ছেলে মাজহুল (অপরিচিত) হওয়ার কারণে। এ কারণে সুযুতী কর্তৃক হাসান চিহ্ন ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। যদিও মানাবী “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীসটির প্রথম বাক্যটি আলী (রাযিহাতুল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটিকে ওকাইলী “আযু'য়াফা” গ্রন্থে (৯০), কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/১) ও খাতীব (১১/১৬৯) হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যুমাইরাহ্ সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল বরং বানোয়াট।

এ হুসাইনকে মালেক মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আবু হাতিম বলেন: তিনি মাতরু'কুল হাদীস, বড়ই মিথ্যুক।

ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি কোন কিছুই সমতুল্য নন।

ইবনু মা'ঈন বলেন: তিনি নির্ভযোগ্য নন এবং আমানাতদারও নন।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস, দুর্বল।

আবু যুর'যাহ্ বলেন: তিনি কিছুই না, তার হাদীসকে প্রহার কর।

এরূপই “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে।

আর তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু যুমাইরাহ্ ও তার দাদা, উভয়ের জীবনী আমি পাচ্ছি না।

তবে এ প্রথম বাক্যের একটি মুরসাল শাহেদ অন্য হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়। সেটি সম্পর্কে (৩২২৪) নম্বরে আলোচনা আসবে। এ কারণে আমি এটিকে “সহীহ্ জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে (৬৫৫৪) হাসান আখ্যা দিয়েছিলাম।

কিন্তু হাদীসটি অন্য একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে বর্ণিত অংশ রয়েছে:

মাজলিসগুলোর পরিচয় হচ্ছে আমানাতের দ্বারা। আর কোন মু'মিন কর্তৃক অন্য মু'মিনের বিপক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করা অবৈধ। অথবা তিনি বলেন: তার মু'মিন ভাই হতে মন্দ পন্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা অবৈধ।

এটিকে খাতীব বাগদাদী (১৪/২৩) মুস'ইদাহ্ ইবনু সাদাকাহ্ আবাদী সূত্রে আবু আব্দুল্লাহ্ জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। মুস'ইদাহ্ ইবনু সাদাকাহ্ সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন: তিনি মাতরু'ক যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার একটি হাদীস নিম্নের ভাষায়: “... إذا كتبت الحديث ...” “তোমরা যখন হাদীস লিখবে...” উল্লেখ করে বলেছেন: এটি বানোয়াট। এটি সম্পর্কে (১১৭৩) নম্বর হাদীসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

১৭১০. (لَا عَقْلَ كَالْثَدْيِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ).

১৯১০। (জীবন ধারণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) তদবীর করার মত কোন বুদ্ধিমত্তা নেই, (হারাম থেকে) বিরত থাকার মত পরহেযগারিতা নেই আর (সৃষ্টির সাথে) উত্তম আচরণের মত মর্যাদাকর কিছুই নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

আবু যার (রাঃ), আনাস ইবনু মালেক (রাঃ), উকবাহ ইবনু মালেক (রাঃ) ও আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবু যার (রাঃ)-এর হাদীসটির দু'টি সূত্র রয়েছে:

প্রথম : মাযী ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আলী ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবু ইদরীস খাওলানী হতে, তিনি আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (২/৫৫৪) বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী “আয্‌যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৬০) বলেন: এ সনদটি দুর্বল, বর্ণনাকারী মাযী ইবনু মুহাম্মাদ কাফেকী মিসরীর দুর্বল হওয়ার কারণে। এটিকে ইমাম আহমাদ তার “মুসনাদ” গ্রন্থেও আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি এটিকে “আলমুসনাদ” গ্রন্থে দেখছি না। আর সুয়ুতী “আলজামে” গ্রন্থে তার উদ্ধৃতিও দেননি।

আর বর্ণনাকারী আলী ইবনু সুলাইমান শামী মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে।

দ্বিতীয় : ইব্রাহীম ইবনু হিশাম ইবনু ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়াহুইয়া গাস্‌সানী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবু ইদরীস খাওলানী হতে, তিনি আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু হিব্বান তার “সহীহ্” গ্রন্থে (৯৪), আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (১/১৬৬-১৬৮) বর্ণনা করেছেন। হাইসামী “আলমাওয়ারিদ” গ্রন্থে বলেন: ইব্রাহীম ইবনু হিশাম ইবনু ইয়াহুইয়া গাস্‌সানী সম্পর্কে আবু হাতিম প্রমুখ বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

তবে ইসমাঈল ইবনু আবু যিয়াদ তার মুতাবা'য়াত করেছেন আবু সুলাইমান ফিলিস্তিনী হতে, তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে খারাইতী “মাকারিমুল আখলাক্” গ্রন্থে (পৃ ৮) বর্ণনা করেছেন।

এ ইসমাঈল হচ্ছে মাতরুক, তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর আবু সুলাইমান ফিলিস্তিনী হচ্ছেন মাজহুল। আমার ধারণা তিনিই হচ্ছেন আলী ইবনু সুলাইমান যাকে প্রথম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসঃ এটিকে আবু হাজেব যরীর বর্ণনা করেছেন মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি য়ায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে।

এটিকে আবুল হুসাইন আবনুসী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১৯), আবু নু'রায়ম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৬/৩৪৩) ও দামেগানী “আলআহাদীস অল আখবার” গ্রন্থে (১/১০৮-১০৯) বর্ণনা করে বলেছেন: এ আবু হাজেব হচ্ছেন: সাখর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাজেবী।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি বড়ই মিথ্যুক যেমনটি ইবনু তাহের বলেছেন।

হাকিম বলেন: তিনি মালেক প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন: তিনি মালেক ও তার ন্যায় নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী।

ইবনু আদী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী। এ হাদীসটি সেগুলোর একটি।

আবু নু'রায়ম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মালেক হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৩। উকবাহ্ ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসঃ শাফে' ইবনু নাফে' এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মারওয়াযী হতে, তিনি আবু আমর মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ হাজী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি উকবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু হামযাহ্ ফাকীহ্ তার “আহাদীস” গ্রন্থে (১/২১৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু লাহী‘য়ার হেফযে ঙ্রটি রয়েছে। আর তার নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না।

হতে পারে সনদের মধ্যে উলটপালটমূলক কিছু ঘটেছে।

আর আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদের মধ্যে বড় মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে। ইনশা আল্লাহ সেটি সম্পর্কে (৫৪২৮) নম্বরে পৃথকভাবে আলোচনা আসবে।

১৭১১. (خَيْرٌ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَشَرُّ مَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ قَلْبٌ سَوْءٌ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ).

১৯১১। মানুষকে সর্বোত্তম যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর ব্যক্তিকে সর্ব নিকৃষ্ট যা কিছু দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চেহারায় মন্দ হৃদয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (৮/৫১৮/৫৩৮৩), ইবনু মান্দাহ্ (২/২৭৮/২) ও আবু বাকর কালাবায়ী “মিফতাহুল মা‘য়ানী” গ্রন্থে (১/১৮) আবু ইসহাক হতে, তিনি জুহাইনার এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। (নাম না-নেয়া) জুহানী ব্যক্তি কি সহাবী নাকি তাবেঈ তা জানা যায় না।

আর আবু ইসহাক হচ্ছেন সাবীঈ, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

হাদীসটির প্রথম অংশের সহীহ সনদে মারফু‘ হিসেবে উসামাহ্ ইবনু শারীকের হাদীস হতে একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “আলমিশকাত” (৫০৭৯)।

“মিশকাত” গ্রন্থে (৫০৭৮) বাইহাক্কীর “শু‘য়াবুল ঈমান” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে মুয়াইনাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭১২. (مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِفْكَازِهِ، مَلَأَهُ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا).

১৯১২। যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েও প্রথমমেই সংবরণ করবে আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে শান্তি এবং ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আততারীখ” গ্রন্থে (৩/২/১২৩), ত্ববারনী তার “তাফসীর” গ্রন্থে (৭/২১৬/৭৮৪২) ও ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (২৬৪) আহমাদ সূত্রে তার সনদে আব্দুল জালীল হতে, তিনি তার এক চাচা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে (১২৪: ١٣٤) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নাবী (ﷺ) বলেছেন: ...।

তিনি (ওকাইলী) আব্দুল জালীলের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন: ইমাম বুখারী বলেন: তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি: তার চাচাকে চেনা যায় না।

মানাবী তার “আততাইসীর” গ্রন্থে সন্দেহ করে বলেছেন: এর সনদটি হাসান। অথচ তিনি “আলফায়েয” গ্রন্থে সুযুতী কর্তৃক হাসান চিহ্ন ব্যবহার করার সমালোচনা করেছেন ...। তিনি সন্দেহবশত আবু দাউদেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ আবু দাউদের নিকট মু'য়ায ইবনু আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে (৪৭৭৭) অন্য ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “সহীহ্ জামে'উস সাগীর” (৬৫১৮, ৬৫২২) ও “সহীহ্ ইবনু মাজাহ্” (৪১৮৬)।

[“যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েও প্রথমেই সংবরণ করবে আল্লাহু তা'য়ালা কিয়ামাতের দিন সকল সৃষ্টির সম্মুখে তাকে ডাক দিয়ে হুরেঈনগণের মধ্য থেকে যতজনের সাথে ইচ্ছা তার বিয়ে করার স্বাধীনতা প্রদান করবেন।”] অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

ওকাইলী বলেন: অন্য সূত্রে ভালো সনদে এটিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

“আল্লাহর নিকট সেই বাহাদুরী থেকে বড় নেকীর আর কোন বাহাদুরী নেই, কোন বান্দা যে বাহাদুরীর রাগকে আল্লাহর রেজামান্দী হাসিলের জন্য হজম করে ফেলে।”

এটিকে ইমাম আহমাদ (২/১২৮) দু'টি সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন, যে দু'টির একটি সহীহ্।

١٩١٣. (لِكُلِّ شَيْءٍ أَسٌّ، وَأَسُّ الْإِيمَانِ الْوَرَعُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ فَرْعٌ، وَفَرْعُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ سَتَامٌ، وَسَتَامُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمِي الْعَبَّاسُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ سَيْطٌ، وَسَيْطُ

هَذِهِ الْأُمَّةُ حَيَّايِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ جَنَاحٌ، وَجَنَاحُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَجْنٌ، وَمَجْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

১৯১৩। প্রতিটি বস্তুর মূল আছে আর ঈমানের মূল হচ্ছে পরহেযগারিতা। প্রতিটি বস্তুর শাখা আছে আর ঈমানের শাখা হচ্ছে ধৈর্য্য। প্রতিটি বস্তুর চূড়া আছে আর এ উম্মাতের চূড়া হচ্ছে আমার চাচা আব্বাস। প্রতিটি বস্তুর উপজাতি আছে আর এ উম্মাতের উপজাতি হচ্ছে হাসান ও হুসাইন। প্রতিটি বস্তুর ডানা আছে আর এ উম্মাতের ডানা হচ্ছে আবু বাক্র ও উমার। প্রতিটি বস্তুর ঢাল আছে আর এ উম্মাতের ঢাল হচ্ছে আলী ইবনু আবু তালেব।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (৮/৪৭১/২) আবু বাক্র খাতীব তার সনদে ইব্রাহীম ইবনুল হাকাম ইবনু যহীর হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। খাতীব বলেন:

হাকাম ইবনু যহীর যাহেবুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি: সালেহ জাযারাহ বলেন: তিনি হাদীস জালকারী।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস, তাকে তারা ত্যাগ করেছেন।

ইয়াহুইয়া বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি: তার ছেলে তার চেয়ে ভালো নয়। এর সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “যাইলুল মওয়ুয়াত” গ্রন্থে (পৃ ৫৩) উল্লেখ করেছেন আর ইবনু ইরাক “তানবীহুশ শারীয়াহ” গ্রন্থে (২/১৭৭) শুধুমাত্র দাইলামীর বর্ণনা হতে এ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আর তারা দু'জনই শুধুমাত্র ইব্রাহীমকেই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা কম করেছেন।

এরপর সুয়ূতী দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে হাদীসটিকে “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে খাতীব ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবীর নিকট হাদীসটি যে এ দু'মিথ্যাকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে তা গোপন রয়ে যাওয়ায় তিনি বলেছেন: হাদীসটিকে দাইলামী বর্ণনা করেছেন। আর এর মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে চেনা যায় না।

১৭১৬. (لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ، (وفي رواية: يَتَكَبَّرُ)، وَيَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَارِينِ، فَيُصَيِّهُ مَا أَصَابَهُمْ).

১৯১৪। ব্যক্তি নিজেকে উপরে ভাবে অহংকার করে (অন্য বর্ণনায় এসেছে: অহংকার করতে থাকে) এবং সে নিজেকে উপরে ভাবে এমনকি তাকে অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত লেখা হয়। ফলে তাকে তাই (সে শাস্তিই) পৌঁছে যা তাদেরকে (লোকদেরকে) পৌঁছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (১/৩৬০), ইবনু লাল তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/১২৩), ত্ববারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৭/২৩/৬২৫৪) (দ্বিতীয় বর্ণনাটি তারই) ও ইবনুল জাওয়াযী “জামে'উল মাসানীদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ৮/১-২) উমার ইবনু রাশেদ হতে, তিনি ইয়াস ইবনু সালামাহ ইবনুল আক'হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গারীব। হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৩৩৭) তা স্বীকার করেছেন।

তারা উভয়েই এ কথাই বলেছেন। অথচ উমার ইবনু রাশেদ হচ্ছেন ইয়ামামী, আর তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন।

আর হাফিয যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেছেন: তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর তিনি তাকে “আলকাশেফ” গ্রন্থে বলেছেন: তাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭১৫. (مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَثْرَلَةٌ مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بَدْنِيًّا غَيْرِهِ).

১৯১৫। লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তির স্তর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে তার নিজের আখেরাতকে নষ্ট করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (৩৯৬৬), আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (৬/৫৬), কাযা'ঈ (২/৯৩) ও হাফিয় আব্দুল গানী মাকদেসী “আস সালিসু অত তিস'ঈন মিন তাখরীজিহি” গ্রন্থে (১/৪৮) আব্দুল হাকাম ইবনু যাকওয়ান হতে, তিনি শাহ্ৰ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ শাহ্ৰ হচ্ছেন ইবনু হাওশাব, আর তিনি তার ক্রটিপূর্ণ হেফযের কারণে দুর্বল।

আর আব্দুল হাকাম ইবনু যাকওয়ান সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন: তাকে আমি চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি: তাকে ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আর তার থেকে তিনজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

১৭১৬. (مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ قَبِلَ اللَّهُ مَعْدِرَتَهُ).

১৯১৬। যে তার রাগ প্রতিহত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তিকে তার থেকে স্থগিত করবেন, যে তার যবানকে হেফযাত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গোপনীয়তাকে গোপন রাখবেন। আর যে তার ভাইয়ের নিকট ওয়র পেশ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ওয়রকে গ্রহণ করবেন।

এ হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী “আযু'য়াফা” গ্রন্থে (১১৫) আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম হতে, তিনি খালেদ ইবনু বুর্দ হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আব্দুস সালাম বলেন: খালেদ ইবনু বুর্দ আজালী তার পিতা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি বেশী উত্তম।

তিনি (ওকাইলী) এটিকে এ খালেদের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন: তার হাদীসের মধ্যে ইয়তিরাব ঘটেছে।

হাফিয় যাহাবী বলেন: তিনি মাজহুল। আর বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম তার থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি এ হাদীসটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অতঃপর তিনি (যাহাবী) আব্দুস সালামের জীবনীতে বলেন:

তিনি হচ্ছেন আ'ওয়ার কম হাদীস বর্ণনাকারী শাইখ, তিনি দ্বিতীয় শতকের পরে হাদীস বর্ণনা করেন। আবু হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন। আমর ইবনু আলী ফাল্লাস বলেন: দৃঢ়ভাবে একমাত্র তাকেই মিথ্যা বর্ণনা করার সাথে সম্পৃক্ত বলে জানি।

তার সূত্রেই হাদীসটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলমাজমা” গ্রন্থে (৮/৭০) শেষ বাক্যটি ছাড়া এসেছে।

আর বাইহাক্কী পূর্ণ হাদীসটিকে “আশশু'য়াব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “মিশকাত” গ্রন্থে (৫১২১) এসেছে এবং হাকীম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থে এসেছে।

মুনযেরী (৪/৩) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি “আলআওসাত” গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়ার সাথে সাথে বলেছেন: এবং আবু ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন আর তার ভাষা হচ্ছে:

যে তার যবানকে সংরক্ষণ করবে আল্লাহ তার গোপনীয়তাকে হেফাযাত করবেন, যে তার রাগকে বন্ধ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার থেকে তার শান্তি কে বন্ধ করে দিবেন। আর যে তার ভাইয়ের নিকট ওয়র পেশ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার ওয়রকে গ্রহণ করবেন।

এটিকে বাইহাক্কী মারফু' এবং আনাস (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সঠিক।

হাইসামী এ মারফু'টির সম্পর্কে (১০/২৯৮) বলেন:

এটিকে আবু ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন, আর এ সনদে রাবী' ইবনু সুলাইমান আযদী রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে অন্য একটি সমস্যাও রয়েছে। এটিকে তিনি (৩/১০৭১) ইবনু আবী শাইবাহ সূত্রে যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি রাবী' ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه)-এর দাস আবু আমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন আনাস (رضي الله عنه) হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবু আমর পরিচিত নন। তাকে ইবনু আবী হাতেম (৪/২/৪১০) এ বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। অনুরূপভাবে দ্বাবী “আলকুনা” গ্রন্থে (২/৪৪) তাকে উল্লেখ করে শুধুমাত্র তার এ হাদীসটি অন্য একটি সূত্রে রাবী' হতে বর্ণনা করেছেন।

সতর্কবাণী: হাদীসটি বাইহাক্কী “আশশু‘য়াব” গ্রন্থে (২/৭৩/২) ইবনু আউন হতে, তিনি আতা বাযযাহ হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ এবং মওকুফ হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

বান্দা ঈমানের বাস্তবতা পাবে না যে পর্যন্ত তার যবানকে সংরক্ষণ না করবে।

এ আতা সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন: তিনি কিছুই না।

অতঃপর তিনি অন্য একটি সূত্রে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আতা ইবনু আজলান রয়েছে তিনি মাতরুক। তবে এর আরেকটি সূত্র রয়েছে যার অবস্থা এর চেয়ে ভাল। এর সমস্যা সম্পর্কে পরবর্তীতে (২০২৭) নম্বরে আলোচনা আসবে।

১৭১৭. (مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُورًا لَهُ).

১৯১৭। যে ব্যক্তি ঘরে (বাইতুল হারামে) প্রবেশ করল সে ভালোর মধ্যে প্রবেশ করলো আর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মন্দ হতে বের হলো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু খুযাইমাহ তার “সহীহ” গ্রন্থে (১/২৯৪/২), বাযযার (২/৪৩/১১৬১), তাম্মাম (২/১৯৫) ও বাইহাক্কী তার “সুনান” গ্রন্থে (৫/১৫৮) সাঈদ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুয়াম্মাল হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[উল্লেখ্য ইবনু খুযাইমাহ ও বাযযার আব্দুর রহমানের স্থলে উমার ইবনু আব্দুর রহমান উল্লেখ করেছেন] অনুবাদক।

হাদীসটিকে এ সূত্রেই ত্ববারানী (৩/১২১/১, ১২৪/১) আর সাহ্মী (১৬৬) ইবনু আদীর সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন। অতঃপর তিনি বলেন:

ইবনু আদী বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন হচ্ছেন উমার।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি তাকে চিনি না, তিনি উমার ইবনু আব্দুর রহমান হন, অথবা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান হন, অথবা আব্দুর রহমান ইবনু মুহাইসীন হন।

বাইহাক্কী বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মুয়াম্মাল হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি শক্তিশালী নন। আর মানাবী “আততাইসীর” গ্রন্থে তার

সমালোচনা করে বলেছেন: তুবারানী বলেন: হাদীসটি হাসান। জানি না কোথা থেকে তিনি এ হাসান আখ্যা দেয়ার বিষয়টি অবগত হলেন!

এটিকে দূলাবী (১/১৪৪) মুজাহিদের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য দূলাবীর শাইখ আহমাদ ইবনু ফুযাইল আবুল হাসান মাক্কী ছাড়া। আমি তার জীবনী পাচ্ছি না। “তারীখু ইবনু আসাকির” এর মধ্যেও পাচ্ছি না।

আর মুজাহিদ হতে হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনু জাবের, তিনি হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবের। তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনু হিব্বান “আস্‌সিকাত” গ্রন্থে (২/৩০৯) তার জীবনী আলোচনা করেছেন।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে ইবনু আদীর “আলকামেল” গ্রন্থে (২/২০৯) উপরোক্ত এ সূত্রেই দেখেছি। কিন্তু তিনি বলেছেন: ইবনু মুহাইসীন, নাম নেননি এবং বলেছেন: হাদীসটি নিরাপদ নয়। এর ভাষা হচ্ছে:

دُخُولُ الْبَيْتِ دُخُولٌ فِي حَسَنَةٍ، وَخُرُوجٌ مِنْ سَيِّئَةٍ.

ঘরে প্রবেশ করা হচ্ছে ভালো কিছুর মধ্যে প্রবেশ করা আর মন্দ কিছু হতে বের হয়ে যাওয়া।

সুযুতী এটিকে ইবনু আদী এবং বাইহাক্কীর “আশ্শু‘য়াব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আজব ব্যাপার এই যে, মানাবী পরক্ষণেই বলেছেন:

এর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আলবুখারী রয়েছে। তাকে হাফিয যাহাবী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি পাঁচশত হিজরীর দিকে বাগদাদে আগমন করেন। ইবনুল জাওযী বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক ছিলেন। আর এর সনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুয়াম্মাল রয়েছে। হাফিয যাহাবী বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: এর মধ্যে মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আশ্চর্য হওয়ার কারণ এই যে, এ বিদ্যার প্রতিটি ছাত্র জানেন যে, ইবনু আদী এবং বাইহাক্কী পাঁচশত হিজরীর দিকে জীবিত ছিলেন না। ইবনু আদী (৩৬৫) হিজরীতে আর বাইহাক্কী (৪৫৮) হিজরীতে মারা যান। এ কারণে জানি না মানাবী এ বুখারীর সাথে কিভাবে হাদীসটিকে সম্পৃক্ত করলেন। আর এ বুখারী কিন্তু ইমাম বুখারী নন।

১৭১৮. (إِنَّ الْغَضَبَ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ).

১৯১৮। রাগ ঈমানকে নষ্ট করে দেয় যেমন তেতো বস্ত্র মধুকে নষ্ট করে ফেলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তাম্মাম (১০১/২) “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি আবু বাকর মুখইয়াস ইবনু তামীম আশজাঈ হতে, তিনি বাহ্য ইবনু হাকীম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা মু‘য়াবিয়াহ ইবনু হাইদাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই আবুল কাসেম হামদানী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২০৭/২) আর তার থেকে ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ক” গ্রন্থে (১৫/৩১/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। মুখাইয়াস হাছেন মাজহুল যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে।

আর হিশাম ইবনু আম্মারের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদীসটিকে “মিশকাত” গ্রন্থে (৫১১৮) ইমাম বাইহাকীর “শু‘য়াবুল ঈমান” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭১৭. (إِذَا لَمْ يَبْرَكَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ).

১৯১৯। যখন কোন বান্দার তার সম্পদে বরকত হয় না তখন আল্লাহ তা‘আলা তা পানি এবং মাটি বানিয়ে দেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “কাসরুল আমাল” গ্রন্থে (২/২১/২) আর তার থেকে দাইলামী (১/১/১৪৮) আব্দুল আ‘লা ইবনু আবুল মাসাবির হতে, তিনি খালেদ আহওয়াল হতে, তিনি আলী (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ আব্দুল আ‘লা সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরক্ক, তাকে ইবনু মাঈন মিশ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর খালেদ আহওয়ালকে আমি চিনি না।

হাদীসটিকে বাইহাকী “আশশু‘য়াব” গ্রন্থে ইবনু আবুল মুসাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “ফাইয়ুল কাদীর” গ্রন্থে এসেছে। আর মানাবী বলেছেন: আবু দাউদ তাকে ত্যাগ করেছেন। এ কারণে তিনি যে

“আত্তাইসীর” ংছে বলেছেন: তার সনদটি দুর্বল। তার ং কথায় তিনি সুস্পষ্ট শিখিলতা করেছেন।

১৭২০. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَتْنَاءَ الثَّمَانِينَ).

১৯২০। আল্লাহ্ তায়ালা আশি বছরের অধিকারীদেরকে ভাল বাসেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

ংটিকে ইবনু আসাকির (২/২২৯/১) আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকর হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফু হিঁসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: ং সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুর রহমান হছেন মুলাইকী, তিনি খুবই দুর্বল।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরক।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” ংছে ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। ংর মানাবী ংটি সম্পর্কে কিছুই বলেননি। সম্ভবত তিনি ংর সনদ সম্পর্কে অবগত হনি।

হাদীসটিকে নিম্নের বাক্যেও বর্ণনা করা হয়েছে:

আশির স্থলে সত্তর উল্লেখ করে বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে:

“তিনি আশি বছরের অধিকারীদের থেকে লজ্জা করেন।”

ইনশাআল্লাহ্ ংটি সম্পর্কে (৩১২১) নম্বরে আলোচনা আসবে।

১৭২১. (إِذَا انْطَاطَ غَزَوَكُمْ، وَكَثُرَتِ الْعَزَائِمُ، وَاسْتَحْلَتِ الْغَنَائِمُ، فَخَيْرُ

أَعْمَالِكُمُ الرِّبَاطُ).

১৯২১। যখন তোমাদের যুদ্ধের স্থানগুলো দূরের হয়ে যাবে, (যুদ্ধের ব্যাপারে নেতাদের) দৃঢ়তা বেড়ে যাবে, (অত্যাচারী নেতারা) গানীমাতগুলো হালাল মনে করবে, তখন তোমাদের সর্বোত্তম কর্ম (জিহাদ) হবে বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা।

হাদীসটি দুর্বল।

ংটিকে ইবনু হিব্বান তার “সহীহ” ংছে (১৬২৫), ইবনু আবী আসেম “আলজিহাদ” ংছে (২/১০২/১) আলমুখাল্লেস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” ংছে (৭/২২/১) ও খাতীব বাগদাদী (১২/১৩৫) সুওয়াইদ ইবনু আব্দুল আযীয হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু ওবাইদ আলকালানী হতে,

তিনি মাকহুল হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি উতবাহ্ ইবনুন নাদ্দার হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ সুওয়াইদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন ও নাসাই বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইমাম বুখারী বলেন: তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে বলেন:

তাকে ইবনু হিব্বান খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন: সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আমি ইসতিখারাহ করেছি। কারণ সে নির্ভরযোগ্যদের নিকটবর্তী।

আমি (আলবানী) বলছি: তার সূত্রেই ত্বারানীও “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি “আলমাজমা” গ্রন্থে (৫/২৯০) এসেছে এবং বলেছেন: তিনি মাতরুক।

তবে হাদীসটিকে এর চেয়ে ভালো সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেটি মওকুফ। সেটির ভাষা হচ্ছে:

“লোকদের নিকট একটি সময় আসবে যখন বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা হবে উত্তম জিহাদ। তা সে সময় যখন যুদ্ধের স্থানগুলো দূরের হবে, (যুদ্ধের ব্যাপারে নেতাদের) দৃঢ়তা বেড়ে যাবে, (অত্যাচারী নেতারা) গানীমাতগুলো হালাল মনে করবে, সে সময়ে তোমাদের সর্বোত্তম জিহাদ হবে বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা।”

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (৭/১৫৩/২) আবু উসামাহ্ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবের হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি আবু উমামাহ্ (রাঃ) এবং জুবায়ের ইবনু নুফায়ের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তারা দু'জনই বলেছেন: (মওকুফ হিসেবে)।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ কিন্তু মওকুফ। তবে এটি কি মারফু'র হুকুম বহন করে? আমার নিকট এ পর্যন্ত তা স্পষ্ট হয়নি। আল্লাহই বেশী জানেন।

মুরসাল সনদে মারফু' হিসেবে নিম্নের ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

“লোকদের নিকট একটি সময় আসবে, সে সময়ে বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা হবে উত্তম জিহাদ। আর বিপদজনক পথে পাহারাদারী করা হচ্ছে আসল জিহাদ এবং তার শাখা।”

এটিকে আবু হিয়াম ই‘য়াকুব হাম্বালী “আলফারসিয়াহ্” গ্রন্থে (১/৯/১) হাজ্জাজ ইবনু ফুরাফিসাহ্ হতে, তিনি যুহরী হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। কারণ এ হাজ্জাজ সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, আবেদ তবে সন্দেহকারী।

আর আবু হিজামেরই জীবনী পাচ্ছি না।

১৭২২. (لَا تَرْوُلُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا أَفْكَهُ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ).

১৯২২। কিয়ামাতের দিন বান্দার দু’পা অগ্রসর হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা না হবে: তার জীবন সম্পর্কে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে, তার দেহ সম্পর্কে কিভাবে তাকে পুরানা করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে কোন ক্ষেত্রে তা খরচ করেছে আর কিভাবে তা উপার্জন করেছে এবং তাকে আহলেবাইত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

হাদীসটি এ ভাষায় বাতিল।

এটিকে তুবরানী “আলমু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১১২) হাইসাম ইবনু খালাফ দাওরী হতে, তিনি বানু হাশেমের দাস আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু সুলাইম হতে, তিনি হুসাইন ইবনুল হাসান আশকার হতে, তিনি হুশাইম ইবনু বাশীর হতে, তিনি আবু হাশেম হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। হুসাইন আশকার ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাকে জামহূর দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর কেউ কেউ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। তিনি সীমালঙ্ঘনকারী শী‘য়া। হাদীসের শেষের অংশটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করায়, সেই ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করছে যিনি তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন এবং যিনি তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন তার কথাকেও ভুল প্রমাণ করছে, যেমন ইবনু হিব্বান ও ইবনু মা‘ঈন।

হাদীসটির আরেকটি সমস্যা রয়েছে সেটি হচ্ছে হুশাইম ইবনু বাশীর কর্তৃক আন'আন করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি বহু তাদলীসকারী। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

কোন কোন মিথ্যুক এ হাদীসটিকে চুরি করে অন্য একটি সনদ জড়িয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আব্দুল কাদের ইবনু আব্দুস সালাম আব্বাসী “আলহাশেমিয়াত” গ্রন্থে (৬/১০৯/১-২) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া গিলাবী হতে, তিনি ইয়াকুব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ গিলাবী প্রসিদ্ধ জালকারী।

আবার কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি এর সাথে আরেকটি সনদকে জুড়ে দিয়ে মুসনাদু আবু যার (রাঃ)-এর অন্তর্ভুক্ত করে, এ থেকে জীবন সম্পৃক্ত প্রশ্নটি কমিয়ে ফেলে বর্ণনা করেছেন:

“কিয়ামাতের দিন বান্দার দু'পা অগ্রসর হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা না হবে: তার জ্ঞান সম্পর্কে, সে তার উপর কতটুকু আমল করেছে? তার সম্পদ সম্পর্কে কিভাবে সে তা উপার্জন করেছে আর কোন ক্ষেত্রে তা খরচ করেছে? আহলেবাইত সম্পর্কে আমাদের ভালোবাসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কেউ বলল: হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? তিনি তাঁর হাত দিয়ে আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।”

এটিকে ইবনু আসাকির (১২/১২৬/১) ইয়াকুব ইবনু ইসহাক কুলুসী হতে, তিনি হারেস ইবনু মুহাম্মাদ মাকফূফ হতে, তিনি আবু বাকর ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি মা'রুফ ইবনু খারবূয হতে, তিনি আবুত তুফায়েল হতে, তিনি আবু যার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ মা'রুফ ইবনু খারবূযের সমালোচনা করা হয়েছে। হাফিয যাহাবী বলেন:

তিনি সত্যবাদী শী'য়া। তাকে ইয়াহুইয়া ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন: তার হাদীস কেমন আমি জানি না। আবু হাতিম বলেন: তার হাদীস লিখা যাবে। আমি (যাহাবী) বলছি: তিনি কম হাদীস বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন:

তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও সন্দেহ করতেন।

আর বর্ণনাকারী হারেস ইবনু মাকফূফের জীবনী আমি (আলবানী) পাচ্ছি না। সম্ভবত ইনিই হাদীসটির সমস্যা। কারণ হাদীসের মধ্যে আহলুল বাইত উল্লেখ করাটা মুনকার। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আসওয়াদ ইবনু ‘আমের এ হাদীসের সনদ এবং ভাষা উভয় ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু বাক্র ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আ‘মাশ হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আবু বারযাহ আসলামী (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...। তিনি আহলে বাইতকে ভালোবাসা সম্পৃক্ত বাক্যটি ছাড়া উল্লেখ করেছেন। এর পরিবর্তে বলেছেন:

‘তার দেহ সম্পর্কে কিভাবে তাকে পুরানো করেছে?’ আর প্রথম অংশে বৃদ্ধি করে বলেছেন: ‘তার জীবন সম্পর্কে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে?’

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (ؓ) ও মু‘য়ায (ؓ) হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাদের হাদীসগুলোকে আমি “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থের মধ্যে (৯৪৬) তাকরীজ করেছি।

১৭২৩. (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا، وَقِلَّةَ مَنَاطِقٍ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ).

১৯২৩। যখন কোন ব্যক্তিকে তোমরা দেখবে যে, তাকে দুনিয়াতে যুহুদ (দুনিয়া বিমুখতা) দেয়া হয়েছে, কম কথা বলার গুণাবলী দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা তার নিকটবর্তী হও। কারণ সে হিকমাত প্রাপ্ত হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (আলকুনা ২৭-২৮), ইবনু মাজাহ (নং ৪১০১), ত্ববারানী (১/৮৪), ইবনু আসাকির (৫/১২১, ১৫/১৮৭/১) ও আবু বাক্র কালাবায়ী “মিফতাহুল মা‘য়ানী” গ্রন্থে (২/১২১) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি হাকাম ইবনু হিশাম হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ইবনু আবান কুরাশী হতে, তিনি আবু ফারওয়াহ হতে, তিনি আবু খাল্লাদ হতে (তার নাবী (ؓ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল)। তিনি মারফূ‘ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর হাদীসটিকে আবু আব্দুল্লাহ ইবনু মান্দাহ “মারিফাতুস সহাবা” (৩৭/১৯৫/২) কাসীর ইবনু হিশাম হতে, তিনি হাকাম ইবনু হিশাম হতে

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হিশাম ইবনু আম্মার এটিকে হাকাম ইবনু হিশাম হতে অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (১০/৪০৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব হতে, তিনি আবু মুসহির হতে, তিনি হাকাম ইবনু হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আসাকির (১৫/৯৭/১) অন্য সূত্রে হাকাম ইবনু হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মুনকাতি'। কারণ আবু ফারওয়ার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু সিনান ইবনু ইয়াযীদ রাহাবী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি দুর্বল।

তিনি কোন সহাবী হতে শ্রবণ করেননি। বরং তিনি হচ্ছেন তাব'ে তাব'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আমি (আলবানী) ইবনু আবী হাতিমকে “আলইলাল” গ্রন্থে (২/১১৫) হাদীসটি উল্লেখ করতে দেখেছি আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি সেভাবে। অতঃপর তিনি বলেন:

আমার পিতা বলেন: আমাদেরকে এ হাদীসটি ইবনুত ত্বব্বা' বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ উমাবী হতে, তিনি আবু ফারওয়ার ইয়াযীদ ইবনু সিনান হতে, তিনি আবু মারইয়াম হতে, তিনি আবু খাল্লাদ হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি দু'জনের মাঝে আবু মারইয়ামের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। আর আমি তাকে চিনি না। এটি হচ্ছে ইমাম বুখারীর একটি বর্ণনা। তিনি প্রথমটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমি আমার পিতাকে বললাম: আবু খাল্লাদের রসূল (ﷺ)-এর সাথে কি সাক্ষাৎ ঘটেছে? তিনি বলেন: তার কোন সনদ নেই।

আমি (আলবানী) বলছি: এ আবু খাল্লাদ সায়েব ইবনু খাল্লাদ নন, আর আব্দুর রহমান ইবনু যুহায়েরও নন। এর নাম নেয়া হয়নি, আর তার “আলইসাবাহ্” গ্রন্থে জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটির একটি শাহেদ মারফু' হিসেবে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৭/৩১৭) সুলাইমান ইবনু আহমাদ হতে, তিনি আহমাদ ইবনু তাহের ইবনু হারমালাহ্ হতে, তিনি তার দাদা হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে, তিনি মিসরী এক ছোট ব্যক্তি হতে যাকে

আমর ইবনুল হারেস বলা হতো, তিনি ইবনু হুজাইরাহ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। আবু নু'য়াইম বলেন:

ইবনু ওয়াহাব হতে এ সূত্রের সনদটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি জোড় লাগানো ও বাতিল। এটিকে আহমাদ ইবনু তাহের বানিয়েছেন। কারণ তিনি বড়ই মিথ্যুক যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন আর হাইসামী (১০/৩০২) তার অনুসরণ করেছেন।

এর আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফারের হাদীস হতে সংক্ষেপে মারফু' হিসেবে নিম্নের ভাষায় অন্য একটি শাহেদ রয়েছে:

“যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, সে দুনিয়ার ব্যাপারে বিমুখতা দেখাচ্ছে, তখন তোমরা তার নিকটবর্তী হও কারণ সে হিকমাত প্রাপ্ত হয়েছে।”

কিন্তু এটি খুবই দুর্বল। আবু ই'য়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/১৬০৭) ইসমাঈল ইবনু সাইফ বাসরী হতে, তিনি উমার ইবনু হারুন বালখী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী (১০/২৮৬) বলেন:

এটিকে আবু ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে উমার ইবনু হারুন বালখী রয়েছে যিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি: আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু জা'ফারকে আমি চিনি না। সম্ভবত কপির মধ্যে উলোটপালট করার মত ঘটনা ঘটেছে।

আর ইসমাঈল ইবনু সাইফ দুর্বল, তিনি হাদীস চোর। তার অন্য একটি হাদীস (২৫২৩ নম্বরে) আসবে।

১৭২৪. (خَصَلْتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمَدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَاسْفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتِبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا).

১৯২৪। দু'টি চরিত্র রয়েছে যার মধ্যে এ দু'টি চরিত্র থাকবে তাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা শুকরগুজার এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন: যে ব্যক্তি তার ধর্মীয় ব্যাপারে তার উপরে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে, অতঃপর সে তার অনুসরণ করবে এবং সে তার দুনিয়ার

ব্যাপারে তার নিচে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাতে অতঃপর সে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাকে যে আল্লাহ্ নিচে থাকা ব্যক্তির উপরে মর্যাদা দান করেছেন এ জন্য। ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ ব্যক্তিকে শুকরগুজার এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। আর যে ব্যক্তি তার ধর্মীয় ব্যাপারে তার নিচে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাতে এবং তার দুনিয়ার ব্যাপারে তার উপরে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাতে সে সেই ব্যাপারে দুঃখিত হবে যা তার থেকে ছুটে গেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ ব্যক্তিকে শুকরগুজার এবং ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

ইবনুল মুবারাক “আযযুহুদ” গ্রন্থে (১৮০, নু'য়াইমের বর্ণনায়), তার থেকে তিরমিযী (২/৮৩), অনুরূপভাবে বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ” গ্রন্থে (১৪/২৯৩/৪১০২) ও ইবনুস সুন্নী “আমালুল ইওয়াম অল লাইলাহ্” গ্রন্থে (৩০৪) ইবনু সাওবান হতে, তারা উভয়ে মুসান্না ইবনুস সবাহ্ হতে, তিনি আমর ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাগাবী বলেন: এভাবে খাল্লাল ও সুওয়াইদ ইবনু নাসর বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মুসান্না ইবনুস সবাহ্ হতে, তিনি আমর ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার দাদা হতে। তারা দু'জন তার পিতা হতে কথাটি উল্লেখ করেননি। আর 'আলী ইবনু ইসহাক হাদীসটিকে ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মুসান্না হতে, তিনি আমর ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বাগাবী ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা এবং ইয়তিরাব সংঘটিত হওয়া। কিন্তু ইবনুস সুন্নীর বর্ণনা থেকে অগ্রাধিকার পায় যে, সনদটি মুত্তাসিল। কারণ তার বর্ণনাটি সেই বর্ণনার সাথে মিলে যায়, যিনি ইবনুল মুবারাক হতে ‘তার পিতা হতে’ কথাটি বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়তিরাব যে সংঘটিত হয়েছে তা ঘটেছে মুসান্না থেকে। কারণ তিনি দুর্বল, তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

এ থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ইমাম তিরমিযী যে বলেছেন: হাদীসটি হাসান গারীব, তার এ কথা বলা ভালো হয়নি। কারণ তিরমিযীর কোন কোন

কপিতে ‘হাসান’ লিখা হয়নি এবং সেটিই সঠিক। আর এ কারণেই মানাবী দৃঢ়তার সাথে সনদটি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭২০. (مَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ وَانْتَظَرَ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ عِبَادَةً).

১৯২৫। যে ব্যক্তি কম রিয়ুকে সন্তুষ্ট হবে আল্লাহ্ তা‘আলা তার কম আমলে সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রশস্ততার অপেক্ষা করা হচ্ছে ইবাদাত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবু বাকুর আযদী তার “হাদীস” গ্রন্থে (৪/-৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাবীব হতে, তিনি ইসমাঈল ফারাবী হতে, তিনি সাঈদ ইবনু মুসলিম ইবনু বানাক হতে, তিনি আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাবীব সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন:

তিনি দুর্বল। আবু আহমাদ হাকিম বলেন: তিনি যাহেবুল হাদীস।

তিনি (যাহাবী) “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেন: তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা‘ হয়েছে।

আর ইসহাক ফারাবী হচ্ছেন ইবনু মুহাম্মাদ, তিনি ইমাম বুখারীর শাইখদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি তার হেফযের দিক থেকে দুর্বল। মানাবী এর দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু আমি হাদীসটির অন্য একটি সূত্র পেয়েছি। আবুল হুসাইন আবনুসী “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৩) বলেন: আমাদেরকে হাদীসটি মালামেহী (মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মূসা বুখারী) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক মাহমুদ ইবনু ইসহাক মুতাওয়াঈ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু হাম্মাদ আমুল্লী হতে, তিনি রাবী ইবনু রাওহ হতে, তিনি সাল্ম ইবনু সালেম হতে, তিনি জা‘ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ‘আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে সালম ইবনু সালেম, তিনি হচ্ছেন বালখী আয্বাহেদ। তাকে ইমাম আহমাদ ও নাসাই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আসাম তার মিথ্যুক হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

অপেক্ষা করার অংশটুকুর অন্যান্য সূত্র রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে (১৫৭৩) নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে।

১৭২৬. (يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا).

১৯২৬। মুসলিমদের ফকীররা নাবীগণের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি এ ভাষায় বাতিল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩২৪) আমর ইবনু জাবের আবু যুর'য়াহ হায়রামী সূত্রে জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ আমর সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তিনি হালেক। আহমাদ বলেন: তিনি জাবের হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি মিথ্যা বলতেন। নাসাই বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের ভাষা: “নাবীগণের”, তার সে সব মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এ শব্দে: “ধনীদেব”। “সুনানুন তিরমিযী” গ্রন্থে (২/৫৭) এ সূত্রেই ‘ধনীদেব’ এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। জানি না কোন কপিকারকের পক্ষ থেকে তা রদবদল করা হয়েছে কিনা? কারণ যখন দেখল যে, প্রথম শব্দটিকে মুনকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তখন সে দ্বিতীয় শব্দের দিকে ফিরে গেছে। আর তিরমিযীর নিকট দ্বিতীয় শব্দটি উল্লেখ করাটা বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাসান আখ্যা দেয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, তার নিকট যদি প্রথম শব্দটি “নাবীগণের” থাকত তাহলে তিনি হাসান আখ্যা দিতেন না। বরং তিনি সেটাকে মুনকার আখ্যা দিতেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

হাদীসটিকে অন্য ভাষায় আবুদ দারদার হাদীস হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে:

“আমার উম্মাতের ফাকীররা তাদের ধনীদেব চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

এটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (২/৮০) ইবনুল খাওয়ার সূত্রে মুগীরাহ্ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবুদ দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

তিনি হাদীসটিকে ইবনুল খাওয়ারের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, তার নাম হচ্ছে হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ। ইবনু আদী বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি কম হাদীস বর্ণনাকারী। কম বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন কোন হাদীসের মুতাবা‘য়াত করা হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আর মুগীরাহ্ ইবনু যিয়াদ সত্যবাদী তবে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

নিরাপদ হচ্ছে এই যে, চল্লিশ বছরের নির্ধারিত সময়টা রসূল (ﷺ) শুধুমাত্র মুহাজির ফাকীরগণের ক্ষেত্রে বলেছিলেন। আর অন্যান্য মুসলিম সাধারণ ফাকীররা তাদের ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দেখুন “মিশকাত” (৫২৪৩-৫২৫৮)।

١٩٢٧. (مَنْ جَاعَ وَاحْتَاَجَ فَكْتَمَهُ النَّاسُ حَتَّى يُفْضَىٰ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

فَتَحَّ اللَّهُ لَهُ رِزْقٌ سَنَةً مِنْ حَلَالٍ).

১৯২৭। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হবে এবং মুখাপেক্ষী হবে, অতঃপর সে লোকদের থেকে তা গোপন করবে আর গোপনেই তার সংবাদ আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা‘য়ালা তার জন্য এক বছরের হালাল রুযির পথ বের করে দিবেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে তাম্মাম (১/২৯) ইসমাঈল ইবনু রাজা হতে, তিনি মূসা ইবনু আ‘ইউন হতে, তিনি আ‘মাশ হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইসমাঈল ইবনু রাজা ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, শাইখাইনের বর্ণনাকারী। তাকে দারাকুতনী

দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর তার সূত্রেই ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে, ওকাইলী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে, ভুবারাঈ “আলআওসাত” গ্রন্থে, সুলাইম রাযী তার “ফাওয়াইদ” গ্রন্থে ও বাইহাকী “শু‘য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান (১/১৩০) বলেন:

এ হাদীসটি বাতিল। আ‘মাশ এটিকে বর্ণনা করেননি। সাঈঈ এটিকে বর্ণনা করেননি আর আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) এ হাদীস বর্ণনা করেননি। রসূল (ﷺ)ও এটি বলেননি। এর সমস্যা হচ্ছে ইসমাঈল ইবনু রাজা হুসানী।

ইবনুল জাওযী তার অনুসরণ করে “আলমাওযু‘য়াত” গ্রন্থে (২/১৫২) তার কথাকে সমর্থন করেছেন আর সুযুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/৭২) বাইহাকীর কথার দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন: হাদীসটি দুর্বল। এটিকে ইসমাঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

খাতীব “আলমুত্তাফিক অলমুফতারিক” গ্রন্থে হাদীসটিকে বর্ণনা করে বলেছেন:

হাদীসটি গারীব। আমরা এটিকে মূসা হতে একমাত্র ইসমাঈল ইবনু রাজার বর্ণনাতেই লিখেছি।

আমি হাদীসটিকে “আললিসান” এবং “আলজামে‘উল কাবীর” (২/২৩৯/২) হতে নকল করেছি। প্রথমজন ইসমাঈলের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ওকাইলী হাদীসটিকে “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে এটিকে তার মুনকারগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি এ ব্যক্তির জীবনী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থের আলমাকতাবাতুয যাহেরিয়ার কপিতে পাচ্ছি না। সম্ভবত কপিকারকের নিকট হতে তা পড়ে গেছে। হয়তো তার জীবনী সম্বলিত পাতা বাঁধাই করার সময় পড়ে গেছে ...।

সুযুতী হাদীসটির একটি সংক্ষিপ্ত শাহেদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সনদও দুর্বল। যেমনটি (৪৪৫২) নম্বরে সেটি সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

١٩٢٨. (أَتَّبِعُوا أَحَاكُم، قَالُوا: وَمَا إِيَّاهُ؟ قَالَ: تَدْعُونَ اللَّهَ لَهُ، فَإِنْ فِي

الدُّعَاءِ إِيَّاهُ لَهُ).

১৯২৮। তোমরা তোমাদের ভাইকে সাওয়াব প্রদান কর। তারা বলল: তাকে সাওয়াব দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন: তোমরা তার জন্য

আল্লাহর নিকট দু'য়া কর। কারণ দু'য়ার মধ্যে তার জন্য সাওয়াব নিহিত রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/৮৪) খাল্লাদ ইবনু ইয়াহুইয়া হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মাইমুন সব্বাগ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (সঃ) এবং তাঁর সহাবীগণকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলো। অতঃপর যখন তারা খাদ্য খেলেন তখন রসূল (সঃ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী ইউসুফ ইবনু মাইমুন সব্বাগ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি দুর্বল। আর “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে যে, ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন:

তিনি খুবই মুনকাররুল হাদীস।

জাবের (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসেবে তার একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটির সনদে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী এবং এক নাম না-নেয়া ব্যক্তি রয়েছেন। আপনি “আলকালেমুত তাইয়্যিব” গ্রন্থের (১৯৩) হাদীসে আমার টীকা দেখুন।

১৭২৭. (مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ، نَشَرَ اللَّهُ مِثْلَهَا رِذَاءً يُعْرَفُ بِهِ).

১৯২৯। যে ব্যক্তির ভালো অথবা মন্দ গোপন কিছু থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সে গোপনীয়তা থেকে এমন চাদর প্রকাশ করবেন যার দ্বারা তাকে (ব্যক্তিকে) চেনা যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১০০), কাযাঈ (২/৪৩) ও যিয়া “আলমুনতাকা মিন মাসমু'য়াতিহি বি মারু” গ্রন্থে (১/৬২) সালেহ ইবনু মালেক আযদী হতে, তিনি হাফস ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আলকামাহ ইবনু মারশাদ হতে, তিনি আবু আব্দুর রহমান সুলামী হতে, তিনি বলেন: আমি উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-কে রসূল (সঃ)-এর মিম্বারের উপর (মারফু' হিসেবে) বলতে শুনেছি: ...।

ইবনু আদী বলেন: আলকামাহ হতে হাদীসটিকে হাফস ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি আর তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি কিরাআতের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও মাতরুকুল হাদীস।

আর সালেহ্ ইবনু মালেককে ইবনু আবী হাতিম (২/১/৪১৬) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছু বলেননি।

কিন্তু কাযাঈ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্বার সূত্রে হাফস ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আলকামাহ্ ইবনু মারসাদ হতে, তিনি সা'দ ইবনু ওবাইদাহ্ হতে, তিনি আবু আব্দুর রহমান সুলামী হতে বর্ণনা করেছেন।

১৭৩০. (شَيْبَتِي هُوَ وَأَخَوَاتُهَا، وَمَا فَعَلَ بِالْأَمَمِ قَبْلِي).

১৯৩০। আমাকে (সূরা) হুদ, তার বোনগুলো এবং আমার পূর্বের উম্মাতদের সাথে যা কিছু করা হয়েছে (সেগুলোর চিন্তা) বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (১/৪৩৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু আবু ফুদাইক হতে, তিনি আলী ইবনু আবু আলী হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে বললো: জন্মের দিক দিয়ে আমি আপনার চেয়ে বড় আর আপনি আমার চেয়ে বেশী উত্তম এবং বেশী ভালো! তখন রসূল (ﷺ) বললেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদে আলী ইবনু আবু আলী কুরাশী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন: তিনি মাজহুল, মুনকারুল হাদীস।

তবে হাদীসটি “وَمَا فَعَلَ بِالْأَمَمِ قَبْلِي” এ অংশ ছাড়া সহীহ। “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৯৫৫) এর তাখরীজ করা হয়েছে।

১৭৩১. (أَجَلٌ، شَيْبَتِي هُوَ) وَأَخَوَاتُهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَابِي وَأُمِّي وَمَا أَخَوَاتُهَا؟ قَالَ: (الْوَأَقَةُ) وَ(الْفَارَعَةُ) وَ(سَائِلُ) وَ(إِذَا الشَّمْسُ كَوَّرَتْ) وَ(الْحَاقَةُ)).

১৯৩১। হাঁ, আমাকে (সূরা) হুদ ও তার বোনগুলো বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আবু বাক্বর বললেন: আমার পিতা ও মাতা আপনার পথের উপর উৎসর্গিত হোক, তার বোনগুলো কোনগুলো? তিনি বললেন: সূরা

অকে'য়াহ্, 'আলকারি'য়াহ্, সাআলা সায়েলুন, ইয়াশ শাম্সু কুববিরাত ও আলহাক্বাহ্।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (১/৪৩৫) ও ইবনু নাস্‌র “কিয়ামুল লাইল” গ্রন্থে (পৃ ৫৮) আবু সাখর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ রুকাশী তাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি: আবু বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) মিস্বারের উপর বসেছিলেন। এমতাবস্থায় রসূল (সঃ) তাদের দু'জনের নিকট তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, এমতাবস্থায় যে, তিনি তার দাড়ি নাড়ছিলেন এবং দাড়ি উঠিয়ে সেগুলোর দিকে তাকাছিলেন। আনাস বলেন: তাঁর মাথার চুলের চেয়ে তার দাড়ি বেশী পাকা ছিল। যখন তাদের দু'জনের নিকট এসে দাঁড়ালেন তখন সালাম দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন: আবু বাকর (রাঃ) নরম মনের ব্যক্তি ছিলেন আর উমার শক্ত মনের ছিলেন। আবু বাকর বললেন: আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য ফেদা হোক! আপনার চুল দ্রুতই পেকে যাচ্ছে। এরপর তিনি তার হাত দিয়ে দাড়ি উঠিয়ে দেখলেন আর আবু বাকর (রাঃ)-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন রসূল (সঃ) বললেন: ...।

আবু সাখর বলেন: আমি এ হাদীসটি সম্পর্কে ইবনু কুসাইতকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন: হে আহমাদ! আমি এখনও এ হাদীস আমার শাইখদের থেকে শুনেছি, তুমি কেন এটিকে ছেড়ে দিয়েছো: আলহাক্বাতু অমালহাক্বাহ্?

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইয়াযীদ হচ্ছেন ইবনু আবান আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

তার থেকে নিম্নের ভাষাতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে:

আমাকে হুদ এবং তার বোনগুলো বৃদ্ধ করে দিয়েছে: আলহাক্বাহ্, আলঅকে'য়াহ্, আন্মা ইয়াতাসাআলুন ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্।

এটিকে অহেদী তার “তাফসীর” গ্রন্থে (২/৩৫২) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস হতে, তিনি হাতেম ইবনু সালেম কায'যায হতে, তিনি আম্র ইবনু আবু আম্র আবদী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে, তিনি আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট পাকা চুল দ্রুতই এসে পড়েছে। তখন তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুদাইমী জালকারী।

আর হাতিম ইবনু সালেম কাযযাযও দুর্বল।

আর আমর ইবনু আবু আমরকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি হচ্ছেন আমর ইবনু শামর। তিনি হচ্ছেন মাতরুক। দেখুন “আলমীযান” গ্রন্থে।

হাঁ, হাদীসটি সহীহ হিসেবে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, তবে আলকারে'য়াহ, সাআলা সায়েলুন, ও আলহাক্কাহ ছাড়া। সেগুলোর স্থলে হুদ, আলমুরসালাত ও আম্মা ইয়াতাসাআলুনকে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭৩২. (ذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةَ الذُّنُوبِ، وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةً، وَذِكْرُ النَّارِ مِنَ الْجِهَادِ، وَذِكْرُ الْقَبْرِ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَذِكْرُ النَّارِ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تَرْكُ الْجَهْلِ، وَرَأْسُ مَالِ الْعَالَمِ تَرْكُ الْكِبَرِ، وَتَمَنُّ الْجَنَّةِ تَرْكُ الْحَسَدِ، وَالْتِدَامَةُ مِنَ الذُّنُوبِ التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ).

১৯৩২। নাবীগণের আলোচনা করা ইবাদাতে অন্তর্ভুক্ত। নেককারদের আলোচনা করা গুনাহের কাফ্ফারাহ স্বরূপ। মৃত্যুকে স্মরণ করা হচ্ছে সাদাকাহ। জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করা হচ্ছে জিহাদ। কবরের স্মরণ তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে আর জাহান্নামের স্মরণ তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে দূরে সরিয়ে দিবে। সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে অজ্ঞতাকে ত্যাগ করা। আলেমের সম্পদের মূলধন হচ্ছে অহংকারকে ত্যাগ করা। জান্নাতের মূল্য হচ্ছে হিংসাকে ত্যাগ করা। গুনাহের ব্যাপারে দুঃখিত হওয়া হচ্ছে সত্যিকারের তাওবাহ।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী (২/৮২/১) আবু আলী ইবনুল আশ'য়াস সূত্রে গুরাইহ ইবনু আব্দুল কারীম হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী হুসাইনী আবুল ফাযল হতে (কিতাবুল আরুস), তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদ হতে, তিনি মাকহুল হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল আশ'য়াসকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। সুযুতীর “যাইলুল আহাদীসিল মাওযু'য়াহ্” গ্রন্থে (পৃ ১৯৪-১৯৫) এরূপই এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি: তা সত্ত্বেও তিনি (সুযুতী) “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটিকে দাইলামীর বর্ণনা হতে মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আস'য়াসের নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আস'য়াস। দারাকুতনী বলেন: তিনি আল্লাহর আয়াতসমূহের একটি আয়াত। তিনি সে কিতাবটি অর্থাৎ “আল'ওলাবিয়াত” গ্রন্থটি জাল করেছেন।

ইবনু আদী তার কতিপয় বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। মানাবী হাদীসটির আরো দু'টি সমস্যা বর্ণনা করেছেন এখানে সেগুলোর কোন মূল্য নেই। অতঃপর তিনি “আততাইসীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন: এর সনদটি দুর্বল।

১৭৩৩. (الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ (وَمَالٌ مَنْ لَا مَالَ لَهُ) وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا

عَقْلَ لَهُ).

১৯৩৩। দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যার কোন ঘর নেই। [আর সেই ব্যক্তির সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই]। আর দুনিয়াকে সে ব্যক্তি জমা করে যার কোন বুদ্ধি নাই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আহমাদ “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (৬/৭১) দুওয়াইদ সূত্রে আবু ইসহাক হতে, তিনি উরওয়াহ্ হতে (মূলে রয়েছে: যুর'য়াহ্ হতে), তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু কুদামাহ্ “আলমুস্তাখাব” গ্রন্থে (১০/১/২) বলেন:

এ হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিকভাবে আবু ইসহাক হচ্ছেন সাবী'ঈ, তিনি মুদাল্লিস এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আর দুরায়েদ হচ্ছেন ইবনু নাফে'। হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি মাকবুল। তিনি এরূপই বলেছেন। কিন্তু তার কথার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে লাইস ইবনু সা'দ রয়েছে। তাকে যুহালী প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন:

তিনি মুস্তাকীমুল হাদীস। হাফিয যাহাবী এরূপই বলেছেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়ার “যাম্মুদ দুনিয়া” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৯) আবু সুলাইমান নাসীবী তার মুতাবা'য়াত করেছেন। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সাবী'ঈ। এ কারণে যিনি এর সনদটি ভালো বলেছেন, তিনি সঠিক করেননি, যেমন মুনযেরী “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৪/১০৪) আর ইরাকী “আত্‌তাখরীজ” গ্রন্থে (৩/২০২), আর মানাবী ও যারকানী তাদের অনুসরণ করেছেন। আর গুমারী অভ্যাসগতভাবে তাদের অন্ধ অনুসরণ করেছেন তার “আলকানয” গ্রন্থে (১৭৯৯)। সুন্নাতে ইমাম যে হাদীসটিকে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন সম্ভবত তারা তা অবগত হননি।

আর হাফিয সাখাবী “আলমাকাসিত” গ্রন্থে (২১৭/৪৯৪) সংক্ষেপে যা বলেছেন তাতে তিনি ভালই করেছেন:

এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আর তার পূর্বে হাইসামীও “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১০/২৮৮) এরূপই করেছেন। কিন্তু তারা দু'জনই সহীহ আখ্যা দেননি। আর যারকানী “মুখতাসারুল মাকাসিদ” গ্রন্থে (১০৮/৪৬৪) এর বিপরীত বুঝ বুঝে বলেছেন: এটি সহীহ।

কিন্তু এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এ কথা থেকে এরূপ (সহীহ) বুঝাটা যে ভুল, তা বিভিন্ন জায়গায় আমরা সতর্ক করেছি।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ “আযযুহুদ” গ্রন্থে (পৃ ১৬১) মালেক ইবনু মিজাল হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ...। অর্থাৎ তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এর বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ এ মালেক হচ্ছেন তাব'ে তাব'ে'ঈ। তিনি সাবী'ঈ প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ুতী আহমাদ ও বাইহাক্কীর “আশশু'য়াব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্কী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে হাদীসটির পরক্ষণেই এ কথা বলে ভুল করেছেন যে, সহীহ সনদে।

১৭৩৬. (مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِّأَنْ يَّتَكَّحَ فَلَمْ يَتَكَّحْ فَلَيْسَ مِنِّي).

১৯৩৪। যে ব্যক্তি বিয়ে করার ক্ষেত্রে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করল না, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ “আলমুসান্নাফ” গ্রন্থে (৭/১/২), ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১৬২/১), বাইহাক্কী “আসসুনান” (৭/৭৮) ও

“শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে (২/১৩৪/২) ও অহেদী “আলঅসীত” গ্রন্থে (৩/১১৪/২) ইবনু জুরায়েজ হতে, তিনি উমায়ের ইবনু মুগাল্লিস হতে, তিনি আবু নাজীহ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: কয়েকটি কারণে এ সনদটি দুর্বল:

১। সনদটি মুরসাল। কারণ আবু নাজীহ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য তবে 'ঈ, তার নাম ইয়াসার।

২। উমায়ের ইবনু মুগাল্লিস দুর্বল। তাকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ ৩১৭) উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি হুরায়েয ইবনু উসমান হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি এবং তাকে একমাত্র তার দ্বারাই চেনা যায়। অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটি পরবর্তীতে আসবে:

((لا ينقطع دولة ولد فلان ...))

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি শামী, তাকে চেনা যায় না।

হাইসামী (৪/২৫১-২৫২) বলেছেন: এটিকে তুবারানী “আলআওসাত” ও “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি মুরসাল হাসান যেমনটি ইবনু মা'ঈন বলেছেন।

তার এ কথা হাসান নয়। কারণ এর সনদে অন্য একটি সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে ইবনু জুরায়েজ কর্তৃক আন'আন করে বর্ণনা করা। তবে তিনি বাইহাকী'র নিকট স্পষ্ট করেছেন হাদীস শ্রবণ করাকে। ফলে এ সমস্যা থেকে হাদীসটি নিরাপদ। শুধুমাত্র বাকি থাকছে পূর্বে উল্লেখকৃত সমস্যা। বাইহাকী প্রথম সমস্যা উল্লেখ করেই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: এটি মুরসাল।

১৭৩০. (الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ).

১৯৩৫। খাতনা হচ্ছে পুরুষদের জন্য সুন্নাত, মহিলাদের জন্য মর্ধ্যাদার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবুল মালীহের পিতা উসামাহ হুযালী, শাদ্দাদ ইবনু আউস, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) এর হাদীস হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। উসামাহ ইবনু হুযালী হতে বর্ণিত হাদীসঃ আব্বাদ ইবনুল আওয়াম এটিকে হাজ্জাজ হতে, তিনি আবুল মালীহ ইবনু উসামাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেন: ...।

এটিকে আহমাদ (৫/৭৫) বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটির বর্ণনাকারীগণ হাজ্জাজ ছাড়া সকলেই নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন ইবনু আরত্বাত, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী আর তিনি আন'আন করে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে মতভেদও করা হয়েছে। তার থেকে আব্বাদ এভাবে বর্ণনা করেছেন, আর হাফস ইবনু গিয়াস তার মুতাবা'য়াত করে হাজ্জাজ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ মুতাবা'য়াতটিকে বাইহাক্কী (৮/৩২৫) ইব্রাহীম ইবনু হাজ্জাজ সূত্রে হাফস হতে বর্ণনা করে বলেছেন: হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাতের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তাদের দু'জনেরই বিরোধিতা করে মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েল অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে হাফস হতে ইব্রাহীমের বিরোধিতা করা হয়েছে। দেখুন সম্মুখে আগত সনদে।

২। শাদ্দাদের হাদীস। এটিকে ইবনু ফুযায়েল বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত হতে, তিনি আবুল মালীহু হতে, তিনি ...।

এটিকে ত্বারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৭১১২) ও ইবনু আসাকির “তরীখু দেমাশ্ক” গ্রন্থে (৭/২৬৩/২) বর্ণনা করেছেন। আর আরেম আবুন নু'মানের বর্ণনায় হাফস ইবনু গিয়াস তার মুতাবা'য়াত করেছেন: অর্থাৎ আরেম হতে, তিনি হাফস ইবনু গিয়াস হতে, তিনি হাজ্জাজ হতে ... তিনি শাদ্দাদ হতে বর্ণনা করেছেন। এটিকে ত্বারানী (৭১১৩) বর্ণনা করেছেন।

আর আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু যিয়াদ তাদের সবার বিরোধিতা করে হাজ্জাজ হতে, তিনি মাকহুল হতে, তিনি আবু আইউব হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে বাইহাক্কী বর্ণনা করে বলেছেন: এটি মুনকাতি' (এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে)।

ইবনু আবী হাতেম “আলইলাল” গ্রন্থে (২/২৪৭) হাদীসটিকে হাফস এবং আব্দুল অহেদের সূত্রে উল্লেখ করার পর বলেন:

আমার পিতা বলেন: আমি ধারণা করছি যে, মাকহুলের হাদীসটি ভুল। এটিকে নু'মান ইবনুল মুনযির মাকহুল হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক হচ্ছে মুরসাল হওয়া।

মোটকথা হাদীসটি হাজ্জাজের সূত্রে দুর্বল, তার আন'আন করে বর্ণনা করার এবং তার সনদে ইযতিরাব হওয়ার কারণে। তবে কখনও কখনও

তাকে মাকহুলের মুরসাল বর্ণনা শক্তিশালী করতে পারে। কারণ নু'মান ইবনুল মুনিযির সত্যবাদী।

৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। অলীদ ইবনুল অলীদ এটিকে ইবনু সাওবান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন: ...।

এটিকে তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১২৮/১) (১১৫৯০) ও বাইহাক্বী (৮/৩২৪-৩২৫) বর্ণনা করে বলেছেন:

এ সনদটি দুর্বল। নিরাপদ হচ্ছে এই যে, এটি মওকুফ।

আমি (আলবানী) বলছি: অলীদ ইবনু অলীদ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন আনাসী কালানেসী দেমশকী। ইবনু আবী হাতেম (৪/২/১৯) বলেন: আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম? তিনি বলেন: তিনি সত্যবাদী, তার হাদীসে সমস্যা নেই। তার হাদীস সহীহ।

আর যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: আবু হাতেম বলেন: তিনি সত্যবাদী। আর দারাকুতনী প্রমুখ বলেন: তিনি মাতরুফ।

হাফিয ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে বলেন: তিনি হচ্ছেন অলীদ ইবনু মুসা। আমার ধারণা মুসা হচ্ছেন তার দাদা। তিনি একই ব্যক্তি, হাফিয যাহাবী তাকে দু'জন করে ফেলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয যাহাবী- ইবনু মুসা সম্পর্কে বলেন:

দারাকুতনী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস। তাকে আবু হাতিম শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন। আর অন্যরা বলেছেন: তিনি মাতরুফ। আর ওকাইলী ও ইবনু হিব্বান তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার আবু হাতিমের পূর্বোক্ত কথার পরক্ষণেই বলেন:

হাকিম বলেন: তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সাবেত ইবনু সাওবান হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের কথার মধ্যে বড় ধরনের বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমি (আলবানী) বলছি: আমার নিকট তাদের দু'জনের কার কথা সঠিকের নিকটবর্তী তা স্পষ্ট হচ্ছে না। এ কারণে তার হাদীস দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করাটা সম্ভব হচ্ছে না। আর এটিকে মওকুফ হিসেবেও বর্ণনা করা

হয়েছে। ং মওকূফটিকে ত্ববারানী “আলকাবীর” ংছে (১২০০৯) ঈালাফ ঈবনু আব্দুল হামীদ সূত্রে আব্দুল গফূর হতে, ঈিনি আবূ হাশেম রূমানী হতে, ঈিনি ঈকরিমাহ্ হতে, ঈিনি আব্দুল্লাহ্ ঈবনু আব্বাস (ঈঈঈঈ) হতে বর্ণনা করেছেন। ঈিনি বলেন: ...।

কিঈ্ব ং সনদটি ঈুবই দুর্বল। কারণ আব্দুল গফূর হছেন আবুস সবাহ্ আনসারী। ঈবনু হিব্বান বলেন: ঈিনি হাদীস ঈালকারীদের ংকজন ছিলেন।

ঈমাম বুখারী বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) ত্যাগ করেছেন।

আর ঈালাফ ঈবনু আব্দুল হামীদকে আমি ঈিনি না। ঈিনি সেই ঈালাফ ঈবনু আব্দুল হামীদ সারাঈসী নন ঈাকে “আলমীযান” ংছে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ং সারাঈসী তার ঈেয়ে উপর স্তরের।

ং মওকূফটির আরেকটি সূত্র রয়েছে যেটির অবস্থা ংটির ঈেয়ে ঈালো। ংটিকেও ত্ববারানী (১২৮২৮) ও বাঈহাকী (৮/৩২৫) সাঈঈদ ঈবনু বাশীর হতে, ঈিনি কাতাদাহ্ হতে, ঈিনি ঈাবের ঈবনু ঈায়েদ হতে, ঈিনি আব্দুল্লাহ্ ঈবনু আব্বাস (ঈঈঈঈ) হতে বর্ণনা করেছেন।

সাঈঈদ ঈবনু বাশীর ঈাড়া ংর সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ঈিনি দুর্বল, যেমনটি হাফিয ঈবনু হাঈারের “আত্াকুরীব” ংছে ংসেছে।

মোটকথা: হাদীসটি মারফূ্ ংবং মওকূফ উভয়ভাবেই দুর্বল। তবে মওকূফ হিসেবে বেশী ঈালো। ংই হছে বাঈহাকীর পূর্বোক্ত কথার ঈাবাঈ: মওকূফ হিসেবে নিরাপদ।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা ঈেকে ঈানা ঈাছে যে, “আলমিরকাত” ংছে (৪/৪৫৬) যে বলা হয়েছে: ংটিকে ঈমাম আহমাদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তার ং কথা ঈালো (হাসান) নয়।

১৭৩৬. (سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، يُقْسِمُونَ بِهِ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، خَرَابٌ مِنَ الْهَدْيِ، فَقَهَاءُ ذَلِكَ الزَّمَانِ شُرُفُفُهُاءُ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، مِنْهُمْ خَرَجَتْ الْفِتْنَةُ وَ إِلَيْهِمْ تَعُودُ).

১৯৩৬। মানুষের কাছে ংমন ংকটি সময় আসবে ঈখন কুরআনে তার রেখা ঈাড়া আর কিছুই ঈাকবে না। ঈসলামের নাম ঈাড়া কিছুই ঈাকবে না। ঈসলামের দ্বারা তারা শপথ করবে ংখচ তার ঈেকে ঈোকেরা বহু দূরে ঈাকবে। তাদের মাসঈিদগুলো আবাদ করা হবে, তবে হেদায়েতের

পথ থেকে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। সে যুগের ফাকীহগণ আসমানের ছায়াতলে সর্বাপেক্ষা নিকট ফাকীহ হবে। তাদের থেকেই ক্ষেতনাহ্ বের হবে এবং তাদের নিকটেই ফিরে যাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/১০৭) হাকিমের সূত্র হতে তার সনদে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ আনসারী হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, এ খালেদ হচ্ছেন উমারী মাক্কী। কারণ তিনি ইবনু আবী যিইব হতে বর্ণনা করেন। আর তাকে আবু হাতেম এবং ইয়াহুইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান (১/২৫৮) বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

অতঃপর দাইলামী ইসমাঈল ইবনু আবী যিয়াদ সূত্রে সাওর হতে, তিনি খালেদ ইবনু মিতদান হতে, তিনি মু'য়ায (رضي الله عنه) হতে তার মতই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি তার পূর্বেরটির ন্যায় বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ ইসমাঈল। তিনি হচ্ছেন সাকুনী কাযী। ইবনু হিব্বান (১/১২৯) বলেন:

তিনি দাজ্জাল (মহা মিথ্যুক) শাইখ। তার সমালোচনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তাকে হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা ই বৈধ না।

হাদীসটির তৃতীয় একটি সূত্র পেয়েছি। ইবনু আবিদ দুনিয়া “কিতাবুল ‘ওকুবাত” গ্রন্থে সাঈদ ইবনু যাম্বুর হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু দুকায়েন হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আলী ইবনু আবী তালেব বলেন: .. তিনি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু দুকায়েনের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। তার জীবনীতেই এ হাদীসটিকে হাফিয যাহাবী উল্লেখ করে মুনকার হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ ছাড়া সাঈদ ইবনু যাম্বুরের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ তার বিরোধিতা করে ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি আলী (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে দীনুরী “আলমুনতাকা মিনাল মুজালাসাহ্” গ্রন্থে (১৯-২০) ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে বর্ণনা করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ হচ্ছেন অসেতী- ইয়াযীদ ইবনু হারুনের সাথে। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। অধিকাংশরাই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বরং আবু মুহাম্মাদ আলখাল্লাল বলেছেন: তিনি খুবই দুর্বল।

আর হাফিয যাহাবী বলেছেন: তিনি এমন বাতিল হাদীস নিয়ে এসেছেন যার দ্বারা তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

দীনুরী নিজেই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। “আলমীযান” গ্রন্থে তার জীবনী দেখুন।

মোটকথা: হাদীসটি তিনটি সূত্রেই খুবই দুর্বল।

১৭৩৭. (مَنْ أَغَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ).

১৯৩৭। যে অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে আল্লাহ তাকেই তার বিপক্ষে নিয়োজিত করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে আবু হাফস কাত্তানী “জুযউন মিন হাদীসিহি” গ্রন্থে (১৪১-১৪২) আবু সাঈদ (তিনি হচ্ছেন হাসান ইবনু আলী আদাবী) হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আব্দুল জাব্বার কারাবীসী আবু উসমান হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি যির হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (পরিচয়) হতে মারফুঁ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। আদাবী ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ আদাবী বড়ই মিথ্যুক। তিনিই হাদীসটির সমস্যা। ইবনু আদী বলেন:

তিনি হাদীস জালকারী। তার অধিকাংশ হাদীস (সামান্য কিছু বাদে) বানোয়াট। আমরা তাকে দোষী করতাম অতঃপর একীনের সাথে জেনে যেতাম যে, তিনিই সেগুলো জাল করেছেন।

সুযুতী হাদীসটিকে “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিগু করেছেন। তিনি শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর মানাবী আদাবীর বিষয়টি উল্লেখ করে তার সমালোচনা করে বলেছেন: সাখাবী বলেন: তিনি জাল করার দোষে দোষী। তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

হাফিয় ইবনু কাসীর স্বীয় “তাফসীর” গ্রন্থে (২/১৭৬) শুধুমাত্র হাদীসটি গারীব বলে কম বলেছেন।

১৭৩৮. (أَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ: مَذْحِجٌ)

১৯৩৮। জান্নাতের অধিকাংশ গোত্রগুলো হবে মাজহাজ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ১) উতবাহ্ ইবনু আবু হাকীম হামদানী হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মুরসাল দুর্বল। কারণ উতবাহ্ হাচ্ছেন দুর্বল। আর ইবনু শিহাব ছোট তাবে'ঈ। তার অধিকাংশ বর্ণনা বড় তাবে'ঈগণ থেকে যেমন ইবনুল মুসাইয়্যাব প্রমুখ। তিনি কখনও কখনও ছোট সহাবী হতেও বর্ণনা করেন। যেমন আনাস (رضي الله عنه) ও তার মত যারা। হাদীসটির সনদ মুরসাল অথবা মু'যাল (পাশাপাশি দু'জন বর্ণনাকারী না থাকাকে মু'যাল বলা হয়)।

১৭৩৭. (لَا تَلْعَنُوا نَبِيًّا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ)

১৯৩৯। তোমরা ভুকার্কে (এক ব্যক্তির নাম) অভিশাপ দিও না।

কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ১) ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনু জাবের হাযরামী তাকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, তিনি রসূল (ﷺ)-এর সাথী সাহ্ল ইবনু সা'দ সা'য়েদী (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি হাযরামীর কারণে দুর্বল। কারণ তিনি শী'য়াহ্ এবং দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৫/৩৪০) অন্য সূত্রে ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

“.... তোমরা গালি দিও না...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ বাক্যে হাদীসটি সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ এর কতিপয় শাহেদ রয়েছে। এ কারণে এটিকে “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (২৪২৭) উল্লেখ করেছি।

১৭৪০. (مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ وَلَدِهِ أَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْفُودًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ)

১৯৪০। যে ব্যক্তি তার সন্তান থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিবে
কিয়ামাতের দিন সে তার দু'পার্শ্ব বাঁধা অবস্থায় আগমন করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ২) সহীহ সনদে ইবনু শিহাব হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির সনদ মুরসাল অথবা মু'যাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

১৭৬১. (مِنَ الْعِبَادِ عِبَادٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يُطَهِّرُهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: الْمُتَبَرِّئُ مِنَ الدِّينِ وَرَغْبَةً عَنْهُمَا، وَالْمُتَبَرِّئُ مِنْ وَلَدِهِ، وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرُوا نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ).

১৯৪১। আল্লাহু তা'য়ালা বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দার সাথে
কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করবেন
না এবং তাদের দিকে দৃষ্টিও দিবেন না: পিতা-মাতা থেকে বিমুখ হয়ে
তাদের দু'জন থেকে নিজেকে মুক্তকারী ব্যক্তি, পিতা কর্তৃক তার সন্তান
হতে নিজেকে মুক্তকারী ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্প্রদায়
সহযোগিতা করেছে, অতঃপর সে তাদের সহযোগিতাকে অস্বীকার করে
তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ২-৩) যাক্বান ইবনু
ফায়েদ হতে, তিনি সাহল ইবনু মু'য়ায হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু'
হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। যাক্বান ইবনু ফায়েদ
সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি নেককার ইবাদাতগার হওয়া
সত্ত্বেও তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

১৭৬২. (كُلُّ الْعَرَبِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ).

১৯৪২। সব আরবরাই ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীম (عليه السلام) এর সন্তানের
অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ৫) ও ইবনু সা'দ
“আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (১/৫১) ইবনু লাহী'য়াহু হতে, তিনি ইবনু আন'যাম

হতে, তিনি আখী বাকর ইবনু সাওয়াদাহ্ হতে, তিনি ওলাই ইবনু রাবাহ্ লাখমীকে বলতে শুনেছেন, রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মুরসাল। কারণ ইবনু রাবাহ্ হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য তবেঈ।

আর আখু বাকর ইবনু সাওয়াদাকে আমি চিনি না।

আর ইবনু আন'য়াম দুর্বল। তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফরীকী।

১৭৬৩. (إِنَّ مَثَلَ الْأَشْعَرِيِّينَ فِي النَّاسِ كَصِرَارِ الْمِسْكِ).

১৯৪৩। লোকদের মধ্যে আশ'য়ারীদের উদাহরণ হচ্ছে এই যে, তারা নির্জিত কস্তুরির ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ৪) সাঈদ ইবনু আবী আইউব হতে, তিনি শুরাহ্বীল ইবনু শারীক হতে, তিনি ওলাই ইবনু রাবাহকে বলতে শুনেছেন রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন ইমাম মুসলিমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কিন্তু এর সমস্যা হচ্ছে মুরসাল হওয়া।

১৭৬৬. (أَحْفَظُونِي فِي الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِي، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوْ أَبِيهِ).

১৯৪৪। তোমরা আমাকে আব্বাসের মধ্যে হেফাযাত কর। কারণ তিনিই হচ্ছেন আমার পিতাদের অবশিষ্ট। আর ব্যক্তির চাচা হচ্ছে স্বীয় পিতার সহোদর ভাই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১০/৬৮) ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে, তিনি আব্দুল মুত্তালিব ইবনু রাবী'য়াহ্ ইবনুল হারেস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেসের দাস ইয়াযীদ ইবনু আবু যিয়াদ হাশেমী সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন:

তিনি দুর্বল। তিনি বৃদ্ধ হলে তার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাকে (ভুল) ধরিয়ে দিতে হতো।

এটিকে ত্বারানী “আলমু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ ১১৯) হাসান ইবনু আলী (রাহিমাহু'ল্লাহ) হতে মারফু' হিসেবে শেখাংশ (إِنْ عَمَّ الرَّجُلُ) ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

এর সনদটি দুর্বল। কারণ এর মধ্যে অপরিচিত এবং দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে। যেমনটি আমি (আলবানী) “আররাওয়ুন নাযীর” গ্রন্থে (২৮৯) ব্যাখ্যা করেছি।

অনুরূপভাবে ইবনু আদী প্রমুখ আলী (রাঃ) এর হাদীস হতে এটিকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদটি খুবই দুর্বল। সামনের হাদীসের ভাষাতেও হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

সতর্কবাণী: (إِنَّ عَمَ الرَّجُلِ صَنُوْا أَيْه) “ব্যক্তির চাচা হচ্ছে নিজ পিতার সহোদর ভাই” হাদীসের এ অংশ সহীহ। এটি আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিমের হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (৮৫৮) এটির তাকরীজ করা হয়েছে।

১৭৬০. (اسْتَوْصُوا بِالْعَبَّاسِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ عَمِّيَّ وَصَنُوْا أَيْه).

১৯৪৫। তোমরা আব্বাস হতে কল্যাণকর অসিয়াত গ্রহণ কর। কারণ তিনি আমার চাচা এবং আমার পিতার সহোদর ভাই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ১৫) ইবনু আদী (২/১৯৭), আর তার থেকে ইবনু আসাকির (৮/৪৬৩/১), ইবনু সাম্মাক “জুযউম মিন হাদীসিহি” গ্রন্থে (১/৬৭) আর তার থেকে ইবনু আসাকিরও হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ্ ইবনু যামরাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ হুসাইনকে ইমাম মালেক, আবু হাতিম প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু মা'ঈন বলেন:

তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এর একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে, এটিকে ত্বারানী (৩/১১০/১) য়ায়েদ ইবনুল হুরাইশ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু খার্বাস হতে, তিনি আওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এটি খুবই দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু খার্বাস সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন:

তিনি দুর্বল। ইবনু আম্মার তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনা করার অভিযোগ করেছেন।

আর য়ায়েদ ইবনুল হুরাইশকে ইবনু হিব্বান “আসসিকাত” গ্রন্থে (৮/২৫১) উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন।

ইবনুল কাত্তান বলেন: তিনি মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)।

১৭৬৭. (رَجِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بَرِّهِ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَقْبَلُ إِحْسَانَهُ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ إِسَاءَتِهِ).

১৯৪৬। আল্লাহু তা'আলা সেই পিতার প্রতি দয়া করুন যে তার সন্তানকে তার হকের ব্যাপারে সাহায্য করে। তারা বলল: হে আল্লাহর রসূল! তা কিভাবে? তিনি বললেন: সে (পিতা) তার সৎকর্মগুলোকে গ্রহণ করবে আর অসৎকর্মগুলোকে এড়িয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে’” গ্রন্থে (পৃ ২১) উল্লেখ করে বলেছেন: আমার নিকট আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, মুরসাল এবং সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণে।

মওসূল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে আবু আব্দুর রহমান সুলামী “আদাবুস সুহবাহু” গ্রন্থে (১/১৪৭) আহমাদ ইবনু আলী ইবনু মাহদী ইবনু সাদাকাহু হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী ইবনু মুসা রিয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে (قَالَ...) এ অংশ ছাড়া।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ ইবনু সাদাকাকে হাফিয যাহাবী উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী ইবনু মুসা রিয়া হতে বর্ণনা করেছেন। সেটি মিথ্যা কপি। দারাকুতনী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। আর আমি অবগত হইনি যে, রিয়া হতে কোন কিছু সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আর তার পিতা আলী ইবনু মাহদী ইবনু সাদাকাকে আমি চিনি না। হাফিয যাহাবী এবং ইবনু হাজার তাদের দু'কিতাবের মধ্যে তাকে উল্লেখ করেননি।

বৃদ্ধিকৃত অংশ ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (২/১৯৩) বলেন: এটিকে আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান “কিতাবুস সাওয়াব” গ্রন্থে আলী ইবনু আবী তালেব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু

উমার (রাঃ)-এর হাদীস হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আর শা'বীর বর্ণনা হতে নাওকানী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

১৭৬৭. (إِنَّ رُوحِي الْمُؤْمِنِينَ لَيَلْتَقِينَ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ، وَمَا رَأَى أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ قَطُّ).

১৯৪৭। দু'মুমিনের আত্মা অবশ্যই একদিনের চলার পথের দূরত্বের উপর মিলিত হবে। অথচ তারা একে অপরকে কখনও দেখেনি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ২৭), আহমাদ (২/১৭৫, ২২০) ও বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (২৬১) দাররাজ সূত্রে ঈসা ইবনু হিলাল সদাফী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে, তিনি রসূল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ ঈসা ইবনু হিলাল সদাফীর হাদীসের ব্যাপারে কিস্ত রয়েছে। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয় যাহাবী “আলকাশেফ” গ্রন্থে তার নির্ভরযোগ্য আখ্যা দানকে দুর্বল ইঙ্গিত করেছেন তার এ ভাষার দ্বারা যে, তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী।

আর দাররাজ দুর্বল। তাকে হাফিয় যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: তাকে আবু হাতেম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন: তার হাদীসগুলো মুনকার।

এর দ্বারাই মানাবী হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করছেন। তিনি ইবনু লাহী'য়ার দ্বারাও হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক না, কারণ ইবনু ওয়াহাব এবং বুখারীর নিকট তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

১৭৬৮. (لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ، لَجَعَلَ اللَّهُ عِزَّوَجُلَ الْأَبَاغِيِّ مِثْلَهُمَا دَكًّا).

১৯৪৮। যদি কোন পাহাড় কোন পাহাড়ের বিপক্ষে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা দু'পাহাড়ের সীমালঙ্ঘনকারী পাহাড়কে কাঁপিয়ে দেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনুল লাল আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি “আলজামে'উল কাবীর” (২/১৪২/১) এবং অনুরূপভাবে “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থেও এসেছে। তবে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে:

لَوْ بَعَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ، لَدُنْكَ الْبَاغِي مِنْهُمَا

“যদি কোন পাহাড় অন্য কোন পাহাড়ের উপর সীমালঙ্ঘন করে তাহলে অবশ্যই দু'পাহাড়ের সীমালঙ্ঘনকারী পাহাড়কে কাঁপিয়ে দেয়া হয়।”

জানি না আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত কোন ভাষাটি ইবনু লালের ভাষা। আর এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। মানাবী এ ব্যাপারে কোন কিছু না বলে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি সুযুতীর সমালোচনা করে বলেছেন: বাহ্যিক অবস্থা এই যে, লেখক হাদীসটির তাখরীজকারী হিসেবে তার (ইবনু লালের) চেয়ে প্রসিদ্ধ বা তার মত কাউকে দেখতে পাননি। এটা আজব ব্যাপার। কারণ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে উল্লেখিত ভাষায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বাইহাক্বী “আশু'য়াব” গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান, ইবনুল মুবারাক ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র ইবনু লালের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সমালোচনার দ্বারা সুযুতীর উপর আক্রমণ করা হয়েছে। বরং এ ব্যাপারে কয়েক দিক থেকে অশোভনীয়ভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে:

১। তার এ কথা সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, তারা সকলেই মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। যেমন ইমাম বুখারী এটিকে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি সামনে আসবে।

২। তার এ কথা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যে, তারা সকলেই আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ ইবনু হিব্বান “আযু'য়াফা” গ্রন্থে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযলের জীবনীতে এটিকে (১/১৫৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: তিনি হাদীস জালকারী ছিলেন।

আর ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ এটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলমাকাসিদুল হাসানাহ্” গ্রন্থে (পৃ ৩৪২/৮৮৮) এবং অনুরূপভাবে ইবনু আদীর “আলকামেল” গ্রন্থে (১২/১) এসেছে। এর সনদের মধ্যে ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহুইয়া তাইমী রয়েছে, আর তিনি হচ্ছেন বড় মিথ্যুক ও জালকারী।

আর ইবনুল মুবারাক হাদীসটিকে “আযুহুদ” গ্রন্থে ফিত্র ইবনু খালীফা হতে, তিনি আবু ইয়াহুইয়া হতে, তিনি মুজাহিদ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু আবী হাতিম হাদীসটিকে “আলইলাল” গ্রন্থে (২/৩৪১) উল্লেখ করে বলেছেন:

আবু ইয়াহুইয়া কাত্তাত হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ফিত্র ইবনু খালীফার বিরোধিতা করা হয়েছে। সাওরী ও ইসরাঈল হাদীসটিকে আবু ইয়াহুইয়া কাত্তাত হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন: আমার পিতা বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মুজাহিদের হাদীসটি বেশী সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি: এভাবেই ইমাম বুখারী “আলআদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (৫৮৮) আবু নু'য়াইম হতে, তিনি ফিত্র হতে, তিনি আবু ইয়াহুইয়া হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকীও এভাবেই “আশ্শু'য়াব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু মারদুবিয়াহ ফিত্র সূত্রে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু ইয়াহুইয়া কাত্তাত হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি মারফু' এবং মওকুফ উভয়ভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বল। তবে মওকুফ হিসেবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। ইবনু ওয়াহাব “আলজামে'” গ্রন্থে (পৃ ৪৪) ইয়াহুইয়া ইবনু আইউব হতে, তিনি ওবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর হতে, তিনি সুলাইমান হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

সুলাইমান হচ্ছেন আ'মাশ আর ইবনু যাহর হচ্ছেন দুর্বল। তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। আলী ইবনু হারব ত্বাই তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/৭৯) আবু মু'য়াবিয়াহ হতে, তিনি আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন। সাওরীও আ'মাশ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে ইবনু মারদুবিয়াহ বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি সহীহ। সঠিক হচ্ছে হাদীসটি মওকুফ।

১৭৬৭. (مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُحْصَةَ اللَّهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ).

১৯৪৯। যে বক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া রুখসাতকে (অনুমতিকে) গ্রহণ করবে না আরাফার পাহাড়ের ন্যায় তার গুনাহ হবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম আহমাদ “আলমুসনাদ” গ্রন্থে (২/৭১), আব্দু ইবনু হুমায়েদ “আলমুনতাখাব মিন মুসনাদিহি” গ্রন্থে (২/৯১), ইবনু আব্দুল

হাকাম “ফাতুহ মিসর” গ্রন্থে (২৬৫, ২৯২) বিভিন্ন সূত্রে ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি আবু ত্ব'মাহ্ হতে, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আবু আব্দুর রহমান! আমি সফরে সওম পালন করার ব্যাপারে সামর্থ্যবান? তখন তিনি বলেন: ... মারফু' হিসেবে।

কুতাইবাহ্ ইবনু সাঈদ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন: ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি রুযায়েক সাকাফী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু শামাসাহ্ হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু আমের (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আহমাদ (৪/১৫৮), ইবনু মান্দাহ্ “আলমারিফাহ্” গ্রন্থে (২/৯২/২), অনুরূপভাবে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১০৪/২) বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (ত্ববারানী) বলেছেন:

উকবাহ্ (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইবনু লাহী'য়াহ্ এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার মন্দ হেফযের কারণে তিনি দুর্বল। আর তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে যেমনটি দেখছেন। সম্ভবত হাইসামী এ দিকে লক্ষ্য করেননি। কারণ তিনি হাদীসটিকে প্রথম সূত্রে (৩/১৬২) উল্লেখ করে সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ, ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে রুযায়েক সাকাফী রয়েছে। পাচ্ছি না কে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর কে তার সমালোচনা করেছেন। অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এটা তার থেকে পরিচিত শিখিলতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইবনু লাহী'য়াহ্ সম্পর্কে তার মন্দ হেফযের কারণে বহু কথা রয়েছে। আর এ হাদীসে তার থেকে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ায় তাকে আরো শক্তিশালী করছে। এ কারণেই ইমাম বুখারী তার এ হাদীস সম্পর্কে বলেন যেমনটি “আলমীযান” গ্রন্থে এসেছে: এটি মুনকার। আর হাফিয যাহাবী নিজেও তা স্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, হাফিয মুনযেরী যে তার শাইখ আবুল হাসানের উদ্ধৃতিতে বলেছেন: আহমাদের সনদটি হাসান, আসলে তার কথা হাসান (ভালো) নয়। ইবনু লাহী'য়াহ্ দুর্বল হওয়ার এবং তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং ইমাম বুখারী কর্তৃক এটিকে মুনকার আখ্যা দেয়ার কারণে। যদিও এটিকে ইরাকীও হাসান আখ্যা

দিয়েছেন যেমনটি মানাবী নকল করেছেন আর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে তিনি তার অনুসরণ করেছেন।

১৭৫০. (ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ فَهِيَ رَاجِعَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا: الْبَغْيُ وَالْمَكْرُ وَالنَّكَتُ، ثُمَّ قُرَأَ "﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بُغِيكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ وَقُرَأَ ﴿فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾.

১৯৫০। যার মধ্যে তিনটি বস্তু থাকবে সেগুলোর কুপরিণতি তার দিকেই ফিরে আসবে: ব্যভিচার, মাকর (চক্রাভু) ও অঙ্গীকার ভঙ্গ। অতঃপর তিনি পাঠ করেন: “কু-চক্রাভু তাকেই ঘিরে ধরবে যে তা করবে” (সূরা আল-ফাতির: ৪৩) তিনি আরো বললেন: “ওহে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ তো (প্রকৃতপক্ষে) তোমাদের নিজেদেরই বিপক্ষে” (সূরা ইউনুস: ২৩) এবং বললেন: “এক্ষণে যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করে, এ ওয়াদা ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই উপর পড়বে।” (সূরা আল-ফাতহ: ১০)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৭১) আর তার থেকে খাতীব (৮/৪৫০) নাযর ইবনু হিশাম হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু সবীহ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ মারওয়ান ইবনু সবীহ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন:

আমি তাকে চিনি না, আর তার মুনকার হাদীস রয়েছে।

অতঃপর তিনি আবু নু'য়াইম সূত্র হতে এটিকে উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেন: নাযর সম্পর্কে ইবনু আবী হাতেম বলেন: তিনি আসবাহানী সত্যবাদী।

“আললিসান” গ্রন্থে এসেছে:

নাযর সম্পর্কে ইবনু আবী হাতেম বলেন: মারওয়ান আসবাহানী সত্যবাদী।

এটা মুদ্রণগত ত্রুটি। “আলমীযান” গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই হচ্ছে সঠিক। যার প্রমাণ বহন করছে “আলজারহু অত্‌তাদীল”এর (৪/১/৪৮১) বর্ণনা, কারণ তিনি এ মারওয়ানকে আসলেই উল্লেখ করেননি।

হাদীসটিকে আবুশ শাইখ ও ইবনু মারদুবিয়াহ্ এক সাথে “তাফসীর” গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করেছেন যেমনটি “আলজামে’উস সাগীর” গ্রন্থে এসেছে। আর মানাবীর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে এসেছে: এর সনদটি দুর্বল।

১৭৫১. (ثَلَاثٌ مَّنْ فَعَلْنَهُنَّ فَقَدْ أَجْرَمَ: مَنِ اعْتَقَدَ لَوَاءً فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِّتَنْصُرَهُ فَقَدْ أَجْرَمَ. يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ).

১৯৫১। তিনটি বস্তু রয়েছে যে ব্যক্তি সেগুলো করবে সে অত্যাচারী হয়ে যাবে: যে না-হক ঋণায় বিশ্বাসী হবে, অথবা তার পিতা মাতার অবাধ্য হবে, অথবা কোন অত্যাচারীর সাথে তাকে সহযোগিতা করার জন্য চলবে সে অত্যাচারী। আব্দাহ্ তা’য়ালা বলেন: “অবশ্যই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।” (সূরা আস্-সাজ্জদাহ্: ২২)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে সা’লাবী (৩/৮৯/১) ও অহেদী “আলঅসীত” গ্রন্থে (৩/২০৩/২) ইসমা’ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ হতে, তিনি উবাদাহ্ ইবনু নুসাই হতে, তিনি জুনাদাহ্ ইবনু আবী উমাইয়্যাহ্ হতে, তিনি মু’য়ায ইবনু জাবাল হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন ইবনু হামযাহ্ ইবনু সুহায়েব।

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন: তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু আবী হাতেম, ইবনু মা’ঈন ও ইবনুল মাদীনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার থেকে শুধুমাত্র ইসমা’ঈল ইবনু আইয়্যাশই বর্ণনা করেছেন।

তার সূত্র হতে ইবনু মানী “আলমু’জাম” গ্রন্থে, ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আলজামে’উল কাবীর” গ্রন্থে এসেছে এবং ভুবরানী “আলকাবীর” গ্রন্থে (২০/৬১/১১২) বর্ণনা করেছেন। আর তার দ্বারাই হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (৭/৯০) সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। অতঃপর “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে এর সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

১৭৫২. (ثَلَاثٌ مَّنْ كُنْ فِيهِ وَفِي شَعْنِهِ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى

الصَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي الثَّانِيَةِ).

১৯৫২। যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাকে নিজের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হবে: যে যাকাত আদায় করবে, মেহমানদারী করবে এবং বিপদের সময় দান করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্বারানী (১/২০৫/২) ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুজাম্মা' হতে, তিনি মুজাম্মা' ইবনু ইয়াহুইয়া হতে, তিনি তার চাচা খালেদ ইবনু যায়েদ ইবনু জারিয়্যাহ্ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী (৩/৬৮) বলেন:

ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুজাম্মা' দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: এর অন্য একটি সূত্র রয়েছে, সেটিকে ত্বারানী “আস্‌সাগীর” এছ (পৃ ২৫) যাকারিয়া ইবনু ইয়াহুইয়া অকার হতে, তিনি বিশর ইবনু বাকর হতে, তিনি আওয়া'ঈ হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ্ হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটিকে আওয়া'ঈ হতে শুধুমাত্র বিশর বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনিও দুর্বল যেমনটি হাইসামী বলেছেন। বরং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু উমার ইবনু আলী মুকাদ্দামী তার মুতাবা'য়াত করেছেন মাজমা' ইবনু ইয়াহুইয়া জারিয়্যাহ্ হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করে:

কৃপণতা হতে মুক্ত যে ... আদায় করবে...। আলহাদীস।

এ মুকাদ্দামী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি কঠিন প্রকৃতির তাদলীস করতেন যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে যেমনটি আসবে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী দ্বিতীয় ভাষায় হান্নাদ, আবু ই'য়ালা ও ত্বারানীর বর্ণনায় খালেদ ইবনু যায়েদ ইবনু জারিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার শুধুমাত্র শেষ দু'জনের বর্ণনায় মুজাম্মা' ইবনু ইয়াহুইয়া হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

এর সনদ হাসান। কিন্তু খালেদ ইবনু যায়েদকে ইমাম বুখারী ও ইবনু হিব্বান তাবে'ঈনদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটির মধ্যে এটি আরেক এক সমস্যা। আর তা হচ্ছে মুরসাল হওয়া। আর হাফিয ইবনু হাজার যে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

সম্ভবত উপরোক্ত দু'টি সূত্র ছাড়া আবু ই'য়ালার নিকট মুজাম্মা' হতে অন্য সূত্রে। আর এটাকে দূরবর্তী বিষয়ই মনে করছি। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

অতঃপর আমার ধারণা সঠিক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যখন ইবনু হিব্বানকে দেখলাম হাদীসটিকে “আসসিকাত” গ্রন্থে (৪/২০২) আবু ই'য়ালার সূত্রে-তিনি হচ্ছেন তার শাইখ- তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মুজাম্মা ইবনু ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি খালেদকে অতিক্রম করেননি।

এভাবেই হান্নাদ “আযযুহুদ” গ্রন্থে (২/৫১৪/১০৬০) অন্য সূত্রে মুজাম্মা' হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন: এটি মুরসাল।

১৭০৩. (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ، فَاتَّقَى اللَّهَ أَمْرٌ وَعَلِمَ مَا يَقُولُ).

১৯৫৩। আব্দাহ তা'য়ালা প্রত্যেক যবানের নিকটেই রয়েছে। অতএব ব্যক্তি যেন আব্দাহকে ভয় করে সে যা বলছে তা জেনে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে কাযা'ঈ (১/৯৩) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি উমার ইবনু যার হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল মুবারাকের “আযযুহুদ” গ্রন্থে (১৭১/১-২ কাওয়াকিব (৫৭৫) হতে- নং ৩৬৭) বর্ণিত হয়েছে। এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহু” গ্রন্থে (৮/৩৫২, ৯/৪৪) ও খাতীব তার “তারীখ” গ্রন্থে (৯/৩২৯) বিভিন্ন সূত্রে উমার ইবনু যার হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে সনদটি মু'যাল। কারণ যার কোন সহাবী হতে শ্রবণ করেননি।

মওসূল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহু” গ্রন্থে (৮/১৬০) ওহাইব ইবনু অরুদ মাক্কী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু যুহায়ের হতে, তিনি ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন: এটি গারীব, একমাত্র ইবনু ওহাইবের হাদীস হতে এটিকে আমরা মারফু' মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি: আর এ মুহাম্মাদ ইবনু যুহায়ের হচ্ছেন মাজহূল যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে'” গ্রন্থে (৫৪) মুসলামাহ ইবনু আলী আদাবী হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদটি ধ্বংসাত্মক। কারণ মাসলামাহ্ হচ্ছেন খুশানী আর তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর তার উপরের কয়েকজন অপরিচিত (মাজহুল) বর্ণনাকারী।

১৭০৬. (مَا كَرِهْتَ أَنْ تُوَاجِهَ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيبَةٌ).

১৯৫৪। তুমি যার দ্বারা তোমার ভাইকে সম্বোধন করাকে অপছন্দ কর তাই গীবাত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আসাকির (১৪/৩৩৯/২) আহমাদ ইবনু সালেহ্ ইবনু আরসালান ফাইসুমী হতে মক্কায়, তিনি আবুল ফায়েয যুননুন ইবনু ইব্রাহীম মিসরী হতে, তিনি ইউনুস ইবনু যায়েদ হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আহমাদ ইবনু সালেহ্, আমার ধারণা তিনি মাক্কী সাওয়াক, তাকে দারাকুতনী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু “আললিসান” গ্রন্থে যিননুন মিসরী হতে আহমাদ ইবনু সুবাইহ্ ফাউমীকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে দু'স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। জানি না এটি সঠিক নাকি যা “আততরীখ” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ইবনু সুবাইহির জীবনী আমি পাচ্ছি না।

আর যুননুন সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন: মালেক হতে তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আলোচ্য এ হাদীসটির সনদের মধ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে। ইবনু ওয়াহাব্ “আলজামে'” গ্রন্থে (পৃ ৫৪) বলেন:

আমাকে হাদীসটি সেই ব্যক্তি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যিনি আকীল ইবনু খালেদ হতে শুনেছেন, তিনি ইবনু শিহাব হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি এটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত মুরসাল হওয়াই সঠিক। ইবনু ওয়াহাব অন্য একটি সূত্রে ভিন্ন ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেটি একটি হাদীস পরে আসবে।

হাদীসটিকে সুযুতী ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী এর জন্য সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে তার দু'গ্রন্থের মধ্যে এর সনদ সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, সম্ভবত তিনি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হননি।

১৭০৫. (مَا كَانَ وَلَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُؤْمِنٌ، إِلَّا وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ).

১৯৫৫। যেই অতিভের সব কিছুর উপর এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ভবিষ্যতের সব কিছুর উপর বিশ্বাসী (মু'মিন) হবে অবশ্যই তার এক প্রতিবেশী হবে যে তাকে কষ্ট দিবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু শাহীন “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (১/২৯৮) আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মাহরুবিয়াহ্ কাযবীনী হতে, তিনি দাউদ ইবনু সুলাইমান কাযবীনী হতে, তিনি আলী ইবনু মূসা রিয়া হতে, তিনি মূসা ইবনু জা'ফার হতে, তিনি তার পিতা জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে, তিনি তার পিতা আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী হতে, তিনি তার পিতা আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে দাউদ ইবনু সুলাইমান কাযবীনী, তিনি হচ্ছেন জুরজানী গাযী। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন:

তাকে ইয়াহুইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর আবু হাতিম তাকে চিনেননি। সর্বাবস্থায় তিনি মিথ্যুক শাইখ। রিয়া হতে তার একটি বানোয়াট পাণ্ডলিপি রয়েছে। সেটাকে আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাহরাবিয়াহ্ কাযবীনী আসসদুক তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি এ সনদে তার আরো দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। মানাবী আরো অগ্রসর হয়ে রিয়ার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন:

এর সনদে আলী ইবনু মূসা রিয়া রয়েছে। ইবনু তাহের বলেন: তিনি তার পিতাদের উদ্ধৃতিতে আজব আজব বস্তু নিয়ে এসেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: মানাবী কিছুই করেননি। কারণ সমস্যা হচ্ছে রিয়া হতে বর্ণনাকারী হতে যেমনটি অবগত হয়েছেন।

হাদীসটিকে “আলজামে” গ্রন্থে শুধুমাত্র দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন! আর তিনি হাদীসটিকে (৩/২৯/১) ইবনু শাহীনের সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন।

১১০৬. (خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ الْحَسَنُ، وَإِنْ شَرُّ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ الْخُلُقُ السَّيِّئُ فِي الصُّورَةِ الْحَسَنَةِ، وَمَا كَرِهَتْ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسُ إِذَا عَمِلَتْهُ، فَلَا تَعْمَلُهُ).

১৯৫৬। সর্বোত্তম যা কিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো চরিত্র। আর সর্বনিষ্ঠ যা কিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ভালো

আকৃতিতে মন্দ চরিত্র। আর তুমি যখন এমন কোন কর্ম করবে যা মানুষ কর্তৃক জানাকে তুমি অপছন্দ কর তখন তুমি সে কর্ম করো না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু ওয়াহাব “আলজামে” গ্রন্থে (পৃ ৬৫) আশহাল ইবনু হাতেম হতে, তিনি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ হতে, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল, নাম না-নেয়া ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে। মানাবী যে বলেছেন: তিনি হচ্ছেন সহাবী। তা স্পষ্ট নয়। তাই যদি হতো তাহলে আবু ইসহাক সুবায়ঈ তা স্পষ্ট করতেন। তার স্পষ্ট না করাই প্রমাণ করছে যে তিনি সহাবী কিনা আবু ইসহাক তা অবগত হননি।

আর আশহাল ইবনু হাতেম সত্যবাদী ভুলকারী যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

সুয়ুতী ইবনু আবী শাইবার বর্ণনা হতে দ্বিতীয় অংশ ছাড়া হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

তবে হাদীসটির দু'ধার (প্রথম এবং শেষ) বিভিন্ন সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে উসামাহ ইবনু শারীকের হাদীস হতে। প্রথম অংশের সনদ সহীহ। সেটিকে ইবনু হিব্বান ও হাকিম সহীহ আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি “মিশকাত” গ্রন্থে (৫০৭৯) এর তাখরীজ করা হয়েছে। আর শেষোক্ত অংশ হচ্ছে হাসান লি-গাইরিহি। যেমনটি অন্য গ্রন্থের মধ্যে (সহীহাহ্) (১০৫৫) বর্ণনা করেছি।

১৭০৭. (مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُزْرُ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِي الْقُرْآنَ).

১৯৫৭। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যা কিছু অনুমতি দিয়েছেন তার মধ্যে দু'রাক'য়াত সলাতের চেয়ে উত্তম কিছু নেই সে যে দু'রাক'য়াত সলাত আদায় করে থাকে। সদাচরণ বান্দার মাথার উপর নিক্ষেপ করা হয় যে পর্যন্ত সে সলাতের মধ্যে থাকে। বান্দার নিকট হতে যা বের হয় (অর্থাৎ কুরআন) এর মত কোন কিছু দ্বারাই বান্দারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/১৫০), আহমাদ (৫/২৬৮), ইবনু নাসর “আসসলাত” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩০) ও আবু বাক্র কালাবাযী “মিফতাহুল মা'য়ানী” গ্রন্থে (২/১৫৬) বাক্র ইবনু খুনাইস সূত্রে লাইস ইবনু আবু সুলাইম হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরতাত হতে, তিনি আবু উমামাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব। একমাত্র আমরা এটিকে এ সূত্রেই চিনি। আর বাক্র ইবনু খুনাইসের ইবনুল মুবারাক সমালোচনা করেছেন এবং তার শেষ জীবনে তাকে তিনি ত্যাগ করেছেন। এ হাদীসটিকে বর্ণনা করা হয়েছে যায়েদ ইবনু আরতাত হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: অতঃপর তিনি তার সে সনদে জুবায়ের ইবনু নুফায়ের পর্যন্ত মুরসাল মারফু' হিসেবে শুধুমাত্র শেষ বাক্যটিকে নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন:

“তোমরা আল্লাহর নিকট কোন কিছু নিয়েই ফিরে যেতে পারবে না এর চেয়ে উত্তম।”

হাদীসটিকে হাইসামী “আলমাজমা” গ্রন্থে (২/২৫০) সম্পূর্ণরূপে জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে মুরসাল মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটিকে ত্ববারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে লাইস ইবনু আবু সুলাইম রয়েছে আর তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

হাদীসটির শেষ বাক্যটিকে ইবনু নাসর “কিয়ায়ুল লাইল” গ্রন্থে (পৃ ৭১) শাইখ আহমাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে হাশেম ইবনুল কাসেম রয়েছে, তিনি বাক্র ইবনু খুনাইস হতে বর্ণনা করেছেন।

আর মুরসাল হাদীসটিকে তিরমিযী আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি মু'য়াবিয়াহ্ হতে, তিনি আলা ইবনুল হারেস হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরতাত হতে বর্ণনা করেছেন।

এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদে আলা ইবনুল হারেস রয়েছে। আর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

এটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সনদে মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি উকবাহ্ ইবনু আমের জুহানী (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে হাকিম (২/৪৪১) বর্ণনা করে বলেছেন: এর সনদটি সহীহ। আর যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ্ রয়েছে, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব তিনি বিরোধিতা করে বর্ণনা করলে কিভাবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কিভাবে তিনি গ্রহণযোগ্য হবেন যখন তিনি নির্ভরযোগ্য হাফেয ইবনু মাহদীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করেন। আর তিনি এটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি দেখেছেন। অতএব এটি সহীহ হয় কিভাবে? বিশেষ করে মুরসাল এবং মওসূল উভয় ক্ষেত্রেই এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বর্ণনাকারী ‘আলা। আর তার সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন। ইমাম বুখারী “খালকু আফ‘য়ালিল ইবাদ” গ্রন্থে (পৃ ৯১) হাদীসটিকে মু‘য়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করার পর বলেছেন: এটি সহীহ নয়, মুরসাল এবং সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে।

অতঃপর আমি দেখেছি হাদীসটিকে হাকিম অন্য স্থানে (১/৫৫৫), আর তার থেকে বাইহাকী “আলআসমা” গ্রন্থে (পৃ ২৩৬) সালামাহ ইবনু শাবীব সূত্রে আহমাদ ইবনু হাম্বল হতে, তিনি আব্দুর রহমান মাহদী হতে তার পূর্বোক্ত সনদে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি বুদ্ধি করে: আবু যার গিফারী (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন:

এর সনদটি সহীহ। আর যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: সনদটি যদি সালামাহ ইবনু শাবীব পর্যন্ত সহীহ হয়, তাহলে এর সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র ‘আলা ইবনুল হারেস। আল্লাহ্ই বেশী জানেন।

আমি (আলবানী) এ সমস্যা হতে অজ্ঞাত থাকায় হাদীসটিকে “সিলসিলাহ সহীহাহ্” গ্রন্থে (৯৬১) উল্লেখ করেছিলাম এবং আমি যেভাবে এখানে উল্লেখ করেছি সেভাবেই সেখানে উল্লেখ করেছি উক্ত সমস্যা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে (البقرة: ১২৮: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))

১৯৫৮. (أَرْبَعٌ لَا يُصْنَعْنَ إِلَّا بِعَجَبٍ: الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ،

والتواضع، وقلة الشيء، وذكر الله عز وجل).

১৯৫৮। চারটি বস্তু আশ্চর্যান্বিত হওয়া ছাড়া লাভ করা যায় না: চুপ থাকা আর তা হচ্ছে ইবাদাতের প্রথম, নম্রতা, কম বস্তু (যা নিজের জন্য ব্যয় করা হয়) ও আল্লাহকে স্মরণ করা।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২৫৫৯) আওয়াম ইবনু জুওয়াইরিয়াহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন: ... তিনি মওকূফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এটিকে আবু আব্দুর রহমান সুলামী “আদাবুস সুহবাহ্” গ্রন্থে (পৃ ২২-২৩), হাকিম (৪/৩১১), ত্ববারানী “আলমু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/৩৭১), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১/৮১) ও ইবনু হিব্বান “আযু’য়াফা” গ্রন্থে (২/১৯৬) অন্য দু’টি সূত্রে আবু মু’য়াবিয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি আসলে আনাস (رضي الله عنه)-এর কথা হিসেবে মওকূফ। আর হাকিম বলেছেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয় যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: ইবনু হিব্বান আওয়াম সম্পর্কে বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে’” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

লেখক হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন, যাঁ সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যে, এর মধ্যে কোন সমস্যা নেই। আর তা ঘটেছে হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দানের মন্তব্যে ধোঁকায় পড়ে। তিনি হাফিয় যাহাবীর “আততালখীস” গ্রন্থের সমালোচনা, মুনযেরী ও হাফিয় ইরাকীর মন্তব্যের দিকে লক্ষ্য করেননি যে, এর মধ্যে আওয়াম ইবনু জুওয়াইরিয়াহ্ রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান প্রমুখ বলেন: তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাফিয় যাহাবী হাদীসটিকে “আলমীযান” গ্রন্থে আলআওয়ামের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন এবং হাকিম কর্তৃক এটিকে তাখরীজ করার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। এ কারণেই ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে “আলমাওয়াযাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৭৫৭. (خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ).

১৯৫৯। তোমরা যে সব বস্তুকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করো সেগুলোর সর্বোত্তম হচ্ছে: লুদূদ (মুখের এক পার্শ্ব দিয়ে যা পান করানো হয়), স’উদ (নাক দিয়ে যা দেয়া হয়), শিংগা লাগানো এবং এমন ঔষধ খাওয়া যা টয়লেটে যেতে বাধ্য করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/৪, ৫), হাকিম (৪/২০৯) ও আবু ওবাইদ “আলগারীব” গ্রন্থে (২/৩৯) আব্বাদ ইবনু মানসূর হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গারীব। আর হাকিম বলেন:

সনদটি সহীহ। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ তারা যেমন বলেছেন সেরূপ নয়। কারণ বর্ণনাকারী আব্বাদ ইবনু মানসূরের শেষ জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল (মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল)। এ ছাড়া তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যেমনটি “আততাকুরীব” গ্রন্থে এসেছে। তিনি আন'আন করে বর্ণনা করেছেন।

হাঁ, শিংগা লাগানো সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সহীহ। সেটিকে আমি অন্য কিতাবে (সহীহার মধ্যে) তাখরীজ করেছি। দেখুন “১০৫৩, ১০৫৪)।

১৭৬০. (كَلِمَ الْمَجْدُومِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رَمَحٍ أَوْ رَمَحَيْنِ).

১৯৬০। তুমি কুষ্ঠরোগীর সাথে এমতাবস্থায় কথা বল যে, তোমার আর তার মাঝে এক বর্শা অথবা দু'বর্শা পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/৮২) মু'য়াবিয়াহ্ ইবনু হিশাম হতে, তিনি হাসান ইবনু আম্মারাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী আউফা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ এ হাসান সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরুক।

বরং ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস ছিলেন এবং তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনুস সুন্নী এবং আবু নু'য়াইমের “আত্‌তিব্ব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইবনু আবী আউফা হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন:

ইবনু হাজার “আলফাত্‌হ” গ্রন্থে বলেন: তার সনদটি দুর্বল।

আলী (رضي الله عنه) এর হাদীস হতে এর একটি শাহেদ রয়েছে:

“তোমরা স্থায়ীভাবে কুষ্ঠরোগীদের দিকে দৃষ্টি দিও না। আর তোমরা যখন তাদের সাথে কথা বলবে তখন যেন তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক বর্শা পরিমাণ দূরত্ব থাকে।”

আমি এটিকে অন্য কিতাবে তাখরীজ করেছি (১০৬৪) প্রথম বাক্যটির কারণে। কারণ এর সনদটি হাসান এবং এর কতিপয় শাহেদ রয়েছে। আর আমি সেখানে এ হাদীসটির দুর্বল হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এটিকে ইবনু জারীর ত্ববারানী “তাহযীবুল আসার” গ্রন্থে (১/১৭/৪৭) আবু ফুয়ালাহ সূত্রে, তিনি হচ্ছেন ফারায ইবনু ফুয়ালাহ। এখন আমার নিকট আরেকটি সমস্যা ধরা পড়েছে সেখানে আমি সেটির ব্যাপারে অবগত হইনি। সেটিকে এখানে বর্ণনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। আর তা হচ্ছে ইবনু ফুয়ালাহ উপর বর্ণনাকারীদের মতভেদ:

তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: ফাতেমাহ বিনতু হুসাইন হতে, তিনি হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাদীসটিকে আলী (রাঃ)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের বর্ণনা।

তাদের মধ্য থেকে কেউ ফাতেমাহ হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে হুসাইন (রাঃ)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে আবু ই'য়ালার বর্ণনা।

তাদের মধ্য থেকে কেউ বলেছেন: ফাতেমা হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) হতে, তিনি তার মাতা ফাতেমা (রাঃ) হতে তিনি বলেন: আমার ধারণা- রসূল (সাঃ) বলেছেন: ...। তিনি এটিকে ফাতেমাতুল কুবরার মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে ত্ববারানীর বর্ণনা।

আর তারা সকলেই বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু উসমান হতে, তিনি উম্মু ফাতেমা বিনতু হুসাইন হতে ...। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে ...। তার থেকে মুহাম্মাদ পড়ে গেছে। সঠিক হচ্ছে মুহাম্মাদকে উল্লেখ করা। যেমনটি অন্য দু'জনের বর্ণনায় এসেছে। সম্ভবত ইবনু ফুয়ালাহ হিফয হতে অথবা তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমেরের হিফয হতে পড়ে গেছে। আর তারা দু'জনই দুর্বল যেমনটি সেখানে উল্লেখ করেছে।

হাদীসটির মধ্যে সঠিক হচ্ছে প্রথম বাক্যটি, যেটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু উসমানের বর্ণনায় তার মাতা ফাতেমা বিনতুল হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ ইবনু আবী হিন্দ ও ইবনু আবিয যিনাদ এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি দেখবেন “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থে।

সতর্কবাণী: “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থের উপর দু'টাকা লেখক লক্ষ্য করেননি যে, ফাতেমাতুল কুবরার হাদীস হুবহু আলী (রাঃ) এবং তার ছেলে হুসাইনের হাদীসই। কিন্তু বর্ণনাকারীগণ সনদের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ফলে টাকা লেখক বলেছেন: এ সম্পর্কে অবগত হইনি।

১৭৭১. (تَسَحَّرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُولُ: هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ).

১৯৬১। রাতের শেষাংশে সাহুরী গ্রহণ কর এবং তিনি বলতেন: সেটি হচ্ছে বরকতপূর্ণ খাদ্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/১৭০) সালামাহ্ ইবনু রাজা হতে, তিনি আলআহওয়াস ইবনু হাকীম হতে, তিনি রাশেদ ইবনু সা'দ হতে, তিনি উতবাহ্ ইবনু আব্দ সুলামী এবং আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: সালামাহ্ ইবনু রাজার হাদীস এককভাবে বর্ণনাকৃত এবং গারীব। তিনি এমন সব হাদীস বর্ণনাকারী যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী, গারীব বর্ণনাকারী।

কিন্তু আহওয়াস ইবনু হাকীম হেফযের দিক থেকে দুর্বল।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী (৩/১৫১) বলেন: এটিকে ত্ববারানী “আলকাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে জুবরাহ্ ইবনু মুগাল্লিস রয়েছে আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল।

তবে দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেম (আসলে রয়েছে সালাম) রাশেদ হতে, তিনি শুধুমাত্র আবুদ দারদা (রাঃ) হতে তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটিকে ইবনু হিব্বান (৮৮১) আম্র ইবনুল হারেস ইবনুয যুহ্‌হাক সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ আম্র ইবনুল হারেস সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন: তার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না।

আর রাশেদ ইবনু সা'দ নির্ভরযোগ্য। তবে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: আবুদ দারদা (রাঃ) হতে তার বর্ণনায় বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, আবুদ দারদা (রাঃ) হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। কারণ তাদের দু'জনের মৃত্যুর মাঝে সত্তর বছরের ব্যবধান রয়েছে।

ইমাম আহমাদের নিকট (৪/১৩২) হাসান সনদে হাদীসটির একটি শাহেদ মিকদাম ইবনু মা'দী কারুবা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি শাহেদ আবু দাউদ, নাসাই, ইবনু খুযাইমাহ্ (১৯৩৮) ও ইবনু হিব্বানের (৮৮২) নিকট ইরবায়ের হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি সেটিকে “আলমিশকাত” গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছিলাম। এখন আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, সেটি ধারণাবশতই ঘটেছিল। কারণ এর মধ্যে মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন। যেমনটি আমি “সহীহ ইবনু খুযাইমার টীকার মধ্যে বর্ণনা করেছি। তবে বিভিন্ন সূত্রকে একত্রিত করণের দ্বারা এ অংশ (দ্বিতীয় অংশ) সহীহ।

১৭৭২. (كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيٌّ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ! قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ).

১৯৬২। আল্লাহর নাবী দাউদ (عليه السلام)-এর রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল যে সময়ে তিনি তার পরিবারকে জাগ্রত করতেন। তিনি বলতেন: হে দাউদের পরিবার! উঠো সলাত আদায় কর। কারণ এটি এমন একটি সময় যে সময়ে আল্লাহ তা'য়ালা দু'য়া কবুল করেন। একমাত্র জাদুকর অথবা ওশর (অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২২, ২১৮) ও ত্ববারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/৭/১-২) আলী ইবনু য়ায়েদ সূত্রে হাসান হতে তিনি বলেন: উসমান ইবনু আবুল আস কিলাব ইবনু উমাইয়্যাহ (رضي الله عنه) কে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি বসরায় মাজলিসুল আশেরে বসেছিলেন (অন্য বর্ণনায় এসেছে: উবুল্লায়)। তিনি বললেন: আপনাকে কোন বস্তুটি এখানে বসিয়েছে? তিনি বললেন: এ স্থানে আমাকে এ ব্যক্তি (অর্থাৎ যিয়াদ) দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। তখন উসমান তাকে বললেন: আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাবো না যেটি আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি? তিনি বললেন: হাঁ। উসমান বললেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: দু'টি কারণে এ সনদটি দুর্বল:

১। হাসান আর উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ)-এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ হাসান বাসরী মুদাল্লিস আর তিনি উসমান (রাঃ) হতে তার শ্রবণকে স্পষ্ট করেননি।

২। আলী ইবনু যায়েদ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান। তার দ্বারাই হাইসামী (৩/৮৮, ১০/১৫৩) সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

আর মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে হাইসামী হতে এ সমস্যা উল্লেখ করলেও তিনি “আততাইসীর” গ্রন্থে তা ফেলে দিয়ে বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এটা তার থেকে সন্দেহমূলক কথা অথবা শিথিলতা।

হাদীসটির ভাষার মধ্যেও ইয়তিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আবার নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

ينادي مناد كل ليلة: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر، فيغفر له، حتى ينفجر الفجر.

“প্রতি রাতে আহ্বানকারী আহ্বান করে বলতে থাকে: কেউ দু'য়াকারী আছে কি? তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে। কেউ কোন কিছু প্রার্থী আছে কি? তাকে দেয়া হবে। কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।”

এটিকে ইমাম আহমাদ ও তুবরানী বর্ণনা করেছেন।

আপনি এখানে দেখছেন যে, এর শেষে ইসতিসনা উল্লেখ করা হয়নি (অর্থাৎ একমাত্র জাদুকর অথবা ওশর (অন্যভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া) এ অংশ উল্লেখ করা হয়নি। এটিই হচ্ছে সঠিক। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রথম আকাশে নেমে আসা মর্মে বর্ণিত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সাথে এটির মিল হয়ে যাওয়ার কারণে।

তবে তুবরানী “আলমু'জামুল কাবীর” এবং “আলআওসাত” গ্রন্থে সহীহ সনদে উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে নিম্নের বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন:

إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا

... যে ব্যভিচারিণী তার গুপ্তাঙ্গ নিয়ে ধাবিত হয় অথবা ওশর (অন্যভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

এ কারণে এটিকে “সিলসিলাহু সহীহাহ্” গ্রন্থে (১০৭৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

ফায়েদাহ্: হাফিয আবুল কাসেম আসবাহানী তার “আলহুজ্জাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৪২) আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অবতরণ হওয়া মর্মে বর্ণিত সহীহ হাদীস উল্লেখ করে বলেন:

এটিকে তেইশজন সহাবী বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে সতেরোজন পুরুষ আর ছয়জন নারী।

আমি (আলবানী) তাদের ছয়জন থেকে “আলইরওয়া” গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। যিনি চান সেখানে দেখতে পারেন (২/১৯৫-১৯৯)।

১৭৭৩. (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْنُو مِنْ خَلْقِهِ، فَيَسْتَغْفِرُ لِمَنْ اسْتَغْفَرَ، إِلَّا الْبَغْيَ

بِفَرْجِهَا، وَالْعَشَارِ).

১৯৬৩। আব্বাহ্ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন অতঃপর যে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন, একমাত্র গুস্তাফ দ্বারা ব্যাভিচারিণী অথবা ওশর (অন্যভাবে ব্যবসায়ীদের নিকট যাকাত নামে চাঁদা) আদায়কারী ছাড়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (১৭১/১-২) সালামাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি খুলায়েদ ইবনু দা'লাজ হতে, তিনি কিলাব ইবনু উমাইয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি উসমান ইবনু আবুল আস (رضي الله عنه)-এর সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন: কোন বস্তু তোমাকে নিয়ে এসেছে? তিনি বললেন: আমাকে উটের ওশর আদায়ের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: ধারাবাহিক কয়েকটি কারণে এ সনদটি দুর্বল:

১। কিলাব ইবনু উমাইয়্যার জীবনী আমি পাচ্ছি না।

২। খুলাইদ ইবনু দা'লাজ দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

৩। সালামাহ্ ইবনু সুলাইমান হচ্ছেন মুসেলী আযদী। হাদীসটিকে ইবনু আদী তার জীবনীতেই উল্লেখ করে শেষে বলেছেন:

তিনি পরিচিত নন।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। তুবারানী “আলমু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৯/৪৪/৮৩৭১) আবু যুর'য়াহ্ আব্দুর রহমান ইবনু আমর দেমাস্কী হতে, তিনি আবুল জামাহের হতে, তিনি খুলাইদ ইবনু দা'লাজ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুল জামাহের হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু উসমান তানুখী কাফরাসূসী, তিনি নির্ভরযোগ্য। অতএব হাদীস হতে সালামার সমস্যা দূর হচ্ছে। সমস্যা বর্তাচ্ছে তার শাইখ অথবা তার শাইখের শাইখের উপর।

হাঁ, হাদীসটি অন্য ভাষায় নিকটবর্তী হওয়া বাক্যটি ছাড়া বর্ণিত হয়েছে। এর সনদটি সহীহ। এ কারণে এটিকে আমি অন্য কিতাবে (সহীহাতে) (১০৭৩) তাখরীজ করেছি এবং সেখানে আমি কোন কোন আলেমের পক্ষ থেকে এবং আমার থেকে যে ভুল সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করেছি। আল্লাহই তাওফীক দানকারী এবং হেদায়েত দানকারী।

১৭৭৬. (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ بِالْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةِ الْمَيِّتِ

وَالْحَاجُّ عَنْهُ وَالْمُتَفِدِّ ذَلِكُمْ).

১৯৬৪। আল্লাহ তা'য়ালা এক হাজ্জের দ্বারা তিনজনকে জান্নাত দেন: মৃত ব্যক্তি, তার পক্ষ থেকে হাজ্জকারী এবং হাজ্জ সম্পন্ন করতে সহযোগিতাকারীকে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্কী তার “সুনান” গ্রন্থে (৫/১৮০) আলী ইবনুল হাসান ইবনু আবু ‘ঈসা সূত্রে ইসহাক ইবনু ‘ঈসা ইবনু ত্বব্বা হতে, তিনি আবু মা'শার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

বাইহাক্কী বলেন: আবু মা'শার হচ্ছেন নাজীহ সিন্দী মাদানী, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনুল জাওয়াযী হাদীসটিকে “আলমাওযু'য়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনু আদীর সূত্রে তার সনদে ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম সুখতিয়ানী হতে, তিনি ইসহাক ইবনু বিশ্র হতে, তিনি আবু মা'শার হতে বর্ণনা করে বলেছেন:

এটি সহীহ নয়। ইসহাক জালকারী।

আর সুযুতী তার সমালোচনা করে “আললাআলিল মাসনু'য়াহ্” গ্রন্থে (২/৭৩) বলেছেন:

এটিকে বাইহাক্কী তার “সুনান” গ্রন্থে উল্লেখ করে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর “শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে বলেছেন: আলী ইবনুল হাসান পর্যন্ত তার সনদটি সুনানের মধ্যে তার সনদের মত। তবে তিনি বলেছেন: ইসহাক হতে আমার ধারণা ইবনু ইসহাক, তিনি আবু মা'শার হতে..।

আমি (আলবানী) বলছি: দু'টি কারণে সঠিকের নিকটবর্তী হচ্ছে এই যে, তিনি হচ্ছেন ইসহাক ইবনু বিশ্র:

১। বাইহাক্কীর বর্ণনার বিপরীতে ইবনু আদীর বর্ণনায় কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে ইবনু বিশ্রকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যিনি ধারণা করে বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন আলী ইবনুল হাসান ইবনু আবী ঈসা যাকে আমি চিনি না।

২। ইবনু বিশ্রই আবু মা'শার হতে বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন, ইবনু ত্বব্বা' নন। তবে হাদীসটির সমস্যা হিসেবে তাকে চিহ্নিত না করে বরং আবু মা'শারকে করাই শ্রেয়। কারণ তার আরেকটি সূত্র রয়েছে। সুযুতী তার পূর্বোক্ত কথাকে পূর্ণ করতে গিয়ে বলেন:

এটিকে বাইহাক্কী “আশু'য়াব” গ্রন্থেও ইবনু আদীর সূত্র হতে, মুফায্যাল ইবনু মুহাম্মাদ জুন্দী হতে, তিনি সালামাহ ইবনু শাবীব হতে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক হতে, তিনি আবু মা'শার হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার আনাস (ؓ) এর হাদীস হতে একটি শাহেদ রয়েছে। কিন্তু তার সনদে অজ্ঞতা রয়েছে যেমনটি তার ব্যাখ্যা (১৯৭৯) নম্বরে আসবে।

অতঃপর আমি হাদীসটিকে আবুশ শাইখের “ত্ববাকাতুল আসবাহানীযীন” গ্রন্থে দেখেছি। তিনি এটিকে (ক্বাফ ১/৭২) সালেহ ইবনু সাহল সূত্রে ইসহাক ইবনু বিশ্র কাহেলী হতে বর্ণনা করেছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আবু মা'শার হতে বর্ণনাকারী ইসহাক হচ্ছেন ইসহাক ইবনু বিশ্র। আর তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তবে তার মাতাবা'য়াত করা হয়েছে যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে হাদীসটি দুর্বল, বানোয়াট নয়।

১৭৭০. (يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيُخْرِجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَيُخْرِجُوهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيَأْيُوعُوهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ حَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، فَيُخَسَفُ بِهِمْ بِالْيَدَاءِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَتْهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ فَيَأْيُوعُوهُ، ثُمَّ يَشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالَهُ كَلْبٌ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكِّيُّ بَعَثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعَثُ كَلْبٍ، وَالْحَيَّةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَالُ، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ سَنَةٌ بَيْنَهُمْ -صلى الله عليه وسلم- وَيُلْقَى الْإِسْلَامُ بِحِجْرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، يَمُكْتُ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ سِتَّةَ سِنِينَ).

১৯৬৫। খালীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে। এ সময় এক ব্যক্তি মদীনা হতে বের হয়ে মক্কায় পালিয়ে যাবে। তখন তার নিকট মক্কাবাসীরা

এসে তাকে বের করবে অথচ সে তা অপছন্দ করবে। রুক্ন (হাজ্জের আসওয়াদ) এবং মাকামু ইব্রাহীমের মাঝে তার হাতে তারা বাই'য়াত করবে। অতঃপর তাদের নিকট শাম দেশ হতে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে, অতঃপর বাইদা নামক স্থানে তাদেরকে ভূমিধ্বসের দ্বারা ধ্বংস করা হবে। লোকেরা যখন তা দেখবে তখন সেই ব্যক্তির নিকট শামের আবদাল এবং ইরাকের একটি দল এসে তার হাতে বাই'য়াত করবে। এরপর কুরাইশদের থেকে এক ব্যক্তির উদয় হবে যার মামারা হবে কাব্ব গোত্রের। এ সময় মাক্কী ব্যক্তি তার নিকট একটি দল প্রেরণ করবে অতঃপর এ দল তাদের বিপক্ষে বিজয় লাভ করবে। এটা কালবের জন্য প্রেরিত দল। সেই ব্যক্তি বদ নসীব যে কালবের গানীমাতে উপস্থিত থাকবে না। এরপর তিনি সম্পদ বন্টন করবেন এবং লোকদের মধ্যে তাদের নাবীর সুনাত বাস্তবায়ন করবেন এবং ইসলাম যমীনে তার স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি নয় অথবা সাত বছর অবস্থান করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৬/৩১৬), আবু দাউদ (৪২৮৬) এবং তাদের দু'জনের সূত্র হতে ইবনু আসাকির (১/২৮০) হিশাম হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আবুল খালীল হতে, তিনি তার এক সাথী হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: নাম না-নেয়া আবু খালীলের সাথী ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তিনি মাজহুল।

হাদীসটিকে আবু দাউদ ও ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (৯৬১৩) আবুল আওয়াম সূত্রে কাতাদাহ্ হতে, তিনি আবুল খালীল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্বারানী বলেন: এ হাদীসকে কাতাদাহ্ হতে ইমরান ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদে নাম না-নেয়া মাজহুল ব্যক্তির নাম নেয়া হয়েছে। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস ইবনু নাওফাল আলমাদানী, তিনি নির্ভরযোগ্য। তার দ্বারা বুখারী এবং মুসলিমে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আবুল আওয়াম রয়েছেন তিনি হচ্ছেন ইমরান ইবনু দাওয়ার কাতান। তার হেফযের দিক দিয়ে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন: তিনি সত্যবাদী সন্দেহপোষণকারী।

দারাকুতনী বলেন: তিনি বহু বিরোধিতাকারী এবং সন্দেহকারী ছিলেন।

তবে হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে ইমাম বুখারীর কথার উপর নির্ভর করেছেন। এরূপ বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপক্ষে বৃদ্ধি করে বর্ণনায় হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/৪৩১) তার সূত্রেই নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন:

“আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির নিকট রুক্ন এবং মাকামু ইব্রাহীমের মাঝে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যায় বাই'য়াত করবে। তার নিকট ইরাকী একটি দল আর শামের আবদাল আসবে। অতঃপর তার নিকট শামের সৈন্যদল আসবে। তারা যখন বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর কুরাইশের এক ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যে বের হবে যার মামারা হবে কাব্ব গোত্রের, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা পরাজিত করবেন। তিনি বলেন: বলা হতো: হতাশ ব্যক্তি সেদিন কাব্বের গানীমাত হতে নিরাশ হবে।

হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী বলেছেন: আবু আওয়াম ইমরানকে একাধিক ব্যক্তি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি একজন খারেজী ছিলেন।

আমি (আলবানী) হাদীসটিকে “মাওয়ারিদুয যমাআন” গ্রন্থে (১৮৮১) দেখেছি আবু ই'য়ালা (৪/১৬৫১) সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রিফা'য়াহ্ হতে, তিনি ওয়াহাব ইবনু জারীর হতে, তিনি হিশাম ইবনু আবু আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু আবুল খালীল হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু রিফা'য়াহ্ ছাড়া এর সনদের সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। তিনি হচ্ছেন আবু হিশাম রিফা'ঈ আর তিনি দুর্বল। তিনি সনদের মধ্যে মুজাহিদকে বৃদ্ধি করেছেন, তার এ বৃদ্ধিকরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর আমি তার মুতাবা'য়াতকারী পেয়েছি। এটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১১৬৪) ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আমর হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন:

ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আমর বলেন: আমি এটিকে লাইসের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন: আমাকে এটি মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন।

তুবারানী আরো বলেন:

মা'মার হতে এ হাদীসটিকে একমাত্র ওবাইদুল্লাই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি নির্ভরযোগ্য অন্যান্য বর্ণনাকারীদের ন্যায়।

কিন্তু তারা তার সনদে কাতাদার ক্ষেত্রে চারভাবে মতভেদ করেছেন:

১। কাতাদা আবুল খালীল হতে, তিনি তার সাথী হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। এটি হচ্ছে তার থেকে হিশাম দাসতুওয়াঈর বর্ণনা।

২। তার মতই। কিন্তু তার সাথীর নাম নিয়েছেন (আব্দুল্লাহ্ ইবনু হারেস)।

৩। তার মতই। তবে তিনি মুজাহিদ হিসেবে তার নাম উল্লেখ করেছেন।

৪। তার মতই তবে তিনি কাতাদা আর মুজাহিদের মাঝে আবুল খালীলকে উল্লেখ করেননি।

এ মতভেদ হচ্ছে কঠিন ধরনের। এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়ে একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। প্রথম তিনটি সূত্র এ মর্মে এক যে, কাতাদা আর উম্মু সালামার মাঝে আরো দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। বিপরীত হচ্ছে চতুর্থ সূত্রের ক্ষেত্রে। এ সূত্রে তাদের দু'জনের মাঝে শুধুমাত্র একজন বর্ণনাকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে চতুর্থ সূত্রটি অগ্রাধিকারযোগ্য নয় তিন সূত্র বিরোধী হওয়ার কারণে।

এখন দৃষ্টি দেয়া দরকার তিনটি সূত্রের দিকে। তৃতীয় সূত্রটির অবস্থা খুবই স্পষ্ট যে, এটি গ্রহণযোগ্য নয়, বর্ণনাকারী ইবনু রিফা'য়াহ্ দুর্বল হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় সূত্রটিও তৃতীয়টির নিকটবর্তী এর বর্ণনাকারী ইমরানের ক্রটিপূর্ণ হেফয শক্তির কারণে। অবশিষ্ট থাকছে প্রথম সূত্রটি, এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সূত্র। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবুল খালীলের নাম না-নেয়া সাথী, তিনিই এর সূত্রের সমস্যা ছিলেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রে উম্মু সালামাহ্ (رضي الله عنها) প্রমুখ হতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে বাই'য়াত, আবদাল ও কাব গোত্রের প্রেরিত দলের কথা নেই ...। এটিকে “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” গ্রন্থে (১৯২৪) তাকরীজ করা হয়েছে।

(الآيَاتُ بَعْدَ الْمَاتِنِ). ১৭৭৭

১৯৬৬। (ধারাবাহিকভাবে কিয়ামাতের) আলামাতগুলো দু'শত বছরের পরে (প্রকাশ পাবে)।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪০৫৭), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (৩২২), কুতাই'ঈ “জুযউল আলফ দীনার” গ্রন্থে (১/৩৫) ও হাকিম (৪/৪২৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস ইবনু মুসা হতে, তিনি আউন ইবনু আম্মারাহ্ আযারী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুসান্না হতে, তিনি সুমামাহ্ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে, তিনি আবু কাদাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকাইলী বলেন:

বুখারী বলেন: আউন ইবনু আম্মারাহ্ (তার মা'রুফ হাদীসও আছে আবার মুনকারও আছে) আর এটিকে একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। ইবনু সীরীন হতে তার কথা হিসেবে এটিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বুখারীর সম্পূর্ণ কথা হচ্ছে:

দু'শত অতীত হয়ে গেছে অথচ আয়াতসমূহ হতে কিছুই ছিল না।

এ কারণে ইবনুল কাইউম “আলমানার” গ্রন্থে (পৃ ৪১) দৃঢ়তার সাথে বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন। আর হাকিম বলেছেন: এটি শাইখাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি তার অশোভনীয় সন্দেহগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ আউন দুর্বল হওয়া ছাড়াও তার থেকে বুখারী ও মুসলিম কিছুই বর্ণনা করেননি। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন:

আমি ধারণা করছি এটি বানোয়াট। আর আউনকে তারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

পরক্ষণেই মানাবী বলেন:

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে পূর্বেই বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগিয়েছেন।

তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে বলেন:

এটিকে হাকিম সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তারা তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: খুবই দুর্বল। বরং বলা হয়েছে এটি বানোয়াট।

١٩٦٧. (إِنَّهُ كَانَ يَغِيضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ).

১৯৬৭। সে উসমানকে ঘৃণা করত ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঘৃণা করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে তিরমিযী (২/২৯৭) ও সাহ্মী “তারীখু জুরজান” গ্রন্থে (৬০) মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি ইবনু আজলান হতে, তিনি আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নাবী (ﷺ)-কে এক বক্তির জানাযার সলাত আদায় করার জন্য ডাকা হয়েছিল কিন্তু তিনি তার সলাত আদায় করলেন না। তখন তারা বললেন: হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সলাত আদায় না করতে তো আপনাকে দেখিনি? তখন তিনি বললেন: ...।

তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা এটিকে চিনি। মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হচ্ছেন মাইমুন ইবনু মিহরানের সাথী তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি হচ্ছেন ইয়াশকুরী তহুহান। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর আবুয যুবায়ের হচ্ছেন মুদাল্লিস তিনি আন'আন করে বর্ণনা করেছেন।

١٩٦٨. (يَخْرُجُ الدَّجَالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرٍ، مَا بَيْنَ أذُنَيْهِ سَبْعُونَ غَمَامًا، مَعَهُ

سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودٍ عَلَيْهِمُ الطَّيْلَسَةُ بِالْحَضَرِ، حَتَّى يَنْزِلُوا كَوْمَ ابْنِ الْحَمْرَاءِ).

১৯৬৮। দাজ্জাল সাদা (সবুজ মিশ্রিত) রং-এর গাধায় চড়ে বের হবে।

তার দু'কানের মাঝের দূরত্ব হবে সত্তর বছরের (পঞ্চের) সমান। তার সাথে সত্তর হাজার ইয়াহুদী থাকবে, যাদের পোষাক হবে সবুজ মিশ্রিত সাদা রং-এর, তারা কুমা ইবনুল (অথবা আবিল) হামরায় অবতরণ করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে হাসান ইবনু রাশীক আসকারী “আলমুনতাকা মিনাল আমালী” গ্রন্থে (২/৪২) আলী ইবনু সা'ঈদ ইবনু বাশীর হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহুইয়া হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু বিলাল হতে, তিনি মুহাম্মাদ আবু উকবাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল আযীয ইবনু ইয়াহুইয়া আলমাদানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন: তিনি মাতরুক, তাকে ইব্রাহীম ইবনুল মুনযির মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিকে “আলমিশকাত” গ্রন্থে (৫৪৯৩) **عنه سبعون ألف** এ অংশ ছাড়া উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: এটিকে বাইহাক্কী “আলবাসু অননুশূর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ বর্ধিত অংশটুকু “সহীহ মুসলিম” গ্রন্থে (৮/২০৭) আনাস **رضي الله عنه** হতে মারফু' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে:

“আসবাহানের সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে যাদের সাদা কাপড় থাকবে।”

ইবনু আব্বাস **رضي الله عنه**-এর হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, নাবী **ﷺ** স্বচোক্ষে দাজ্জালকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছেন, ঘুমের মধ্যে দেখা নয়। নাবী **ﷺ**-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: আমি তাকে বড় দেহবিশিষ্ট ধবধবে সাদা শরীর ফুলা অবস্থায় দেখেছি ...।

এটিকে ইমাম আহমাদ ((১/৩৭৪) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির প্রথম বাক্য অন্য হাদীসে এর চেয়ে ভালো সনদে এসেছে “আক্কার” শব্দ ছাড়া। কিন্তু সেটিও দুর্বল।

১৭৭৭. (يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي خِيفَةٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسْبَحُهَا فِي الْأَرْضِ، الْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهْرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَأَنُرَ أَيَّامِهِ مِثْلَ أَيَّامِكُمْ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرَضُ مَا بَيْنَ أَرْضَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، يَأْتِي النَّاسَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر، يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٌ أَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ، يَمُرُّ بِكُلِّ مَاءٍ وَمَنْهَلٍ، إِلَّا الْمَدْيَنَةَ وَمَكَّةَ، حَرَّمَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِهِمَا).

১৯৬৯। দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে দ্বীনের অবস্থা যখন দুর্বল হবে এবং জ্ঞান হতে (লোকেরা) দূরে সরে যাবে। তার জন্য চলিশ দিন নির্ধারিত থাকবে এ দিনগুলোতে সে ভ্রমণ করবে। সেগুলোর একটি দিন হবে এক বছরের মত, একটি দিন হবে এক মাসের মত, একটি দিন হবে জুম'আর মত। এরপর তার অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের দিনগুলোর মত। তার একটি গাধা থাকবে সে তাতে আরোহণ করবে, তার দু'কানের

মাঝের প্রশস্ততা হবে চল্লিশ হাত। সে লোকদের নিকট এসে বলবে: আমি তোমাদের রব্ব। অথচ তোমাদের রব্ব অন্ধ নয়। তার দু'চোখের মাঝে লিখা থাকবে কাক্ব, ফা, রা (অর্থাৎ কাক্ফের)। প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তি পড়তে পারবে সে লিখতে সক্ষম হোক অথবা লিখতে সক্ষম না হোক। সে প্রতিটি পানি এবং পানির স্থানকে অতিক্রম করবে, মাদীনা এবং মক্কা ছাড়া। তার উপর মাদীনা-মক্কায় অনুপ্রবেশকে আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। আর ফেরেশতারা উভয়ের (দু'শহরের) প্রবেশ পথগুলোতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩৬৭), ইবনু খুযাইমাহ্ “আত্‌তাওহীদ” গ্রন্থে (৩১-৩২) ও হাকিম (৪/৫৩০) ইব্রাহীম ইবনু ত্বহমান সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ...।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্। আর হাফিয় যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন'আন করে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা।

“আলমাজমা” গ্রন্থে (৭/৩৪৪) হাইসামী চূপ থেকেছেন এবং দাবী করেছেন যে, ইমাম আহমাদ দু'টি সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি তার থেকে বর্ণনা করেছেন:

مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه كل مؤمن

“তার দু'চোখের মাঝে লিখা রয়েছে কাক্ফের, প্রত্যেক মু'মিন তা পাঠ করবে।”

এটিকে তিনি হুসাইন ইবনু অকেদ সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে জাবের (رضي الله عنه) বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: ...।

তার সনদটি ভালো এবং হাদীসটির এ পরিমাণ অংশ সহীহ্। বরং এটুকু মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদল সহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যাদের মধ্যে আনাস (رضي الله عنه) এবং নাবী (ﷺ)-এর অন্য সহাবী রয়েছেন। তাদের দু'জন হতে ইমাম মুসলিম (৮/১৯৩) বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুল্লাহ্

ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীস ইবনু হিব্বানের নিকট বর্ণিত হয়েছে।
দেখুন “ফাতহুল বারী” (১৩/১০০) ও “আলমাজমা” (৭/৩২৭-৩৫০)।

আর তার হাদীসের ভাষা: يَأْتِي النَّاسَ... কতিপয় সহীহ্ মাশহূর হাদীসের মধ্যে সাব্যস্ত রয়েছে।

১৭৭০. (مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شَقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَبَقِيَ مَعْلَقًا بَخِيطٍ فِي آخِرِهِ، فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخِطُّ أَنْ يَنْقَطِعَ).

১৯৭০। এ দুনিয়ার উদাহরণ হচ্ছে সেই কাপড়ের মত যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফেড়ে ফেলা হয়েছে। অতঃপর কাপড়টির শেষপ্রান্তে সূতা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় অবশিষ্ট রয়েছে। অচিরেই সে সূতাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “কাসরুল আমাল” গ্রন্থে (২/১৩/১) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আবু সাঈদ খালাফ ইবনু হাবীব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হচ্ছেন আলআত্তার, তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

আর আবু সাঈদ খালাফ ইবনু হাবীবকে আমি চিনি না। আর আবান তার মুতাবা'য়াত করেছেন আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়াহ্” গ্রন্থে (৮/১৩১) বর্ণনা করে বলেছেন:

আবান ইবনু আবু আইয়্যাসের হাদীস সহীহ্ নয়। কারণ তিনি ইবাদাত নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস তার কারবারের মধ্যে পড়ে না।

১৭৭১. (شَرِبَ اللَّبَنَ مَخْضُ الْإِيمَانِ، مَنْ شَرِبَهُ فِي مَتَامِهِ فَهُوَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْفِطْرَةِ، وَمَنْ تَنَاوَلَ اللَّبَنَ بِيَدِهِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ).

১৯৭১। দুধ পান করার দ্বারা শুধুমাত্র ঈমানকে বুঝানো হয়। যে ব্যক্তি তার ঘুমের মধ্যে দুধ পান করবে সে ইসলাম এবং ফিতরাতে উপর রয়েছে। আর যে তার হাত দিয়ে দুধ গ্রহণ করবে সে ইসলামী শারী'য়াতে উপর আমলকারী হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার সনদটি হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর মধ্যে ইব্রাহীম ত্বাইয়্যান রয়েছে, তিনি হুসাইন ইবনু কাসেম হতে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর হুসাইন- ইসমাঈল ইবনু আবু যিয়াদ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মতই। আর ইসমাঈল হচ্ছে বড়ই মিথ্যুক হাদীস জালকারী।

“তানযীহুশ শারী‘য়াহ্” গ্রন্থে (২/৩৫৭) তার আসল সুযুতীর “যাইলুল লাআলীল মাসনূ‘য়াহ্ ফিল আহাদীসিল মওযূ‘য়াহ্” গ্রন্থের (৮৫৪) অনুসরণ করে এরূপই এসেছে।

অতঃপর তিনি ভুলে গিয়ে দাইলামীর সূত্র হতে “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী হতে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে এই যে, তিনি “আলফায়েয” গ্রন্থে উক্ত তিন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষীদের দিকে ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও “আততাইসীর” গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন!! তার থেকে এরূপ বহবার ঘটেছে।

১৭৭২. (شِعَارُ أُمَّتِي إِذَا حُمِلُوا عَلَى الصِّرَاطِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

১৯৭২। আমার উম্মাতকে যখন পুলসিরাতে উপর দিয়ে বহন করা হবে তখন তাদের নিশান হবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী “আযযূ‘য়াফা” গ্রন্থে (৪১৬) ও ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১৫৯) আব্দুস ইবনু মুহাম্মাদ মিসরী হতে, তিনি মানসূর ইবনু আম্মার হতে, তিনি ইবনু লাহী‘য়াহ্ হতে, তিনি আবু কাবীল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্বারানী বলেন:

মানসূর ইবনু আম্মার আলকাস হাদীসের ক্ষেত্রে সঠিককারী ছিলেন না। তার মধ্যে জাহ্মিয়া সম্প্রদায়ের আসর ছিল।

আমি (আলবানী) বলছি: ইবনু লাহী‘য়াও দুর্বল।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘” গ্রন্থে শাইরাযীর বর্ণনা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমর (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আর মানাবী ত্বারানীর “আলমু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে সাদা স্থান ছেড়ে দিয়ে এটির সনদ সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি! মানাবী আরো বলেন: তিনি “আলআওসাত” গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে এমন

বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে তার দুর্বলতা সন্দেহ ও। আর আব্দুস ইবনু মুহাম্মাদকে চেনা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি: কিছুটা পরিবর্তন করে এটি হচ্ছে (মূলত) হাইসামীর “আলমাজমা” গ্রন্থের (১০/৩৫৯) ব্যাখ্যা।

১৭৭৩. (شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ).

১৯৭৩। কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর মুসলিমদের নিশান হবে: হে প্রতিপালক! শান্তি দাও, হে প্রতিপালক! শান্তি দাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/৭০), হাকিম (২/৩৭৫), আব্দু ইবনু হুমায়েদ “আলমুত্তাখাব মিনাল মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৫০) ও হারবী “আলগারীব” গ্রন্থে (৫/৩০/১) আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক হতে, তিনি নু‘মান ইবনু সা‘দ হতে, তিনি মুগীরাহ্ হতে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব এটিকে আমরা একমাত্র আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাকের হাদীস হতেই চিনি।

এ সূত্রেই ইবনু আদী (১/২৩৪), ওকাইলী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে (২২৯) হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ইবনু মা‘ঈন এবং আহমাদের উদ্ধৃতিতে এ আব্দুর রহমানের দুর্বল হওয়ার বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন আবু শাইবাহ্ অসেতী। অতঃপর তিনি বলেছেন: হাদীসটির অন্য একটি দুর্বল সূত্র রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: সম্ভবত তিনি এর দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসটির সনদকে বুঝিয়েছেন। আর হাকিম বলেছেন:

সনদটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আর হাকিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাদের দু’জন হতে এটা ধারণামূলক কথা। কারণ (মুসলিমের) সনদের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক কুরাশী। আর কুরাশী নির্ভরযোগ্য ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সনদে বর্ণিত আব্দুর রহমান দ্বারা কুরাশীকে বুঝানো সন্দেহমূলকভাবে ঘটেছে কোন কপিকারকের পক্ষ থেকে, অথবা কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে। কারণ যিনি নু‘মান ইবনু সা‘দ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন প্রথমজন অর্থাৎ আবু শাইবাহ্ অসেতী আর তিনি হচ্ছেন আনসারী (ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী কুরাশী নন)।

এ ছাড়াও নু'মান ইবনু সা'দ হুছেন মাজহুল (অপরিচিত), তার থেকে ইমাম মুসলিম আসলেই বর্ণনা করেননি। তিরমিযী ছাড়া ছয়টি হাদীস গ্রন্থের কেউ এর থেকে বর্ণনা করেননি। আর হাফিয যাহাবী নিজেই বলেছেন:

তার থেকে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি দুর্বলদের একজন।

আমি (আলবানী) বলছি: সঠিক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে হাফিয যাহাবীর স্ববিরোধী কথা চিন্তা করে দেখুন, যাতে করে অন্ধ অনুসরণ করা হতে রক্ষা পান।

মোটকথা: হাদীসটি পূর্বেরটির ন্যায় দুর্বল যদিও উভয়টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

হাঁ, সহীহ মুসলিমের মধ্যে হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে শাফা'য়াতের হাদীসের মধ্যে সাব্যস্ত হয়েছে:

“আর তোমাদের নাবী (ﷺ) পুরসিরাতে উপর দাঁড়িয়ে বলবেন: হে রব্ব! শান্তি নাযিল কর শান্তি, নাযিল কর ...।”

١٩٧٤. (رُدُّوا مَذْمَةَ السَّائِلِ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الذَّبَابِ).

১৯৭৪। তোমরা ভিক্ষুকের অমর্যাদাকর অবস্থাকে একটি মাছির মাখার সমপরিমাণ বস্তু দ্বারা হলেও প্রতিহত কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ ৩৭) উসমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি ইসহাক ইবনু নাজীহ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে ইসহাক ইবনু নাজীহের জীবনীতে উল্লেখ করে ইবনু মা'ঈনের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: বাগদাদে এক সম্প্রদায় ছিল যারা হাদীস জাল করতো, তারা মিথ্যুক। তাদের মধ্যে ইসহাক ইবনু নাজীহ বাহেলীও ছিলেন।

ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক।

ইমাম বুখারী হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

“আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে: ইবনুল জাওযী বলেন: মুহাদ্দিসগণ এ মর্মে ইজমা' করেছেন যে, তিনি হাদীস জালকারী ছিলেন।

হাফিয যাহাবী ধারণা করেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী এ ইসহাক হাদীস জালকারী মালাতী নন। তিনি ওকাইলীর সূত্রে তাকে উল্লেখ করার পর বলেছেন: ইনি মালাতী নন, বরং অন্য কেউ। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে উসমান অকাসী।

আমি (আলবানী) বলছি: হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাহযীব” গ্রন্থে তার শাইখদের মধ্যে আতা আলখুরাসানীকে উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসটি আতা হতে তার বর্ণনাকৃত হাদীস যেমনটি দেখছেন। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তিনি খুরাসানী। অতএব ইসহাক ইবনু নাজীহ্ হচ্ছেন জালকারী মালাতী এবং এটিই সঠিকের নিকটবর্তী। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন।

যাই হোক যদি সনদটি মালাতী হতে নিরাপদও হয়, তবুও এটি উসমান ইবনু আব্দুর রহমান অকাসী হতে নিরাপদ নয় যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন। আর তিনিও একজন বড় মিথ্যুক।

আজব ব্যাপার এই যে, সুযুতী কিভাবে এটিকে “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে ওকাইলীর এ বর্ণনা হতে উল্লেখ করলেন অথচ বর্ণনাকারী সম্পর্কে তার কথা উল্লেখ করলেন না! আরো আজব ব্যাপার এই যে, হাফিয ইরাকীও “আলমুগনী” গ্রন্থে (১/২২৬) তার অভ্যাসের বিপরীত করে তার ব্যাপারে চূপ থেকেছেন। আর মানাবী বলেছেন:

ইবনুল জাওয়ী বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়। ইসহাক ইবনু নাজীহ্ এটির ব্যাপারে দোষী। ইমাম আহমাদ বলেন:। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বড় মুসীবাত হচ্ছে এই যে, হাদীসটির ভাষাকে “শারহুল মানাবী”তে সহীহ্ হিসেবে আলামাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, “আলজামে’” গ্রন্থে ব্যবহৃত আলামাতের উপর নির্ভর করা যায় না।

১৭৭০. (وَعَدَنِي رَبِّي فِي أَهْلِ بَيْتِي، مَنْ أَقْرَبَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ).

১৯৭৫। আমার প্রতিপালক আমার পরিবারের ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের মধ্য থেকে যে তাওহীদের স্বীকৃতি দিবে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে আলমুখাল্লিস “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (১/৪), ইবনু আদী (১/২৪৬) ও হাকিম (৩/১৫০) খালীল ইবনু উমার আবাদী হতে, তিনি

উমার আবাহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবু আরুবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন: “আমার বাড়ির পরিবারের মধ্যে” তার এ ভাষায় এ সনদে মুনকারের ঘটনা ঘটেছে।

হাকিম বলেন: সনদটি সহীহ্।

আর হাকিম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বরং মুনকার, সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এর সমস্যা হচ্ছে আবাহ্ তিনি হচ্ছেন উমার ইবনু হাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ। হাকিম যাহাবী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন: ইবনু হিব্বান তার ক্রটি বর্ণনা করেছেন। আর আবু হাতিম বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

আর তিনি “আলমীযান” গ্রন্থে বলেন: ইমাম বুখারী বলেন: তিনি মুনকারুল হাদীস।

১৭৭৬। (وَعَدَنِي رَبِّي تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، فَاسْتَزِدُّهُ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا، وَمَا أَرَى بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْءٌ).

১৯৭৬। আমাকে আমার প্রতিপালক ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার জনকে জান্নাত দিবেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট বৃদ্ধি করার প্রার্থনা করলে তিনি প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার করে আমার জন্য বৃদ্ধি করেন। আমি দেখছি না যে, আমার উম্মাতের মধ্য থেকে কিছু অবশিষ্ট রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু বাকর শাফে'ঈ “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৯৭) আহমাদ ইবনু ইউসুফ বাসরী হতে, তিনি ইউনুস ইবনু আব্দুল আ'লা হতে, তিনি ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি হিশাম ইবনু সা'দ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে। আহমাদ ইবনু ইউসুফ বাসরী ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আর তাকে আমি চিনি না।

এ হাদীসটি বর্ধিত (وما أرى بقي من أمتي شيء) এ অংশসহ আমার (আমি আলবানীর) নিকট খুবই মুনকার। আর এ কারণেই আমি হাদীসটিকে এখানে উল্লেখ করেছি। এ অংশ ছাড়া হাদীসটি সহীহ্। এটিকে “যিলালুল জান্নাহ্” (৫৮৮, ৫৮৯) প্রমুখ গ্রন্থে তাখরীজ করা হয়েছে।

১৭৭৭. (إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: أَخْرِجُوهُمَا، فَأَخْرَجَا، فَقَالَ لَهُمَا: لَأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالَا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَنُفْلِقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ: لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ).

১৯৭৭। জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্য হতে দু'ব্যক্তির চিৎকার প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলে প্রতিপালক বললেন: তাদের দু'জনকে বের করে দাও। ফলে তাদের দু'জনকে বের করে দেয়া হলো। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন: কোন বস্তু তাদের দু'জনের কঠিন চিৎকারের কারণ? তারা দু'জন বলল: আমরা তা করেছি যাতে তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর। আল্লাহ্ বললেন: আমার দয়া তোমাদের দু'জনের জন্য এই যে, তোমরা দু'জন চলে যাও সেই অবস্থার সাথে মিলিত হও জাহান্নামের আগুনের যেখানে তোমরা দু'জন ছিলে। অতঃপর তারা দু'জন চলা শুরু করল এমতাবস্থায় দু'জনের একজন নিজেকে নিক্ষেপ করল। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য আগুনকে ঠাণ্ডা এবং শান্তিময় করে দিলেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে নিক্ষেপ করেছে না। তখন প্রভু বললেন: তোমাকে কোন বস্তু নিজেকে নিক্ষেপ করতে বাধা দিচ্ছে যেভাবে তোমার সাথী নিক্ষেপ করেছে? সে বলল: হে প্রভু! আমি আশা করছি যে, তুমি সেখান থেকে আমাকে বের করার পর পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দিবে না। তখন প্রভু বললেন: তোমার জন্য তুমি যা চেয়েছ তাই। অতঃপর তারা দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (২/৯৯) ও ইবনু আবিদ দুনিয়া “হসনুয যন্ন” গ্রন্থে (২/১৯২/১) রুশদীন হতে, তিনি ইবনু আন'রাম হতে, তিনি আবু উসমান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন: এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ এটি রুশদীন ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি আহলেহাদীসগণের নিকট দুর্বল। আর তিনি ইবনু আন'য়াম আফরীকী হতে বর্ণনা করেছেন, ইনিও তাদের নিকট দুর্বল।

١٩٧٨. (يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ).

১৯৭৮। তিন শ্রেণীর লোক কিয়ামাতের দিন শাফা'য়াত করবে: নাবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪৩১৩), ওকাইলী “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ ৩৩১), ইবনু আদিল বার “জামে'উ বায়ানিল ইলম” গ্রন্থে (১/৩০), নাসর মাকদেসী “জুযউম মিন হাদীস” গ্রন্থে (২৫৫/১) ও ইবনু আসাকির (৯/৩৯১/১) আশ্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান কুরাশী হতে, তিনি আল্লাক ইবনু আবু মুসলিম হতে, তিনি আবান ইবনু উসমান হতে, তিনি উসমান ইবনু আফ্ফান (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ওকাইলী এ আশ্বাসার জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন:

তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আর ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন:

তাকে মুহাদ্দিসগণ ত্যাগ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আবু হাতিম বলেন: তিনি হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ থেকেই বুঝা যায় যে, হাফিয ইরাকী “তাখরীজু ইয়াহুইয়া” গ্রন্থে (১/৬) শুধুমাত্র দুর্বল বলে শিখিলতা প্রদর্শন করেছেন। আর সুযুতী তার থেকেও মন্দ করেছেন, অতঃপর মানাবী। তিনি তার “ফায়েয” গ্রন্থে বলেন:

মুসান্নিফ হাদীসটি হাসান হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। অথচ ইবনু আদী ও ওকাইলী আশ্বাসার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর বুখারী হতে নকল করেছেন যে, তিনি বলেন: মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন। তা সত্ত্বেও মানাবী তার “আততাইসীর” গ্রন্থে বলেছেন: এর সনদটি হাসান। আর গুমারী অভ্যাসগতভাবে তার তাক্বলীদ করেছেন।

١٩٧٩. (حَبَّةٌ لِّلْمَيِّتِ ثَلَاثَةٌ: حَبَّةٌ لِّلْمَخْجُوجِ عَنْهُ، وَحَبَّةٌ لِّلْحَاجِّ وَحَبَّةٌ

لِّلْوَصِيِّ).

১৯৭৯। মৃত্যু ব্যক্তির জন্য একটি হাঙ্ক্ব তিনজনের পক্ষ থেকে আদায় হয়: যার জন্য হাঙ্ক্ব করা হচ্ছে তার জন্য, যে বদলী হাঙ্ক্ব করল তার জন্য আর যে হাঙ্ক্ব করার জন্য অসিয়াত করেছেন তার জন্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু ফারেস হতে, তিনি হাসান ইবনুল আলা বাসরী হতে, তিনি মাসলামাহ ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি হিশাম ইবনু সাঈদ হতে, তিনি সাঈদ হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে, তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

“আললাআলীল মাসনূ'য়াহ” গ্রন্থে (২/৭৩) এরূপই এসেছে। তিনি এটিকে পূর্বোক্ত (১৯৬৪) নং হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং চূপ থেকেছেন।

সে সনদটি দুর্বল। তার মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার জীবনী পাচ্ছি না। আর তারা হচ্ছেন হিশাম ইবনু সাঈদের নিম্নের প্রত্যেক বর্ণনাকারী, দারাকুতনীর শাইখ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ছাড়া। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন আবু ইসহাক মুযাক্কী নাইসাপুরী। তার জীবনী দেখুন “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৬/১৬৮-১৬৯)।

আর ইবনু ফারেস হচ্ছেন দাল্লাল। তার জীবনী “আলআনসাব” গ্রন্থে রয়েছে। আখরাম হতে বর্ণিত হয়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেন: শুধুমাত্র তার যবানের ব্যাপারে আমরা প্রতিবাদ করেছি। কারণ তিনি অশোভনীয় ভাষার অধিকারী ছিলেন।

আর তার উপরের দু'জন আমার (আমি আলবানীর) নিকট যেসব জীবনী গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তাদের জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে সেটি সম্পর্কে সুযুতী অবগত হননি। সেটিকে বাইহাক্কী তার “সুনান” গ্রন্থে (৫/১৮০) কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ সূত্রে যাজের ইবনুস সলত ত্বহী হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু সুফইয়ান হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে হাঙ্ক্ব করার অসিয়াত করেছিল:

“তার জন্য চারটি হাজ্জ লিখা হবে: একটি হাজ্জ যে তা লিখেছে, একটি হাজ্জ যে তা বাস্তবায়ন করেছে, একটি হাজ্জ যে তা গ্রহণ করেছে এবং একটি হাজ্জ যে তা করার নির্দেশ প্রদান করেছে।”

তিনি (বাইহাকী) বলেন: এ যিয়াদ ইবনু সুফইয়ান মাজহুল। আর সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি: তার থেকে বর্ণনাকারী যাজের ইবনুস সলতের জীবনী পাচ্ছি না।

১৭৮০. (ثَلَاثَةٌ لَا يَسْأَلُونَ عَنْ نَعِيمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ: الْمُفْطَرُ، وَالْمُتَسَحَّرُ، وَصَاحِبُ الصَّيْفِ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَلَامُونَ عَلَى سُوءِ الْخُلُقِ: الْمَرِيضُ وَالصَّائِمُ، حَتَّى يُفْطَرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ).

১৯৮০। তিন ব্যক্তিকে খাদ্য ও পানিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে না: ইফতারকারী, সাহুরী গ্রহণকারী ও মেহমানের মেহমানদারকারী।

আর তিন ব্যক্তিকে মন্দ চরিত্রের কারণে নিন্দা করা হবে না: রোগী, সওমপালনকারী ইফতার করা পর্যন্ত ও ন্যায়পরায়ণ ইমাম।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৩৫২) মুজাশি ইবনু আমর সূত্রে আওয়াঈ হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মুজাশি। ইবনু হিব্বান “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে (৩/১৮) বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারীদের একজন ছিলেন। তিনি একদল নির্ভরযোগ্য হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। একমাত্র তার ক্রটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তাকে গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করাই বৈধ নয়।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উক্ত সূত্র হতেই উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে এরূপ চুপ থাকেনই। অথচ তিনি ভূমিকার মধ্যে অঙ্গীকার করেছেন যে, মিথ্যুক অথবা জালকারীর একক বর্ণনা হতে গ্রন্থটিকে হেফাযাত করবেন।

অনুরূপভাবে এ গ্রন্থের টীকা লেখক কমিটিও চূপ থেকেছেন (২/১১/১৩৫৭)। এটির প্রথম অংশটি আরেক জালকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার ভাষায় তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন: আল্লাহর পথে পাহারাদার হিসেবে নিজেকে যুক্তকারী।

সেটির তাখরীজ দ্বিতীয় খণ্ডের (৬৩১) নম্বরে করা হয়েছে।

১৭৮১. (مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلَّا بَيْنِي قَرْيَةً).

১৯৮১। যে শ্রবণকারী, আনুগত্যকারী সে আসরের সলাত বানু কুরাইযাতে না পৌঁছে আদায় করবে না।

হাদীসটি এভাবে মুনকার।

এটিকে ইবনু হিশাম “আসসীরাহ্” গ্রন্থে (৩/২৫২) ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তিনি এর সনদ ছাড়াই এভাবে উল্লেখ করেছেন। এটির নিরাপদ অংশ হচ্ছে শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশ, যা আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: নাবী (ﷺ) যখন আহযাব হতে ফিরে আসেন তখন তিনি আমাদেরকে বলেন:

“কেউ যেন বানু-কুরাইযায় না পৌঁছে সলাত আদায় না করে।”

এটিকে ইমাম বুখারী, মুসলিম বর্ণনা করেছেন তবে ভাষাটি হচ্ছে ইমাম বুখারীর (৪১১৯)। এ হাদীসের শেষে এসেছে: তাদের কেউ কেউ রাস্তাতেই আসরের সলাতের সময় পেয়ে যায়, তখন তাদের কেউ বলল: তাদের নিকট না পৌঁছে সলাত আদায় করব না। আর তাদের কেউ বলল: বরং এখানেই সলাত আদায় করব ...। এ ঘটনা নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি তাদের কাউকেই কিছু বলেননি।

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা মতভেদকে রসূল (ﷺ) সমর্থন করেছেন মর্মে দলীল দিয়ে থাকে। কিন্তু এটি একেবারে বাতিল ও দুর্বল কথা। কারণ তারা এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছিল। এ কারণে রসূল (ﷺ) তাদের কাউকেই দোষারোপ করেননি। আর ইজতিহাদ করে ভুল করলেও একটি সাওয়াবের অধিকারী। অতএব রসূল (ﷺ) কিভাবে সেই ব্যক্তিকে দোষারোপ করবেন যে ইজতিহাদ করে সাওয়াবের অধিকারী হয়েছে। মতভেদকে সমর্থন করা বাতিল এ কারণে যে, তা কুরআনের সূরা নিসার (৫৯) আয়াত ও সূরা আহযাবের (৩৬) নম্বর আয়াতসহ বহু আয়াত বিরোধী।

আবার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারাও মতভেদ রহমত হিসেবে দলীল দেয়া হয়ে থাকে। বিস্তারিত দেখুন প্রথম খণ্ডের (৫৭) নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা।

১৭৮২. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا لَا شِرَاءَ فِيهِ وَلَا بَيْعَ، إِلَّا الصُّورَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا، وَفِيهَا مُجْتَمِعُ الْحُورِ الْعِينِ، يَرْفَعْنَ أَصْوَاتًا لَمْ تَسْمَعْ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِنَّ، يَقُلْنَ: نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُؤُسُ أَبَدًا، وَنَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ، وَنَحْنُ الرَّاغِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا، وَكُنَّا لَهُ).

১৯৮২। জান্নাতের মধ্যে একটি বাজার রয়েছে সেখানে পুরুষ ও নারীদের ছবি ছাড়া কিছুই ক্রয়-বিক্রয় হয় না। যখন কোন পুরুষ কোন ছবির ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষিত হয় তখন সে তার মধ্যে প্রবেশ করে। সে ছবির মধ্যে হরদেরকে একত্রিত করে রাখা হয়েছে, যারা এমন উঁচু আওয়ায করবে যে, সে আওয়াযের ন্যায় সৃষ্টিকূল কোন আওয়ায শ্রবণ করেনি। তারা বলবে: আমরা নেয়ামাত দ্বারা পরিপূর্ণ আমরা কখনও কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নই। আমরা চিরস্থায়িত্বের অধিকারিণী, আমরা মৃত্যু বরণ করব না। আমরা (আল্লাহ্ এবং আমাদের সঙ্গীদের প্রতি) সন্তুষ্ট, কখনও রাগান্বিত হব না। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে আমাদের জন্য আর আমরা যার জন্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/৯০-৯৩), মারওয়াযী “যাওয়াইদুয যুহুদ” গ্রন্থে (১৪৮৭), তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৬৬), সাকাফী “আস্সাকাফিয়াত” গ্রন্থে (৪/২৯/১) ও যিয়া মাকদেসী “সিফাতুল জান্নাহ” গ্রন্থে (৩/৮১/২) আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক কুরাশী হতে, তিনি নু'মান ইবনু সা'দ হতে, তিনি আলী (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন: হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি: অর্থাৎ এটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক, কারণ তিনি হচ্ছেন দুর্বল। ইমাম নাবাবী, যাইলা'ঈ বর্ণনা করেছেন যে, আলেমগণ তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীসটির প্রথম অংশের **مجتمع الحور العين**... এ অংশ ছাড়া জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ **ؓ**-এর হাদীস হতে শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল যেমনটি হাইসামী “উক্কুল অলেদাইন” গ্রন্থে (৮/১৪৯) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর মুনযেরী উভয় হাদীস দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন (৩/২২২, ৪/২৬৬, ২৬৮)। এর ভাষা এবং এ সম্পর্কে আলোচনা (৫৩২৯) নম্বর হাদীসের মধ্যে আসবে।

১৭৮৩. (سَيَزِي النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ غُلْدِي، التَّغْرِيبَةُ بِي).

১৯৮৩। আমার পরে অচিরেই লোকেরা তাদের পরস্পরের কাছে আমাকে নিয়ে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা’দ (২/২৭৫), আবু ইয়ালা (৪/১৮২৪) ও ত্বারানী (৬/১৬৬/৫৭৫৭) মূসা ইবনু ইয়াকুব যাম’ঈ হতে, তিনি আবু হাযেম ইবনু দীনার হতে, তিনি সাহল ইবনু সা’দ **ؓ** হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: লোকেরা বলত: এটা কি? অতঃপর রসূল **ﷺ**-এর আত্মা যখন কবয করা হলো তখন লোকেরা পরস্পরে মিলিত হয়ে পরস্পরকে রসূল **ﷺ**-এর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে।

আমি (আলবানী) বলছি: মূসা ইবনু ই’য়াকুব যাম’ঈ ছাড়া এ সনদের বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী, তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাকে হাফিয যাহাবী “আযযু’যাফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন: নাসাঈ প্রমুখ বলেন: তিনি শক্তিশালী নন।

হাদীসটি সম্পর্কে হাইসামী (৯/৩৮) বলেন: হাদীসটিকে আবু ই’য়ালা ও ত্বারানী বর্ণনা করেছেন আর তাদের দু’জনের বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী একমাত্র মূসা ইবনু ই’য়াকুব যাম’ঈ ছাড়া। তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে বলেন: তিনি সত্যবাদী মন্দ হেফযের অধিকারী।

১৭৮৫. (إِنَّمَا تَذْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ).

১৯৮৪। শরীরগুলো সেখানেই দাফন করা হবে যেখানে রূহগুলো কবয করা হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ (২/২৯৩) ইব্রাহীম ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি উসমান ইবনু আফ্ফান (رضي الله عنه)-এর দাস ইয়াহুইয়া ইবনু বাহ্মা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ ইয়াহুইয়া ইবনু বাহ্মা মাজহুল। আর ইব্রাহীম ইবনু ইয়াযীদ হচ্ছেন খাওয়া, তিনি মাতরুক।

সম্ভবত এ দুর্বল হাদীস হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের ব্যাপারে বর্ণিত রসূল (ﷺ)-এর বাণী:

“তোমরা নিহতদেরকে (শহীদদেরকে) তাদের নিহত হওয়ার স্থলেই দাফন কর।”

এ হাদীসটি সহীহ, এর তাখরীজ করা হয়েছে “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে (পৃ ১৪)।

১৭৮০. (إِنْ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنَزَلَةٌ لِّمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَرَوْجَاتِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُورِهِ، مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدَوَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ).

১৯৮৫। সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতীদের মধ্যে হবে সেই ব্যক্তি যে তার বাগিচাগুলো, তার জ্বীদেয়, তার নে'য়ামাতরাজী, তার খাদেম ও তার খাটিগুলোর দিকে দেখতে থাকবে এক হাজার বছর পথের দূরত্ব পর্যন্ত। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে সেই ব্যক্তি যে তাঁর (আল্লাহর) চেহারার দিকে সকাল ও সন্ধ্যা দৃষ্টি দিতে থাকবে। অতঃপর রসূল (ﷺ) পাঠ করলেন: “কতক মুখ সেদিন উজ্জ্বল হবে।”

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৩/৩৩৪), হাকিম (২/৫০৯-৫০১), আহমাদ (২/১৩, ৬৪), আবু ই'য়ালা (৩/১৩৭১, ৪/১৩৭৬), আবু আব্দুল্লাহ কাত্তান “হাদীসুহু আনিল হাসান ইবনু আরাফাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ১৪৪/১-২), ইবনুল আ'রাবী “আররুয়াহ্” গ্রন্থে (২৫৪/১), আবু বাকর ইবনু সালমান ফাকীহ “আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (২/১৬, ১/১৮) ও খাতীব “আলমুওয়াযযিহ্” গ্রন্থে (২/৯) বিভিন্ন সূত্রে সুওয়াইর ইবনু আবু ফাখেতাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

হাকিম বলেন: বিদ'আতীদের প্রতিবাদে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীস। আর সুওয়াইর হতে বুখারী ও মুসলিম যদিও বর্ণনা করেননি, তবুও শী'য়া হওয়া ছাড়া তার কোন সমালোচনা করা হয়নি।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: বরং তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

তিরমিযী বলেন: আব্দুল মালেক ইবনু আবজার হাদীসটিকে সুওয়াইর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ওবাইদুল্লাহ আশজাঈ হাদীসটিকে সুফইয়ান হতে, তিনি সুওয়াইর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে তার কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফু' বানাননি।

আমি (আলবানী) বলছি: হাদীসটি ইমাম আহমাদের নিকট ইবনু আবজার সূত্রে সুওয়াইর হতে মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর সুওয়াইর দুর্বল যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে। অতএব হাদীসটি মারফু' এবং মওকুফ কোনভাবেই সহীহ নয়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া মওকুফ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর বাইহাক্বী “আলবাস” গ্রন্থে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষায় কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন যেমনটি “আত্‌তারগীব” গ্রন্থে (৪/২৪৯) এসেছে:

“তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর চেহারার দিকে প্রতিদিন দু'বার দৃষ্টি দিবে।”

১৭৮৬. (إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجْرُ لِسَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَسَحَيْنِ يَتَوَطَّأُهُ النَّاسُ).

১৯৮৬। কাকের ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন তার দু'ফারসাখ (ছয় মাইল) দীর্ঘ যবানকে টানতে থাকবে লোকেরা যাকে পা দিয়ে দলিত করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (৩/৩৪১), আহমাদ (২/৯২), ইবনু আবিদ দুনিয়া “কিতাবুল আহওয়াল” গ্রন্থে (২/৮৬) ও খাতীব (১২/৩৬৩) আবুল আজলান মুহারেবী হতে, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি: তিনি মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিরমিযী ছাড়া তারা সকলে বলেছেন: আবুল আজলান মুহারিবী হতে, তিনি (তিরমিযী) বলেন: আবুল মুখারিক হতে। তিরমিযী বলেন: আমরা এটিকে এ সূত্র হতেই চিনি আর আবুল মুখারিক পরিচিত নন।

হাফিয় যাহাবী বলেন: সঠিক হচ্ছে (তার পরিবর্তে) আবুল আজলান হতে, যাকে চেনা যায় না।

১৭৮৭. (أَشَقَى النَّاسَ ثَلَاثَةٌ: عَاقِرُ نَاقَةٍ تُمَوِّدُ، وَابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ، مَا سَفَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَمٍ إِلَّا لِحَقِّهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ).

১৯৮৭। লোকদের মধ্যে বদ নাসীব হচ্ছে তিনজন: সামুদের উটনীর পেট কর্তনকারী, আদম (ﷺ) এর সেই সন্তান যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল, ফলে যমীনের মধ্যে যে রক্তই প্রবাহিত করা হবে তা থেকে (গুনাহের অংশ) তার নিকট পৌঁছবে। কারণ সে সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটিয়েছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলইয়্যাহু” গ্রন্থে (৪/৩০৭-৩০৮), অহেদী “আলঅসীত” গ্রন্থে (১/২০৯/১) ও ইবনু আসাকির (১৪/১৫৭/১) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি হাকীম ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন করে বর্ণিত হওয়ার কারণে।

আর হাকীম ইবনু জুবায়ের দুর্বল যেমনটি হাফিয় ইবনু হাজার “আততাকুরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

আর “আলফায়েয” গ্রন্থে এসেছে: হাইসামী প্রমুখ বলেন: এর মধ্যে ইবনু ইসহাক রয়েছেন তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। আর হাকীম ইবনু জুবায়ের হচ্ছেন মাতরুক।

তৃতীয় ব্যক্তির কথা মূল হতে ছুটে গেছে, তিনি হচ্ছেন আলী (رضي الله عنه)-কে হত্যাকারী। যেমনটি একটি হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে সেটিকেও তুবারানী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তার (আলী (رضي الله عنه)-এর) দিকে ইঙ্গিত করে বর্ণনাকৃত হাদীসটি সহীহ। এ কারণে আমি সেটিকে অন্য কিতাকে তাখরীজ করেছি “সিলসিলাহ সহীহাহু” (১০৮৮)।

আলোচ্য হাদীসটির শেষ বাক্যটি অন্য হাদীসে নিম্নের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে:

“যে আত্মাকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে আদম (ﷺ)এর প্রথম ছেলে তার রক্তের গুনাহের ভাগিদার হবে। কারণ সে সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটিয়েছিল।”

এটিকে ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন এবং এটির তাখরীজ করা হয়েছে “আত্‌তা’লীকুর রাগীব” গ্রন্থে (১/৪৮)।

সতর্কবাণী: সুয়ূতী “আলজামে’উস সাগীর” এবং “আলকাবীর” গ্রন্থেও (১/১০২) হাদীসটিকে হাকিমের “আলমুস্তাদরাক” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত এ গ্রন্থে হাদীসটি আছে বলে অবগত হইনি।

১৭৮৮. (إِنَّ اللَّهَ مَلَكَةٌ تَرَعْدُ فَرَانِصُهُمْ مِنْ خِيفَتِهِ، مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ يَقْطُرُ دُمْعَةً مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ مَلَكًا قَائِمًا يُصَلِّي، وَإِنْ مِنْهُمْ مَلَكَةٌ سَجُودًا، مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ مِنْهُمْ رَكُوعًا لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، وَنَظَرُوا إِلَى وَجْهِ اللَّهِ قَالُوا: سَبَّحَانَكَ مَا عَبْدْنَاكَ كَمَا يَنْبَغِي لَكَ).

১৯৮৮। আল্লাহ্ রক্বুল আলামীনের এমন সব ফেরেশতা রয়েছে যাদের হৃদপিণ্ড তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকে। তাদের মধ্য হতে কোন এক ফেরেশতা তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরালেই তা এক ফেরেশতার উপর পতিত হয় যে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়রত আছে। তাদের মধ্য হতে এমন সব ফেরেশতা রয়েছে আল্লাহ্ তা’য়ালা যখন থেকে আসমান এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তারা সাজ্জদারত আছে। তারা তাদের মাথাগুলো উঠায়নি এবং তারা তা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত উঠাবেও না। তাদের মধ্য হতে এমন সব ফেরেশতা রয়েছে যারা রুকু’ অবস্থায় রয়েছে, আল্লাহ্ তা’য়ালা যখন আসমান এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তারা তাদের মাথাগুলোকে উঠায়নি এবং তারা তাদের মাথাগুলো কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত উঠাবেও না। যখন তারা তাদের মাথাগুলো উঠাবে এবং তারা আল্লাহর চেহারার দিকে দৃষ্টি দিবে তখন তারা বলবে: তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার জন্য যেকোনো উপায় ছিলো আমরা সেরূপ তোমার এবাদাত করতে পারিনি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু নাসর “আসসলাত” গ্রন্থে (২/৪৬) আব্বাদ ইবনু মানসুর হতে, তিনি বলেন: আমি আদী ইবনু আরত্বাতকে মাদায়েনে মিশ্বারে আমাদের সামনে খুৎবাহ দেয়া অবস্থায় শুনেছি তিনি বলেন: আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথীগণের মধ্য থেকে একজন হতে শুনেছি আমার আর রসূল (ﷺ)-এর মাঝে তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না, তিনি রসূল (ﷺ) হতে আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল আব্বাদ ইবনু মানসুরের কারণে। হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি তাদলীস করতেন। তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

১৭৮৭. (لَيْسَ الْجِهَادُ أَنْ يُضْرَبَ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّمَا الْجِهَادُ مَنْ عَالَ وَالِدَيْهِ، وَعَالَ وَلَدَهُ، فَهُوَ فِي جِهَادٍ، وَمَنْ عَالَ نَفْسَهُ يَكْفُفُهَا عَنِ النَّاسِ، فَهُوَ فِي جِهَادٍ).

১৯৮৯। আব্বাহর পথে নিজ তরবারী দ্বারা প্রহার করাটা জিহাদ নয়। বরং যে তার পিতা-মাতার দায়ভার গ্রহণ করেছে এবং তার সন্তানের দায়ভার গ্রহণ করেছে সে জিহাদের মধ্যে রয়েছে। আর যে নিজের ব্যয়ভার গ্রহণ করে নিজেকে লোকদের থেকে বাঁচিয়ে রাখে সে জিহাদের মধ্যে রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আলহিলিয়াহ্” গ্রন্থে (৬/৩০০-৩০১) ও তার থেকে ইবনু আসাকির (৭/১৪৪) মুহাম্মাদ ইবনু আলান হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ কুরাশী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আম্মী হতে, তিনি আবু রাওহ সা'ঈদ ইবনু দীনার হতে, তিনি রাবী' হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। রাবী' হচ্ছেন ইবনু সবীহ। রাবী' ইবনু অবরাহ্ নন। যদিও কোন কোন বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন রাবী' ইবনু অবরাহ্। যেমনটি আবু নু'য়াইম বলেছেন। আর ইবনু সবীহ হচ্ছেন মন্দ হেফযের অধিকারী।

আর বর্ণনাকারী সাঈঈদ হচেহন মাজহুল যেমনটি আবু হাতিম, হাফিয যাহাবী প্রমুখ বলেহেন।

আর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আম্মীকে আমি চিনি না।

আর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ কুরাশী এবং মুহাম্মাদ ইবনু আলানের জীবনী খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৫/১২, ৩/১৪১) উল্লেখ করে তাদের দু’জন সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেহেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেহেন:

... লেখকের উচিত ছিল এটা উল্লেখ করা যে, হাদীসটি আবু নু‘য়াইম ও দাইলামী আনাস (ؓ) হতে উক্ত ভাষায় বর্ণনা করেহেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি যে সম্পর্কে সুযুতীর সমালোচনা করেহেন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তিনি ছেড়ে দিয়েহেন আর তা হচেহ এ হাদীসটির সনদের সমস্যা বর্ণনা করে তার দুর্বলতা প্রকাশ করা। আর তিনি “আত্‌তাইসীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেহেন: এর সনদটি দুর্বল।

১৭৭০. (يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَفْقَهُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا، فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً، فَأَصْبَحَهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا، فَإِنْ كَانُوا فِي الصَّبَاحَةِ وَالْحُسْنِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: سَوَاءً - فَأَكْبَرُهُمْ حَسَبًا).

১৯৯০। সম্প্রদায়ের (সলাতের) ইমামাত করবে তাদের মধ্যে যে বেশী ভালোভাবে কিতাবুল্লাহ পড়তে পারে। যদি কিরাআতের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বেশী ফাকীহ সে (ইমামাত করবে)। যদি ফিকহের ক্ষেত্রে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে (ইমামাত করবে)। যদি বয়সের ক্ষেত্রে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যার চেহারা বেশী উজ্জ্বল এবং বেশী সুন্দর সে (ইমামাত করবে)। যদি উজ্জ্বলতা আর সৌন্দর্যের দিক দিয়ে (আমার ধারণা তিনি বলেন:) সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে মর্যাদায় বড় সে (ইমামাত করবে)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে আবু বাকর কালাবায়ী “মিকতাহুল মা'য়ানী” গ্রন্থে (৩২৪-৩২৫) বাগান্দী সূত্রে হাফস ইবনু উমার উবুল্লী হতে, তিনি আবুল মিকদাম হতে ও ইবনু আবী যিইব হতে, তারা দু'জন যুহরী হতে, তিনি উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি আয়েশা রা ও আবু হুরাইরাহ রা হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ হাফস ইবনু উমার উবুল্লীকে আবু হাতেম প্রমুখ মিথ্যাক আখ্যা দিয়েছেন। আর আবুল মিকদাম মাতরুক। কিন্তু তিনি ইবনু আবী যিইবের সাথে মিলিত হয়ে বর্ণনা করেছেন। অতএব সমস্যা উবুল্লী হতেই।

হাদীসটি এ বর্ধিত অংশ দ্বারা মুনকার (.... فَأَصْبَحَهم)। ইমাম মুসলিম (২/১৩৩) প্রমুখ আবু মাসউদ বাদরীর হাদীস হতে বর্ধিত অংশ ছাড়া অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটিকে “সহীহু আবী দাউদ” গ্রন্থে (৫৯৪) এবং “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (৪৯৪) তাকরীজ করেছি।

হাঁ, এ বর্ধিত অংশ বিভিন্ন সূত্রে আয়েশা রা প্রমুখ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোকে সুয়ুতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/১২) ও ইবনু ইরাক (২/১০৩) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেগুলোর সবগুলোই ক্রটিযুক্ত। সেগুলোতে (.... فَأَكْبَرُهم حسباً) এ অংশও নাই।

১৭৭১. (قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: "ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْتِ بِالْعَيْبِ", قَالَ: لَمَّا قَالَهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا يُوسُفُ! اذْكُرْ هَمَّكَ، قَالَ: "وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي).

১৯৯১। তিনি এ আয়াত পাঠ করেন “আমার উদ্দেশ্য এই যে, সে (অর্থাৎ আযীয) যেন জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি”। তিনি বলেন: যখন ইউসুফ রা সেটি বলেন (পাঠ করেন), তখন জিবরীল রা তাকে বললেন: হে ইউসুফ! তুমি তোমার উদ্দেশ্যের কথা বল। তখন তিনি বলেন: “আমি নিজেই দোষমুক্ত মনে করি না।”

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে হাকিম তার “তারীখ” গ্রন্থে, ইবনু মারদুবিয়্যাহ, দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (২/৮১/১) তার সনদে মুয়াম্মিল ইবনু ইসমাঈল হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। কারণ এ মুয়াম্মিল। হাকিম ইবনু হাজার “আত্‌তাকুরীব” গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন: তিনি সত্যবাদী তবে ক্রটিপূর্ণ হেফযের অধিকারী।

হাকিম যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ইমামগণের মতামত নকল করে তার একটি মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমার বিশ্বাস এ হাদীসটি তার মুনকারগুলোরই একটি। কারণ তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করেছেন। এটিকে আফ্ফান ইবনু মুসলিম ও য়ায়েদ ইবনু হুবাব বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি হাসান হতে। তিনি হাদীসটিকে মওকুফ মাকতু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর হাসান হচ্ছেন বাসরী।

এটিকে ইবনু জারীর তুবারী তার “তাকসীর” গ্রন্থে (৬/১৪৫) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রাঃ) এবং আবু হুযাইল (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর এটিই হচ্ছে সঠিক। অর্থাৎ মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করাই হচ্ছে সঠিক আর মারফু' হিসেবে বর্ণনা করাটা হচ্ছে বাতিল। কারণ কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করা ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বিরোধী। বাদশার উদ্ধৃতিতে আল্লাহ তা'য়ালার উল্লেখ করেছেন যে,

﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ إِنَّ رَأُودَ ثَنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأُودُ ثُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (৫১)
 ﴿أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (৫২) وَمَا
 يُوسُفَ.

“রাজা মহিলাদের জিজ্ঞেস করল- ‘তোমরা যখন ইউসুফকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল?’ তারা বলল, ‘আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমরা তার মাঝে কোন দোষ দেখতে পাইনি।’ আযীযের স্ত্রী বলল, ‘এখন

সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, আমিই তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যবাদী।' (৫১) ইউসুফ বলল, 'আমার উদ্দেশ্য এই যে, সে (অর্থাৎ আযীয) যেন জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আর আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের কৌশলকে অবশ্যই সফল হতে দেন না।' (৫২) সে বলল, 'আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না, নফস্ তো মন্দ কাজে প্ররোচিত করতেই থাকে, আমার প্রতিপালক যার প্রতি দয়া করেন সে ছাড়া। আমার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।' (৫৩) সূরা ইউসুফ.

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي এ বাক্যটি হচ্ছে আযীযের স্বীকার। আর এটিকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর ইবনু কাসীর তার অনুসরণ করেছেন।

১৭৭২. (إِنَّ مَرِيَمَ سَأَلَتْ اللَّهَ غَرْ وَجَلَّ أَنْ يُطْعِمَهَا لَحْمًا لَيْسَ فِيهِ دَمٌ، فَأَطْعَمَهَا الْجَرَادَ).

১৯৯২। মারইয়াম আল্লাহর নিকট চেয়েছিলেন যে, তাকে যেন এমন গোশত খাওয়ানো হয় যার মধ্যে রক্ত নেই। তখন তাকে জারাদ খাওয়ানো হয়েছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী “আযযু‘য়াফা” গ্রন্থে (৪৩৫), তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৯৮), যিয়া “আলমুত্তাকা মিন মাসমূ‘য়াতিহি বি-মারু” গ্রন্থে (২/৮৯) ও ইবনু আসাকির (১৯/২৬৭/২) হাফস ইবনু উমার আবু উমার মাযেনী হতে, তিনি নাযর ইবনু আসেম আবু আব্বাদ হুজাইমী হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন: তাকে জারাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তখন তিনি উত্তরে বলেন: ...।

ওকাইলী বলেন: নাযর ইবনু আসেমের মুতাবা‘য়াত করা হয়নি আর হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়।

আযদী বলেন: তিনি মাতরুকুল হাদীস।

হাফয যাহাবী বলেন: তার আরেকটি সনদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি আবুল ফাযল ইবনু আসাকির সূত্রে আবু উতবাহ্ হিমসী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি নুমায়ের

ইবনু ইয়াযীদ কাইনী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু উমামাহ্ বাহেলী (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছেন: ... তিনি মারফু' হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর বৃদ্ধি করে বলেছেন:

তিনি (মারইয়াম) বলেন: হে আল্লাহ্! তুমি তাকে -জারাদকে- (মায়ের) দুধ ছাড়া জীবন ধারণ করার তাওফীক দান কর, আর তার সন্তানদের শব্দ ছাড়া অনুসরণ কর। হাফিয় যাহাবী বলেন, আমি বললাম: হে আবুল ফাযল (অর্থাৎ তার শাইখ ইবনু আসাকির) শিইয়া' কি? তিনি বললেন: শব্দ। হাফিয় যাহাবী বলেন:

এ সনদটির ভাষার মধ্যে বক্রতা থাকা সত্ত্বেও এটি বেশী পরিষ্কার প্রথমটির চেয়ে। এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহে ফেলেছে এ দু'য়াটি। আর তিনি ঘটে যাওয়া ব্যাপারে দু'য়া করবেন তা হতে পারে না। কারণ জারাদ দুগ্ধ পানও করে আবার শব্দও করে না।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেন: এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কারণ হতে পারে পূর্বে জারাদ ছিল না।

আমি (আলবানী) বলছি: প্রথম সূত্রের হাফস ইবনু উমার মাযেনীকে আমি চিনি না। আর দ্বিতীয় সূত্রের আবু উতবাহ্ হিমসীর নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু ফারাজ, তার সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন:

তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ ত্বাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন: তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না ...। ইবনু আবী হাতেম বলেন: তার অবস্থান সত্যবাদী হিসেবে।

আর নুমায়ের ইবনু ইয়াযীদ কাইনী সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন:

আযদী বলেন: তিনি কিছুই না। আমি (যাহাবী) বলছি: তিনি উতবাহ্ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: তিনি নাযর ইবনু আসেমে'র মত। আমি জানি না, হাফিয় যাহাবীর এরূপ কথার ব্যাখ্যা কি যে, প্রথমটির সনদের চেয়ে এটি বেশী পরিষ্কার!

দ্বিতীয় সূত্রটিকে ইবনু কুতাইবাহ্ “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (১/১০৩/২) আমর ইবনু উসমান সূত্রে বাকিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

আর আমর হুছেন সত্যবাদী। আর ‘ঈসা ইবনুল মুনযির তার মুতাবা'য়াত করেছেন হারবীর নিকট তার “আলগারীব” গ্রন্থে (৫/১০৬/১-

২)। অতএব হাদীসটি আবু উতবার সমস্যা হতে মুক্ত। ফলে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাকিয়াহ্ অথবা তার শাইখ নুমায়ের রয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

১৭৭৩. (لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُفَسِّلُ حَمْزَةً).

১৯৯৩। আমি ফেরেশতাদেরকে হামযাকে গোসল করাতে দেখেছি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু সা'দ “আত্‌ত্বাকাত” গ্রন্থে (৩/১৬), মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী হতে, তিনি আশ'য়াস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাসানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শাহীদদেরকে কি গোসল করানো হয়? তিনি বলেন: হাঁ। তিনি আরো বলেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি সহীহ্ তবে মুরসাল। আশ'য়াস ছাড়া বর্ণনাকারীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য, ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী। তিনি হচ্ছেন ইবনু আব্দুল মালেক হুমরানী, তিনি নির্ভরযোগ্য তবে হাদীসটি মুরসাল। হাসান হচ্ছেন বাসরী আর তার মুরসালগুলো শক্তিশালী। কারণ তার মুরসাল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যেমনটি দেখছেন। এটি তার নিকট নিঃসন্দেহে সহীহ্। কিন্তু তা আমাদের মাঝে হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মায় না। হাদীস শাস্ত্রের নীতির কারণে- তার এবং রসূল (ﷺ)-এর মাঝের ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ায়। এছাড়াও হাসান বাসরী দুর্বলদের থেকে বর্ণনা করা এবং তাদের থেকে তাদলীস করার ব্যাপারে পরিচিত। তিনি একবার আলী ইবনু যায়েদ ইবনু জাদ'য়ান হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি যখন পুনরায় হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন তিনি স্মরণ রাখতে পারেননি যে, তিনি হাদীসটি ইবনু জাদ'য়ান হতে গ্রহণ করেছেন!

এ কারণেই দারাকুতনী বলেন: তার মুরসালগুলোর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাঁ, হাদীসটিকে মুসনাদ হিসেবে মু'য়াত্তা ইবনু আব্দুর রহমান অসেতী বর্ণনা করেছেন আব্দুল হামীদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে, তিনি বলেন:

রসূল (ﷺ)-এর চাচা হামযাহ্ ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে জুনবী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল। তখন রসূল (ﷺ) বলেন: তাকে ফেরেশতারা গোসল করিয়েছেন।

এটিকে হাকিম (৩/১৯৫) বর্ণনা করে বলেছেন: সনদটি সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি: কিন্তু হাকিম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: মু'য়াল্লা হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

তিনি তাকে “আযযু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন: দারাকুতনী বলেন: তিনি বড়ই মিথ্যুক।

১৭৭৬. (مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ضَعْفَ الْيَقِينِ).

১৯৯৪। আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে দুর্বল ইয়াকীন ছাড়া অন্য কিছু ব্যাপারে ভয় করি না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু নাসর “আস্‌সলাত” গ্রন্থে (১/১৭২), বুখারী “আত্‌তারীখ” গ্রন্থে (৩/১/২৬৪), ইবনু আবিদ দুনিয়া “আলইয়াকীন” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২), কালাবায়ী “মিফতাহুল মা'য়ানী” গ্রন্থে (১/২৩৪) ও ইবনু আসাকির (১৪/৩৭৫/১) সা'ঈদ ইবনু আবু আইউব সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু বুযুর্জ্ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছেন: রসূল (ﷺ) বলেন: ...।

আমি (আলবানী) বলছি: আব্দুর রহমান ইবনু বুযুর্জ্ ছাড়া এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাকে ইবনু আবী হাতেম (২/২/২১৬) এ সা'ঈদ এবং ইবনু লাহী'য়ার বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। ইমাম বুখারীও তাই করেছেন।

আর ইবনু হিব্বান তাকে “আস্‌সিকাত” গ্রন্থে (৫/৯৫) উল্লেখ করেছেন।

১৭৭৫. (اتَّقُوا مَخَاشِئَ النِّسَاءِ).

১৯৯৫। তোমরা নারীদের সংস্পর্শ হতে বেঁচে থাক।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে দাইলামী (১/১/৪৫) আব্দুর রহমান ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি ইবনু আবী ফুদায়েক হতে, তিনি আলী ইবনু আবু আলী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার এর জন্য সাদা স্থান ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ এর সনদটি দুর্বল। আর এ আলী হচ্ছেন লাহবী মাদানী। তার সম্পর্কে আহমাদ বলেন: তার কতিপয় মুনকার রয়েছে। আবু হাতিম ও নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুক। ইবনু মাঈন বলেন: তিনি কিছুই না।

“আলমীযান” গ্রন্থে এরূপই এসেছে। তিনি তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি।

১৭৭৬. (أَتَيْكُم عَلَى الصِّرَاطِ أَشَدُّ حُبًّا لِأَهْلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِي).

১৯৯৬। তোমাদের মধ্যে পুলসিরাতের উপর বেশী স্থিতিশীলতা অর্জন করবে সেই ব্যক্তি যে আমার আহলেবাইত এবং আমার সাধীগণকে বেশী ভালোবাসবে।

হাদীসটি বানেয়াট।

এটিকে দাইলামী (১/১/৮৪) আবু নু'য়াইম সূত্রে হুসাইন ইবনু আলান হতে, তিনি আহমাদ ইবনু হাম্মাদ ইবনু সুফইয়ান হতে, তিনি হুসাইন ইবনু হুমরান হতে, তিনি কাসেম ইবনু বাহরাম হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি খুবই দুর্বল। কাসেম ইবনু বাহরাম সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: ইবনুল মুনকাদির হতে বর্ণিত তার আজব আজব বিষয় রয়েছে। ইবনু হিব্বান প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর হুসাইন ইবনু হুমরান এবং তার নিচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। তবে মানাবী “আলফায়েয” গ্রন্থে বলেন:

এটি দুর্বল। এর কারণ এর মধ্যে হুসাইন ইবনু আলান রয়েছে। হাফিয় ইবনু হাজার “আললিসান” গ্রন্থে তার মূলের উদ্ধৃতিতে বলেন যেমন ইবনুল জাওযী: তিনি আহমাদ ইবনু হাম্মাদের উদ্ধৃতিতে একটি হাদীস জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: “আললিসান” গ্রন্থে এটি আমি পাচ্ছি না। “আলমীযান” গ্রন্থেও পাচ্ছি না, ইবনুল জাওযীর “আলমাওযু'য়াত” গ্রন্থেও পাচ্ছি না। আল্লাহই বেশী জানেন। অতঃপর আমি উক্ত কথা হাসান ইবনু আলানের ব্যাপারে “আললিসান” গ্রন্থে (২/২২১) পেয়েছি।

মানাবীর আজব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তিনি ইবনু আলানকে জাল করার দোষে দোষী এ বিষয়টি নকল করার পরেও তিনি শুধুমাত্র হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি দেখছেন। অনুরূপভাবে তিনি তার “আততাইসীর” গ্রন্থেও একই কারবার করেছেন।

হাদীসটির জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে আরেকটি সূত্র রয়েছে। যার মধ্যে ইবনু আদীর নিকট অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি (৬/২৩০৩) হচ্ছেন ইবনুল আশ'য়াস। যার সম্পর্কে (১৭৯৫) নম্বর হাদীসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মানাবী এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

১৭৭৭. (اِثْنَانِ لَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ إِلَيْهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَاطِعُ الرَّحِمِ، وَجَارُ السُّوءِ).

১৯৯৭। দু'ব্যক্তির দিকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাকাবেন না। রেহেমের (রক্তের) সম্পর্ক ছিন্নকারী আর মন্দ প্রতিবেশী।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী (১/১/৮৫) আহমাদ ইবনু দাউদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মাহ্দী বাসরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি বানোয়াট। আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়্যাশ, শু'বা তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়ে বলেছেন:

ব্যক্তি কর্তৃক যেনা করা বেশী ভালো আবান হতে বর্ণনা করার চেয়ে।

ইবনু হিব্বান বলেন: তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে এক হাজার পাঁচশতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেগুলোর বড় অংশের এমন ভিত্তি নেই যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মাহ্দীকে আমি চিনি না।

আর তার পিতা মাহ্দী হচ্ছেন ইবনু হিলাল বাসরী। তাকে ইয়াহইয়াহ্ ইবনু সা'ঈদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু মা'ঈন বলেছেন: তিনি হাদীস জালকারী।

আর আহমাদ ইবনু দাউদ যদি ইবনু আব্দুল গাফফার হারুরানী মিসরী হন অথবা আব্দুর রায্বাকের বোনের ভাই হন তাহলে তারা উভয়েই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

প্রথমজনকে দারাকুতনী প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয যাহাবী তার কতিপয় মিথ্যা হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন: তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক ছিলেন।

১৭৭৮. (أَحْبَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَقْلُكُمْ طُعْمًا، وَأَخْفَكُمُ بَدَنًا).

১৯৯৮। তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার পাত্র হচ্ছে সেই তোমাদের যে কম ভক্ষণ করে এবং তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা হালকা শরীরের অধিকারী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দাইলামী (১/১/৮৬) হাফস ইবনু উমার ফাকীহ আযযাহেদ হতে, তিনি আবু বাক্র ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আব্বাদ হতে, তিনি ইকরিমাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: এ সনদটি দুর্বল। আব্বাদ হচ্ছেন ইবনু মানসুর নাজী, তিনি দুর্বল এবং মুদাল্লিস।

আর হাফস ইবনু উমার ফাকীহ আযযাহেদকে আমি চিনি না।

মানাবী হাদীসটিকে আবু বাক্র ইবনু আইয়্যাশ দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়ে এক অশুদ্ধ দূর্বতী কথা বলেছেন। অথচ ইমাম বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি (মানাবী) বলেন: এ কারণেই মুসান্নিফ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

এটি ডবল ভুল। কারণ যার দ্বারা ইমাম বুখারী দলীল গ্রহণ করেছেন তার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করা যায় না। আর দ্বিতীয় ভুলটি এই যে, তিনি তার “আততাইসীর” গ্রন্থে হাকিমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যা থেকে সন্দেহ হতে পারে যে, তিনি এটিকে তার “আলমুসতাদরাক” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ এটি রয়েছে তার “তারীখ” গ্রন্থে।

১৭৭৭. (اخْذَرُوا الشُّهْرَتَيْنِ: الصُّوفَ وَالْحُمْرَةَ).

১৯৯৯। তোমরা দু'টি খ্যাতিসম্পন্ন বস্ত্র হতে বেঁচে থাক: পশম আর লাল রং।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দাইলামী (১/১/২১) মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন সুলামী হতে, তিনি হুসাইন ইবনু আহমাদ সফ্ফার হতে, তিনি আহমাদ ইবনু 'ঈসা অশা হতে, তিনি রাবী' ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আসাদ ইবনু মুসা হতে, তিনি

সুফইয়ান হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা রাঃ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার সাদা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। আহমাদ ইবনু ঈসা অশাকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি তাসতুরী মিসরী হাফিয়। তিনি সেরূপই যেরূপ হাফিয় যাহাবী বলেছেন: তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু আহমাদ সফফার সম্পর্কে হাকিম বলেন:

তিনি মিথ্যুক, তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যায় না।

আর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন সুলামী হচ্ছেন আবু আব্দুর রহমান সূফী। হাফিয় যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন:

মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন। তিনি ভালো নন। অন্তরের মধ্যে কিন্তু সৃষ্টি করে যখন তিনি এককভাবে কিছু বর্ণনা করেন।

খাতীব বলেন: আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ কান্তান বলেন: তিনি সুফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি আশঙ্কা করছি যে, এটি তারই জাল করা হাদীস যদি তার শাইখ এ কর্ম হতে নিরাপদ হয়।

আমি (আলবানী) বলছি: এ হাদীসের সনদে এতো সব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটিকে “আলজামে'উস সাগীর” গ্রন্থে এবং “আলজামে'উল কাবীর” গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন ... আর তিনি বলেছেন যে, দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর মানাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন: এর সনদে আহমাদ ইবনুল হুসাইন সফফার রয়েছে, তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। এরূপই উল্টা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সঠিক হচ্ছে হুসাইন ইবনু আহমাদ সফফার।

২০০০. (مَا أَفْعَرَّ حَاجٌ قَطُّ).

২০০০। হাজী কখনও মুজা পরবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১১০/২) শারীক হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাঃ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন:

এটিকে ইবনুল মুনকাদির হতে মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি: মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ ইবনুল মুহাজির ইবনু কুনফুয হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ্ কাযী তিনি দুর্বল তার মন্দ হেফযের কারণে। এ কারণে ইমাম মুসলিম মুতাবা'য়াত থাকা অবস্থায় তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে সেই ব্যক্তির কথার দ্বার যিনি বলেছেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। যেমন করেছেন মুনযেরী (২/১১৪), হাইসামী (৩/২০৮) আর তাদের দু'জনের অঙ্ক অনুসরণ করেছেন মানাবী এবং শুমারী। কারণ তিনি হাদীসটিকে তার “কান্‌য” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তবে মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ইবনু আসাকির হাদীসটিকে (৫/৩২৭/২) মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ ইবনু আসমাহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। হাফিয় ইবনু হাজার বর্ণনাকারীদের মধ্যে তার পিতা হতে কথাটি উল্লেখ করেননি। তিনি শুধুমাত্র তার দু'ছেলে ইউসুফ ও মুনকাদিরের কথা উল্লেখ করেছেন।

আর সূত্রে তার নিকট পর্যন্ত একদল রয়েছেন যাদেরকে চেনা যায় না।

আর আলী ইবনু আহমাদ যুহায়ের তামীমী সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেন: তার উপর নির্ভর করা যায় না।

তামাহীদিয়া ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ
(মাদরাসা মাক্কিটের সামনে)
রানী বাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৫৯৬৪৫, ০১৭৩০৯৩৪৩২৫



سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة



المجلد الرابع

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني

ترجمة : أبو شفاء محمد أكمل حسين

ISBN No : 978-984-8766-16-4